প্রাচীন
পূর্ববঙ্গ গীতিকা

চতুর্থ খণ্ড

১। রঙ্গমালা সুন্দরী-চৌধুরীর লড়াই ২। ভরার মেয়ের গান
৩। মাণিকতারা ডাকাইত ৪। নেজাম ডাকাইত-
পীরের কেরামতি ৫। মইষাল বন্ধু-সাঁজুতী কন্যা
৬। শান্তি কন্যার হাঁহলা।

সম্পাদক
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক



ফার্মা কে, এল, মুখোপাধ্যায়
পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা
৬/১ এ, ধীরেন ধর সরণী, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ ১৯৭২

ফার্মা কে, এল, মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা-১২ কর্তৃক
প্রকাশিত

মুদ্রাকর :
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
আভা প্রেস
৬ বি, গুড়িপাড়া রোড
কলিকাতা-১৫

প্রাচীন পূর্ব্বঙ্গ গীতিকা

চতুর্থ খণ্ড

রঙ্গমালা সুন্দরী—চৌধুরীর লড়াই পালা

অজ্ঞাত নামা কবি বিরচিত

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক

রঙ্গমালা সুন্দরী বা চৌধুরীর লড়াই পালার

ভূমিকা

মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন ডি লিট্ মহাশয়-সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত 'চৌধুরীর লড়াই' পালাটির পদ্য ছত্র-সংখ্যা ২৭৫৭, ইহা ছাড়া এগারোটি স্থলে ঘটনা গদ্যে বর্ণনা করা হইয়াছে।

এই সম্পাদনায় পদ্য ছত্রসংখ্যা ৩০০২, মূল ঘটনা কোথাও গদ্যে বর্ণনা করা হয় নাই। সেন মহাশয়ের সম্পাদনার ২৬৩২টি ছত্র এই সম্পাদনায় পাওয়া যাইবে, ১২৫টি ছত্র গ্রহণ করা হয় নাই। যে ২৬৩২টি ছত্র গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে ১৫২টি ছত্রের সঙ্গে এই সম্পাদনার তাৎপর্যে পাঠান্তর ঘটায় সেন মহাশয়ের পাঠ পাদটীকায় দেওয়া হইয়াছে। কয়েকটি অধ্যায়ে সেন মহাশয়-সম্পাদিত সমগ্র অধ্যায় ও অধ্যায়ের অংশ বিশেষ পাদটীকায় দেওয়া হইয়াছে। ২২শ অধ্যায় হইতে সেন মহাশয়ের সম্পাদনার সঙ্গে এই সম্পাদনার পাঠান্তর উল্লেখ করা হইল না। কারণ, উহার বহু ছত্র ও বর্ণনা এই সম্পাদনায় গ্রহণ করা হয় নাই। এই সম্পাদনায় ২১শ অধ্যায় পর্যন্ত যে ছত্রগুলি সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় নাই তাহা বুঝাইবার জন্য ছত্রের শেষে '+' চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে; যে অধ্যায়টি আদৌ সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় নাই, তাহার অধ্যায়াঙ্কের পাশে '+' চিহ্ন দেওয়া হইল।

এই পালাটি ১৯২০ খৃষ্টাব্দে আমি হবিগঞ্জে প্রথম শুনি। ১৯৩৩ সালে মাননীয় সেন মহাশয়-সম্পাদিত পালাটি পড়িয়া মনে হইল, আমার সেই হবিগঞ্জে শোনা পালা ও এই পালা এক কবির রচনা

নহে। সে পালাটির নাম ছিল 'রঙ্গসোন্দরীর পালা'। পালার ঘটনা যদিও একই প্রকার, কিন্তু ঘটনার পারম্পর্য এক প্রকার নহে। সে পালাটি ছিল ঘটনাপ্রবাহে জমাট, আর সেন মহাশয়-সম্পাদিত পালাটি বিশৃঙ্খল ঘটনা সমষ্টি। সে পালাটির নায়িকা রঙ্গমালা একনিষ্ঠ প্রেমময়ী, তেজস্বিনী ও বুদ্ধিমতী; আর সেন মহাশয়-সম্পাদিত পালার নায়িকা রঙ্গমালা লোভী, সুযোগসন্ধানী, দুর্বলচিত্তা এবং নায়কের সঙ্গে ব্যবহারে বারবণিতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।* সে পালাটির অপরাপর চরিত্রগুলি কবির নিরপেক্ষ দৃষ্টি ও রচনা-ভঙ্গীতে ভালোমন্দে সমুজ্জ্বল ও অলৌকিকত্ববর্জিত, সেন মহাশয়ের পালায় চরিত্রগুলির মন্দ দিকটাই পরিস্ফুট ও বেশ কিছু অলৌকিক অবাস্তব ব্যাপার সন্নিবিষ্ট। অতএব এই দুইটি রচনা একই কবির হইতে পারে না। আমার এই সন্দেহ আরও ঘনীভূত হইল, সেন মহাশয়ের লিখিত ভূমিকার নিম্নোদ্ধৃত অংশ পড়িয়া—

'* * আমরা পূর্বে পূর্বে অনেকবার লিখিয়াছি, যেখানে কোন পাঠশালা হইতে সদ্যোনিষ্ক্রান্ত গ্রাম্য পণ্ডিত গ্রন্থকারের যশোলাভ করিতে ব্যস্ততা দেখাইয়াছেন, সেখানেই পালাগান হাতে পাইলে তিনি নিজের বিদ্যাবুদ্ধি দেখাইবার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। এই সকল প্রকাশকেরা ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরাদি পুস্তক ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিলেও ঐ সকল পুস্তকের অশ্লীলাংশ গ্রহণ করিয়া প্রাচীন পালা গানকে হৃদয়গ্রাহী করিবার চেষ্টার কিছু-মাত্র কসুর করেন নাই। আসাদিয়া গ্রামের বছনিয়া সেখ এই পালাগানের মৌলিকত্বের দাবি করেন। 'সারগীত' তিনিই প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইয়াকুব আলী নামক

---

*এই সম্পাদনার ১৭শ অধ্যায়ে পাদটীকায় উদ্ধৃত সেন মহাশয়-সম্পাদিত পালার রঙ্গমালার পীরিত' খণ্ডের ১০ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

অপর এক ব্যক্তি এই গানের আর একটি সংস্করণ প্রণয়ন করেন। ইঁহাদের মধ্যে কে গানের রচয়িতা তাহা ঠিক করা কঠিন। অনেক সময় পালা-গায়কেরা নিজেদের ভনিতা বসাইয়া দিয়া কাব্যযশ নিজস্ব করিতে চেষ্টা পাইয়া থাকেন। কবির নাম ধীরে ধীরে বিস্মৃতির গর্ভে নিমগ্ন হইয়া যায়। যদিও অনেকেই এই পালাগান প্রকাশ করিয়াছিলেন; তথাপি ইয়নস্ নামক জনৈক প্রকাশক এই পালাটির দরুন বিশেষ বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর পাঠ করিয়া পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তদ্দরুণই তাঁহার এই বিপদ। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে ইয়নস্ মিঞা পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে সমগ্র পালাগানটি ছিল না। গানটি সপ্তাঙ্ক এবং প্রায় তিন হাজার ছত্রে সম্পূর্ণ। ইয়নস্ মাত্র তৃতীয়াঙ্ক পর্যন্ত প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই তিন অঙ্কের উপর তিমি তাঁহার পাণ্ডিত্যের অনেকটা দৌড় দেখাইয়াছিলেন। অশ্লীল পুস্তক মুদ্রণ ও প্রকাশের অপরাধে দণ্ডবিধি আইনের ২৯২ ও ২৯৩ ধারা অনুসারে গ্রন্থকার ইয়নস্ মিঞা, মিঃ এ. জে. খান ডেপুটি মেজিস্ট্রেটের বিচারে ৪০ টাকা জরিমানা দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রকাশক রহিম বক্সির উপরেও সেইরূপ দণ্ডের আদেশ হইয়াছিল।'

সেন মহাশয়ের ভূমিকার এই অংশ পড়িয়া বুঝিলাম, বিগত শতাব্দীর শেষ পাদ হইতে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম পাদের মধ্যে কবিযশলোভী অনেকগুলি মুসলমান লেখক অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সংঘটিত রঙ্গমালা ও রাজচন্দ্র চৌধুরীর প্রেমকাহিনী অবলম্বনে পালা রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু 'গানটি সপ্তাঙ্ক এবং প্রায় তিন হাজার ছত্রে সম্পূর্ণ'—এই তথ্য সেন মহাশয় পাইলেন কোথায়? তাঁহার নিজের সম্পাদিত পালার ছত্রসংখ্যা

তো দেখি ২৭৫৭ ! যে যায়গাগুলির বর্ণনা গদ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার বর্ণনা পদ্যে করিলে বড়জোর আর পঞ্চাশ ষাটটি ছত্র হইতে পারিত।

এইসব ব্যাপারে ইচ্ছামাত্রেই কোথাও যাইয়া কোনো কিছু অনুসন্ধান করার সুযোগ আমার ছিল না। সেন মহাশয়কে পত্র লিখিয়া উত্তর পাইবার আশাও ছিল না। সেজন্য হবিগঞ্জ যাইবার ব্যবস্থা করিতে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত করিয়া ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে গেলাম হবিগঞ্জ হরিসভায় ভাগবত পাঠ করিতে। অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে যে, 'রঙ্গমালা সোন্দরী' পালা শুনিয়াছিলাম, তাহার গায়েন ময়নামতী নিবাসী নকুল দত্ত। হবিগঞ্জে ভাগবত পাঠ শেষ করিয়া গেলাম কুমিল্লা। কুমিল্লা হরিসভায় ঘাঁটি করিয়া ময়নামতীতে খোঁজ করিয়া জানিতে পারিলাম, প্রায় পনরো বৎসর পূর্বে নকুল দত্তের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নিমাই দত্ত আসামে রেলে চাকরি করে, পিতার মৃত্যুর পর সে ময়নামতীর বাড়ী বিক্রয় করিয়া আসাম গিয়াছে, কেহ তাহার ঠিকানা জানে না। পালাটি সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়গণের মুখে উত্তর পাইলাম, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন ডি লিট্ মহাশয় যাহা করিয়া গেলেন, তাহার পর ঐ পালা সম্পর্কে আর কাহারও মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। অতএব তাঁহারা আমাকে সাহায্য করিতে অক্ষম*।

* ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৬৯ মধ্যে আমরা এই সংগ্রহ ও সম্পাদনা ছাপাইয়া প্রকাশ করিবার জন্য কয়েকটি খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান ও অনেকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যরথীর দ্বারস্থ হইয়া ঐ একই উত্তর পাইয়াছি। শেষে হতাশায় যখন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিলাম তখন ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

যাঁহারা সাধারণ জনসমাজের মানুষ, তাঁহারা শুনাইলেন,—বিশ পঁচিশ বছর আগে যে পালাটি শোনা যাইত তাহা আর এখন শোনা যায় না। সে পালার রূপ পরিবর্তিত হইয়া যাহা চলিতেছে, তাহা ভদ্রসমাজে অশ্রাব্য। আমি যদি ইচ্ছা করি, তবে তাঁহারা ঐ সব পালার কয়েকটি অনায়াসেই সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন।

তাঁহাদের সাহায্যে সেন মহাশয়ের ভূমিকায় উল্লিখিত বছনিয়া সেখের 'সারগীতি', ইয়াকুব সাহেবের 'রঙ্গসুন্দরী', ইয়ুনুছ মিঞার 'রঙ্গমালার কেচ্ছা' তো সংগ্রহ হইলই, অধিকন্তু আরসাদ আলি রচিত 'রঙ্গমালার দীঘি' ও আফ্ছার উদ্দিন রচিত 'পীরিতের দীঘি' নামে আরও দুইটি পালা পাইলাম। সব পালাই প্রেসে ছাপানো।

সেন মহাশয়-সম্পাদিত পালা ও ঐ পাঁচটি পালা মিলাইয়া দেখিলাম, মুল ঘটনা বর্ণনায় সব পালার ছত্রের ভাষা ও ছন্দ প্রায় একই প্রকার। পার্থক্য কেবল অলৌকিক ঘটনা, ধর্মের ও পীর-সাহেবদের ক্ষমতা, নায়ক-নায়িকার মিলন এবং হাস্যরস পরিবেষণের উৎকট প্রচেষ্টায়। পালাগুলিতে এই ব্যাপার দেখিয়া আমার ধারনা হইল, এই সমস্ত পালার মূলে একটি পালা আছে, সেইটিকে

মহাশয়ের একখানা পত্র পাই। তিনি লোকমুখে আমার এই সংগ্রহের কথা শুনিয়া পালাগুলি দেখিতে চাহিয়া পত্র দিয়াছিলেন। কয়েকটি পালা লইয়া আমি তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলাম। সে পর্যন্ত এই ব্যাপারে আমি যত জনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলাম তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র ডক্টর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ই আমার সম্পাদিত 'মহুয়া', 'মলুয়া', 'চন্দ্রাবতী'—পালা তিনটির পাণ্ডুলিপি পড়িলেন এবং স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী ডক্টর শ্রীভবতোষ দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিয়া সরকারের আর্থিক সাহায্যের চেষ্টা করিয়াছেন।

অবলম্বন করিয়া এই পরগাছাগুলি জন্মিয়া মুল পালাটিকে বিস্মৃত প্রায় করিয়াছে।

সেই ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের পর ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আরও কয়েকবার আমি নোয়াখালী, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি জেলায় ভাগবত পাঠ করিতে গিয়া পালাটির সন্ধান করিয়াছি, কিন্তু সফল হইতে পারি নাই। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে গৌহাটী পানবাজার হরিসভায় ভাগবত পাঠ করিতে গিয়া হরিসভার সম্পাদক যোগেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মুখে শুনিলাম নকুল দত্তের পুত্র নিমাই দত্ত কিছুদিন পূর্বে একটি মামলায় তাঁহাকে উকিল নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই নকুল দত্তের নিবাস ছিল ময়নামতী গ্রামে! নিমাই দত্ত নওগাঁ জেলায় হোজাইতে বাড়ী করিয়াছেন।

এই সন্ধান পাইয়া নিমাই দত্তের বাড়ী গেলাম। নিমাইবাবু পরম আগ্রহে তাঁহার পিতার খাতা দেখাইলেন ; প্রায় একশ' বৎসর আগে তুলোট কাগজে লেখা, ছত্রের সংখ্যা ২৬৪২। নিমাইবাবুর মুখে শুনিলাম পালায় বর্ণিত বাঞ্ছারাম বারোই তাঁহারই পূর্বপুরুষ এবং এই পালার রচয়িতা। বাঞ্ছারামের পুত্র শিবরাম হইতে নকুলচন্দ্র পর্যন্ত আটপুরুষ এই পালা গান করিরাছেন। পালাটি এককালে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল, ইহার নকল বাহির হইয়াই পালাটি জনপ্রিয়তা হারাইয়াছে।

এই পালাটি সম্পাদন করিতে গিয়া আমাকে একটি বড়ো অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। অপরাপর পালাগুলি সম্পাদন ব্যাপারে মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সংগ্রহ ও সম্পাদনার ছত্রগুলি রক্ষা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু এই পালাটির ২১ অধ্যায়ের পর তাহা আর সম্ভব হয় নাই। এই পালার ভূমিকায় ও আরও কয়েকটি পালার ভূমিকায় সেন মহাশয় যাঁহাদের 'পাঠশালা

হইতে সদ্যোনিষ্ক্রান্ত গ্রাম্য পণ্ডিত গ্রন্থকারের যশোলাভের জন্য ব্যস্ত'—বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারা সেন মহাশয়ের এই পালাটির মধ্যে এত বেশী 'নিজের বিদ্যাবুদ্ধি দেখাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই' যে, আমার পক্ষে শেষের দশটি অধ্যায়ে পাদটীকায়ও সেন মহাশয়ের সম্পাদনা রক্ষা করা সম্ভব হইল না। এবং এই জন্যই বোধ হয় সেন মহাশয় পালাটি সম্পর্কে ভূমিকায় মন্তব্য করিয়াছেন, 'কবিত্ব অথবা অলঙ্কার শাস্ত্রের বিশেষ কোন পরিচয় ইহাতে নাই'।

মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার ভূমিকায় এই পালার ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে গিয়া শেষের দিকে লিখিয়াছেন,

'* * ইতিমধ্যে এক গভীর রজনীতে চাঁদ ভাণ্ডারী ইঙ্গা চৌধুরীর বাড়ীর গড়খাই কৌশলক্রমে উত্তীর্ণ হইয়া বৃদ্ধ চৌধুরীকে ও তাঁহার বাড়ীর অনেককে বধ করিল। ইঙ্গা চৌধুরীর তিনটি পুত্রবধূ কৃপাণ হস্তে চাঁদ ভাণ্ডারীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইঙ্গা চৌধুরীর মাত্র একটি পুত্র এই হত্যাকাণ্ড হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার মাতুলালয়ে পলাইয়া যাইয়া এই দুর্ঘটনার সংবাদ প্রদান করেন। মাতুল ও ভাগিনেয়ের মিলন অতি করুণ রসাত্মক। মনোহর গাজী (মাতুল) সমস্ত অবগত হইয়া বহু সৈন্য সহ রাজেন্দ্রনারায়ণের বাড়ী আক্রমণ করেন। খুল্লতাত পলাইয়া যান এবং রাজচন্দ্র বাবুপুরের গদীতে প্রতিষ্ঠিত হন। শেষ দৃশ্যে রাজচন্দ্র তাঁহার খুল্লতাতের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর সাশ্রুনেত্রে তাঁহার পদতলে পড়িয়া যে সকল করুণোক্তি করিয়াছিলেন তাহা সমস্ত বিরোধ এবং যুদ্ধ বিদ্রোহাদির রেষারেষি অতিক্রম করিয়া খুল্লতাত এবং ভ্রাতুষ্পুত্রের মধ্যে অতি নির্মল সুধাধারার ন্যায় যে গুপ্ত স্নেহ

প্রবাহিত ছিল তাহা মর্মস্পর্শী ভাষায় প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছে। ইহার পরে রাজেন্দ্রনারায়ণ কাশীবাসী হইলেন। এই হইল ঘটনা।'

মাননীয় সেন মহাশয়-সম্পাদিত এই পালার 'ইঙ্গা চৌধুরী' খণ্ডে ২য় অধ্যায়ে দুই যায়গায় আছে ভেলু চৌধুরী ইঙ্গা চৌধুরীকে 'দাদা' সম্বোধন করিয়া কথা বলিতেছেন। ৮ম অধ্যায়ে যুদ্ধের বর্ণনায় দেখা যায়—

'* * বাঁ দিগ দিয়া চান্দ ভাঁড়ালী ডাইন দিগে যায়।
এমন সময় মারে তীর ইঙ্গা চোধ্রীর গায়॥
বুকেতে লাগিয়া তীর পৃষ্ঠে পার হইল।
গোছ করি ইঙ্গায় ঢুলিয়া পড়িল॥
আলগে থাকি ভেলু চৌধ্রী নজর করি চায়।
বড় ভাই মারা যায় এমন দেখা যায়॥
হিলা ডাকে ভেলু চৌধ্রী রণখেড়ে নামিল।
চান্দ ভাঁড়ালীর লগে যুদ্ধ লাগাইয়া দিল॥
পোলা মাইনষ ভেলু চৌধ্রী যুদ্ধ জানে কি।
হোতাইয়া ফেলাইল চান্দায় তিন কান দি॥
আলগে আলগে চাঁদ ভাঁড়ালী কিরিচ ভাঁজন লইল।
ভেলু চৌধ্রীর মাথা কাড়ি দুইখান করিল॥
ঘরে ছিল মহম্মদ রাজা নজর করি চায়।
দুই ভাই মারা গেল এমন দেখা যায়॥
ধনের ডরে মহম্মদ রাজা পলাইয়া গেল।
ঘরে থাকি তিন বিবি যুদ্ধ করণ লইল॥'

ইহার পর সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় ৯ম অধ্যায় ৫২টি ছত্রে যাহা বর্ণনা করা হইয়াছে তাহার সারসংক্ষেপ—

'হিরা বিবি মুছা বিবি তিন বিবি আর।
* * তিন দিগে তিন জন যুদ্ধ করণ লইল।
* * রণে ভঙ্গ দিয়া চান্দায় উড্গালড় দিল।
* * হেন কালে জয়কালী সাক্ষাত হইল।'

জয়কালী চাঁদ ভাঁড়ালীকে বলিলেন,—

'* * আইজকার রণে তুমি পরাজয় হইবা।'

চাঁদ ভাড়ালী জয়কালীর কথা অমান্য করিয়া পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করিলে—

'* * ইহাতে ছেট্ট বিবি কোন কাম করিল।
আল্লার নাম লইয়া বিবি রণ খেউড়ে নামিল ॥
* * যুদ্ধ দেখি চান্দ ভাড়ালী মনে ডর পাইল।'

এবং যুদ্ধ স্থল হইতে পলাইয়া বাঁচিলেন। এইখানেই সেন মহাশয়ের সমগ্র পালা শেষ। তাঁহার সম্পাদিত পালার কোথাও ইঙ্গা চৌধুরীর তিন পুত্র, মাতুল মনোহর গাজীর বাবুপুর আক্রমণ, মনোহর গাজীর সাহায্যে রাজচন্দ্রের গদী দখল, খুড়া-ভ্রাতুষ্পুত্রের মিলন ও খুড়ার কাশীযাত্রা,—ইহার কোনো কিছুরই উল্লেখ নাই। ইহার উল্লেখ আছে, কুমিল্লায় আমি যে পাঁচটি পালা পাইয়াছিলাম, সেই পালাগুলির কোনো কোনোটার মধ্যে। এরূপ অবস্থায় মাননীয় সেন মহাশয় তাঁহার নিজের সম্পাদনায় প্রকাশিত পালায় ঐগুলি আছে বলিরা যে কারণে ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন, সেই কারণেই তাঁহার সম্পাদিত পালাগুলির কিছু ছত্র আমার সম্পাদনায় বাদ দিতে হইল।

এই পালার ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

'নোয়াখালি গেজেটিয়ারে বাবুপুর পরগণার ইতিবৃত্ত উপলক্ষে লিখিত হইয়াছে : "এই পরগণার সত্বাধিকারীদের মধ্যে রাজচন্দ্র নামক এক ব্যক্তি রঙ্গমালা নামক কোন নর্তকীর প্রেমে পড়িয়া ভয়ানক জ্ঞাতি বিরোধের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই ঘটনা চৌধুরীর লড়াই নামে পালাগানে বিবৃত হইয়াছে।"

'কাব্যের নায়ক রাজচন্দ্র চৌধুরী নোয়াখালীর প্রসিদ্ধ জমিদার রাজা বিশ্বম্ভর শূরের বংশোদ্ভব। ইঁহারা বর্তমান সময়ে মহারাজ আদিশূরের বংশোদ্ভব বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন। কিন্তু ইঁহারা যে সমস্ত উপকরণ দিয়াছিলেন তাহা অবলম্বন করিয়া নোয়াখালি ডিষ্ট্রীক্ট গেজেটিয়ারে ইঁহাদের যে বংশাবলী প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে লিখিত আছে, "মিথিলার রাজা আদিশূরের নবম পুত্র বিশ্বম্ভরশূর চট্টগ্রাম তীর্থদর্শনে গমন করিয়াছিলেন। প্রত্যাবর্তন কালে তিনি নোয়াখালিতে স্বপ্নে বারাহীদেবীকে দর্শন করিলেন। দেবীর আদেশ হইল যে, তিনি যদি নোয়াখালিতে তাঁহাকে পূজা করেন, তবে ঐ রাজ্য তাঁহার অধিকারে আসিবে। সুতরাং তিনি মিথিলায় প্রত্যাবর্তন না করিয়া নোয়াখালিতেই স্থায়ী হইলেন।" বর্তমান কালে কেহ কেহ ঐ আদিশূরকেই বঙ্গাধিপ বলিয়া দাবী করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা যে বংশাবলী দিতেছেন তাহাতে দেখা যায় তাহাদের পূর্বপুরুষ হইতে কেহই সাতাইশ পর্যায় হইতে নিম্নতর নহেন কিন্তু বঙ্গাধিপ আদিশূরের সমকালীন ব্রাহ্মণ কায়স্থদের পর্যায় সাঁইত্রিশ ও চল্লিশের মধ্যে। সুতরাং প্রচলিত গণনানুসারে তিনপুরুষে এক শতাব্দী ধরিয়া লইলে বিশ্বম্ভরশূরের পূর্বপুরুষ আদিশূর বল্লালসেনের সমকালবর্তী হইয়া পড়েন। সুতরাং তাঁহাদের দাবী অগ্রাহ্য। বিশেষ তাঁহারাই নোয়াখালি গেজেটিয়ারে নিজেদের বংশাবলী প্রদান করিয়া তাঁহাদের পূর্বপুরুষ আদিশূরকে মিথিলাধিপ বলিয়া

বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব এসম্বন্ধে অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন। তাঁহাদের বংশাবলী এইরূপ—১। হরিহর, ২। ক্ষপোকর, ৩। বিশ্বম্ভরশূর, ৪। গণপতি, ৫। সুরানন্দ খাঁ, ৬। বিদ্যানন্দ খাঁ, ৭। বিজয় ঠাকুরতা, ৮। রামভদ্রশূর, ৯। হরিদাস, ১০। কবি কীর্তিশূর, ১১। রাজা প্রসাদনারায়ণ, ১২। মহেশনারায়ণ রায়, ১৩। উদয়নারায়ণ চৌধুরী, ১৪। প্রতাপনারায়ণ ও রাজেন্দ্রনারায়ণ (কাব্যোক্ত), ১৫। (প্রতাপনারায়ণের পুত্র কাব্যনায়ক) রাজচন্দ্র, ১৬। রামমাণিক্য চৌধুরী, ১৭। কালিকান্ত চৌধুরী, ১৮। রাজ-কুমার। (এই বংশের দশম পর্যায় হইতে আর একটি বংশলতা সেন মহাশয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা)—১০। কবি কীর্তিশূর, ১১। কৃষ্ণরাম, ১২। ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, ১৩। নরোত্তম, ১৪। গোপালকৃষ্ণ, ১৫। নন্দকুমার, ১৬। যতীন্দ্র।

নোয়াখালী জেলার ইতিহাসে দেখা যায় খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ঐ অঞ্চলে মঘ ও পর্তুগীজ দস্যুদের মিলিত দল 'হার্মাদ'দের অত্যাচার প্রবল হইলে, বাবুরাম নামে এক ব্রাহ্মণের নেতৃত্বে দেশের জনসাধারণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া হার্মাদ আক্রমণ প্রতিহত করিয়া তাঁহাদের নেতাকেই দেশের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন তাঁহার নাম হইল বাবুরাম খাঁ এবং তাঁহার রাজধানীর নাম হইল বাবুপুর। ঐ পরগণাটির নাম পূর্বে ছিল 'সিন্দুরকাইত', পরে নাম হইয়াছে 'বাবুপুর পরগণা'।

কাব্যনায়ক রাজচন্দ্র চৌধুরীর পূর্বপুরুষগণের মধ্যে কে এই বাবুপুরের জমিদারী কি ভাবে দখল করিয়াছিলেন, তাহা সঠিক জানিতে পারি নাই। সেন মহাশয়-সম্পাদিত পালায় 'ইঙ্গা চৌধুরী' খণ্ডে ৩য় অধ্যায়ে রাজচন্দ্র তাঁহার খুড়া রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীরকে বলিতেছেন,—

'শুন শুন রাজিন্দ্র খুড়া কই তোমার ঠাঁই।
আমার বাপের জমিদারি দেওনা বুঝাই॥
পাশা খেলাই আমার বাপে জমিদারি পাইল।
সেইকালে রাজিন্দর খুড়া কোথায় আছিল॥'

এই পালা অর্থাৎ জুয়া খেলিয়া জমিদারি দখলের কথা অন্য কোনো লেখক বলেন নাই।

রাজচন্দ্রের পিতা প্রতাপনারায়ণ চৌধুরী যে একজন বিশেষ শক্তিশালী যোদ্ধা ছিলেন তাহা মঘ সরদার রামার কথায় বোঝা যায়। বোধ হয় এই জন্যই সেই ব্রাহ্মণ বীর বাবুরামের নামানুসারে প্রতাপনারায়ণের ডাক নাম হইয়াছিল 'বাবুরাম'। শিশুকালে রাজচন্দ্রের পিতৃবিয়োগ হয়, মাতৃদেবীও বাঁচিয়াছিলেন কিনা, তাহা পালা পড়িয়া বুঝা যায় না। 'মাসমিত্রা' শব্দটির অর্থ মাসীমা, পিসীমা, খুড়ীমাও হইতে পারে, কিন্তু গর্ভধারিণী মা বুঝায় না। পিতৃহীন রাজচন্দ্রকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন খুল্লতাত রাজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী। রাজচন্দ্র রাজেন্দ্র চৌধুরীকে খুড়া বলিয়া ডাকার ফলে তিনি প্রায় সকলের কাছেই 'খুড়া মহারাজ' হইয়া গিয়াছিলেন।

মাননীয় সেন মহাশয় তাঁহার ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—'গল্পটির আর একটি প্রধান আকর্ষণ এই যে পুস্তকখানির আগাগোড়া বঙ্গের হাট, বাট, মাঠ, পুকুর, আমজামের কুঞ্জ, পাপিয়া ও কোকিলের এবং নানা দেশজ পুষ্পের কথায় পরিপূর্ণ।' কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তাঁহার সম্পাদিত পালায়ও এপ্রকার কিছুই নাই! রাজগঞ্জের হাট, সায়র দীঘির ঘাট, আর একটা আম গাছের উল্লেখ আছে; কিন্তু তাহার কোনো কাব্যিক বর্ণনা নাই। কালাযুগী কাপড় বেচিতে রাজগঞ্জের হাটে গিয়াছিল, রঙ্গমালা সায়র দীঘির ঘাটে

স্নান করিতে যাইত, আর রাজচন্দ্র যেখানে যাইতেন সেখানেই আমগাছের সঙ্গে তাঁহার ঘোড়া বাঁধিতেন, ইহাতেই বর্ণনা শেষ। আমার মনে হয়, এই পালাটি সম্পাদন ও ভূমিকা লিখাইবার সময় সেন মহাশয় অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন। তাহা না হইলে এমন সুন্দর একটি পালা তাঁহার মত বিচক্ষণ সাহিত্যিকের সম্পাদনায় এ প্রকার দুর্দশাগ্রস্ত হইতে পারে না।

সেন মহাশয়ের মতে এই পালাটি 'বাংলাদেশের কোন এক বিশেষ যুগের নিখুঁত একখানি চিত্র হিসাবে মূল্যবান।' 'ইহাই অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গ-চিত্র—সত্যের প্রতিবিম্ব।' অষ্টাদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশ রাজনৈতিক দুর্দিনের চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছিল'। 'মোগল শাসন শিথিল হইয়া পড়িলে দেশে যে দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছিল তাহা অকথ্য, এই পালাগানের পত্রে পত্রে তাহা উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত হইয়াছে।'

সেন মহাশয়ের এই মন্তব্যগুলি ঐতিহাসিক সত্য, তবে ইহা কেবলমাত্র অষ্টাদশ শতাব্দীতে মোগল শাসন শিথিল হওয়ার প্রতিক্রিয়া নহে। যে সব যুগে রাজকীয় আইন প্রয়োগ করা না করা প্রয়োগকর্তাদের উপর নির্ভর করে, সে সব যুগে প্রজা-সাধারণ, বিশেষ করিয়া যাহারা উৎকোচ দিতে অসমর্থ, তাহারা প্রায়ই ন্যায় বিচার পাইতে পারে না। অধিকন্তু যে দেশে অদৃষ্টবাদ ও ধর্মের অন্তর্গত অহিংসবাদ জনসাধারণের মনোবল ভাঙ্গিয়া দিয়া রাজশক্তি ও আইনের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদে অসমর্থ করিয়া ফেলে, সে দেশের প্রজাসাধারণ আইন গ্রন্থে প্রচুর আইন লিপিবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও ধন-জন-বলে বলীয়ান ও স্বৈরাচারী শাসকদের দ্বারা নিপীড়িত হইবেই। তবে এই ব্যাপারটা বেশ কিছুদিন চলিলে পায়ে জুতার কড়ার মত জনচিত্তে স্বাভাবিকত্ব

লাভ করে। ইহার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন এই পালায় সৈরপমালার কাহিনী। কাহিনীতে দেখা যায়, সৈরপমালা অন্তত দুই ঘণ্টা সময় আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল, ইহার মধ্যে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য কোনো পাড়াপ্রতিবাসী চেষ্টা করে নাই। চন্দ্রকলার ব্যাপারে স্থানীয় ব্রাহ্মণসমাজের আচরণ কাপুরুষতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ব্রাহ্মণসমাজ অহিংস অসহযোগ অবলম্বন করিয়া বাবুপুরের জমিদারকে জব্দ করিবার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। উহা যে নিরর্থক, তাহা পণ্ডিত চন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ঘেণ্ডির উপরে' কয়েকটা কিল বসাইয়া বাম ভাড়ালী প্রমাণ করিয়া দিয়াছে !

এই পালাটি কাব্য পর্যায়ে পড়ে কিনা, সে বিচার করিয়া কোনো লাভ নাই। কারণ, পূর্ববঙ্গের প্রাচীন পল্লীগাথাগুলির রচয়িতা কবিগণ ছিলেন পল্লীর সাধারণ মানুষ। তাঁহারা কেহ কাব্যালঙ্কার শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পণ্ডিত হইয়া কবিখ্যাতি লাভের জন্য এই সব গাথা রচনা করেন নাই। সমসাময়িক কালে যে সব ঘটনা তাঁহাদের মনে ও জনচিত্তে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল তাহাই তাঁহারা নিজ নিজ হৃদয়োত্থিত সুরে রচনা করিয়া গাহিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন কাব্যালঙ্কার শাস্ত্রগ্রন্থগুলি পড়িলে সহজেই জানা যায়, কাব্যই অগ্রবর্তী ; উহার লক্ষণাদি বিচার শাস্ত্র পরবর্তী। অধিকন্তু এইসব কাব্যালঙ্কার বিচার শাস্ত্র রচনার পরবর্তীকালের কবিদের কাব্য-স্ফূর্তির স্বাভাবিকত্ব বিনাশ করিয়া কি প্রকার আড়ষ্ট করে, তাহার প্রচুর প্রমাণ সংস্কৃত সাহিত্যে ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যে আছে। পূর্ববঙ্গের এইসব প্রাচীন পল্লীগাথা বনভূমির লতার মত স্বচ্ছন্দ।

এই পালার নায়িকা রঙ্গমালা যে কিরূপ সুন্দরী ছিল, তাহা কবি অন্যান্য বিখ্যাত কাব্যের কবিদের মত স্পষ্টত বর্ণনা করেন

নাই। সে রূপ প্রকাশ পাইয়াছে ৩০শ অধ্যায়ে রঙ্গমালার মুণ্ড দেখিয়া খুড়ার উক্তিতে। পালাটি পড়িলে মনে হয় অভাগিনী রঙ্গমালার মর্মান্তিক পরিণাম রচনা করিবার সময় কবি অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

এই পালার কাহিনী দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গে এখনও জনসমাজে সুপ্রচলিত। তালেবপুরে 'রঙ্গমালার দীঘি' এখনও ঘটনার সাক্ষ্য দিতেছে।

আগমেশ্বরীপাড়া রোড
নবদ্বীপ
দোলপূর্ণিমা

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক

রঙ্গমালা সুন্দরী

বা

চৌধুরীর লড়াই পালা

(১)

চৌধ্রী আছিল রাজিন্দর নারাইন রাইজ্যের অধিকারী।
সিন্দুরকাইতর[১] জঙ্গলা কাডি বাইন্ধল রাজবাড়ী॥
আউগ্[২]দেউড়ী মাইঝ্ দেউড়ী দেউড়ী সারি সারি।
হাউস[৩] করি তোলাইছেন চৌধ্রী রাজগঞ্জের কাছারি॥

যেকালে রাজিন্দর খুড়ার গায়ত্[৪] বল ছিল।
ষাইটঘর বোষ্টমীর* যাগা[৫] আগ্ দরজায় ছিল॥
নাটুয়া নাটুনী[৬] কত ছিল সারি সারি।
রঙ্গে চঙ্গে চইলত পথে কত সব নাগরী॥

চৌধ্রী ছিল রাজিনারাইন রসিয়া[৭] নাগর।
নাগরীর লাগি বানাইছিল জলটুঙ্গী ঘর[৮]॥
ভাতিজা আছিল রাজচন্দর খুড়ার সোমান।+
পরগণায় ন আছিল পুরুষ এমন রূপবান॥+

১। সিন্দুরকাইত—একটি পরগণার নাম। ২। আউগ—অগ্রবর্তী, সদর। ৩। হাউস=সখ। ৪। গায়ত্=দেহে। ৫। যাগা=স্থান, বাসের যায়গা। ৬। নাটুয়া নাটুনী=নর্তক-নর্তকী। ৭। রসিয়া=রসিক। ৮। জলটুঙ্গীঘর=জলাশয়ের মধ্যে গ্রীষ্মাবাস।

পাঠান্তর :—* '—বৈরাগীর—'।
+ জলটাঙ্গনের ঘরে শোয় দোসরা নাগর।

রাজিনারাইন রাজচন্দরর গীত আমি গাই।+
খুড়া ভাতিজায় লড়াই হইল রঙ্গমালার লাই [৯] ॥+
পরম সোন্দরী আছিল কইন্যা রঙ্গমালা।+
যার লাগি রাজচন্দর হইল পাগেলা ॥+
নর বংশে জন্ম হইল সোন্দরী রঙ্গমালা।+
ছেডো জাইতর মাইয়া বলি খুড়ায় কইরল হেলা[১০]॥+
সেই হেলারতুন[১১] হায় রে শেষে আগুন জ্বলিল।+
সেই আগুনে রঙ্গমালা পুড়ি ছাই হইল ॥+
সবার চরনে আমি জানাই ভকতি।
মন দিয়া শুন সবে রঙ্গমালার পিরিতি ॥

(২)

দেশের জমিদার রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী যৌবনকালে ছিলেন লম্পট, এখন বার্ধক্যে সেসব বদখেয়াল ছেড়ে দিয়ে বাড়ীতে বসে ভ্রাতুষ্পুত্র রাজচন্দ্র চৌধুরীকে নিয়ে জমিদারী পরিচালনা করেন। রাজচন্দ্র পরমসুন্দর নবীন যুবক, শিশুকালে পিতা মাতা হারিয়ে খুড়ার কাছে প্রতিপালিত, খুড়ার দোষ-গুণ ভ্রাতুষ্পুত্রেও সংক্রামিত হয়েছে। স্নেহান্ধ খুড়া ভ্রাতুষ্পুত্রের গুণগুলিই দেখেন, দোষগুলি তাঁর চোখে পড়ে না, পড়লেও স্নেহের বশবর্তী হয়ে সেরকম শাসন করতে পারেন না। এই অবস্থায় একদিন তুপুর বেলা—

ভাত মাছ খাই রাজিন্দর খুড়া মুখে দিছে পান।
খবুরগায়[১] খবর কইল কালমে[২] খাইছে ধান ॥

৯। লাই=লাগিয়া। ১০। হেলা=তুচ্ছ। ১১। হেলারতুন্=হেলা হইতে।

১। খবুরগা=সংবাদ দাতা। ২। কালম=পঙ্গপাল।

মানইষ মইরল ভাতে গরু খাইল জোঁকে।
কি বেচি দিব খাজনা করিমপুরগা[৩] লোকে ॥

এই কথা রাজিন্দর খুড়া যখনে শুনিল।
রাজচন্দররে বোলাই[৪] কথা কইতে লাগিল ॥
'শুন শুন রাজচন্দর, কই তোমার ঠাঁই।
ধান খাইল কালমে বাপু, কি হইব উপায় ॥'
এই কথা রাজচন্দর যখনে শুনিল।
বাঁশ মুড়ার[৫] ইল্‌বিশ্[৬] ফল্‌কিয়া[৭] উড়িল।
রামভাঁড়ালী রামভাঁড়ালী বোলাইতে লাগিল ॥

রাজচন্দ্রের অনুচর রামভাঁড়ালী লোকটি অসৎ। এই রামভাঁড়ালীই রাজচন্দ্রের যত অসৎ কর্মের সহায়ক। রাজচন্দ্রের ডাকে রামভাঁড়ালী উপস্থিত হলে তাকে বললেন,—

'শুন চাই গো রাম দাদা, কই তোমার ঠাঁই।
জল্‌দি করি ধলা[৮] টাঙ্গন[৯] সাজাই আনন্ চাই ॥'
এই কথা রাম ভাঁড়ালী যখনে শুনিল।
ধলা টাঙ্গন সাজাই রামা সামনে আনিল ॥
তারপরে রাজ চন্দর কইল রামারে।
'বন্দুক আনি সাজাইয়া দেওত আমারে ॥'
এক নাইলা দোনাইলা বন্দুক রামায় সাজাইল।
ঘোড়াত চড়ি রাজচন্দর শিগারে[১০] চলিল।
কালা ঘোড়াত রামভাঁড়ালী সঙ্গে ত চলিল ॥

৩। করিমপুরগা=করিমপুরের। ৪। বোলাই=ডাকিয়া। ৫। বাঁশমুড়া=বাঁশের ঝাড়। ৬। ফল্‌কিয়া=লাফাইয়া। ৭। ইল্‌বিশ =সজারু। ৮। ধলা=সাদা। ৯। টাঙ্গন=দৌড়ের ঘোঁড়া। ১০। শিগারে =শিকারে।

এখানরতুন রাজ চন্দর টাঙ্গন ছাড়ি দিল।
করিম পুরের জলাত্[১১] যাই দরশন দিল॥

আলগে থাকি রাজচন্দর নজর করি চায়।
কত কত পক্ষী সব উড়া দিয়া যায়॥
দোনাইলা বন্দুক চৌধ্রী হাতত্ তুলি লইল।
এক দুই করি পক্ষী মারিতে লাগিল॥
আগে আগে রাজচন্দর শিগার করি যায়।
পিছে থাকি রামভাড়ালী টোগাই[১২] টোগাই লয়॥
এই মতে শিগার করি বড় ছরম্ হইল।
গাছর তলাত্ বসি বিশ্রাম করণ লইল॥
মাইজদিয়া গেরামের এউকগা[১৩] মাইয়া
লাম্ছর[১৪] দিছে বিয়া।
বাপর বাড়ীত্ চইল্‌ছে মাইয়া নাইয়রে[১৫]র লাগিয়া॥
জয়ঢাক কাড়া কাঁসি বাজিতে লাগিল।
ঘরে ঘরে জয়ধ্বনি সগলে করিল॥
ঠাকুর ঠাক্‌রাইন সবে খুশী হই মনে।
বিদায় কইর্‌ল মাইয়া নাইয়রের কারণে॥

আটজন বেয়ারায় পাল্‌কি† কাঁধত্ লইল।
করিমপুর পাঁথারে যাই উপস্থিত হইল॥

১১। জলাত্=বিলে। ১২। টোগাই=খোঁজ করিয়া কুড়াইয়া। ১৩। এউকগা=একটি। ১৪। লাম্ছর—গ্রামের নাম। ১৫। নাইয়র—বিবাহের পর পিত্রালয়ে গমন।

পাঠান্তর :—* এই খানে এই কথা রহুক মজিয়া।
মাইজদিয়া গো মাইয়ার কথা শুন মন দিয়া॥
† —'সোয়ারী—'।

সেখানে আসি বেয়ারা বড়ো হয়রাণ হই।
গাছর তলাত্ বইলা তারা পাল্কি নামাই ॥
জঙ্গলারতুন রাজচন্দর আচম্বিতে আইল।
কার সোয়ারী বেয়ারারে জিজ্ঞাসা করিল ॥
সদ্দার বেরায় তখন উত্তর করিল।
'মাজদিয়া গো এউক গা মাইয়া লামছর দিছে বিয়া
বাপর বাড়ীত্ যাইছে মাইয়া নাইয়রের লাগিয়া ॥'
আবুদ্ধিয়া রাজচন্দরর কুবুদ্ধিত্ ধরিল।
বেয়ারার সামনে কথা কইতে লাগিল ॥
'পাল্কির দরজা খোল কই তোগর[১৬] ঠাঁই।
কেমন মাইয়া একবার দেখ্তাম্ চাই ॥'*
এই কথা নাইয়রর মাইয়া যখনে শুনিল।
'পাল্কি তোল পাল্কি তোল'—তখনি কহিল ॥
আষ্টজন বেরা আসি পাল্কি কাঁধত্ লইল।
পালকি কাঁধত লই বেরা চলিতে লাগিল ॥

আবুদ্ধিয়া রাজচন্দর কন কাম করে।
আষ্টজন বেয়ারারে পথ আগুলি ধরে ॥
'শুন শুন বেরাগণ, কই তোগর ঠাঁই।
জলদি করি পালাই যা সোয়ারী ফেল্লাই ॥'
এই কথা বেরা সদ্দার যখনে শুনিল।
তর্জিয়া গর্জিয়া কথা কইতে লাগিল ॥
'জঙ্গলার মধ্যে কেনে হুলুছ্ থুলুছ্ কর।
আপনার মান লই ঘরর পথ ধর ॥'

১৬। তোগর = তোদের।

পাঠান্তর :—* তোমার সঙ্গে একটু কথা কইতাম চাই।

আলগে[১৭] থাকি রামভাঁড়ালী নজর করি চায়।+
তর্জি গর্জি কথা কয় এমন দেখা যায়॥+
লাফ্‌দি পড়ি রাম ভাঁড়ালী পিডাইতে লাগিল।*
বন্দুকর গোড়া দি খুব পিডাইল॥
আষ্টজন বেয়ারারে মারি ধাবাই[১৮] দিল
লাথি মারি পালকির কেবার[১৯] ভাঙ্গি ফালাইল॥
আলগে থাকি রাজচন্দর নজর করি চায়।
সোনার পোত্‌লা[২০] যেমন সামনে দেখা যায়॥

চন্দ্রকলা বলে,—'বাবু, কই তোমার ঠাঁই।
সরল অন্তরে আমার কথা শুনন্‌ চাই॥
তুমি হইলে দেশের রাজা আমি ঠাকুর বংশর ঝি।†
আমারে অপমানি করি তোমার লাভ কি॥'
ন শুনিল রাজচন্দর চন্দ্রকলার কথা।
জোর করি নায়রী কন্যার মনত্‌ দিল বেথা॥
অপমানী হই চন্দ্রকলা কান্দিতে লাগিল।
মনর দুক্কে[২১] ঠাকুর কইন্যা অভিশাপ দিল॥
'আমি যদি ঠাকুর কইন্যা এই নাম রাখিব।
বাবুপুরর চৌত্রী বংশর সব্বনাশ হইব॥'

চন্দ্রকলারে ছাড়ি রাজচন্দর চলিয়া সে গেল।
পালকির কাছে চন্দ্রকলা খাড়াই রইল॥

১৭। আলগে=ফাঁকে, দূরে। ১৮। ধাবাই=তাড়াইয়া।
১৯। কেবার=দরজা। ২০। পোতলা=পুতুল। ২১। দুক্কে=দুঃখে।

পাঠান্তর :—* এই কথা রাজচন্দ্র যখনে শুনিল।
† তুমি হইলে শূদ্রের বংশ আমি ঠাকুর ঝি।

মাইর খাই বেয়ারাগণ পলাই যে ছিল।
রাজচন্দর চলি গেলে আবার আইল॥
বেয়ারার সদ্দাররে কইন্যা হুকুম করিল।
বাবুপুর জমিদার বাড়ীত্ যাইতে কইল॥

এখানরতুন বেয়ারাগণ কইরছে আগমন।
বাবুপুর চৌধ্রী বাড়ীত্ যাই দিল দরশন॥
রাজিন্দর খুড়া বসি রইছে রাজসভা করি।
রাজকিশোর বুঝায় দলিল খুড়ার সামনে ধরি॥
এনকালে পালকি যাই দরবারে পরবেশিল।*
সদ্দার যাই খুড়ার কাছে পরিচয় দিল॥†
নাম গেরাম রাজিন্দর খুড়ায় যখনে শুনিল।
আন্দর মণ্ডলে পালকি পাঠাই ত দিল॥

আন্দরবাড়ীত্ যাই পালকি দিল দরশন।
দাসী বান্দী আসি পালকি ঘিরিল তখন॥+
পালকি দেখি সগলে সেখানে আইল।
পালকিরতুন চন্দ্রকলা বাইর হইল॥
রাজচন্দরর খুড়ী আসি কাছে খাড়াইল।††
নাম গেরাম পরিচয় সগল জিগাইল।
কান্দি কান্দি চন্দ্রকলা কহিতে লাগিল॥

পাঠান্তর :—* হেনকালে চন্দ্রকলা সেইখানে গেল।
† রাজিন্দ্র খুড়ার কাছে সংবাদ পাঠাইল।
†† মাসমিত্রা আসি তখন জিজ্ঞাসা করিল॥

'শুন শুন মাসমিত্রা[22] কই তোমার ঠাঁই।
তোমার পুত্তুর কালীর পাঁঠা পালো কিসের লাই ॥[23]
তোমার বাড়ীত্ মাও গো, জয়কালী কি নাই।
জয়কালীর দুয়ারে পুত্র বলি দেও চাই ॥
শুন শুন মাসমিত্রো শুন দিয়া মন।
বাপর বাড়ীত্ চলছি আমি নাইয়রের কারণ ॥
তোমার পুত্র কালীর পাঁঠা আচম্বিতে আইল।
আষ্টজন বেয়ারা আমার মারি ধাবাই দিল।[24]
হাত চাপি ধরি আমারে আপমান করিল।
কিবা দোষ পাই আমারে এমন লজ্জা দিল ॥'

চন্দ্রকলার কথা খুড়ীয়ে যখনে শুনিল। †
মনে মনে খুড়ীয়ে বড়ো দুক্ষু পাইল ॥
টান দিয়া চন্দ্রকলারে তুলি লইল কোলে।
আদর করি ঘরে লই ধীরে ধীরে বলে ॥ *
'শুন শুন চন্দ্রকলা কই তোমার ঠাঁই।
দোষ ঘাইটের ক্ষেমা আমি তোমার কাছে চাই ॥
ছেয়ান[25] সইন্ধ্যা[26] কর মাও গো খানা কিছু খাও।
তারপর পালকিত্ উডি[27] বাপর বাড়ীত্ যাও ॥

২২। মাসমিত্রা=মাসীমা। ২৩। পালো কিসের লাই=প্রতিপালন কর কিসের লাগিয়া। ২৪। ধাবাই দিল=তাড়াইয়া দিল। ২৫। ছেয়ান =স্নান। ২৬। সইন্ধ্যা=পূজা আহ্নিক। ২৭। উডি=উঠিয়া।

পাঠান্তর :—† এই কথা মাসমিত্রা যখনে শুনিল।
সভার মধ্যে মাসমিত্রা বড় সরম পাইল
* মুখে মুখা দিয়া কথা কহিতে লাগিল ॥

আমার লোকজন দিয়া পাঠাইয়া দিব।
রাজচন্দ্রর বাড়ীত্ আইলে জিজ্ঞাসা করিব ॥'

এই কথা চন্দ্রকলা যখনে শুনিল।
মাসমিত্রার আগে কথা কইতে লাগিল।
'শুন শুন মাসমিত্রা, আমি কি কইব আর।
তোমার ঘরত্ খাইবার ইচ্ছা ন হয় আমার ॥
তোমার পুত্রর জাতি নাই সগল ঘরত্ যায়।
সগল জাতির মাইয়ার ঘরে তাগোর[২৮] ভাত খায় ॥*
এন ঘরে খাইতে মাও গো কইলা আমারে।
সোংসার বিনাশ পায় এই অনাচারে ॥'

ভরণ[২৯] সভার মধ্যে খুড়ী সরম পাইল।
চন্দ্রকলার আগে কথা কইতে লাগিল ॥
'শুন চাই আগো মাও, তুমি বাপর বাড়ীত্ যাও।'
আষ্টজন বেয়ারা বোলাই হুকুম দিল মাও ॥
লোকজন দিয়া চন্দ্রকলারে বিদায় করি দিল।
আষ্টজন বেয়ারা পালকি কাঁধত্ তুলি নিল ॥

ঠাকুর বাড়ীত্ যাই বেয়ারা পালকি নামাইল।+
চন্দ্রকলার মায় আসি কাছে খাড়াইল ॥+

২৮। তাগোর = তাহাদের। ২৯। ভরণ — ভরা, পূর্ণ।

পাঠান্তর :—* শুন শুন মাসমিত্রা কথা কইছ দড়।
নরের ঘরে খাইতাম ভাত গরজ পইড়ছে বড় ॥
নর বাড়ীতে যায় চৌধ্রী নরের খানা খায়।
সে খানা খাইতে মাগো কহিলা আমায় ॥

চন্দ্রকলার মাও আসি নজর করি চায়।
চন্দ্রকলা কাইন্‌তে লাইগ্‌ছে এমন দেখা যায় ॥*
মাও আসি কইন্যারে কোলে তুলি লইল।
কইন্যার চৌক্ষে জল দেখি জিজ্ঞাসা করিল ॥
'কান্দ কেনে চন্দ্রকলা, কইয়া বুঝাও মোরে।
তোমার চৌক্ষে জল দেখি পরাণ কেমন করে ॥'
এই কথা চন্দ্রকলায় যখনে শুনিল।
রাজচন্দরর কথা সব খুলিয়া বলিল ॥
এই কথা ঠাক্‌রাইন্[৩০] যখনে শুনিল।
ঠাকুররে বোলাই সব শুনাইয়া দিল ॥

এইকথা বামুন ঠাকুর যখনে শুনিল।
আগুনর হুলুকা [৩১]যেমন গর্জিয়া উড়িল ॥
যত আছিল ঠাকুর বংশ ডাক দিয়া লইল।
শ' দু'শ ঠাকুর আসি উপস্থিত হইল ॥
কেহ লইল লাঠি সোটা কেহ রাম-দা।
যে যা হাতে পাইল লইল ঠাকুর তা ॥
সগলে মিলিয়া তারা যুদ্ধেত চলিল।
বুদ্ধিমান এক ঠাকুর আসি তাগরে[৩২] বলিল ॥

'আরে শ'দুই শ' এন্দুর[৩৩] দেখি যুদ্ধে চইলাছে।
ভাবি ন দেখিলা কেহ কি হইব পাছে ॥+

৩০। ঠাকরাইন=ঠাকুরাণী। ৩১। হুলুকা=হল্কা, শিখা।
৩২। তাগরে=তাহাদিগকে। ৩৩। এন্দুর=ইঁদুর।

+ পাঠান্তর :—* চন্দ্রকলা আইছে এমন দেখা যায় ॥

লাঠি সোটা লই তোমরা যুদ্ধ কইরতে যাও। +
তারপরে কি হইব বল কে খইরব ম্যাও ॥
মনে ভাইবাছ বুঝি যুদ্ধ করিয়া।
পরাণ লই সবে আইবা ফিরিয়া ॥
চাঁদা[৩৪] বড়ো বীর বাপু, চাঁদা বড় বীর।
একলা চাঁদা কাডি[৩৫] লইব নয় শ' মাইন্‌ষের শির ॥
ছোট্টো মোট্টো চাঁদ ভাঁড়ালী লাল কোর্তা গায়।
আউড্‌গা[৩৬] দিয়া মারে গোলইন[৩৭] দালান ফাডি যায় ॥'

এই কথা ঠাকুর বংশ যখনে শুনিল।
সগলে মিলিয়া তখন পরামিশ[৩৮] করিল
'যুদ্ধের কাম নাই কই সবার ঠাঁই।
সমাজ বন্ধ কর অগো[৩৯] কহিয়া বুঝাই ॥
যত আছিল ঠাকুর বংশ সগলর জানাই দিল।
অগো কন[৪০] কাম-কিরগায়[৪১] যাইতে নিষেধ করিল ॥
এই যুক্তি ঠিক করি জানাইল ঘরে ঘরে
'দেখিনি[৪২] তাগো[৪৩] বংশে কেহ কন দিন মরে ॥'
এই রূপে ঠাকুরগণ সমাজ বন্ধ করিল।
গোপ্ত কথা কা'রে আর নাহি জানাইল ॥

৩৪। চাঁদা = রাজেন্দ্র নারায়ণের সেনাপতি চাঁদভাঁড়ালী। ৩৫। কাডি = কাটিয়া; ৩৬। আউডগা = উচ্চলম্ফ। ৩৭। গোলইন = লাথি। (সেন মহাশয়ের মতে—'হাঁক')। ৩৮। পরামিশ = পরামর্শ। ৩৯। অগো = উহাদের। ৪০। কন = কোনো। ৪১। কাম-কিরগায় = ধর্মীয় ক্রিয়া কর্মে। ৪২। দেখি নি = দেখি তো একবার।
৪৩। তাগো = তাহাদের।

(৩)

এই স্থানে এই কথা রহুক মঞ্জিয়া[১]।
রাজচন্দর কথা এখন শুন মন দিয়া ॥
চন্দ্রকলারে ছাড়ি চৌধ্রী কন কাম করিল।
ঘুরি ঘুরি চৌধ্রী আবার শিগারে[২] মন দিল ॥

ঘুরি ঘুরি রাজচন্দর বড়ো হয়রান হইল।
রাম ভাঁড়ালীরে বোলাই[৩] কথা কইতে লাগিল ॥
'শুন চাই রাম দাদা গো, কই তোমার ঠাঁই।
জল তিরিষায়[৪] ধইরাছে বড়ো জল খাইতাম্[৫] চাই ॥'
এই কথা রাম ভাঁড়ালী যখনে শুনিল।
রাজ চন্দরের আগে কথা কইতে লাগিল ॥
'শুনেন শুনেন মহারাজ, কই আপনের ঠাঁই।
সায়র দীঘিত্ চলেন জল খাইতাম যাই ॥
এই কথা রাজচন্দর যখনে শুনিল।
সায়র দীঘি বলি দোনো জন টাঙ্গন[৬] ছাড়ি দিল ॥

সায়র দীঘিত যাই চৌধ্রী দরশন দিল।
আম গাছর লগে ঘোড়া বন্ধন করিল ॥
কলাপাতা রামভাঁড়ালী কাডিয়া[৭] আনিল।
কলাপাতাত্ করি জল চৌধ্রীরে খাবাইল ॥[৮]

১। মঞ্জিয়া=মজিয়া, স্থগিত হইয়া। ২। শিগারে=শিকারে। ৩। বোলাই=ডাকিয়া। ৪। তিরিষায়=তৃষ্ণায়। ৫। খাইতাম=খাইতে। ৬। টাঙ্গন=দৌড়ের ঘোড়া। ৭। কাডিয়া=কাটিয়া। ৮। খাবাইল=খাওয়াইল।

জল খাই রাজচন্দর শান্ত যে হইল।
দীঘির পাড়ে আম তলাত্ বিশ্রাম করিতে রইল ॥*
এইখানে এই কথা রহুক মজ্ঞিয়া।
ছৈম্যা নাঠার[৯] কথা সবে শুন মন দিয়া ॥

ছৈম্যার ভালো নাম ছমিরদ্দি। লোকটি অতিশয় দুষ্ট, লোকের অনিষ্ট করাই তার স্বভাব বলে দেশে তার নাম হয়েছে 'ছৈম্যা নাঠা'।

ছৈম্যা নাঠা সেই রোজ ঘরত বসি ছিল।
রাজচন্দর শিগারে আইছে কর্ণেতে শুনিল ॥

গ্রামে কালাযুগী নামে ছিল এক তাঁতী। কালাযুগীর স্ত্রী সৈরপমালা সুন্দরী যুবতী। সংসারে কালাযুগী ও সৈরপমালা ছাড়া আর কেউ নেই। সেদিন কালাযুগী গিয়েছে হাটে, কাপড় বেচতে, সৈরপমালা একা আছে ঘরে। এই সুযোগে ছৈম্যা নাঠা ভাবল,—

'শুনছি রাজচন্দর চৌধ্রী মাইয়ালোগের[১০] লাগিয়া।
কত ট্যাকা পইসা দেয় বকসিস্ বলিয়া ॥
আমি এই খবর লই সেইখানে যাইয়া।
ট্যাকা পইসা আইনব কিছু খবর কইয়া ॥

এই মতে ছমিরদ্দি কন্ কাম করিল।
সায়র দীঘির ঘাটে যাই দরশন দিল ॥
আলগে[১১] থাকি ছমিরদ্দি নজর করি চায়।
বসি রইছে রাজচন্দর এমন দেখা যায় ॥

৯। নাঠা=নষ্ট, দুষ্ট। ১০। মাইয়া লোগের=মেয়ে মানুষের।
১১। আলগে=তফাতে, দূরে, আড়ালে।

পাঠান্তর :—* দীঘির ঘাটে বৈঠন করিল।
† '—প্রেমেতে মজিয়া।

হাত জোড় করি ছমির মিয়া করিল সেলাম।
আশীর্বাদ দিল চৌধ্রীরে পড়িয়া কালাম[১২] ॥
চৌধ্রী বলে, 'ছমিরদ্দি কই তোমার ঠাঁই।
কি কামে আইলা তুমি কওনা বুঝাই ॥'

এই কথা ছমিরদ্দি যখনে শুনিল।
মধুর বচনে কথা কইতে লাগিল ॥
'মহারাজ শিগারে আইছেন কর্ণেতে শুনিয়া।
দেখিতে আইলাম আমি এইখানে চলিয়া ॥
কিন্তু একডা কথা কইতে মনে ডর পাই[১৩]।
হুকুম হইলে মহারাজরে কইয়া বুঝাই ॥'

এই কথা রাজচন্দর যখনে শুনিল।
এড়াই বেড়াই[১৪] ছৈম্যা নাঠারে ঠাইস্যা[১৫] ধরিল ॥
'কও কও ছমিরদ্দি কিবা কথা আছে+
তোমার কথা শুনন্ লাগি মন উতাল[১৬] হইয়াছে ॥'+
ছমিরদ্দি কয় কথা চৌখ তার লড়ে—+
মনর কথা চৌখে কয় মুখত্ মধু ঝরে ॥+
'এমন সোন্দর আপনে রূপের সীমা নাই।*
একডা কথা কইতে আমি অন্তরে ডরাই ॥
গেরামে আছে কালা যুগী কাপড় বেচি খায়।+
ঘরে আছে সৈরপ মালা তুলনা নাই হয় ॥+

১২। কালাম=কোরাণের মন্ত্র। ১৩। ডর=ভয়। ১৪। এড়াই বেড়াই=অতিশয় আগ্রহে। ১৫। ঠাইস্যা=ঠাসিয়া ১৬। উতাল=ব্যস্ত।

পাঠান্তর :—* এমন সুন্দর আমনে সুন্দরের সীমা নাই।

হাউস করি করাইছে বিয়া ফুলেশ্বরী রাই (ক)।
সৈরপমালার ঠেঙ্গের যুগ্যি[১৭] কালা যুগীর নাই ॥ *

এই কথা রাজচন্দর যখনে শুনিল।+
যুগী বাড়ীত্ যাইবার লাগি উডি খাড়াইল ॥+
'শুন চাইগো ছমিরদ্দি, কই তোমার ঠাঁই।
যুগী বাড়ীত্ যাওনের পথ দেখাই দেওন চাই ॥'
এই কথা ছমির নাঠা যখনে শুনিল।+
কাম হাসিল করণ লাগি কইতে লাগিল ॥+
'শুনেন শুনেন মহারাজ কই আপনের ঠাঁই।
যুগী বাড়ীর পথ দেখাইলে কিবা বক্সিস পাই ॥'
এই কথা রাজচন্দর যখনে শুনিল।
ট্যাকা পইসা সাথে নাই ভাবিতে লাগিল ॥
ভাবি চিন্তি রাজ চন্দর বুদ্ধি ঠিক করি।
কাঁধরতুল গোলাপী চাদ্দর দিল হস্ত ধরি ॥
পাঁচ'শ ট্যাকার জরির চাদ্দর ছৈম্যা নাঠারে দিল।*
মনে মনে ছমিরদ্দি বড়ো খুশী হইল ॥
(ক) লাড়ি চড়ি দেখে চাদ্দরে সোনা জরির কাম।+
বিপদে পড়িল মিয়া পাইয়া ইনাম ॥+

১৭। যুগ্যি=যোগ্যতা।

(ক) 'ফুলেশ্বরী রাই'—কথাটির তাৎপর্য—শ্রীরাধিকার মত সুন্দরী। সেন মহাশয় কোনো অর্থ করেন নাই।

(ক)—(ক) এইখান হইতে পনরটি ছত্র সেন মহাশয় ঐ দেশের কথ্য ভাষায় দিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

পাঠান্তর :—+ যুগিনীগার ঠেঙ্গের যুগ্য তার তুলনা নাই।
* পাঁচশ টেকার চাদর ছৈম্যার হাতে দিল।

পথ দেখাই দিলে যদি চাদ্দর কাড়ি লয়। +
রাম ভাঁড়ালী দুশ্‌মন রইছে কি হবে উপায় ॥ +
এত ভাবি চাদ্দরখান ছিঁড়ি ফেলাইল। +
একখান চাদ্দর ছিঁড়ি দুইখান করিল ॥ +
এরে[১৮] দেখি রাজচন্দর ছমিরদ্দিরে কয়। +
'ছিঁড়ি ফেলাইলা চাদ্দর এডা কেমন হয় ॥ +
আমি দিলাম চাদ্দর দেখিব দশ জনা। +
সেই চাদ্দর ছিঁড়ি তুই করলি দুইখানা ॥' +

এই কথা শুনি নাঠা রাজচন্দররে বুঝায়। +
'ঘরত্ আছে বড়ো পোলা যদি ভালা
জিনিস্ পায় ॥ +
চুরি করি লই বেচিব ন আছে উপায় ॥ +
এক আধা তারে দিমু আর আধা থকিব। +
থালে মালে[১৯] সব চাদ্দর চুরি ন হইব ॥' (ক) +

এই কথা বলি ছৈম্যা নাঠা কন কাম করিল।
রাজচন্দররে লই যুগীবাড়ীর পথ দেখাইল ॥
পথ দেখাই দি[২০] ছৈম্যা নাঠা উড়ি দিল লড়[২১]।
একে দৌড়ে চলি গেল হাটের উপর ॥
হাটে যাই কালা যুগীরে খুঁজি ন পাইল।
মজা দেইখবার লাগি নাঠা ফিরিয়া আইল ॥

১৮। এরে=এই কাণ্ড, ইহা। ১৯। থালে মালে=যাহা কিছু সব।
২০। দি=দিয়া। ২১। লড়=দৌড়।

হুতার তানা[২২] লই যুগিনী উডানে[২৩] কাম করে।*
রাজচন্দর খাড়াইল আসি বাড়ীর বাইরে ॥
তেড়ি বেড়ার[২৪] বাইরে থাকি গলায় খ্যাঁকোড় দিল †
তানা ফেলাই সৈরপমালা উড়ি লড় দিল ॥
এক্কই দৌড়ে সৈরপমালা ঘরে সান্ধাইল[২৫]।
বড়ো ঘরে সান্ধাই সৈরপমালা কাড়েতে[২৬] উডিল ॥
পিছে পিছে রাজচন্দর দৌড়াই আইল।
শালের পালা[২৭] বাই চৌধ্রী কাড়েতে উডিল ॥

কাড়ে উডি রাজচন্দর কিছু দেইখ্‌তে ন পায়।
আন্ধাইরে কোন্ধাইরে[২৮] সৈরপমালারে টোগায়[২৯] ॥
আন্ধাইরে সৈরপমালা সরি সরি যায়।
মচ্‌ মচ্‌ শব্দ হয় কর্ণে শুনা যায় ॥
শব্দ শুনি রাজচন্দর তাহারে ধরিল।
কাড়ের উপরে দোনোজনে হুড়াহুড়ি লইল ॥
কাড় ভাঙ্গি দোনোজনে মাটিতে পড়িল।
তাঁতের খাদে পড়ি চৌধ্রীর হাঁডুর জরাপ হইল[৩০] ॥

২২। হুতার তানা=সুতার লাছি। ২৩। উডানে=উঠানে। ২৪। তেড়ি বেড়া=অন্দরের আবরু রক্ষার জন্য 'বেঁকী বেড়া'। ২৫। সান্ধাইল=প্রবেশ করিল। ২৬। কাড়··ঘরের ভিতরে বাঁশ বা কাঠের 'আড়া'র উপরে মাচার মত ছাদ। ২৭। পালা বাই=খুঁটি বাহিয়া। ২৮। আন্ধাইরে কোন্ধাইরে=ঘোর অন্ধকারে। ২৯। টোগায়=হাতড়াইয়া খোঁজে। ৩০। হাঁডুর জরাপ হইল=হাঁটুর হাড় সরিয়া গেল। সেন মহাশয়ের মতে—জরাপ=ব্যথা।

পাঠান্তর :—* হুতার তানা লই যুগিনী নিকালে বাহিরে।
বিধির মহিমা ধনী কে বুঝিতে পারে ॥
† তেড়ী বেড়ার কাছে যাই গলায় খাওর দিল ॥

হাত্‌তুন ছুডি সৈরপমালা উইড্যা দিল লড়[৩১]।
হাঁড়ু মচ্‌কাই রাজচন্দর করে থড়ফড় ॥
দুস্কু[৩২] পাই রাজচন্দর কন কাম করিল।
বাইরে ছিল রাম ভাঁড়ালী তাহারে বোলাইল ॥
'শুন চাই রে রাম দাদা, আমার উঠনের ক্ষমতা নাই।
পায়ের গিরা ভাঙ্গি গিছে কি হইব উপায় ॥'

এই কথা রাম ভাঁড়ালী যখনে শুনিল।
রাজচন্দরের পাও ধরি টানি ঠিক করিল ॥
পায়ের বেথায় রাজচন্দর থড় ফড় করে।
'ওষুধ কিছু জানো নি,'—জিগাইল রামারে ॥
হাসি হাসি রাম ভাঁড়ালী চৌধ্রীরে কইল।
'যেমন মজা তেমন সাজা সৈরপমালা দিল ॥
ওষুধ আমি জানি, আইনতে হইব টোগাইয়া[৩৩] ॥
ইহা বলি পাক ঘরে সান্ধাইল গিয়া ॥
পাকঘরে যাই লইল কুলা একখান।
চালেরতুন ঝুল কালি লইল আর লইল চুন ॥
ঘরর পিছে যাই আইনল বন কচুর ডোগা।
লবণ খুঁইজ্‌তে যাই রামার ভাইঙ্গল নাকের আগা ॥
আন্ধাইরে গৈরের[৩৪] ঢুসা[৩৫] লাগি নাকডা ভাঙ্গি গেল।
নাক চাপি ধরি রামভঁড়ালী চৌধ্রীর কাছে আইল ॥
নাকা সুরে রামভাঁড়ালী রাজচন্দররে কয়।
'নাঁগ মোঁর ভাঁঙ্গি গেঁল কিঁ হঁইব উঁপায় ॥

৩১। উইড্যা দিল লড়—উঠিয়া দিল দৌড়। ৩২। দুস্কু—দুঃখ। ৩৩। টোগাইয়া—খুঁজিয়া। ৩৪। গৈরের—মোটা গড়ান কাঠের। (সেন মহাশয়ের মতে গৈরে—ঘরে।) ৩৫। ঢুসা—ঢুঁস, গুঁতা।

হুঁন হুঁন মঁহারাঁজ তোঁমারে ভাঁলো বাঁসি।
তোঁমারে লাঁগি ভাঁঙ্গি গেঁল্গেঁ[৩৬] আঁমার নাঁগর বাঁশি॥
দোঁনো জঁনে রুঁগী হঁইলাম উঁপায় হঁইব কিঁ।'
রামা নাক ফরসা[৩৭] কইরল রুই[৩৮] ভরি দি॥
তারপরে রামভাঁড়ালী কোন কাম করিল।
ওষুধ তৈয়ার করি চৌধ্রীর হাঁড়ুতে লাগাইল॥
ওষুধ লাগাই হাঁড়ুর বেথা কমি যায়।
এক পাও দুই পাও করি হাঁডিয়া বেড়ায়॥

আবুদ্ধিয়া[৩৯] রাজচন্দরের কুবুদ্ধি পাইল।
খোঁড়াই খোঁড়াই সৈরপমালারে খুঁজিতে লাগিল॥*
বাইলর[৪০] বেড়ার তলায় সৈরপ পলাই আছিল।
বাইল হেরাই[৪১] রাজচন্দর সৈরপরে ধরিল॥
একে ত রে সৈরপমালার গায়ত্ ছিল বল।
হাঁড়ু মচ্কাই রাজচন্দর বেথায় বিকল॥
ঝাড়া মারি রাজচন্দররে ফালাইয়া দিল।
হাত ছাড়াই সৈরপমালা উড়্গালড় দিল[৪২]॥
বাড়ীর পচ্চিম দিগে আছিল এক গড়[৪৩]।
ঝাঁপ দি পড়ি সৈরপমালা হই গেল জল পার॥

৩৬। গেলগৈ=গিয়াছে। ৩৭। ফরসা=নাকের রক্ত সাফ ও বন্ধ। ৩৮। রুই=বাজে তুলা। ৩৯। আবুদ্ধিয়া=অতিশয় অসৎ। ৪০। বাইল=একপ্রকার ঘন পাতার ছোটো গাছ। ইহাকে পশ্চিমবঙ্গে 'পটপটে' বলে। ৪১। হেরাই=দুই হাতে ফাঁক করিয়া। ৪২। উড়্গালড় দিল=উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াইল। ৪৩। গড়=স্বল্প পরিসর ও দীর্ঘ জলাশয়।

পাঠান্তর :—* আবার ফিরি যুগিনীরে টোগাইতে লাগিল।

আল্‌গে[৪৪] থাকি রামভাঁড়ালী নজর করি চায়।+
সৈরপমালা পলাই গেল এমন দেখা যায়॥+
পিছে ছুড়ি রামভাঁড়ালী সৈরপরে ধরিল।+
পিন্ধনের কাপড় দিয়া বন্ধন করিল॥+
হাত বান্ধি সৈরপমালারে বাড়ীত্‌ আনিয়া।
তাঁতের খুঁটার লগে বান্ধিল কষিয়া॥
পায়র তুন্‌ জুতা খুলি চৌধ্রী পিডাইতে[৪৫] লাগিল।
অর্জি গর্জি কথা কইতে লাগিল॥+
'আমার নাম বুঝি তুই ন শুইন্‌ছস্‌ কানে।
দেশের মালিক আমি গোস্তাকি আমার সনে॥*
অপমান করলি যেমন পাইবি তেমন সাজা।
শুল্‌ পিড়্‌নি[৪৬] পিডাই তোরে দেখাই কেমন মজা॥+

এদিগে কি হইল কথা শুন দিয়া মন।†
হাটেরতুন ছৈম্যা নাঠা কইরছে আগমন॥
যুগীবাড়ীর কাছে আসি নজর করি চায়।
যুগিনীরে পিডাইবার লাইগ্‌ছে এমন দেখা যায়॥
'যদি আমি ছমিরদ্দি পরাণে বাঁচিব।
এই কথা আমি যাই কালার কাছে কইব॥'

৪৪। আলগে=আড়ালে, কিছু দূরে। ৪৫। পিডাইতে=পিটাইতে। ৪৬। শুল পিড়্‌নি=বর্তমান কালে পশ্চিমবঙ্গের কথ্যভাষায় যাহাকে 'ধোলাই দেওয়া' বলা হয়।

পাঠান্তর :—* বাইশ মুল্লুকের হাকিম আমি কই তোমার ঠাঁই॥

† এই স্থানে এই কথা রহুক মজিয়া।
ছৈম্যা নাঠা লই কথা শুন মন দিয়া॥

একই দৌড়ে ছমিরদ্দি রাজগঞ্জের হাটে গেল ।*
হাটের মাঝে খুঁজি কালা যুগীরে ধরিল ॥
'কালা যুগী, কালা যুগী, কই তোমার ঠাঁই ।
তর হাত্ননাইয়া[৪৭] বউগারে মাইরছে হামাইলে[৪৮] লট্‌কাই[৪৯] ॥'

এই কথা কালা যুগী যখনে শুনিল ।
কাপড় বেচা ফেলি কালা উড্‌গা লড় দিল ॥
আপন বাড়ীত্ আসি কালা নজর করি চায় ।
সৈরপমালারে বান্ধি রাজচন্দর তখনো ঠ্যাঙ্গায় ॥
এরে দেখি কালা যুগী ভাবিত হইল ।
কি করিব কালাযুগী বুদ্ধি করণ[৫০] লইল ॥
একলা যদি যায় সে বউ বাঁচাইবারে ।†
অনাহুত[৫১] কিল গুড়ি[৫২] মারিব তাহারে ॥
রাজগঞ্জের কাছারিত্ রাজিন্দর খুড়া আইছে ।
উড্‌গালড় দি[৫৩] কালা যুগী গেল খুড়ার কাছে ॥††

৪৭। তর হাতননাইয়া=তোর হাতে করিয়া আদর যত্ন করা আদুরে। ৪৮। হামাইলে=তাঁতের খুঁটার সঙ্গে। ৪৯। লটকাই=ঝুলাইয়া। ৫০। করণ=করিতে। ৫১। অনাহুত=অকারণ। ৫২। গুড়ি=লাথি। ৫৩। উড্‌গালড় দি=উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিয়া।

পাঠান্তর :—* এইখান তুন ছমিরদ্দি কৈরছে আগমন ।
রাজগঞ্জের হাডে যাই ছিল দরশন ॥
† সেখানে যাইয়া যদি তাহারে ধরিব ।
অনাহুত আমি কেন কিল কনি খাইব ॥
†† যা হউক সে হউক আমি তার খুড়ার কাছে যাইব ।
খুড়ার কাছে যাইয়া আমি তার খুড়ার কাছে কইব ॥

'শুন শুন ওরে খুড়া, আমি কই তোমার ঠাঁই।
তোমার ভাতিজা কালীর পাঁঠা পালো কিয়ের লাই[৫৪] ॥
তোমার দুয়ারে খুড়া, জয়কালী কি নাই।
জয়কালী দুয়ারে ভাতিজা পাঁঠারে
বলি দেওনা চাই[৫৫] ॥
শিগার কইরতে গেল চৌধ্রী করিমপুর পাঁথারে।
আমি অধীনের বাড়ী চৌধ্রী গেল কি প্রকারে ॥
গেল গেল আরে খুড়া, তাইতে কথা নাই।
আমার হাতননাইয়া[৫৬] বউগারে মারে কিয়ের লাই[৫৭] ॥
গরিব দুখ্যা মানুষ আমি দুশ্‌মন ন আছে কেউ।
কিয়ের লাগি তোমার ভাতিজা বান্ধে আমার বউ ॥'

এই কথা রাজিন্দর নারাইন্ যখনে শুনিল।
ভরণ[৫৮] সভার মধ্যে বসি বড়ো সরমে পড়িল ॥
এনু, বেনু, দুয়া সিংরে বোলাই আনিল।
যুগী বাড়ীরতুন রাজচন্দররে ধরি আইনতে হুকুম দিল ॥
'শুন চাই গো মঙ্গল সিং, কই তোমার ঠাঁই।
চাইর জনে যাইয়া রাজচন্দররে বান্ধি আনন চাই ॥'

'খুড়ার হুকুম যখন মঙ্গল সিং পাইল।*
লাড়ি হাতে চাইর মর্দ মোচ তাওয়াই চলিল ॥

৫৪। পালো কিয়ের লাই=পালন কর কিসের লাগিয়া। ৫৫। চাই=বুঝিয়া দেখো। ৫৬। হাতননাইয়া=অতি আদরের। ৫৭। কিয়ের লাই=কিসের লাগি। ৫৮। ভরণ=পূর্ণ; জমজমা।

পাঠান্তর :—* খুড়ার হুকুম যখন পেয়াদারা পাইল।
লাড়ি হস্তে মোচ তাড়ানি যাত্রা করিল ॥

জোর পায়ে চাইর মর্দ কইরছে আগমন ।*
কালাযুগীর বাড়ীত্ যাই দিল দরশন ॥
আলগে থাকি রাম ভাঁড়ালী নজর করি চায় ।+
খুড়ার পাইক চাইর মর্দ এমন দেখা যায় ॥+
বাড়ীরতুন রামভাঁড়ালী উড্ গালড় দিল ।+
গড় পার হইয়ারে বনে সামাইল[৫৯] ॥+
খোঁড়াই খোঁড়াই রাজচন্দর যুগিনীরে ছাড়িয়া ।+
তেড়ি বেড়ার কাছে আসি রইল খাড়াইয়া ॥+
দরজার সামনে যাই পেয়াদা খাড়া যে হইল ।
'রাজচন্দর, রাজচন্দর,'—বোলাইতে লাগিল ।
বাড়ীর বাইর হই রাজচন্দর তাগোর[৬০] কাছে আইল ॥

'শুন শুন মঙ্গল সিং, জিগাই তোগোর[৬১] ঠাঁই ।
'যুগী বাড়ীত্ আইলি তোরা এখন কিসের লাই ॥'
এই কথা চাইর পিয়াদা যখনে শুনিল ।
রাজচন্দরর আগে কথা কইতে লাগিল ॥
'শুন শুন রাজচন্দর চৌধ্রী, কই যে তোমার ঠাঁই ।
তুমি আইছ পিয়ার[৬২] লাগি, আমরা তোমার লাই ॥'†

ঠেসারের[৬৩] কথা যখন রাজচন্দর শুনিল ।
তার্জিয়া গর্জিয়া কথা কইতে লাগিল ॥

৫৯। সামাইল=প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইল। ৬০। তাগোর=তাহাদের। ৬১। তোগোর=তোদের। ৬২। পিয়ার=পিরিতের। ৬৩। ঠেসার=শ্লেষের, বিদ্রূপের।

পাঠান্তর :—* ধীরে হাঁটে অনুগতে কৈরছে আগমন।
† তুমি আইছ পিয়ার লাই আমি আইছি হিয়ার লাই

'হারামজাদা গোলামর বাচ্চা হিরি[৬৪] কইবি কথা।
এক্কই চোবাড়[৬৫] মারি তর ভাঙ্গি দিমু মাথা ॥'
এই কথা চাইর পেয়াদা যখনে শুনিল।
লাফ্ দি পড়ি চৌধ্রীর চুল চাপি ধরিল ॥
আশ কিল পাশ কিল কিল অজাগর।
কিলাই গুঁতাই সোতাই[৬৬] ফালাইল মাটির উপর ॥
তারপরে ত চাইরগায় মিলি বন্ধন করিল।
ধাক্কাই ধাক্কাই তারে আগ্ দরজায় নিল ॥

রাজচন্দররে লই চাইর পেয়াদা কইরছে আগমন।
খুড়ার দরবারে যাই দিল দরশন ॥
আলগে[৬৭] থাকি রাজিনারাইন নজর করি চায়।
রাজচন্দররে বান্ধি আন্ছে এমন দেখা যায় ॥
চাইর পেয়াদায় ভাতিজারে হাজির করিল।+
মনে মায়া[৬৮] মুখে রাগ খুড়া কহিতে লাগিল ॥
'শুন শুন রাজচন্দর, কই যে তোমার ঠাঁই।
তুমি পোলা কালে[৬৯] বুড়া কারবার কর কিয়ের
লাই[৭০] ॥
হাউস[৭১] করি করাইছি বিয়া ফুলেশ্বরী রাই।[৭২]
মনে ন লাইগলে অর বিয়া করাইতাম চাই[৭৩] ॥'

৬৪। হিরি=ফিরিয়া। ৬৫। চোবাড়=চপেটাঘাত। ৬৬। সোতাই=শোয়াইয়া। ৬৭। আলগে=দূরে। ৬৮। মায়া=স্নেহ। ৬৯। পোলা কালে=বাল্য বয়সে। ৭০। কিয়ের লাই=কিসের জন্য। ৭১। হাউস=সখ। ৭২। ফুলেশ্বরী রাই=শ্রীরাধিকার মত সুন্দরী কন্যা। ৭৩। করাইতাম চাই=করাইতে ইচ্ছা করি।

এই কথা রাজচন্দর যখনে শুনিল।
কাতর হইয়া কথা কইতে লাগিল ॥
শুনেন শুনেন খুড়া ঠাকুর, কই আপনের ঠাঁই।
এরই[৭৪] আসি কাছে বসি কথা শুনন্ চাই ॥
তজ্‌বিজ[৭৫] করি খুড়া আপনে কাটেন আমার কান।
বেতজ্‌বিজে মাইরলে আমি তেজিব পরাণ ॥
কালাযুগীর বাড়ীত গেলাম ঘোড়া চাইবার লাই[৭৬]।
কালাযুগীর ঘোড়ার মত আমাগো[৭৭] * ঘোড়া নাই ॥'

এই কথা রাজিন্দর খুড়া যখনে শুনিল
রাজচন্দররে বোলাই কথা কইতে লাগিল ॥
'সরকারতুন হাজার ট্যাকা লই যাও গনিয়া।
পূব বাবুপুরতুন্ ধলা টাঙ্গন[৭৮] আনগে[৭৯] কিনিয়া ॥
শুন শুন রাজচন্দর কই তোমার ঠাঁই।
আগ্‌দরজায় দৌড়ের টাঙ্গন আমি দেইখ্‌তাম চাই ॥'
এই কথা রাজচন্দর যখনে শুনিল।
পূব বাবুপুর যাই ধলা টাঙ্গন কিনিয়া আনিল।
ভাতিজার ঘোড়দৌড়ান দেখি খুড়া বড়ো খুশী হইল ॥

৭৪। এরই=এখানে। ৭৫। তজ্‌বিজ=তদ্‌বির। ৭৬। চাইবার লাই=দেখিবার লাগিয়া। ৭৭। আমাগো=আমাদের। ৭৮। ধলা টাঙ্গন=ঘোড়-দৌড়ের সাদা ঘোড়া। ৭৯। আনগে=আনো গিয়া।

পাঠান্তর :—* '—আঙ্গো—' ॥

(৪)

ধুয়া—মরি মরি লাজে মরি যাই।
কামানলে পরাণ জ্বলে কইব কার ঠাঁই ॥
কি করিব কোথায় যাইব কি করি উপাই।[১]
পাইলে সে ধন ধরি গলে রব[২] মিলে
আমি ছাড়ি দিব নাই ॥

গেরাম তালেবপুর নর[৩]বাড়ীত্
একড়া মহোচ্ছোপ[৪]আছিল।*
সেই বাড়ীত্ রামগৈত্যা গুঁজা[৫]
চিড়া খাইতে গেল ॥
চিড়া-দই খাই রামগৈত্যা বাড়ীত্ চলিল।
রঙ্গমালা সোন্দরীর দেখা পথর মাঝত্[৬] পাইল ॥
আল্‌গে[৭] থাকি রামগৈত্যা নজর করি চায়[৮]।
সোনার পোত্‌লা[৯] যেন ছাম্‌নে দিয়া যায় ॥†

রঙ্গমালার সঙ্গে সেদিন ছিল এক বৃদ্ধা দাসী। রামগতি সেই দাসীকে একদিকে নির্জনে ডেকে জিজ্ঞাসা করিল,—

'শুন শুন আগো দাসী, জিগাই তোমার ঠাঁই।
ঐ মাইয়াডা কে দাঁড়াইছে আমি জানবার চাই ॥'

১। উপাই=উপায়। ২। রব=রহিব। ৩। নর—একটি জাতির নাম, ইহাদের জাতীয় ব্যবসা গান ও বাদ্যকরা। ৪। মহোচ্ছপ=মহোৎসব। ৫। গুঁজা=কুঁজা; কুব্জপৃষ্ঠ যাহার। ৬। পথর মাঝত্—পথের মাঝে। ৭। আল্‌গে=আড়ালে, দূরে। ৮। নজর করি চায়=লক্ষ্য করিয়া দেখে। ৯। পোত্‌লা=পুতুল।

পাঠান্তর :—* তালেরপুর নড় বাড়ীতে একটা মহা উৎসব ছিল।
† সোনার পুতুল যেন সামনে দেখা যায়।

রামগতির এই আগ্রহের তাৎপর্য বুঝে ক্রুদ্ধা দাসী উত্তর দিল,

আরে শুন শুন রামগইত্যা গুঁজা
আমি কই তোমার ঠাঁই।
'মান সর্মান বাঁচাই লই তুমি চলি যাও চাই[১০]॥
আপ্‌তারামর ঘরর মাইয়া গোলাপর বইনী।
ইছি বাছি[১১] নাম রাইখাছে রঙ্গমালা রাণী॥
ঐ মাইয়াডা ধরে যদি তোমার পিডর[১২] গুঁজ চাপি।+
একি ঠাসনে ভাঙ্গি দিব যেমন ভাঙ্গে রাপ্পি[১৩]॥'+

এইনা কথা রামগইত্যা যখনে শুনিল।
মনে মনে রামগইত্যা পর্‌তিজ্ঞা করিল॥*
'যদি আমি রামগতি পরাণে বাঁচিব।
রঙ্গমালা সোন্দরী কেমন দেখিয়া লইব॥†
ট্যাকা হইলে বাঘের চৌগ্‌[১৪] বাজারে কিনন যায়।+
বাপর যহন টাকা আছে হইব উপায়॥+
এইনা ভাবি য়ামগইত্যা কইরল গমন।
আপন বাড়ীত্‌ যাই দিল দরশন॥
নিজে নিজে রামগইত্যা বুদ্ধি করণ[১৫] লইল।
পিতার কাছত্‌ যাই তবে উপনীত হইল॥
'শুনন্‌ শুনন্‌ পিতাঠাউর[১৬] কই আপনের ঠাঁই।
একখান্‌ কথা কইতে আমার পরানে ডরাই॥'

১০। চাই=এখানে অর্থ—উচিৎ। ১১। ইছি বাছি=বাছিয়াগুছিয়া। ১২। পিডর=পিঠের। ১৩। রাপ্পি=এক প্রকার ভাজা পিঠে শিশুদের প্রিয়। ১৪। চৌগ=চক্ষু। ১৫। করণ লইল=করিতে লাগিল। ১৬। ঠাউর=ঠাকুর।

পাঠান্তর :—* মনে মনে রামগতি ভাবিতে লাগিল॥
† কেমন রঙ্গমালা সুন্দরী নজরে দেখিব॥

এই কথা নসীরাম যখনে শুনিল।
কও কও বলি রামগইত্যারে হুকুম দিল ॥*
'শুনন্ শুনন্ পিতা ঠাউর, কই আপনের ঠাঁই।
হাইস্যা রইস্যা[১৭] রঙ্গমালারে[১৮] বিয়া করান্ চাই ॥
আপ্ তারামর ঘরর মাইয়া গোলাপর বইনী।
ইছি বাছি নাম রাইখাছে রঙ্গমালা রাণী ॥'

এইনা কথা গুঁজার বাপ যখনে শুনিল।
আল্‌গা পিছা[১৯] হাতত করি নুড়াইতে[২০] লাগিল ॥†
'তুই কইলি কিয়া[২১] গুঁজা, অরে তুই কইলি কিয়া।
অগো[২২] হাত্‌ননাইয়া[২৩] মাইয়াডারে নি
তর্‌তুন্[২৪] দিব বিয়া ॥'
রামগইত্যা ধায় আর পিছর[২৫] দিগে চায়।
আর-নি-রে পিতা ঠাউর আমার লাউগ[২৬] পায় ॥
যদি আমি রামগতি পরাণে বাঁচিব
পিতা ঠাউরর বড়ো সন্দুক[২৭] ছোড়াইনে[২৮] খুলিব ॥'

রামগতির পিতা নসীরাম ছিলেন ধনী ও কৃপণ। রামগতি যে তাঁহার সিন্ধুকের চাবি চুরি কোরে টাকা লোপাট করতে পারে, এ সন্দেহ তাঁর ছিল না। সেজন্য রামগতির জানা ছিল চাবি কোথায় থাকে।

১৭। হাইস্যা রইস্যা = হাসিয়া রসিয়া আনন্দ করিয়া। ১৮। রঙ্গমালারে = রঙ্গমালার সঙ্গে আমার। ১৯। আলগা পিছা = আস্তাকুড় ঝাঁট দেওয়া ঝাঁটা। ২০। নুড়াইতে = তাড়া করিয়া দৌড়াইতে। ২১। কিয়া = কি কথা। ২২। আগো = উহাদের। ২৩। হাতননাইয়া = হাত বুলাইয়া আদর করা, আদুরে। ২৪। তরতুন = তোর কাছে। ২৫। পিছর = পিছন। ২৬। লাউগ = নাগাল। ২৭। সন্দুক = সিন্ধুক। ২৮। ছোড়াইনে = চাবি দিয়া।

পাঠান্তর :—* রামগতির আগে কথা কহিতে লাগিল।
† আলগা পিছা হাতে করি দৌড়াইতে লাগিল।

গোস্‌সা [২৯] করি রামগইত্যা বুদ্ধি করন লইল।
নসীরামর ঘরত্‌ যাই উপনীত হইল॥
গোপ্ত যাগারথুন্‌[৩০] খুঁজি আরে ছোড়ানি পাইল।*
নসীরামর বড়ো সন্দুক ছোড়াইনে খুলিল॥
সন্দুক খুলি রামগইত্যা নজর করি চায়।
হাজার হাজার ট্যাকার তোড়া সামনে দেখা যায়।
ট্যাকার তোড়া কাঁধত্‌ করি সে কইরছে আগমন।
আপতারামর বাড়ত্‌ যাই গুঁজা দিল দরশন॥

রামগতি আপতারামের বাড়ীতে গিয়ে সোজাসুজি তাদের কাছে বিয়ের প্রস্তাব তুলতে সাহস করল না। সে—

'দুগ্গা দাসী দুগ্গা দাসী'—বোলাইতে লাগিল।
সামনে আসি দুগ্গা দাসী খাড়া যে হইল॥
'শুন শুন রাম গতি, তুমি আইলা কিসের লাই।[৩১]
তোমার মনর কথা আমারে কওনা বুঝাই॥'†

গান—

দাসী গো, মনের কথা বলিগো তোমায়।
করি দাসী এই নিবেদন আমি অধীন কারণ
বিমুখ হইও না কখন ধরি তোমার রাঙ্গা পায়॥ (ক)

২৯। গোসসা=অভিমান যুক্ত ক্রোধ। ৩০। গোপ্ত যাগার থুন্‌—গুপ্ত স্থান হইতে। ৩১। লাই=লাগিয়া, জন্য।

পাঠান্তর :—* এত বলি রামগতি য়ে ছোড়ানি লইল।
† একবার আমারে কহনা বুঝাই।

(ক) এই গানটি দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সম্পাদিত পালায় আছে, অন্যত্র কোথাও আমি পাই নাই। ইহার রচনা ভঙ্গী ও ভাষার সঙ্গে দাশরথী রায়ের পাঁচালীর মিল আছে, পূর্ববঙ্গের নহে।—সম্পাদক।

'শুন শুন আগো দাসী, আমি কই তোমায় ঠাঁই।
পান্'শ[৩২] ট্যাকা দিলাম তোমাগর[৩৩] পান খাইবার
লাই॥

পান্'শ ট্যাকা দিলাম আজি পান খাইবার লাই।
বিয়ার কথা হলি পরে ট্যাকার গুণাপড়া নাই॥
আর জনে দিব ট্যাকা গুণিয়া পড়িয়া।
আমি গুঁজায় দিমু ট্যাকা পান্-সেরায়[৩৪] মাপিয়া॥'
এই কথা নরের দাসী যখনে শুনিল।
রামগইত্যার আগে কথা কইতে লাগিল॥
'শুন শুন রামগতি কই * তোমার ঠাঁই।
আন্দর বাড়ীত্ যাই আমি ওজন[৩৫] বুইঝ্তে চাই॥'
এইনা কথা বলি দাসী কইরছে আগমন।†
আন্দর বাড়ীত্ যাই দাসী দিল দরশন॥
'শুন শুন আপতারাম, আমি কই তোমার ঠাঁই।
এরৈ[৩৬] আসি কাছে বসি কথা শুনন্ চাই[৩৭]॥'
এই কথা আপ্তারাম যখনি শুনিল।
দুগ্না দাসীর কাছে আসি গুঁটাই[৩৮] বসিল॥††

৩২। পান্'শ=পাঁচ শত। ৩৩। তোমাগর=তোমাদের। ৩৪। পান্সেরায়=দাঁড়িপাল্লার বাট্খারা পাঁচসেরী দিয়া, অথবা ধান মাপিবার পাঁচসেরী কাঠা দিয়া। ৩৫। ওজন=মতিগতি। ৩৬। এরৈ =এইখানে। ৩৭। শুনন চাই=শুনিতে হইবে। ৩৮। গুঁটাই বসিল=হাত-পা গুটাইয়া বসিল।

পাঠান্তর :— *'—ক'মু—।'!?
† ধীরে ধীরে দাসী কৈচ্ছে আগমন॥
†† দুরগা দাসীর কাছে আসি দরশন দিল॥

'শুন শুন আপ্‌তারাম কই তোমার ঠাঁই।
কপাল উল্‌টিছে[৩৯] তোমাগর[৪০] ভাইগ্যের সীমা নাই॥'

এইনা কথা শুনি আপতারাম হাত-দি[৪১] কপাল চায়।
যাগার কপাল যাগাত্‌ আছে[৪২] এমন দেখা যায়॥
'শুন শুন আগো দাসী, আমি কই তোমার ঠাঁই।
যাগার কপাল যাগাত্‌ আছে আমি দেইখ্‌তে পাই॥'
এই কথা দুগ্গা দাসী যখনি শুনিল।
'ভাইগ্যের কপাল উল্‌টিছে তোমাগো,'—বলি বুঝাই দিল॥

'মোহর কুলীন[৪৩] * এক কুমার আইছে গো চলিয়া।
পান'শ ট্যাকা দিছে তোমাগো[৪৪] পান খাইবার লাগিয়া॥
হাজারে বিজারে দিব ট্যাকা যত তোমাগর[৪৫] চাই।+
বিয়ার কথা থির হইলে ট্যাকার গুণাপড়া নাই॥'

এই কথা আপ্‌তারাম যখনি শুনিল।
মধুর বচনে কথা কইতে লাগিল॥

৩৯। উল্‌টিছে=উল্‌টাইয়াছে। ৪০। তোমাগর=তোমাদের। ৪১। হাত দি কপাল চায়=হাত দিয়া কপাল দেখিল। ৪২। যাগার কপাল যাগাত্‌ আছে=কপাল যেখানে ছিল সেখানেই আছে। ৪৩। মোহর কুলীন=সোনার মোহরের বলে সমাজে শ্রেষ্ঠ। ৪৪। তোমাগো= তোমাদিগকে। ৪৫। তোমাগর=তোমাদের।

পাঠান্তর :—* মেহার কুলীন—'। সেন মহাশয় 'মেহারকুলীন' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—'মেহারকুল ত্রিপুরার একটি পরগণা'। 'মেহার কুলীন' পাঠ অপর কোথাও পাই নাই।—সম্পাদক।

'শুন শুন আগো দাসী, আমি কই যে তোমার ঠাই।
গোলাপর কাছে তুমি জল্‌দি যাও চাই[৪৬] ॥
রাজি যদি হয় গোলাপ রাজি আছি আমি।
তবে ত বিয়ার কথা ঠিক কর তুমি ॥

এই না কথা দুগ্না দাসী যখনি শুনিল।
গোলাপর কাছে যাই দরশন দিল ॥
'শুন শুন গোলাপ চন্দর, কই তোমার ঠাঁই।
কপাল উল্‌টিছে তোগর[৪৭] ভাইগ্যের সীমা নাই ॥
মোহর কুলীন এক কুমার আইছে গো চলিয়া।
পান্'শ ট্যাকা দিছে তোগর পান খাইবার লাগিয়া ॥'

'শুন শুন আগো দাসী, আমি কই তোমার ঠাঁই।
মনে মাইন্যে লইলে[৪৮]* হইব রঙ্গমালার জামাই ॥
ট্যাকা পইসার কথা তুমি দিলা ত শুনাই।
এমন সোন্দর রঙ্গমালা কেমন গো জামাই ॥
আন্দরে ডাকি আনি দেখাও আমাগরে।+
জামাই দেখি কথা হইব কইলাম তোমারে ॥' +

এইনা কথা দুগ্নাদাসী যখনি শুনিল।
মনে মনে দুগ্নাদাসী ভাবিতে লাগিল ॥

৪৬। চাই—খুঁজিয়া, এই জন্য। ৪৭। তোগর=তোদের। ৪৮। মনে মাইন্যে লইলে=মন মানিয়া লইলে, মনের মত হইলে।

পাঠান্তর :—* মনে মাইন্যে বেরল্যে—'। (এই 'বেরল্যে' শব্দের কোন অর্থ সেন মহাশয় করেন নাই, আমিও শব্দটি কোথাও শুনি নাই। —সম্পাদক)

'ট্যাকা পইসা যত চাই গুঁজা তাহা দিব ।*
জামাই চাইতে[৪৯] আইলে তার গুঁজ কোথায় নিব ॥'
সেখান হইতে দুগ্গাদাসী কইরছে আগমন।
রামগইত্যার কাছে যাই দিল দরশন ॥
'শুন শুন রামগতি, কই যে তোমার ঠাঁই।
আন্দর বাড়ীত্ দেইখ্‌ব তোমারে জল্‌দি চল যাই ॥"†

এই কথা রামগইত্যা যখনি শুনিল।
সাজিপাড়ি[৫০] দাসীর সঙ্গে তখনি চলিল ॥
পিডর[৫১] গুঁড়া ঢাকি লইল গায়ের শাল দিয়া।+
ট্যাকার তোড়া হাতত্ লই চলিল ধাইয়া ॥+

অরে অ ধনী, আমার মতন সোনার রতন
বল কপালে আছে কার।—ধুয়া
পিডে গুঁজ সোনার গম্বুজ দেখাইতে কি বাহার ॥+

আন্দর বাড়ীত্ যাই যখন দরশন দিল।
'গোলাপ রাইয়া,' গোলাপ রাইয়া,'—বলি দাসী
ডাকিতে লাগিল ॥
আল্‌গে[৫২] থাকি গোলাপ রাইয়া তখন নজর করি চায়।
রামগইত্যা গুঁজারে দেখি গোলাপ বলে,—'হায় রে হায় ॥

৪৯। চাইতে=দেখিতে। ৫০। সাজিপাড়ি=সাজগোজ করিয়া।
৫১। পিডর=পিঠের। ৫২। আলগে=আড়ালে, দূরে।

পাঠান্তর :—* টেকাপইসা যত কিছু পুরস্কার দিব।
† আন্তর বাড়ী নিতে হুকুম হইল জলতি চল যাই ॥

একে তোরে রামগইত্যা, দাউদে খাইছে অঙ্গ।
গায়ের গন্ধে ভূত পলাই যায় হই আশাভঙ্গ ॥*
ওঁচোনেচো[৫৩] ভাঙ্গি বুগ অঙ্গ হইছে মোচা[৫৪]।
মুখর দিগে দেইখ্‌তে লাগে চৈতর মাইস্যা[৫৫] পেঁচা ॥†
সোন্দর বইন রঙ্গমালা তরে কেম্‌নে দিমু বিয়া।'+
'বিয়া দিবা তোড়া তোড়া ট্যাকা পইসা নিয়া॥'+
ট্যাকার লোভে গোলাপ রাই কিছু ন বলিল।
বিয়ার দিন ঠিক করি রামগইত্যারে বিদায় দিল ॥††

(৫)

রঙ্গমালার বিবাহের আয়োজন হচ্ছে; কিন্তু সে জানে না কোথায় কার সঙ্গে বিয়ে হবে। আপতারাম ও গোলাপ ভেবে চিন্তে স্থির করেছে, কোন প্রকারে বিয়েটা হয়ে গেলে তারপর যা হয় হবে, বিয়ের আগে মেয়েকে কিছু জানতে দেওয়া হবে না। বিয়ের দিন এয়োরা গান গাইছে,—

তোরা কে জলেক্ যাইবি আয় রে,
বাঁশি বাজে ঐ গোকুল নগরে,
অদ্দতারা, পদ্দতারা, কইন্যা সোনামালা,
জয়তারা, কালীতারা, আর কাঞ্চনমালা,

৫৩। ওঁচোনেচো=উচুনীচু। ৫৪। মোচা=কলার মোচার মত।
৫৫। চৈতর মাইস্যা=চৈত্র মাসের।

পাঠান্তর :—* দেখিলে তোর রূপ আনন্দ হয় ভঙ্গ ॥
† মুখের দিকে চেইনতে লাগে চৈত মাইয়া পেঁচা
†† বিয়ার তারিখ করিয়া যে দিলা ॥

কলাবতী মালাবতী সন্নমালা রাই।*
চলনা তোমা সবে মোরা জল সিনানে যাই॥

মাসমিত্রা[১] বোলাই[২] রঙ্গরে কইতে লাগিল।
গাইষ্টঘিলা[৩]† চুয়া চন্নন অঙ্গে মাখি দিল॥
চাইরদিকে সখী সবে করে ওলামেলা[৪]।
মধ্যখানে খাড়াই আছে সোন্দর রঙ্গমালা॥
এই মতে সখিগণ সিনান করাইল।
সিনান করাই তারে মউর্ড্গা তলায়[৫] নিল॥
বাড়ীর কাছে বামণ আছিল আনিল ডাকিয়া।
গুঁজা বর রামগইত্যারে পাশে বসাইয়া॥
যে সব বিয়ার কায্য[৬] বামণে করাইল।
পূজা-আচ্চা শেষ করি বিয়ার মন্তর পড়াইল॥

এপর্যন্ত রঙ্গমালা তার বরের পরিচয় কিছুই জানতে পারে নি। সাতপাক ঘুরে শুভদৃষ্টির সময় যখন—

চাইর চোখে দুইজনর দেখা যে হইল।
হায় রে—আগুনর ফুলুঙ্গি যেমন জ্বলি যে উড়িল॥

১। মাস মিত্রা=মাসীমা। ২। বোলাই=ডাকিয়া আনিয়া।
৩। গাইষ্টঘিলা=গৃহে প্রস্তুত এক প্রকার অঙ্গমার্জনের উৎকৃষ্ট উদ্বর্তন।
৪। ওলামেলা=আনন্দ হুলাহুলি। সেন মহাশয়ের মতে 'আনাগোনা'।
৫। মউড্গা তলায়=বিবাহ মণ্ডপে। ৬। কায্য=কার্য।

পাঠান্তরঃ—* কলাবতী মুগাদাসী বেত তোলানী রাই।
† গাইট গিল্লা—'॥
রামগতি গুঁজারে তখন একত্রে বসাইল॥
যে রকম বিয়ার নীতি বামনে করাইল।
সমস্ত পূজা শেষ করিয়া বিয়ার মন্ত্র পড়াইয়া দিল॥

বাঁশবনে আগুন দিলি যেমন গিয়া ফুডি[৭] যায়।
তেন মত জ্বলি উডে রে রঙ্গমালার গায়॥
বাড়ীত্ ভরা খেসিকুটুম[৮] কিছু ন মানিল।+
গলা ছাড়ি রঙ্গমালা কইতে লাগিল॥+
"আমার ভাইয়া গোলাপ রাইয়া চৌক্ষু দুইডা খাইল।
জানি শুনি এমনি করি গুঁজারতুন[৯] বিয়া দিল॥*
ট্যাকার লোভত্ পড়ি বাপ বিচার ন করিয়া।
রামগইত্যা গুঁজার কাছে আমারে দিল বিয়া॥
যদি আমি রঙ্গমালা পরাণে বাঁচিব।
রামগইত্যা গুঁজারে কেমনে নজরে দেখিব॥
নোটা নয় কলসি নয় হাটে বদল নিব।+
মোছলমানের সাদী নয় খসম তালাক দিব॥+
কন্[১০] বা দোষে এমন করি আমার কপাল গেল পুড়ি।+
বিষ খাই মরিব আমি ন হয় গলাত্ দিব দড়ি॥"+

এইমতে রঙ্গমালা করয়ে রোদন।+
বাপে বুঝায় ভাইয়ে বুঝায় বুঝায় স্বজন॥+
বুঝাই সুঝাই বিয়া সমাধা যে হইল। †
বর কইন্যা বড়ো ঘরে বাসরে তুলিল॥
পালঙ্কেতে রঙ্গমালা রইল শুইয়া।
ধীরে ধীরে রামগইত্যা ঘরে ত পশিয়া॥+

৭। ফুডি—ফুটিয়া শব্দ হয়। ৮। খেসিকুটুম=আত্মীয়স্বজন।
৯। গুঁজারতুন্—কুঁজোর কাছে। ১০। কন=কোন্।

পাঠান্তর :—* বাড়ীর কাছে রসিক থুই গুজারতুন বিয়া দিল।
† বিয়া সমাধা হইয়া নিষ্পত্তি হইল।
কন্যাবর বড় ঘরেতে নিল॥

এক পাও আগাই আসে আর মাথা তুলি চায় ।+
কি জানি কি হইব ভাবি পরাণে ডরায় ॥+

আল্‌গে[১১] থাকি রঙ্গমালা নজর করি চায় ।*
কাছে আইসে রামগইত্যা এমন দেখা যায় ॥
কাছে আসি রামগইত্যা পালঙ্কে বসিল ।
একই লাথি মারি গুঁজারে ফালাই[১২] ত দিল ॥
লাথি মারি রঙ্গমালা উড়িয়া বসিল ।+
দেখিয়ারে কেবাড়[১৩] ভাঙ্গি
রাম গইত্যা উড্‌গালড়[১৪] দিল ।
ধায় আর রামগইত্যা পিছর দিগে চায় ।
'আর-নি-রে রঙ্গমালায় আমার লাউগ[১৫] পায় ॥'

সেহি দিন লাগাত্‌ রঙ্গমালা চিন্‌ল আপন পর ।+
এক দিনও ন কইরল গুঁজা রামগইত্যার ঘর ॥

(৬)

গান ১ম ধুয়া—

পিরিতি এমন কষ্ট জানি কি আগেতে ।
জর জর হইল তনু ভাবিতে ভাবিতে ॥

১১ । আলগে=দূরে । ১২ । ফালাই=ফেলিয়া । ১৩ । কেবার=দরজা । ১৪ । উড্‌গালড়=ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় । ১৫ । লাউগ=নাগাল ।

পাঠান্তর :—* আলগে থাকি গুঁজারে রঙ্গমালা নজর করি চায় ।
+ যে দিন লাগাত রঙ্গমালায় চিনল আপন পর ।

ভাবি আমি যার দায়, সে মোরে ছাড়িয়া যায়।
হায় হায় দুঃখ কব কায়, বাঁচি না দুঃখেতে ॥
কুলমান পরিহরি হইল কিঁকরি তারি
তবু মোরে যায় ছেড়ে ধিক রে পিরিতে ॥ (ক)

২য় ধুয়া—

মনে মনে গোপনে রাখিও পীরিতি।
পীরিতি করিবি পরাণে মরিবি
বিচ্ছেদ জ্বালায় মরিবি যুবতী ॥ (ক)

শুন শুন সভাজন তোমরা আমার ভাই।
রঙ্গমালার পিরিতর কথা সবারে জানাই ॥
চৌধ্রী বাড়ী দেউড়ীতে আছিল শ্যামপ্রিয়া বোষ্টমীর ঘর।
ভিক্ষা কইরতে যায় বোষ্টমী আল্লাদি নগর[১]
সালুম দিন[২] ভিক্ষা করি ডাইন আর বাঁয়।
ডণ্ড চারিক্ বেইল[৩] থাইকতে নর বাড়ীত্ যায় ॥
ঘাঁডার[৪] আগে যাই শ্যামপ্রিয়া ধরিল জিকির।
নরবাড়ীর লোকে বলে 'আইল বোষ্টমী ফকির[৫]' ॥*

১। আল্লাদিনগর=বাবুপুরের দক্ষিণে গ্রাম। ২। সালুম দিন= সারাদিন। ৩। বেইল=বেলা। ৪। ঘাঁডা=গ্রাম্যরাস্তা। ৫। ফকির= ভিখারী অর্থে ফকির।

পাঠান্তর :—* রঙ্গমালায় বোলে আইল ঈশ্বরের ফকির।

(ক) এই দুইটি গান দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় আছে, আর কোথাও আমি পাই নাই। ইহার ভাষাও এই পালার কবির ভাষা নহে। অধিকন্তু এই গান দুইটি পূর্ববঙ্গের নিজস্ব কোনো পল্লীসুরে গাওয়া সম্ভব নহে।—সম্পাদক।

দুয়ারে বসি গান গায় বোষ্টমী শ্যামপ্রিয়া ।+
নয়পাড়ার লোক শুনে কাছে দাঁড়াইয়া ॥+

গান—

শুন্ লো শুন্ লো তোরা ওগো পরাণ সখী,
থাক থাক আলগে থাক হই হেষ্টমুখী[৬],
দেখি গো দেখি গো আমি একবার দেখি ।
সে কূলে[৭] কদমের মূলে মনচোর আইল নাকি ॥

আপ্‌তারাম নরের বাড়ীর সম্মুখে শ্যামপ্রিয়া গান গাচ্ছে। সে গান রঙ্গমালা বাড়ীর ভিতরে থেকেই শুনতে পেল, গানটা তার বেশ ভালো লাগল। সেই বিবাহের দুর্ঘটনার পর রঙ্গমালা বাড়ীর বাইরে যায় না, আগন্তুক কারও সঙ্গে কথাও বলে না। সেদিন শ্যামপ্রিয়া বোষ্টমীর গান শুনে রঙ্গমালা দুর্গাদাসীকে বলল—

'শুন শুন আগো দাসী কই তোমার ঠাঁই ।
ভালা ভিক্ষা দিয়া বোষ্টমীরে বিদায় করন[৮] চাই ॥"*
এই কথা দুগ্নাদাসী যখনে শুনিল ।
রসই[৯] মণ্ডপ ঘরত্[১০] যাই দরশন দিল ॥
আধসের চাইল আর কড়ি এক বুড়ি ।†
থালাত্ লই দুগ্না দাসী গেলগৈ[১১] সদর বাড়ী+
হস্তে লই থালা দাসী শ্যামপ্রিয়ার কাছে গেল ।
আলগে থাকি রঙ্গমালা শ্যামপ্রিয়ারে দেখিল ॥+

৬। হেষ্টমুখী=নীচমুখী, আমার দিকে না তাকাইয়া। ৭। কূলে=নদীর তীরে। ৮। করন=করিতে। ৯। রসই=রসুই, রান্না। ১০। ঘরত=ঘরে। ১১। গেলগৈ=চলিয়া গেল।

পাঠান্তর :—* ভিক্ষা দিয়া বৈষ্টবীরে বিদায় করা চাই।
† আঝঝের চাইল এক বুড়ী কড়ি থালে উঠাইল।

ভিক্ষা লও শ্যামপ্রিয়া আজাইর[১২] কর থালা।
আশীর্ব্বাদ কর গোলাপরে আর রঙ্গমালা॥'

শ্যামপ্রিয়া প্রথম বয়সে ছিল দুশ্চরিত্রা, এখন বয়স ভাটিতে হয়েছে দুশ্চরিত্র যুবক রাজচন্দ্র চৌধুরীর কুটনী ও দূতী, ভিক্ষা করা তার একটা ছল মাত্র। এখানে ভিক্ষা নিতে গিয়ে—

রঙ্গমালা নাম শ্যামপ্রিয়া কর্ণেত শুনিয়া।
রামগইত্যার বিয়ার কথা গেল মনেত পড়িয়া॥+
যেইক্ষেণে রঙ্গমালার নাম কানে ত শুনিল।+
মনে মনে শ্যামপ্রিয়া ভাবিতে লাগিল॥
'নামেতে সোন্দর এত তারে দেইখতে লাগে কি।
কেম্‌নে কইন্যা রঙ্গমালারে নয়ানেতে দেখি॥'

হেক্‌মত্যা[১৩] শ্যামপ্রিয়া হেক্‌মত[১৪] করিল।
জুম্বুলরতুন্[১৫] খুঞ্জুনিডা টানি হাতত্ লইল॥
টুনুর টুনুর করি বোষ্টমী খুঞ্জুনিত্ টোকা দিল।
ছোটো ছোটো নরের পোলা তাম্‌সা চাইতে[১৬] আইল॥
খুঞ্জুনি বাজাই বোষ্টমী ধইরল একখান গীত।*
শুনি যত নরের বংশ পাইল বড়ো প্রীত॥†

১২। আজাইর—খালি, দ্রব্যশূন্য। ১৩। হেকমত্যা=ক্ষমতাশালী, সুকৌশলী। ১৪। হেকমত—কৌশল। ১৫। জুম্বুলরতুন=নানাবর্ণের কাঁথা দিয়া প্রস্তুত ঝোলা হইতে। ১৬। চাইতে=দেখিতে।

পাঠান্তর :—* খুঞ্জনী বাজায় শ্যামপ্রিয়া আরম্ভিলা গীত।
† শুনি যত নরের বংশ হইল বিপরীত॥

গীত—

মনের মানুষ এই ভবে মিলে না সই গো,—
কি করি তাই বল না।
মনের মানুষ মিল্‌লে পরে
মনে মনে ত মিলে না॥
মনের মানুষ যদি পাইতাম,
মন পরাণ সঁপি দিতাম,
তার মন আমি নিতাম
কই সেই মানুষ ত পাইলাম না॥

টুন্নুর টুন্নু খুঞ্জুনি বাজে তার সাথে গান।*
মন পরাণ টানি লয় আকুল করি কান॥
ঘরত্ থাকি রঙ্গমালা গান কন্নে ত শুনিল।
মাসমিত্রা বোলাই[১৭] কথা কইতে লাগিল॥
'শুনেন শুনেন মাসমিত্রা, কই আপনের ঠাঁই।
আমার মনের ছরদ্ধা[১৮] হয় কীর্তন শুনবার লাই।'

সংসারে রঙ্গমালার মা জীবিত ছিলেন না, মাসীমাই গৃহকর্ত্রী। মাসীমা রঙ্গমালার প্রস্তাবে বাধা দিয়ে বলিলেন,—

১৭। মাসমিত্রা বোলাই=মাসীমাকে ডাকিয়া। ১৮। ছরদ্ধা=শ্রদ্ধা।

পাঠান্তর :—* টুন্নুার টুন্নুার গায় গীত যেন বীণার টান।
† পথ ঘাট বুঝা যায় না ভগদে পরাণ॥

সেন মহাশয় অর্থ করিয়াছেন—পথ ঘাট='পদ ও শব্দ'। ভগদে=আকর্ষণ করে। (আকর্ষণ অর্থে ভগদে শব্দ বাংলাদেশে ও বাংলা ভাষায় আমি কোথাও পাই নাই।—সম্পাদক।)

'হইছ তক[১৯] রইছ তুমি আন্দর মণ্ডল ঘরে।*
এখন কেনে যাইতে চাও আগ্ দরজার পরে॥'

হিতৈষিণী মাসীমার কথা সে মানল না, বরং—

এই কথা রঙ্গমালা যখনে শুনিল।
কোরধ করি দাসী লই যাত্রা যে করিল॥**
অনুগত[২০] হই রঙ্গমালা কইরছে আগমন।†
তেড়ীবেড়ার[২১] কাছে যাই দিল দরশন॥
ঐ দিগে শ্যাম প্রিয়া নজর করি চায়।
কেবা আসি গান শুনে রইছে খাড়ায়॥
রঙ্গমালার দিগে বোষ্টমীর নজর পড়িল।
কইন্যার রূপ দেখি তার আঁখি উলটিল[২২]॥††
ন দেইখাছে হেন রূপ জনম ভরিয়া।+
হেন ফুলে ভমরা নাই দেখিল ভাবিয়া॥+
চাইর চৌক্ষে দুইজনার যখনে দেখা হইল।
ভাবে মগন হই বোষ্টমী ঢুলিয়া পড়িল॥

শ্যামপ্রিয়ার মনে অসৎ উদ্দেশ্য জেগে উঠল। সে উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে রঙ্গমালার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ঘনিষ্ঠ হওয়া প্রয়োজন। সে জন্য চেষ্টা কোরে—

১৯। হইছ তক—জন্মাবধি। ২০। অনুগত—অধীনস্থ, এখানে অর্থ হইবে—মুগ্ধ। ২১। তেড়ী বেড়া—অন্দর মহলের আবরু রক্ষার জন্য বাঁকানো বেড়া। ২২। উলটিল—বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইল।

পাঠান্তরঃ —* হৈছ তলক রইছ তুমি জোড় মন্দির ঘরে।
** রঙ্গমালারে লৈয়া যাত্রা করিল।
† ধীরে হাটে অনুগতে কৈছে আগমন।
†† হেরিতে হেরিতে প্রিয়ার আঁখি উলটিল।

এই কাণ্ড রঙ্গমালা যখনে দেখিল।
তেড়ীবেড়া ছাড়ি বোষ্টমীর কাছে ত আইল ॥*
রঙ্গমালা বলে—'আমি ন বুঝি ভাবিয়া।
কিয়ের লাগি[২৩] বোষ্টমী এমন পড়িল ঢুলিয়া ॥ †
এমন দয়ালী বোষ্টম যদি যায় মরিয়া।
ধর্ম রাখিব মোরে নরকে ঢালিয়া ॥'

তৈল পানি দিয়া বোষ্টমীর যতন করিলে।
শাড়ীর আইঞ্চল দিয়া বাতাস করিল ॥
কিছুকাল বাদে বোষ্টমী চেতন পাইয়া।
রাধেকিষ্ট ডাক ছাড়ি উঠিল বসিয়া ॥
শান্ত হই শ্যামপ্রিয়া চক্ষু মেলি চায়।
সোনার পোতলা যেমন সামনে দেখা যায় ॥
কাছেত আইছে এখন কেম্‌নে কথা ধরি। +
ভাবি চিন্তি রঙ্গমালারে জিগাইল বুড়ী ॥ +
'তুমি নাকি রঙ্গমালা বুঝাই কও আমারে।
এমন সোন্দর রূপ আমি ন দেখি সোংসারে ॥' **

এইকথা রঙ্গমালা যখনে শুনিল।
বোষ্টমীর আগে কথা কইতে লাগিল ॥
'শুন শুন বোষ্টমী গো, আমি কই যে তোমার ঠাঁই
আমার মত কাঙ্গালিনী পিথিমিত্‌ নাই ॥'

২৩। কিয়ের লাগি=কিসের জন্য।

পাঠান্তর :—* মনে মনে রঙ্গমালা ভাবিতে লাগিল।
† আমার রূপ দেখি পৈড়ছেরে ঢুলিয়া ॥
** তোমার রূপ দেখি আমার পরাণ বিদরে

'কিসের লাগি কাঙ্গাল তুমি কও না আমারে।
তোমার কথা শুনি আমার পরাণ বিদরে॥
শুন শুন রঙ্গমালা জিগাই তোমার ঠাঁই।
এমন সোন্দর কইন্যা তুমি কেমন গো জামাই॥'

এই কথা রঙ্গমালা যখনে শুনিল।
শ্যামপ্রিয়ার কাছে কথা কইতে লাগিল।
'শুন চাই[২৪] গো শ্যামপ্রিয়া, তুমি উদ্ধব কালিয়া [২৫]।
নিবি ছিল মনর আগুন দিলা গো জ্বালিয়া॥
ট্যাকার লোভত্ বাপ মোর বিচার ন করিয়া।
রামগইত্যা গুঁজার সঙ্গে দিল মোর বিয়া॥
আমার ভাই গোলাপ রাইয়া চৌখ দুইডা খাইল।
কত যাগার পাত্তর[২৬] থুই* গুঁজারতুন বিয়া দিল॥
বাপর বাড়ী থাকি আমি চিন্ছি[২৭] আপন পর।
একদিন ন করিব আমি রামগইত্যা গুঁজার ঘর॥'
এই কথা শ্যামপ্রিয়া যখনে শুনিল।
বাঁশমুড়ির ইল্‌বিশ্ যেন ফল্‌গিয়া উড়িল[২৮]॥
'কার বাড়ীত্ যাইব রে আমি কার বাড়ীত্ রইব।
কতক্ষেণে রঙ্গমালার কথা চৌধ্রী বাড়ীত্ কইব॥

২৪। চাই=বুঝিয়া। ২৫। উদ্ধব কালিয়া=কৃষ্ণের দূত উদ্ধবকে দেখিয়া ও তাহার কথা শুনিয়া ব্রজগোপীদের অবস্থার মত। ২৬। পাত্তর=পাত্র, বর। ২৭। চিনছি=চিনিয়াছি।

২৮। বাঁশমুড়ির—উড়িল=ইহার অর্থ—মানুষ দেখিয়া বাঁশ ঝাড়ের সজারু যেমন লাফাইয়া উঠে, সেই প্রকার মনের দুরাশা উদ্দাম হইয়া উঠিল।

পাঠান্তর :—* বাড়ীর কাছে রসিক থুই'॥

চৌধ্রী আছে রাজচন্দর রসিয়া নাগর।
বারবাংলা ঘরে[২৯] থাকে লই নতুন দোসর ॥*
চৌধ্রীর সাথে রঙ্গমালার পিরিত লাগাই দিব।**
ট্যাকা কড়ি অনেক দিব জনম ভরি খাইব ॥

এই না কথা শ্যামপ্রিয়া মনত্ ভাবিয়া।
নরবাড়ীরতুন উডি পথে গেলগৈ চলিয়া।†

(৭)

ঠমকে ঠমকে চলে শ্যামপ্রিয়া বোষ্টমী।
আহা কিবা অপরূপ আহা মরি মরি ॥
কপালে তেলক ফোটা নাম রসকলি।+
গলাত্ তুলসী মালা গায়ত্ নামাবলী ॥+
সব্বাঙ্গে তেলক ছাপ যেমন বনর[১] বাঘ।+
পথের মাইনষে তাম্সা কইরলে নাইত করে রাগ ॥+
চৌধ্রীবাড়ীর দরজায় যাই দরশন দিল।
মনে মনে শ্যামপ্রিয়া ভাবিতে লাগিল ॥
'পদ নাই পরিচয় নাই কইব কার ঠাঁই।
কেমনে কথা কই আমি রাজচন্দরর কাছে যাই ॥'

২৯। বারবাংলা ঘর — বিলাসভবন।
১। বনর = বনের।

পাঠান্তর :—* জলটাঙ্গনের ঘরে শোবে দোসরা নাগর ॥
** চৌধ্রীর সঙ্গে রঙ্গের সঙ্গে প্রেম লাগাই দিব।
† সেখানতুন শ্যামাপ্রিয়া গেলগৈ চলিয়া ॥

আলগে[২] থাকি শ্যামপ্রিয়া নজর করি চায়।
খুড়া ভাতিজা দুই জনরে দরবারে দেখা যায়॥
আর একজন কাগজ বুঝায় কাগজ দেখিয়া।
রাজচন্দর বসি রইছে তইক্যা[৩] ঢেলান[৪] দিয়া॥
মনে মনে শ্যামপ্রিয়া বুদ্ধি খাটাইল।
কাঁধর জুম্বুলরতুন[৫] খুঞ্জুনি টানি লইল॥
টুন্টুর টুন্টুর টোকা দিয়া ধরি দিল গান।+
খুড়া ভাতিজা দোনো জনর হরি নিল কান॥+

ও তোর বাঁকা নয়নে হরি নিলি পরাণ।
কমলিনী, মধু কর দান॥—ধুয়া

গায় আর শ্যামপ্রিয়া চৌধ্রীর দিগে চায়।
এই দিগে রাজচন্দর নজর করি চায়॥
শ্যামপ্রিয়া আর চৌধ্রীর চৌখে যখন এক হইল।
শ্যামপ্রিয়া বোষ্টমী তখন চৌখে ঠার দিল[৬]॥
আলগে থাকি রাজচন্দর নজর করি চায়।
বোষ্টমীডা ঠারণ লইছে এমন দেখা যায়॥

রাজচন্দ্র বুঝলেন শ্যামপ্রিয়া কিছু বলতে চায় এবং এই শ্রেণীর বোষ্টমী কি বলিতে চায় তা বুঝে, খুড়া রাজেন্দ্রনারায়ণকে বললেন—

'শুনেন শুনেন খুড়া ঠাকুর কই আপনের ঠাঁই।
আমার বড়ো ছর্দি হইছে শরীলে আরাম নাই॥'*

২। আলগে=দূরে। ৩। তইক্যা=তাকিয়া। ৪। ঢেলান=হেলান। ৫। কাঁধর জুম্বুলরতুন=কাঁধের ঝোলা হইতে। ৬। ঠার দিল=ইসারা করিল।

পাঠান্তর :—* আমার ছর্দি হইতেছে প্রাণের খুড়া শৈলে আরাম নাই॥

এই কথা রাজিন্দর খুড়ো যখনে শুনিল।
দরবারে ক্ষেমা দিয়া[৭] ভাতিজারে অন্দরে পাঠাইল ॥
ধীরে হাটে রাজন্দর বোষ্টমী কইরছে আগমন।
আন্তর বাড়ীত্ যাই দোনোজন দিল দরশন ॥*
'শুন চাই গো শ্যামপ্রিয়া কই তোমার ঠাঁই।
ঠার মারিয়া ভইন্‌দিদি গো[৮] ডাক্‌লা † কিসের লাই ॥'

এই না কথা শ্যামপ্রিয়া যখনে শুনিল।
মধুর বচনে কথা কইতে লাগিল ॥
'শুনেন শুনেন মহারাজ, কই আপনার ঠাঁই।
ভালা তাম্‌সা দেখি আইলাম ভিক্ষা করবার যাই ॥**
ডালুম[৯] গাছে পাকা ডালুম শুয়া[১০] নাই গো তার।+
কে খাইব ডালুমর রস ভাবনা বিস্তর ॥+
দেখি শুনি আইলাম আমি কাইল সইন্ধ্যা বেলা।+
আইজ খুঁজি শুয়া পঙ্খী কোথায় পাই একেলা ॥'+

এই না কথা রাজচন্দর যখনে শুনিল।+
সাজন পরণ[১১] করণ[১২] লাগি আপন ঘরত্ গেল ॥+
সোনালী ধুতির কোঁচা তেপেঁচি করিয়া।
গোলাবী চাদ্দর কান্ধে দিল ত তুলিয়া ॥

৭। ক্ষেমা দিয়া=বন্ধ করিয়া। ৮। ভইনদিদি=ঠান্‌দিদি। ৯। ডালুম=ডালিম। ১০। শুয়া=শুকপক্ষী। ১১। সাজান পরণ=সাজগোজ। ১২। করণ=করিবার।

পাঠান্তর :— * আন্তর বাড়ীতে যাই চৌধ্রী দিল দরশন ॥
† '—আইলে—'।
** অপূর্ব এক তামসা দেখলাম নর বাড়ীতে যাই।

গন্ধ তৈল মাথাত্ দিল চান্দরে গুলাবী আতর।
বেঁকা টেরি কাড়ি দেখে আয়নার ভিতর ॥+
তারপরে ত জরির জুতা পায় লাগাইয়া।*
শ্যামপ্রিয়ার কাছে গেল নাগর সাজিয়া ॥
চৌধ্রীরে শ্যামপ্রিয়া যখনে দেখিল।†
হাসি হাসি আগে কথা কইতে লাগিল ॥
'শুনেন শুনেন নাতী ঠাউর, কই আপনের ঠাঁই।
পিরিতের দরখাস্তর ট্যাকা দেও মোরে ফেলাই ॥

এই না কথা রাজচন্দর যখনে শুনিল।
এড়াই বেড়াই বোষ্টমীরে ঠাস্যাই[১৩] ধরিল ॥
রাজচন্দর চৌধ্রী যদি সোন্দরীর কথা পায়।
আন্ধাইরগা রাইত হইল টাঙ্গনে[১৪] দৌড়ায় ॥
এড়াই বেড়াই বোষ্টমীরে যখনে ধরিল।
রঙ্গমালা কইন্যার কথা বোষ্টমী কইতে লাগিল ॥
'আপ্তারাম নরের মাইয়া গোলাপের ভগিনী।
ইছি বাছি রাইখাছে নাম রঙ্গমালা রাণী ॥
ট্যাকা খাই করাইছে বিয়া রামগইত্যা গুঁজার ঠাঁই। ††
রঙ্গমালার ঠ্যাঙ্গের জ্ঞান[১৫] আটকপালের[১৬] নাই ॥'

১৩। ঠাস্যাই=চাপিয়া। ১৪। টাঙ্গনে=দ্রুতগামী ঘোড়ায়। ১৫। ঠ্যাঙ্গের জ্ঞান=পায়ের যোগ্যতা। ১৬। আটকপালের=পোড়া কপালের।

পাঠান্তর :—* জরির জুতা পায় দিয়া।
শ্যামপ্রিয়ার কাছে গেল হাঁটিয়া ॥
† এই কথা শ্যামপ্রিয়া যখনে শুনিল।
রাজচন্দ্রের আগে কথা কহিতে লাগিল ॥
†† হাইসে করাইছে বিয়া ফুলেশ্বরী রাই ॥

'শুন শুন ভইনদিদি গো কই তোমার ঠাই।
নরবাড়ীর ডালুম গাছ মোরে দেখাই দেও চাই ॥'
এই কথা শ্যামপ্রিয়া যখনে শুনিল।
রাজচন্দরের আগে কথা কইতে লাগিল ॥
'এমন খবর দিতাম যদি* কোনো হাইল্যা চাষার কাছে।
বক্‌সিস বলি দুই পাঁচ ট্যাকা ফেলাই দিত পাছে ॥'

এই কথা রাজচন্দর যখনে শুনিল।
শ্যামপ্রিয়ার কাছে বড়ো সরম পাইল ॥
কি দিব কি দিব ভাবি জেবে[১৭] হাত দিয়া।+
এউক্‌গা[১৮] ট্যাকা বোষ্টমীর হাতত্‌ দিল ত তুলিয়া।
এরে দেখি বোষ্টমীর রাগ ত হইল।
রাজচন্দরের সামনে ট্যাকা ফেলাই সে দিল ॥
'আমি হেন জাত্‌ বৈরেগী তোমার আগ্‌দেড়ীত্‌[১৯] ঘর।
লক্ষ ট্যাকা রাখি আমি ছেড়া জুম্বুলের ভিতর ॥'

বোষ্টমীর কথাত্‌ রাজচন্দর বড়ো সরম[২০] পাইল।
মধুর বচনে কথা কইতে লাগিল ॥
'শুন চাই গো ভইনদিদি, আমার কথা শুন তুমি।
এক মুল্লুক তোমার নামে লিখি দিমু আমি ॥

১৭। জেবে=জামার পকেটে। ১৮। এউকগা=একটিমাত্র। ১৯। আগদেড়ীত্‌=সদর দেউড়ীতে। ২০। সরম=লজ্জা।

পাঠান্তর :—* এমন কথা কইতাম যদি—'।
+ কি দিব কি দিব বলি ভাবিতে লাগিল।
জেবে হাত দিয়া একগা টাকা প্রিয়ার হাতে দিল ॥

ট্যাকার কিবা ঠেকা আমার যাগার কিবা রাট্[২১]।
দিনে দিনে করি দিমু তোমার নামে রাজগঞ্জের হাট ॥
শ্যামপ্রিয়া বোষ্টমী যখন এই কথা শুনিল।
রাজচন্দরের আগে হাসি কইতে লাগিল ॥

'বাঁকির নাম ফাঁকি দাদা, সর্ব্বলোকে কয়।
সারিলে আপন কায্য ফিরি নাই ত চায় ॥
এই কাম করি আমি হইলাম দাদা, বুড়া। +
আমার কাছে ন চলিব নগদ পাওনা ছাড়া ॥ +
আগে তুমি ফালাও ট্যাকা পাছে কইমু কথা। +
ন অইলে[২২] কাড়ি[২৩] লও শ্যাম বোষ্টুমীর মাথা ॥ +

এই না কথা রাজচন্দর যখনে শুনিল।
জেবেরতুন * চিনের কাগজ[২৪] টান্ দি লইল ॥
আপনার হস্তে কাগজ লিখিতে লাগিল।
ষাইট ঘর বোষ্টমের যাগার[২৫] মালিকানা লিখি দিল ॥
সেই না কাগজ বোষ্টমীর হাতত্ দিল যখন।
খুশী হই শ্যামপ্রিয়া কথা ছাড়িল তখন ॥†

২১। রাট=অভাব। ২২। ন অইলে=না হইলে। ২৩। কাড়ি=কাটিয়া। ২৪। চিনের কাগজ—চীন দেশে প্রস্তুত মূল্যবান কাগজ, ইহাতে সেকালে দলিল লেখা হইত। ২৫। যাগার=জমির।

পাঠান্তর :—* পকেটেরতুন—। (সেন মহাশয়ের মতে এই কাহিনী অষ্টাদশ শতাব্দীর ঘটনা। ইহা সত্ত্বেও এই ছত্রে ইংরেজী শব্দ 'পকেট' ও তৎপদবাচ্য ফার্সি শব্দ 'জেব' একই অধ্যায়ে ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। 'পকেট' শব্দটি অন্যত্র আমি পাই নাই।—সম্পাদক)

† ইহা দেখি বৈষ্ণবী বড়ো খুসী হইল ॥

'শুনেন শুনেন নাতী ঠাউর, কই আপনের ঠাঁই।
এখন আমার সঙ্গে যাই কোনো কায্য নাই ॥+
পথ ঘাট[২৬] দেখি আমি মন বুঝতাম[২৭] চাই।+
চাইর ডণ্ড বেইল থাইকতে খবর লইও ভাই ॥'
এই না কথা শুনি রাজচন্দর ফিরি ত চলিল।
খানিক দূর যাই আবার ভাবিতে লাগিল ॥
'ভেদের কথা[২৮] বোষ্টমীরতুন জিজ্ঞাস ন করি।
এত জমি যাগা দিয়া কেন রে দিলাম ছাড়ি ॥'+
এই না কথা ভাবি চৌধ্রী আবার ফিরিল।+
শ্যামপ্রিয়ারে ডাকি চৌধ্রী দৌড়িতে লাগিল ॥

পিছুমুখী শ্যামপ্রিয়া নজর করি চায়।
রাজচন্দর দৌড়ান লাইগ্‌ছে এমন দেখা যায় ॥
'শুন শুন নাতীঠাউর, জিগাই তোমার ঠাঁই।
তুষ্টি মুষ্টি[২৯] কথার মধ্যে দৌড়াও কিসের লাই ॥'

'শুন চাই গো ভইনদিদি গো, দৌড়াই আইছি আমি।
গেয়ান টেয়ান মন্তর টন্তর জানো নি গো তুমি ॥'
এই কথা শ্যামপ্রিয়া যখনে শুনিল।
হেক্কার করি[৩০] শ্যামপ্রিয়া হাসিয়া উডিল ॥
'যেই দিন হইতে শিখ্‌ছি আমি তিপুরার গিয়ান[৩১]।
সাতবার হইছি বুড়া সাতবার যুয়ান ॥

২৬। পথ ঘাট=কি করিয়া কার্য সিদ্ধি করিতে হইবে। ২৭। বুঝতাম=বুঝিয়া দেখিতে। ২৮। ভেদের কথা=কার্যসিদ্ধির উপায়ের কথা। ২৯। তুষ্টি মুষ্টি=যে কথা মিটিয়া গিয়াছে। ৩০। হেক্কার করি=হো হো করিয়া। ৩১। তিপুরার গিয়ান=ত্রিপুরায় প্রচলিত মন্ত্রতন্ত্র।

জিঙ্কারে[৩২] আশ্‌মানের তারা পারি খসাইবারে।
পাতালর বালু আনি পারি গণিবারে ॥
আমি যদি বুড়া মুখে পড়ি দিব পান।
ভাটা গাঙ্গে জোয়ার ধরি বইব উজান ॥'

এই কথা শ্যামপ্রিয়ার যখনে শুনিল।
রাজচন্দর উডি কথা কইতে লাগিল ॥
'শুন চাই গো, ভইনদিদি গো, কই তোমার ঠাই।
পান পড়া গিয়ানে আমার পৈত্যয় করণ[৩৩] চাই ॥'*
এই না কথা শ্যামপ্রিয়া যখনে শুনিল।
রাজচন্দরর আগে কথা কইতে লাগিল ॥
'কি দিয়া পৈত্যয় করামু পৈত্যালর দব্ব[৩৪] নাই।
এক মুলের[৩৫] পান সুবারি আনি দেওন চাই ॥'

এই কথা রাজচন্দর যখনে শুনিল।
'বৈকালে আনিব',—বলি আন্দর বাড়ীত্ গেল ॥

(৮)

ছেয়ান সইন্ধ্যা[১] করি রাজচন্দর খানা যে খাইল।
খানা খাই পালঙ্কে যাই শয়ান করিল ॥

৩২। জিঙ্কারে=হুঙ্কারে। ৩৩। পৈত্যয় করণ=প্রত্যয় করানো, বিশ্বাস করানো। ৩৪। দব্ব =দ্রব্য। ৩৫। এক মুলের=যে মূল্য চাহিবে তাহাই দিয়া।

১। ছেয়ান সন্ধ্যা=স্নান ও পূজা-উপাসনা।

পাঠান্তরঃ—* পান পরা জ্ঞেয়ানে মোর পৈত্তাল দেও চাই ॥

চাইর দণ্ড রেইল থাইক্‌তে ঘুমরতুন উডিয়া ॥
রাম ভাঁড়ালীরে রাজচন্দর আনিল ডাকিয়া ॥*

'শুন শুন রাম ভাঁড়ালী, কই তোমার ঠাঁই।
জলদি করি ধলা টাঙ্গন[২] সাজাই আনন চাই ॥'
এই না কথা রাম ভাড়ালী যখনে শুনিল।
জলদি করি ধলা টাঙ্গন সাজাই ত আনিল।
সাজি পাড়ি[৩] রাজচন্দর টাঙ্গনে চড়িল।
কালা বারোইর বাড়ীর দিকে টাঙ্গন ছাড়ি দিল ॥
দেউড়ীত্‌ যাই রাজচন্দর ঘোড়ারে দিল বাড়ি।+
চলি যায় রে দেবের ঘোড়া মহা দর্প করি ॥
আগে চলে রাজচন্দর পিছে নফর রামা।+
যেমন মালিক তেমন নফর কেও নয় রে কমা ॥+
সেইখানরতুন রাজচন্দর টাঙ্গন দিল ছাড়ি।
দরশন দিল যাই কালা বারোইর বাড়ী ॥
আম গাছর লগে ঘোড়া বন্ধন করিল।
রামারে পাঠাই কালা বারোইরে বোলাইল ॥++
এক ডাক দুই ডাক তিন ডাক দিল।
কানে কালা কালাবারোই তবে ত শুনিল ॥**

২। ধলা টাঙ্গন—দ্রুতগামী সাদা ঘোড়া। ৩। সাজি পাড়ি· সাজগোজ করিয়া।

পাঠান্তর:—* রাম ভাঁড়ালী রাম ভাঁড়ালী বোলাইতে লাগিল ॥
+ সেইখানে যাই মহারাজ ঘোড়ারে দিল বাড়ি।
++ কালা বারোই কালা বারোই বেলাইতে লাগিল ॥
** তিন ডাকের ওকতে কালায় স্বর কানে শুনিল ॥

ডাক শুনি কালাবারোই বাইরে আসিল।
বাইশ মুল্লুকের মালিকরে দেখি কাঁপিতে লাগিল॥

'হাজার ট্যাকা দিয়া কত্তার ন পায় দরশন।
আপনে আপনে আইলেন কত্তা কিসের কারণ॥'
এই না কথা কালাবারোই যখনে কইল।
কালার আগে রাজচন্দর কইতে লাগিল॥
'শুন শুন কালাবারোই কই তোমার ঠাঁই।
তোমার কাছে আইছি আমি এক বিড়া পানর লাই॥'
রাজচন্দরের কথা বারোই পত্যয় ন করিল।*
হাত জোড় করি বারোই কইতে লাগিল॥
'বাড়ীত্ থাকি মহারাজ দিতেন হুকুম করি।
আমি দিতাম পাঠাই পান দুই চাইর গাড়ি॥'

এই না কথা শুনি রাজচন্দর হাসি হাসি কয়।+
'সেই পান নয় রে কালা, সে পানে ন হয়॥+
যেই পানর লাগি আমি আইছি তোমার ঠাঁই।
এক মুলে[৪] এক বিড়া পান নিজে কিনন্ চাই[৫]॥'

এই কথা কালা বারোই যখনে শুনিল।
তখন সেই কথা বারোই পত্যয়[৬] করিল॥

৪। মূলে=মূল্যে। ৫। কিনন চাই=কিনিতে হইবে। ৬। পত্যয়=প্রত্যয়, বিশ্বাস।

পাঠান্তর :— * এই কথা কালা বারই যখনে শুনিল।
মহারাজের কথা কালায় বিশ্বাস না করিল॥

বইবার[৭] লাগি ভালা যাগা ঘরত্ করি দিয়া।*
বারুণীরে কইল ডাকি হাসিয়া হাসিয়া॥
'শুন শুন বারুণী[৮] গো, কই তোমার ঠাই।
এক বিড়া ভালা পান জল্‌দি আন্ চাই॥'†

এই না কথা কালীতারা যখনে শুনিল।
ভরল বরে[৯] কালী বারুণী যাই পরবেশিল[১০]॥ **
বাছি বাছি ভালা পান এক বিড়া তুলি আনি।
কালাবারোইর হস্তে দিল কালীতারা বারুণী॥

পান লই কালাবারোই কইরছে আগমন।
রাজচন্দরের সামনে আসি দিল দরশন॥
পান দেখি রাজচন্দর মহা খুশী হইল।
দামের কথা কালাবারোইরে জিজ্ঞাস করিল॥
কালায় বলে,—'মহারাজ, আমি কইতাম নয়[১১]।
যা দেন অপ্‌নর মর্জি মুনাচিব[১২] হয়॥

এই কথা রাজচন্দর যখনে শুনিল।
কি দিব কি দিব ভাবি ছুচুমুচু করণ[১৩] লইল॥

৭। বইবার=বসিবার। ৮। বারুণী=বারোইয়ের স্ত্রী। ৯। ভরল বরে=যে বরজে পুষ্ট পান আছে। ১০। পরবেশিল=প্রবেশ করিল। ১১। কইতাম নয়=কহিব না। ১২। মুনাচিব=পছন্দ। ১৩। ছুচুমুচু করণ=ইতস্তত করিতে।

পাঠান্তর :—* বসিবার ভাল স্থান করিয়া সে দিল।
আপনা বাড়ীতে যাই দরশন দিল॥
† ভালা দেখি বাছি বাছি এক বিড়া পান জলতি আনা চাই॥
** ভারল বরে বারুণী যাই উপস্থিত হইল॥

শ্যামপ্রিয়ার হাতে একবার এউক্‌গা[১৪] ট্যাকা দিয়া।
কত সরম দিল বোষ্টমী আকথা[১৫] কইয়া॥*
সেই কথা মনত করি ভাবিত হইল।
জেবে হাত দি কালারে পাঁচ্‌গা ট্যাকা দিল॥
পাঁচগা ট্যাকা হাতত্‌ পাই কালা বহুত খুশী হইল।
হাত জোড় করি বারোই পরণাম জানাইল॥
বাইরে আসি রাজচন্দর ভাঁড়ালীরে হুকুম করিল।
টাঙ্গন সাজাই রামভাঁড়ালী সামনে ত আনিল॥
টাঙ্গনে চড়ি রাজচন্দর মারে কোড়ার[১৬]বাড়ি।
চলিল দেবের ঘোড়া মহা দর্প করি॥

কতক দূর যাই ঘোড়া গাছ তলাত্‌ থামিল।
রামা বলে, 'মহারাজ, আমার পেডত্‌[১৭] কামড় দিল'॥
এই কথা বলি রামা পলাই পলাই যায়।†
বাড়ীর পিছান দিয়া যাই কালারে সামনে পায়॥
আলগে থাকি রামভাঁড়ালী নজর করি চাই।
কালা বারোই বাজায় ট্যাকা এমন দেখা যায়॥
রামা বলে, 'আরে কালা, কই তর ঠাঁই।
শীগ্‌গির করি ট্যাকা ফিরাই দে কইয়া বুঝাই॥

১৪। এউকগা=একটা। ১৫। আকথা=দুর্বাক্য। ১৬। কোড়ার=চাবুকের। ১৭। পেডত্‌=পেটে। ১৮। পলাই পলাই=লুকাইয়া।

পাঠান্তর :—* কত সরম দিল মোরে বৈষ্ণবী শ্যামপ্রিয়া।
† এই কথা বলিয়া রামায় পায়খানাতে গেল।
বাড়ীর পূর্ব দিয়া কালার বাড়ীতে গেল॥

বারোই বলে, 'রামাবাবু, তুমি কও কি।
মহারাজ দিছে ট্যাকা আমি খুঁজি লইছি নি[১৯] ॥'
রামা বলে,—'আরে বারোই, কই তর ঠাঁই।
জল্‌দি ফেলি দেরে ট্যাকা আমি চলি যাই ॥
আইজকা দিছে পাঁচ ট্যাকা এক বিড়া পান নিয়া।*
কাইল নিব পঞ্চাশ ট্যাকা পিডত্‌[২০] গুঁতাইয়া ॥
আমারে তখন মহারাজ দিব হুকুম করি।
ট্যাকার লাগি আইব আমি আবার তর বাড়ী ॥
শালের পালার [২১] লগে তরে কষিয়া বান্ধিব।
পায়রতুন জুতা খুলি তরে খুব পিটাইব ॥
গুতার চোটে বাবা বলি ট্যাকা দিবি ছাড়ি।
ভালা কথায় দেরে ট্যাকা আমি যাই বাড়ী ॥

এই কথা কালাবারোই যখনে শুনিল।
'দিতাম নয়'[২২]—বলি ট্যাকা কোমরে বান্ধিল ॥
আলগে থাকি রামভাঁড়ালী নজর করি চায়।
কোমরের খোঁচে[২৩] ট্যাকা বান্ধে এমন দেখা যায় ॥
লাফ্‌দি পড়ি কালাবারোইর চুল চাপি ধরিল।
গুড়ুম গুড়ুম করি রামা কিলাইতে লাগিল ॥

১৯। খুঁজি লইছি নি—আমি কি খুঁজিয়া লইয়াছি? ২০। পিডত্‌—পিঠের উপরে। ২১। শালের পালা=শাল কাঠের খুটি। ২২। দিতাম নয়—দিব না। ২৩। খোঁচে=ভাঁজ করা কাপড়ে।

পাঠান্তর :—* আইজগা দিছে ট্যাকা পঞ্চরত্ন দিয়া।
কাইল নিব ট্যাকা তিন হলুদ দিয়া ॥

আশ কিল, পাশ কিল, কিল অজাগর।
চৌদ্দ বুড়ি কিল দিল ঘেডির[২৪] উপর॥
এমন কিল কিলাইল তারে আর কমু কি।
গুল পিড্‌নি পিডন দিল ভাদির গৈচা দি[২৫]॥
কিল খাই কালাবারোই ন ছাড়িল রাও[২৬]।
ঘুরাই ঘুরাই ধরে রামভাঁড়ালীর পাও॥

আলগে থাকি বারুণী নজর করি চায়।
বারোইরে কিলান লাইগ্‌ছে এমন দেখা যায়॥
কাঞ্চা বাঁশ লই বারুণী ছুড়িয়া[২৭] আইল।
পিছরতুন রামারে এক বাড়ি বসাইল॥+
আর এক বাড়ি দিবার লাগি যখন উডাইল বাঁশ।+
লাফ্‌দি পড়ি রামাবাবু ধইরল বারুণীর কেশ॥
চাইর গোটা কিল মারি তারে হোতাই[২৮] ফালাইল।
পিডর উপর উডি রামা নাইচ্‌বার লাগিল॥
ধেই নাচ্‌না, মাম্‌দো[২৯] নাচ্‌না, নাচনের কইমু কি।+
বাপ বাপ ডাক ছাড়ে পায়র তলাত্‌
পড়ি বারোইর ঝি॥+
ইহা দেখি কালাবারোই দিশা নাই ত পায়।
কোমররতুন ট্যাকা লই রামার হাতে দেয়॥
ট্যাকা লই রামভাঁড়ালী বাড়ীর বাইর হইল।+
উডানে[৩০] বসি বারোই বারুণী কান্দিতে লাগিল॥+

২৪। ঘেঁডি=ঘাড়। ২৫। ভাদির গৈচা দি—জিউলি বা কচাগাছের ডাল দিয়া। ২৬। ন ছাড়িল রাও=কথা বা জিদ্‌ ছাড়িল না অর্থাৎ টাকা দিল না। ২৭। ছুড়িয়া=ছুটিয়া। ২৮। হোতাই=শোয়াইয়া। ২৯। মাম্‌দো—মাম্‌দো ভূতের মত। ৩০। উডানে—উঠানে।

ট্যাকা লই রামভাঁড়ালী কইরছে আগমন।
রাজচন্দরর কাছে যাই দিল দরশন।
রাজচন্দর জিগাইল,—'আরে রামা, কই তোমার ঠাঁই।
এত বেইল[৩১] কোথায় আছিলা কও না বুঝাই॥
রামায় বলে,—'মহারাজ, বড়ো পেডর কামড়ি হইল।
পায়খানা করিতে তাই এত বেইল লাগিল॥
কাইল খাইছি খিচুরি আর দুইডা ইল্‌সা মাছ ভাজা।+
পেড্‌কামড়ি উডি আইজ পাই বড়ো সাজা॥'+
রাজচন্দর বলে,—রামা, তোমার অঙ্গ হইছে বোরা[৩২]।+
সগল গায়ত্‌[৩৩] ধূলা কেনে পিডর কাপড় ছিড়া॥'+

(৯)

গাছতলারথুন্‌ রাজচন্দর টাঙ্গন ছাড়ি দিল।
টাঙ্গন আসি আগদেউড়ীত্‌ দরশন দিল॥
শ্যামপ্রিয়া বোষ্টমীরে জলদি বোলাইল।
সামনে আসি শ্যামপ্রিয়া হাজির হইল॥
'শুন শুন ভইনদিদি গো, কই তোমার ঠাঁই।
কেমন তোমার পান পড়া এখন পৈত্যাল[১] দেওন চাই॥'*
'দেও দেও'—বলি পান হাত বাড়াই লইল।
জমিনে ফালাই পান বোষ্টমী মন্তর পড়িল॥

৩১। বেইল=বেলা, সময়। ৩২। বোড়া=মলিন। ৩৩। গায়ত্‌=গায়ে।

১। পৈত্তাল=প্রত্যয়, প্রমাণ।

পাঠান্তর:—* পান পড়া কেয়ানি মোরে পৈত্তাল দেও চাই॥

মুখ লাড়ি[২] হাত লাড়ি আশমানের দিগে চায়।+
কত কত মন্তর পড়ে পান কিছু ন বোলায়[৩] ॥+
এক ফুক্[৪] দুই ফুক্ তিন ফুক্ দিল।
যেখানর পান সেখানত্ রইল কিছু ন হইল ॥*

রাজচন্দর বলে,—'ভইনদিদি গো,
তুমি কিচ্ছু জানো না।
একখান কথা কইমু আমি বেজার[৫] হইও না ॥
যোয়ান কালে[৬] কোরধ্ চলে আখি করি লাল ।†
যোয়ানকি গেলে দাঁত পড়িলে টবা[৭] ধরে গাল ॥
রূপ গেছে রঙ্গ গেছে গেছে মুখর হাসি।
পুরাণ কালের বন্ধু দেইখলে
বোলায়—'তুমি আমার মাসী' ॥'

এই না কথা শুনি বোষ্টমী বড়ো সরম পাইল।
ঘুরাই ফিরাই কত মন্তর পড়িতে লাগিল ॥
ইল্ মন্তর, বিল্ মন্তর, মন্তর এন্দুরের ছা[৮]।
চ্যাং মন্তর, ব্যাং মন্তর, মন্তর কায্য করে না ॥
কাছে খাড়াই রাজচন্দর মুখ টিপি হাসে।+
সরম পাই শ্যামপ্রিয়া কইল অবশেষে ॥+

২। লাড়ি=নাড়িয়া। ৩। ন বোলায়=সাড়া দেয় না। ৪। ফুক=মন্ত্র পড়িয়া ফুঁ। ৫। বেজার=ক্রোধ, অভিমান। ৬। যোয়ান কালে=যৌবনে। ৭। টবা=টোপা, তোবড়া। ৮। এন্দুরের ছা=ইঁদুরের বাচ্চা।

পাঠান্তর :—* একটুও নড় চড় পান নাহিক করিল ॥
† যোয়ান মাগী ক্রোধ মুখী আঁখি দুইটা লাল।

'শুন শুন নাতীঠাউর, কই তোমার ঠাঁই ॥
এই পান পড়নর ক্ষেমতা আমার কাছে নাই ॥'

রাজচন্দর উডি বলে,—'শুন আমি কই।
তোমার হস্তে পান লও আমি পড়তাম্ চাই[৯] ॥
এই না কথা শুনি বোষ্টমী হাতত্ পান লইল।+
জয় কালীর নাম লই রাজচন্দর মন্তর পড়িতে লাগিল ॥
এক ফুক্ দুই ফুক তিন ফুক দিল।+
থর থর করি বোষ্টমী কাঁপিতে লাগিল ॥
'শুন শুন নাতীঠাউর, আমি কই তোমার ঠাঁই।
তোমার পড়া পান রাইখ্তাম[১০]
আমার বাপর[১১] সাইধ্য নাই ॥
এক ফুকে হইলাম আমি ষুল[১২] বচ্ছুরে ছুড়ী।+
দুই ফুকে মনত্ কয় তোমারে বেইড়া ধরি ॥
তিন ফুকে হইছে আমার দুই চৌখ ঘোলা।+
চাইর ফুক দিলে আমি হইব রে পাগেলা ॥+
এই না মন্তর পাইতাম যদি আমার বসের কালে[১৩] ।+
রাজার পুত্তর আনি বিয়া করতাম মন্তর বলে' ॥+

এইনা কথা শুনি রাজচন্দর হাসি হাসি কয়।+
'এহন তোমার জুম্বুলরতুন পাঁচগা ট্যাকা
বাইর করণ[১৪] হয় ॥+

৯। পড়তাম্ চাই=মন্ত্র পড়িব। ১০। রাইখতাম=রাখিবার। ১১। বাপর্=বাপের। ১২। ষুল=ষোল। ১৩। বসের কালে—বয়স কালে, যৌবন কালে। ১৪। করণ হয়=করিতে হইবে।

লক্ষ ট্যাকা জুম্বুলত্ তোমার থাকে সব্বক্ষণ।+
পাঁচগা ট্যাকা দেও মোরে কিনছি[১৫] আমি পান॥

এই কথা শ্যামপ্রিয়া যখনে শুনিল।+
রাজচন্দরর পায়ত্ পড়ি কইতে লাগিল॥+
'ক্ষেমা করণ নাতীঠাউর, ধরি তোমার পায়।+
তোমার মতন বড়ো উস্তাদ তিরভুবনে নাই॥+
কাইল পরভাতে যামু আমি পান পড়া লই।+
রঙ্গমালা সৌন্দরীরে আইমু খাবাই[১৬]'॥+

হাত কাঁপি পড়া পান জমিনে পড়িছিল।
জমিনরতুন তুলি পান জুম্বুলত্ ভরিল॥

পান লই শ্যামপ্রিয়া ঘরত্ রাখিয়া।
রাইত কাটাইল বোষ্টমী ঘুম ন পাড়িয়া॥ *
'রাত্তির পোষা[১৭] রাত্তির পোষা'—ঘন ডাক দিল।
এনকালে কাইলানী[১৮] রাত্তির পরভাত হইল॥

(১০)

পরভাতে উডি শ্যামপ্রিয়া পূজা সইন্ধ্যা করি।
রসই করি খানা খাইল আপন পেড্ডা[১] ভরি॥

১৫। কিনছি—কিনিয়াছি। ১৬। খাবাই=খাওয়াইয়া। ১৭। পোষা =পোহাও। ১৮। কাইলানী=অন্ধকার।

১। পেডডা—পেটটা।

পাঠান্তর :—* ছেয়ান সন্ধ্যা করি প্রিয়ায় খানা যে খাইল।

তারপরে ত সব্ব অঙ্গে তেলক ফোডা দিয়া।+
রাধেকিষ্ট বলি বোষ্টমী চলিল ধাইয়া॥+
নরবাড়ীর কাছত্ যাই ধরিল জিকির[২]।*
রঙ্গমালার মাসী বলে, 'আইল ঈশ্বরের ফকির॥†
শুন শুন আগো দাসী কই তোমার ঠাঁই।
ভিক্ষা দিয়া বোষ্টমীরে বিদায় করণ চাই॥'

এই কথা দুগ্গা দাসী যখনে শুনিল।
ভিক্ষা লই দুগ্গা দাসী আগ দরজায় গেল॥
*আলগে থাকি দুগ্গা দাসী নজর করি চায়।
সেই দিনকার বোষ্টমী আইছে এমন দেখা যায়॥
এক্কই দৌড়ে দুগ্গা দাসী গোলাপর কাছে গেল।
'সেই দিনকার বোষ্টমী ফিরি আইজ কেনে আইল॥'

আল্‌গে থাকি গোলাপ রাই নজর করি চায়।
সেই দিনকার বৈষ্টমী আইছে এমন দেখা যায়॥
দেখি আরে গোলাপ রাই জ্বলি ত উডিল।
আগুনর হুলুকা যেমন গর্জিয়া কইল॥*

২। জিকির=চিৎকার করিয়া গান।

পাঠান্তর :—* খাওার আগে যাই প্রিয়ায় ধরিল জিকির।
† রঙ্গের মায়া বলে আইল ঈশ্বরের ফকির॥
— এইখানে থাকি মণিন্দ্র বাবু নজর করি চায়।
কাইলগার বৈষ্ণবী দেখি বোলে হায় রে হায়॥
একই দৌড়ে দুরগা দাসী রঙ্গের কাছে গেল।
কাইলগার বোষ্টমী ফিরি আইজ কেনে আইল॥
এই কথা রঙ্গমালা যখনে শুনিল।
অগ্নির হুলুকা যেন গর্জিয়া উঠিল॥

'সেইদিনকা দিছ ভিক্ষা অনেক করিয়া।
সেই লোভে বোষ্টমের জাইত আজি আইছে ফিরিয়া॥
আপনে আপনে বোষ্টমী যদি ন যায় ফিরিয়া।
দাসী বোলাই বোষ্টমীরে দেও খেদাড়িয়া[৩] ॥*

একে ত নরের দাসী দোসরা হুকুম পাইল।
ঘির ঘির করি বোষ্টমীরে চৌঘিরা করিল॥
কেউ টানে খুঞ্জুনি ধরি কেউ টানে জুম্বুলা।†
মধ্যে পড়ি শ্যামপ্রিয়া হইল বিভোলা[৪] ॥
মনে মনে শ্যামপ্রিয়া বুদ্ধি খাটাইল।
বুদ্ধি খাটাই শ্যামপ্রিয়া কইতে লাগিল॥
'শুন শুন আগো দাসী কই তোমরার ঠাঁই।
বিনা দোষে অপমানী কর কিসের লাই[৫] ॥
ভিক্ষার লাগি ন আইছি আমি কই যে তোমরারে।
গান শুনাই যামু আমি ভিক্ষা ন দেও আমারে॥††
ছোড়ুকালে[৬] বইন-ধন আমার গেলগৈ রে মরি।
বইনর শোকে পথে পথে কাঁদি কাঁদি ফিরি॥

৩। খেদাড়িয়া=তাড়াইয়া। ৪। বিভোলা=বিহ্বল, দিশাহারা।
৫। লাই=লাগিয়া। ৬। ছোড়ুকালে=বাল্যকালে।

পাঠান্তর :—* বেইজ্জত কর তাইরে দাসী লাগাইয়া॥
† চাইর দিগে দাসীগণ কিলাইতে লাগিল।
মধ্যে পড়ি শ্যামপ্রিয়া কান্দিতে লাগিল॥
†† ভিক্ষা চাই না ভিক্ষা চাইনা দিও না আমারে।
যথায় তথায় ফিরি আমি নালাগে আদর।
কিঞ্চিৎ মাত্র লাইগ্ছে মনে রঙ্গমালা সুন্দর॥

দুই বইনে আছিলাম আমরা জোড়ের কইতর[৭]।
জোড় ভাঙ্গি বিধাতা মোরে কইরল একেশ্বর ॥
যথায় তথায় ঘুরি আমি ন লাগে কারে ভালা।
এত কালে দেইখাছি বইন কইন্যা রঙ্গমালা ॥
শুন শুন আগো দাসী, কই তোমার ঠাঁই।
বইনর মতন রঙ্গমালারে বইন কইতাম[৮] চাই ॥
জাইত বোষ্টম আমি তাই ভিক্ষা করণ লাগে[৯]।+
ট্যাকা কড়ির অভাব নাই কইছি তোমার আগে ॥'+

এই কথা দুয়া দাসী যখনে শুনিল।
রঙ্গমালার কাছে যাই কইতে লাগিল ॥
'ভিক্ষার লাগি ন আইছে বোষ্টমী কইল কান্দিয়া।
বইনর কথা জাইগ্‌ছে মনত্ তোমারে দেখিয়া ॥
যথায় তথায় ফিরে বোষ্টমী কাওরে ন লাগে ভালা।
বইনর মতন লাগে কিঞ্চিত্ তোমারে রঙ্গমালা ॥
ভিক্ষা ন লইব বোষ্টমী ঘরে ট্যাকার অভাব নাই।+
আইজকা আইছে কেবল তোমারে দেখ্‌বার লাই ॥+

এই কথা রঙ্গমালা যখনে শুনিল।
'বোষ্টমীরে আন'—বলি হুকুম করিল ॥
ঘরর চালত্ কাউয়া ডাকিল তেতই[১০]গাছে পেঁচা।+
গোয়াইল ঘরত্ গাই ডাকিল উড়ানে আইল ফেচা[১১] ॥+
কেও কিছু ন দেখিল দৈবর লিখন।+
দুয়াদাসী গেল আইন্‌তে সব্বনাশের কারণ ॥+

৭। কইতর=পারাবত পাখি। ৮। কইতাম—বলিতে, ডাকিতে ৯। করণ লাগে=করিতে হয়। ১০। তেতই—তেঁতুল। ১১। ফেচা=সাত ভায়রা পাখি।

দাসী যাই বোষ্টমীরে আন্দরে আনিল।
বইসবার লাগি একখান জলচকি দিল॥
কিষ্টর নাম করি বোষ্টমী যখনি বসিল।
মড়মড়াই জলচকিখান ভাঙ্গিয়া পড়িল॥
খল্‌খলাই দাসিগণ হাসি ত উডিল।
উডানর উপর দুই কাউয়া ঝড়াপড়ি[12] লইল॥
ভরণ[13] সভার মধ্যে বোষ্টমী সরমে পড়িল।
হস্তধরি রঙ্গমালা বোষ্টমীরে পালঙ্কে বসাইল॥
হুকুম করিল রঙ্গ দাসিগণের উপরে।
'পান তামুক আনি দেও বোষ্টম দিদিরে॥'
পান তামুক খাই শ্যামপ্রিয়া বুদ্ধি করে মনে।
আসল কথা রঙ্গের কানে তুলিব কেমনে॥*
গোপ্তকথা রঙ্গের কানে কেমনে কইব।
রাজচন্দরের পান পড়া কেম্‌নে খাবাইব[14]॥
বুদ্ধি খাটাই শ্যামপ্রিয়া রঙ্গমালারে কয়।+
'শুন শুন ভইন-দিদি গো, মোর কইতাম উচিত নয়[15]॥+
তোমার ঘরত্‌ আসি খাইলাম পান তামুক কত।+
আমার কিছু ন দিবার আছে তোমার মনর মত॥+
ঘররতুন আনছি পান বইন, একডা তুমি খাও।+
কেমন পান বানাই আমি খায়্যা দেখি কও॥+ **

১২। ঝড়াপড়ি=ঝটাপটি, ঝগড়া করিতে। ১৩। ভরণ=পূর্ণ, ভরা।
১৪। খাবাইব=খাওয়াইবে। ১৫। কইতাম উচিত নয়=বলা সঙ্গত হয় না।

পাঠান্তর :—* প্রেমের কথা রঙ্গের মনে করিব কেমনে।

* * উপরোক্ত ছয়টি ছত্র সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় নাই। এই ছয়টি ছত্রের বিষয়বস্তু ঐ অঞ্চলের পল্লীকথ্য ভাষায় দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে।—সম্পাদক।

এইনা কথা রঙ্গমালা যখনে শুনিল।
'দেও দেও' বলি রঙ্গমালা হাত বাড়াইল ॥
রাজচন্দরর পড়াপান হায় রে
বোষ্টমী রঙ্গর হাতত্ দিল।
হাতর মধ্যে লই পান রঙ্গ মুখর মধ্যে দিল ॥
আড়া-চাবান[১৬] করি পানর রস রঙ্গ করিল ঢোকতল[১৭]।
চাই দেখে শ্যামপ্রিয়া কায্য হইল সফল ॥+
রাজচন্দরর পান-পড়া হেকমত[১৮]চালাইল।
রঙ্গমালার মনর আগুন জ্বলিয়া উডিল ॥*

রঙ্গমালা বলে,—'বইন-দিদি গো, কই তোমার ঠাঁই।
আমার কাছে ঘনাই বসি একডা কথা শুনন্ চাই ॥
শুন শুন বইনদিদি গো কই তোমার তরে।
তোমার পান খাইলাম পরে
আমার পরাণডা কেমন করে ॥
বিষ বিষ লাইগছে আমার আষ্ট আলঙ্কার।
বিষ বিষ লাইগছে আমার এইনা সোংসার ॥†
কি যেন নাই কি যেন চাই কি যেন মনত্ কয়।+
ঘরর মধ্যে রইতে মন আর নাইত চায় ॥+
শুন শুন শ্যামপ্রিয়া কই তোমার ঠাঁই।
কি পান খাবাই[১৯] দিলা মোরে সাঁচ্চা কওন চাই ॥

১৬। আড়াচাবান—নাড়িয়া চাড়িয়া চিবাইয়া। ১৭। ঢোকতল—গলাধঃকরণ। ১৮। হেকমত—ক্ষমতা, ক্রিয়া। ১৯। খাবাই=খাওয়াইয়া।

পাঠান্তর :—* নয়গুণ পিরিতের আগুন জলিয়া উঠিল ॥
† বিষ বিষ লাগে মোর গজমোতী হার ॥

বইন বোলাইলা পান খাবাইলা বাইড়্‌ব মনর সুখ।
তোমার পান খাই আমার বাইড়া গেল দুখ ॥(ক)

গান—

বিষের সায়রে ডুপি মরি।—ধুয়া
সখীরে, পীরিতি কুম্ভীরে খাইল ধরি ॥
অনঙ্গ অনলে পরাণ মোর জ্বলে।
ন জানি কন কালে কেমনে পরাণ ধরি ॥
কাম জ্বরে কলেবর কাঁপি উডে থরথর।
উথলি রে কাম সাওর সখীরে, আমি ডুপি মরি ॥
এখন বিনা পরাণকান্ত কে করিবে শান্ত।
কোথায় সেই বন্ধু রইল আমারে পাসরি ॥ (খ)

(ক) সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় এই ছত্রগুলি আছে। ইহা আমি অন্যত্র পাই নাই।—সম্পাদক

শুন শুন ভইন দিদি কই তোমার ঠাঁই।
আমার মনে চৌধ্রী চৌধ্রী করে কিসের লাই ॥
এই কথা শ্যামপ্রিয়া যখনে শুনিল।
রঙ্গমালার আগে কথা কহিতে লাগিল ॥
গরীব দেখিয়া কেন ঠাট্টা কর মোরে।
ভৈনের সনে ঠাট্টা করা কে শিখাইল তোরে ॥
চৌধ্রী চৌধ্রী কর তুমি আমি নাহি চিনি।
চিনিলে এখনি তারে দিতাম আনি ॥
অনাহুত কথা কেন কও গো ভগিনী।
চৌধ্রী কেবা বাড়ী কোথায় আমি নাহি চিনি ॥

(খ) সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় এই গানটি দুই জায়গায় বিচ্ছিন্নরূপে ও ভিন্ন পাঠে নিম্নরূপে আছে,—

*এই কথা শ্যামপ্রিয়া যখনে শুনিল।
রঙ্গমালার আগে কথা কইতে লাগিল॥
'শুন বইন রঙ্গমালা, আমি কই যে তোমারে।
কাঞ্চা সুবারি হোডা[২০] পান খাইলে লাই ধরে[২১]॥
ভিক্ষার লাগি গিরস্থ বাড়ী যাইলে পান পাই।
এক দিনর ভিক্ষা আনি সাত দিন খাই॥
কাঞ্চা সুবারি হোডা পান পেডত্ পড়িল[২২]।
সেই কারণে পানর লাই মাথাত্ উডিল॥
তোলা জলে ছেয়ান[২৩] কর নিত্যি ঘরত্ বসি।
বায়ু উগ্র আছে তোমার মনত হেন বাসি[২৪]॥
জল ছেয়ানে যাও যদি মাজার সায়রে।[২৫]
শরীলের সুখ ফিরি আইব কইলাম তোমারে॥*

এই কথা রঙ্গমালা যখনে শুনিল।
মাসমিত্রা[২৬] বলি ডাকি কইতে লাগিল॥

২০। হোডা=শুটা, শুষ্ক। ২১। লাই ধরে=নেশায় গা-মাথা ঘুরায়। ২২। পেডত্ পড়িল=পেটে গেল। ২৩। ছেয়ান=স্নান। ২৪। মনত হেন বাসি=মনে করি। ২৫। সায়রে=সাগরে, দীঘিতে। ২৬। মাসমিত্রা =মাসীমা।

'ধুয়া— বিষের কুমীরে খাইল ধরি।
সখীরে পীরিতি সাগরে ডুবে মরি॥
অনঙ্গ অনলে মোর প্রাণ জ্বলে যায়।
প্রেম জ্বরে কলেবর কাঁপিতেছে থর থর।
উথলিছে কামসিন্ধু বন্ধুবিনা করিবেন শান্ত কেবা যাইব কোথায়॥

— এই বারোটি ছত্র সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় নাই; ইহার বিষয়-বস্তু উক্ত সম্পাদনায় ঐ অঞ্চলের কথ্য ভাষায় দেওয়া হইয়াছে।—সম্পাদক।

'শুন শুন মাসমিত্রা আমি কই তোমার ঠাঁই।
আমার মনত ছরদ্দা[২৭] হইছে দীঘিত্
জলছেয়ানে যাই ॥'

এই কথা মাসমিত্রা যখনে শুনিল।
মধুর বচনে কথা কইতে লাগিল ॥
'হইছ-তক্ রইছ তুমি বাড়ীর আন্দরে।*
এখন কেনে যাইতে চাও রাজার দীঘির পাড়ে ॥†
যত জল ছেয়ানে লাগে তুলি দিমু আমি।+
ঘরত বসি সুখে ছেয়ান কর মাও তুমি ॥'+

* এই না কথা রঙ্গমালা যখন শুনিল।
কোরধ করি মাসমিত্রারে কইতে লাগিল ॥
'শুন শুন মাসমিত্রা, আমি কই যে তোমারে।
নিচ্চয় ছেয়ানে যামু আমি রাজার সায়রে ॥
হইছিতক রইছি আমি ঘরর ভিতর।
আইজ আমি দেখমু কেমন রাজার সায়র ॥'

এই কথা মাসমিত্রা যখনে শুনিল।
রঙ্গমালার মনর কথা বুঝি ত লইল ॥
বুঝি লই মনর ভাব দুগ্গা দাসীরে বোলাই[২৮]।
জলছেয়ানে যাইবার লাগি বলিল বুঝাই ॥*

২৭। ছরদ্দা=শ্রদ্ধা, ইচ্ছা। ২৮। বোলাই=ডাকিয়া।

পাঠান্তর :—* হৈছ তলক রইছ তুমি জোড়মন্দির ঘরে।
† এখন কেনে যাইতে চাও জলছেয়ানের তরে ॥

— এখানে দশটি ছত্র সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় নাই। ইহার বিষয়বস্তু সেন মহাশয় ভাষায় উল্লেখ করিয়াছেন।—সম্পাদক।

অদ্দতারা পদ্দতারা আর সোনামালা।
জয়তারা কালীতারা আর কাঞ্চনমালা ॥
কলাবতী মুগাদাসী বেতবতোলানী রাই।
রঙ্গমালার সাথে সবে সায়র ছেয়ানে যায় ॥*
দাসীগণ চলে সভে চন্দন তৈল লইয়া।
শ্যামপ্রিয়া চলে সাথে হেলিয়া ঢেলিয়া[২৯] ॥+
আগে আগে রঙ্গমালা পথে হাঁটি যায়।
পিছে পিছে শ্যামপ্রিয়া বাইয়ালী খেলায়[৩০] ॥ †
পিছুমুখী রঙ্গমালা নজর করি চাইল।
শ্যামপ্রিয়াগা নাইচ্‌বার লাইগ্‌ছে এমন দেখিল ॥
'শুন শুন ভইনদিদি গো, তুমি বাউড়া হইলা নি[৩১] ।††
বেগর তালে[৩২] নাইচ্‌তা লাইগ্‌ছ বেপার[৩৩] হইল কি ॥'

'শুন শুন রঙ্গমালা, তুমি বেপার জানো না।
আমি বুড়াকালে পীরিত ছাড়া থাইক্‌তাম[৩৪] পারি না ॥
এমন সোনার যইবন বইন তোমার যায় অকারণ।
আনি দিব নাগর আমি তোমার মনর মতন ॥'

২৯। হেলিয়া ঢেলিয়া—হেলিয়া দুলিয়া। ৩০। বাইয়ালী খেলায়—নর্তকী বাইজীর মত অঙ্গভঙ্গী করে। ৩১। বাউড়া হইলা নি—পাগল হইলে নাকি? ৩২। বেগর তালে—বেতালে, অসময়ে। ৩৩। বেপার—ব্যাপার, ঘটনা। ৩৪। থাইকতাম—থাকিতে।

পাঠান্তর :— * '— জল ছেয়ানে যায়।

† '— বাইচালী খেলায় ॥ (সেন মহাশয় 'বাইচালী' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—'বাইচালি—ক্রীড়া কৌতুক')।

††— তোরে ভালোবাসি।

এই না কথা রঙ্গমালা যখনে শুনিল।
আগুনর হুলুকা[৩৫] যেমন গর্জিয়া উডিল ॥
'শুন্ শুন্ আরে বোষ্টমী, কই তর ঠাঁই।
এমন অযুগ্যি কথা কইলা কিয়ের লাই[৩৬] ॥
শুন শুন দুগ্গা দাসী, আমি কই তোমার ঠাঁই।
কিলাই গুঁতাই বোষ্টমীরে খেদাই দেওন চাই ॥'*

একেত নরের[৩৭] দাসী তাইতে হুকুম পাইল।
ঘির ঘির করি বোষ্টমীরে চৌঘিরা করিল ॥
লাফ্-দি পড়ি বোষ্টমীর চুল চাপি ধরি।
কিলাইতে লাগিল পিডে গুড়ুম গুড়ুম করি ॥
আশকিল পাশকিল কিল অজাগর।
চোদ্দ গণ্ডা কিল লাগইল বোষ্টমীর ঘেণ্ডির[৩৮] উপর ॥
এমন কিলাইল ভাই রে, আর কমু কি।
গুল পিড্‌নি[৩৯] পিডন দিল বাঁশর জিঙ্গল দি[৪০] ॥
কিল খাই শ্যামপ্রিয়া দিশা নাই ত পায়।
ঘুরাই ঘুরাই ধরে রঙ্গমালার পায় ॥
'শুন শুন বইন-দিদি গো, অমি কই তোমার ঠাঁই।
এই কথাডা কইলাম তোমার মন বুঝ্‌বার লাই ॥

৩৫। হুলুকা—হল্কা, শিখা। ৩৬। কিয়ের লাই—কিসের লাগিয়া। ৩৭। নর—একটি জাতি, ইহারা এক কালে অত্যন্ত সাহসী ও উগ্র যোদ্ধা ছিল। ৩৮। ঘেণ্ডির—ঘাড়ের। ৩৯। গুল পিডনি—বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গের ভাষায়—'ধোলাই দেওয়া'। ৪০। বাঁশর জিঙ্গল দি—বাঁশের মোটা কঞ্চি দিয়া।

পাঠান্তর :—* ঘাড় ধরিয়া শ্যামপ্রিয়ারে বাহির করা চাই ॥

দাসী লাগাই এত মাইর মাইরছ কেনে মোরে ।
দোষগুণা মাফ করি যাও জলছেয়ানের তরে ॥
আমারে তুমি ছাড়ি দেও আমি যাই ঘরে ।+
আর ন আইব আমি তোমার গোচরে ॥' +

এই কথা রঙ্গমালা যখনে শুনিল ।
বোষ্টমীরে ছাড়ি দিতে দাসীরে হুকুম দিল ॥*
ছাড়ন পাই শ্যামপ্রিয়া কি কাম করিল ।+
দীঘির পাড়ে গাছর তলাত্ লুকাই রহিল ॥+
এখানরতুন রঙ্গমালা কোন কাম করিল ।
'সায়র দীঘির ঘাটে চল,—বলি দাসীরে হুকুম দিল ॥

আলগে থাকি শ্যামপ্রিয়া নজর করি চায় ।+
রঙ্গমালা আইতাছে ঘাটে এমন দেখা যায় ॥+
দীঘির উতর পাড়ে বোষ্টমী এক দৌড়ে গেল ।
ঘটি কাড়ি[৪১] দীঘির জল উড়াই লইল ॥
ঘটির মধ্যে রাখি জল মন্তর পড়িয়া ।
ঘটির জল দিল বোষ্টমী দীঘিত্ ঢালিয়া ॥+
উৎরাইতে উৎরাইতে[৪২] জল ছেয়ানর ঘাটে যায় ।
এনকালে রঙ্গমালা আসি ঘাটত্ দাণ্ডায় ॥
ঘাটে লামি রঙ্গমালা জলে ত লামিল ।
বোষ্টমীর পড়াজল রঙ্গমালারে ঘিরিল ॥+

৪১। ঘটি কাড়ি—ঘটি কাটিয়া, ঘটি ভরিয়া। ৪২। উৎরাইতে উৎরাইতে—ঢেউয়ে ঢেউয়ে।

পাঠান্তর :—* বোষ্টমীর কথা শুনি মনে দয়া হইল।
+ জল পড়ি শ্যামপ্রিয়া পানিতে ঢালিল।

ঘটি ভরি পড়া জল রঙ্গ মাথাত্ তুলি দিল।
নয় গুণ মনর আগুন হায় রে, জ্বলি যে উড়িল॥

(১১)

এইখানরতুন শ্যামপ্রিয়া কইর্ছে আগমন।
আইড়গা বাড়ীর[১] কাছে গিয়া দিল দরশন॥
এইস্থানে বোষ্টমীর কথা থাকুক মঞ্জিয়া[২]।
রাজচন্দরর কথা লই[৩] শুন মন দিয়া॥

দুইডা দিন চলি গেল শ্যামপ্রিয়া ন আইল।+
রামভাঁড়ালীরে রাজচন্দর বোলাই[৪] আনিল॥+
রাজচন্দর বলে,—'রাম, কই তোমার ঠাঁই।
এরই[৫] আসি কাছে বসি কথা শুনন চাই॥
*দুইডা দিন চলি গেল শ্যামপ্রিয়া ন আইল।
আমারে বুঝি ধোকা মারি[৬] বোষ্টমী পলাইল॥'

রামায় বলে, 'মহারাজ, বোষ্টমরা নানান কথা কয়।
ট্যাকা কড়ির লাগি তারা মানুষরে ঠগায়॥
আমারে যদি হুকুম করেন আমি আনতাম পারি।
বোষ্টমীরে আনুম আমি পাকা চুলত ধরি॥'*

১। আইড়গাবাড়ী=রাজবাড়ী হইতে কিছু দূরে কাছারি বাড়ী। ২। মঞ্জিয়া=স্থগিত হইয়া। ৩। লই=আরম্ভ করি। ৪। বোলাই=ডাকিয়া। ৫। এরই=এখানে। ৬। ধোকা মারি=ধোঁকা দিয়া।

পাঠান্তর :— *—* এই ছয়টি ছত্র সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় নাই। কথাগুলি সেন মহাশয় কথ্য ভাষায় দিয়াছেন।—সম্পাদক।

রামারে রাজচন্দর হুকুম করি দিল।
আশী হাত কাপড় দি[৭] রামায় কমর বান্ধিল ॥
এইখানরতুন রামভাঁড়ালী কইরছে আগমন।
রুস্তিনর পাথারে[৮] যাই দিল দরশন ॥
পাথারে খাড়াই রামভাঁড়ালী নজর করি চায়।*
ভিক্ষা করি বোষ্টমী ফিইরে এমন দেখা যায় ॥†
ইহা দেখি রামভাঁড়ালী কোন কাম করিল।
কাছে আইলে লাফ দি পড়ি চুল চাপি ধরিল ॥
'শুন শুন আরে বোষ্টমী, কই তর ঠাঁই।
চৌধ্রীরথুন ট্যাকা নিছস্ দে মোরে ফিরাই ॥'

রামভাঁড়ালীর কথা শুনি বোষ্টমী কইল।
'কি ট্যাকা দিছে মোরে তরে কে কইল ॥
চুল চাপি ধরিস্ তুই তর বড়ো সাওস।
এয়ার ফল দিমু আমি তখন করবি আপসোস ॥'
এই না কথা যখনে বোষ্টমী রামারে কইল।
হাতর লাডি দি[৯] গুঁতাই গুঁতাই চৌধ্রীবাড়ীত্ নিল ॥

আলগে থাকি রাজচন্দর নজর করি চায়।
বোষ্টমীরে গুঁতাইবার লাইগ্ছে এমন দেখা যায় ॥
হাতের ঠারে[১০] মানা কইরল,—'মাইর না আর তারে'।
এই কথা শুনি রামাবাবু পলাই গেল ডরে ॥

৭। দি = দিয়া। ৮। রুস্তিনর পাথার = রুস্তিনের মাঠ একটি নাম
৯। লাডি দি = লাঠি দিয়া। ১০। ঠারে = ইশারায়।

পাঠান্তর :—* আলগে থাকি রামভাঁড়ালী নজর করি চায়।
† বৈষ্টবী আইর লাগছে এমন দেখা যায় ॥

কাইন্‌তে কাইন্‌তে শ্যামপ্রিয়া চৌধ্রীর কাছে আইল।
হাসি হাসি রাজচন্দর বোষ্টমীরে জিগাইল ॥
'শুন চাই গো ভইন দিদি গো, জিগাই তোমার ঠাঁই।
কামের কেমন সুসার[১১] কইরলা কওনা বুঝাই ॥'

এই না কথা শ্যামপ্রিয়া যখনে শুনিল।
তর্জিয়া গর্জিয়া কথা কইতে লাগিল ॥
'অন্যের উকিল হয়্যা আমি ট্যাকা মওর[১২] পাই।
তোমার উকিল হয়্যা আমি শুধা কিল খাই ॥
এক কিল কিলাইল মোরে রঙ্গ সোন্দরী।
গুল্‌ পিড্‌নি পিডন দিল বাঁশর জিঙ্গল[১৩] ধরি ॥
গাওগতরে ব্যাথা হই রাইতে হইল জ্বর।
আইজ মোরে গুঁতাইল রামায় পাঁথারের[১৪] ভিতর ॥
দুই দিন মাইর খাইলাম কইমু কি তোমার ঠাঁই।
পাত্‌লা পোত্‌লা আছিল চুল একগাছও নাই ॥'

এই কথা রাজচন্দর যখনে শুনিল।
মধুর বচনে কথা কইতে লাগিল ॥
'শুন শুন ভইন দিদি গো কই তোমার ঠাঁই।
যেই কামের যেই পাওনা তাইতে রাগ কইরতে নাই ॥
আমি যদি রাজচন্দর বাঁচিয়া থাকিব।
সুদে আসলে তোমার ক্ষেতি পুষাইয়া দিব ॥*

১১। সুসার=সুব্যবস্থা। ১২। মওর=মোহর। ১৩। জিঙ্গল=কঞ্চি। ১৪। পাঁথারের=লোকালয় শূন্য বড়ো মাঠের।

পাঠান্তর :— * এ দেশের পাটেশ্বরী তোমারে বানাইব।

কি কথা হইল তোমার রঙ্গমালার লগে[১৫]।+
সব কথা কইবা তুমি ভাঙ্গি আমার আগে ॥'+

এই কথা শ্যামপ্রিয়া যখনে শুনিল।+
ভাঙ্গিচুরি সগল কথা রাজচন্দররে কইল ॥
রাজচন্দর বলে,—'বইন দিদি গো একডা কথা কই।+
আশা নি বুইঝাছ কিছু রঙ্গমালার ঠাঁই ॥'+

'শুন শুন নাত্তীঠাউর, কই তোমার ঠাঁই।+
তোমার পানপড়া খায়্যা ধরি গেছে লাই[১৬] ॥+
আমার পড়া জলে ছেয়ান করি কি হইল ন জানি।+
দুই চাইরডা দিন সবুর কর আমি ভাব জানি ॥'+

(১২)

রাজার দীঘিত্ ছেয়ান করি রঙ্গ ঘরত্ ফিরিল।
মনর আগুন তার দ্বিগুণ বাড়ি গেল ॥
কি করিব কোথায় যাইব ভাবি নাইত পায়।
কার লাগি পরাণ কান্দে বুঝান না যায় ॥
একদিন গেল রঙ্গর ভাবিয়া চিন্তিয়া।
দুই দিন গেল রঙ্গর পালঙ্কে শুইয়া ॥
তিন দিনে পরভাতে উডি দাসীরে বোলাইল।
দুগ্গাদাসী সামনে আসি হাজির হইল ॥
'শুন শুন দুগ্গাদাসী, কই তোমার ঠাঁই।
শ্যামপ্রিয়া বোষ্টমীরে আমার সামনে আন্তাম্[১] চাই ॥'

১৫। লগে=সঙ্গে। ১৬। লাই=নেশা, মাথাঘোরা।
১। আনতাম=আনিতে।

দুগ্গাদাসী উডি বলে,—'শুন রঙ্গমালা।
আর দিন বোষ্টমীরে কিলাই খেদাইলা॥
আইজ আমি কন্ মুইয়ে[২] তার কাছে যাই।
কি কামে আনুম্ তারে কইবা বুঝাই॥'

'শুন শুন দুগ্গা দাসী আমি কই যে তোমারে।
তিন রোজ[৩] হই গেল আমার পরাণ কেমন করে॥
বোষ্টমীরে খেদারিলাম কিলাই গুঁতাই।
সেইদিনরথুন আমার শরীলর সুখ নাই॥
খাওন ন লাগে ভালা রাইতে নাই ঘোম।
মনত্ হয় চুলত্ ধরি টানি লইছে যম॥
বোষ্টম-বোষ্টমী হইল কিষ্টর[৪] দাস দাসী।
অপরাধ হইল মোর মনত্ এন বাসি[৫]॥
আনি দেও বোষ্টমীরে আমি ক্ষেমা[৬] চাই।
ন-অইলে[৭] আমার বুঝি আর বাঁচন নাই॥'

এই কথা দুগ্গাদাসী যখনে শুনিল।
ভালা চিজ্[৮] ভিক্ষা লই পথে মেলা দিল॥
দুই দিন মাইর খাই বোষ্টমী ঘরত্ শুইছিল।
গাওগতরে ব্যাথা হই ঘরর বাইরন হইল॥
আলগে থাকি শ্যামপ্রিয়া নজর করি চায়।
দুগ্গা দাসী আইবার লাইগ্ছে এমন দেখা যায়॥

২। কন মুইয়ে—কোন মুখে। ৩। রোজ=দিন। ৪। কিষ্টর—শ্রীকৃষ্ণের। ৫। মনত্ এন বাসি=মনে এইরূপ করি। ৬। ক্ষেমা=ক্ষমা। ৭। ন-আইলে=না হইলে। ৮। চিজ=দ্রব্য।

চক্‌মক্যা হই[৯] শ্যামপ্রিয়া উড়ি[১০] ত বইল।
দুগ্গা দাসী সামনে আসি হাজির হইল ॥

'শুন শুন শ্যামপ্রিয়া গো, আমি কই তোমার ঠাঁই।
রঙ্গমালার কারণে আমি তোমার ক্ষেমা চাই ॥
তিন দিন ন খায় রঙ্গ শরীলে নাই সুখ।
তোমারে অপমানী করি পাইছে বড়ো দুখ ॥'

'শুন শুন দুগ্গা দাসী আমি কই যে তোমারে।
কাইল বিয়ানে[১১] যাইনু আমি বইনরে দেখিবারে ॥
ছোডো কালে বইন-ধন আমার গেল্‌গৈ মরিয়া।
এতকালে পাইলাম বইন খুঁজিয়া পাতিয়া ॥
সেই বইন অসুখী হইল আমার কারণ।
কি কমু দুক্কের[১২] কথা ফাডি যায় পরাণ ॥
এই কথা বলি শ্যামপ্রিয়া কান্দি ভাসাইল।
ভালা কথা কই দাসীরে বিদায় করি দিল ॥

দুগ্গা দাসী চলি গেল গৈ মনত্‌ খুশী হইয়া।
শ্যামপ্রিয়া দৌড়ান লাইগ্‌ছে গতরে[১৪] বল পাইয়া ॥
এক্কি দৌড়ে রাজচন্দরর সামনে হাজির হইল।
দুগ্গা দাসীর যত কথা সগ্গল জানাইল ॥
'শুন শুন নাতী ঠাউর, আমি কই তোমার ঠাঁই।
আমার কাছত্‌ রইছে কাম-সেন্দুর[১৫] পড়ি দেওন চাই ॥

৯। চক্‌মক্যা হই=ব্যস্ত হইয়া। ১০। উড়ি=উঠিয়া। ১১। বিয়ানে=প্রভাতে। ১২। দুক্কের=দুঃখের। ১৩। ফাডি=ফাটিয়া। ১৪। গতরে=শরীরে। ১৫। কাম-সেন্দুর=কামরূপের সিন্দুর।

কাইল আমি আন্‌মু রঙ্গরে সায়র ছেয়ানে।
চাইর চৌক্ষু মিলাই দিমু তুমি যাইবা সেইখানে ॥'

এই কথা শুনি রাজচন্দর বহুত খুশী হইল।
জেবেরতুন পাঁচগা ট্যাকা বাইর করি দিল ॥
আলগে থাকি রামভাঁড়ালী নজর করি চায়।
শ্যাম প্রিয়া বক্‌সিস পাইল এমন দেখা যায় ॥
পথে আসি রাম ভাঁড়ালী শ্যামপ্রিয়ারে ধরি।
আইঞ্চলরথুন[১৬] পাঁচগা ট্যাকা লইল রে কাড়ি ॥
দুইডা ট্যাকা ফিরাই দিয়া রামভাঁড়ালী কয়।
'মহারাজর সাম্‌নে কথা পরকাশ ন হয় ॥
পরকাশ করিলে কথা দেখি লইবা তুমি।
আঁধারে কুঁদারে[১৭] ধরি কিলাই দিমু আমি ॥'

(১৩)

রাইত পরভাতে শ্যামপ্রিয়া ছেয়ান খাওন সারি।
সব্বাঙ্গে তেলক কাডি জুম্বুল কাঁধে করি ॥
রাধে কিষ্ট বলি পথে ধাই ধাই চলিল।
কত দূর যাই বোষ্টমী উব্‌ধা হোচট্‌ খাইল[১] ॥
গাও হাত পাও নোন্‌ছা[২] হইল সব্বাঙ্গে ধূলা।
রাধা কিষ্টরে ডাকি কয়,—'ঠাউর, এডা[৩] কি করিলা ॥'

১৬। আইঞ্চলরথুন=আঁচল হইতে। ১৭। আঁধারে কুঁধারে=অন্ধকারে ও সুযোগ পাইলে।

১। উব্‌ধা হোঁচট খাইল=হোচট খাইয়া উল্‌টাইয়া পড়িল। ২। নোন্‌ছা=চামড়া ছড়ে। ৩। এডা=এটা।

আলগে থাকি রঙ্গমালা নজর করি চায়।
শ্যামপ্রিয়া আইবার[৪] লাইগ্‌ছে এমন দেখা যায়॥
কাছে আসি শ্যামপ্রিয়া কাঁদি কাঁদি কয়।
'আহারে, পরাণের বইন এমন কেনে হয়॥
সোনার পোতলা[৫] মইলান[৬] হইল অঙ্গ হইল কালা।
মনর মধ্যে ধরিছে বুঝি কালা চিন্তার জ্বালা॥
রাধা কিষ্টর পেসাদ[৭] আনছি একটুখানি খাও।
রাধা কিষ্টর সেঁদুর চন্নন একটু কাপালে দেও॥
সকাল করি যাও তুমি দীঘিত্‌ জলছেয়ানে।
ছেয়ান করি দেখি লইবা জল পড়িব আগুনে॥
শীতল হইব অঙ্গ তোমার যাইব মনর জ্বালা।
রাধা কিষ্টর কির্‌পায় হইব দুক্কের ফয়সালা[৮]॥'
এই না কথা বলি রঙ্গমালার কপালত্‌ সেন্দুর দিল।
পেসাদ বলি পড়া মিডাই[৯] রঙ্গরে খাবাইল॥
সেই সেন্দুর কপালত্‌ পরি মিডাই যেই খায়।
সেইজন ভেড়ার মতন বোষ্টমীর বশ হয়॥

বোষ্টমীর কথায় রঙ্গমালা দাসীরে বোলাইল।
জলছেয়ানে যাইবার লাগি রঙ্গ হুকুম দিল॥
সাজন পাড়ন[১০] করি রঙ্গ জলছেয়ানে যায়।
সময় বুঝি শ্যামপ্রিয়া লই গেল বিদায়॥
বিদায় লই শ্যামপ্রিয়া কি কাম করিল।
একি দৌড়ে শ্যামপ্রিয়া দীঘির পাড়ে গেল॥

৪। আইবার=আসিবার। ৫। পোতলা=পুতুল। ৬। মইলান=মলিন। ৭। পেসাদ=প্রসাদ। ৮। ফয়সালা=মীমাংসা। ৯। পড়া মিডাই=মন্ত্রপুত মিঠাই। ১০। সাজন-পাড়ন=সাজসজ্জা।

এইখানে এই কথা রইল মজ্ঞিয়া।
রাজচন্দরর কথা শুন কই মন দিয়া ॥

পরভাতে উডি রাজচন্দর কি কাম করিল।
ছেয়ান সইন্ধ্যা করি ইচ্ছামত খানা যে খাইল ॥
খানা খাই মুখত দিল বাদ্শাই পান।
পানর গন্ধে কাছের মানুষর হরি লয় পরাণ ॥
সোনালী জরির ধুতি তেপেঁচি পিন্ধিল।
গোলাবী চাদ্দর খুলি কান্ধে জড়াইল ॥
জরির জুতা পায়ত্ দিয়া সাজিল নাগর।
রামভাঁড়ালীরে বোলাইল বুদ্ধির সাইগর[১১] ॥
'শুন শুন রামভাঁড়ালী কই তোমার ঠাঁই।
ধলা টাঙ্গন সাজাই আনো শিগারে[১২] যাইবার লাই ॥'

ধলা টাঙ্গনে উডি রাজচন্দ্র টাঙ্গন দৌড়াইল।
রাজার দীঘির পাড়ত্ আসি টাঙ্গন থামাইল ॥
আমগাছে টাঙ্গন বাঁধি বইল[১৩] গাছের তলায়।
শ্যামপ্রিয়া আইবার লাইগ্ছে এমন দেখা যায় ॥
দৌড়াই আইসে শ্যামপ্রিয়া হাঁপাই হাঁপাই।
রাজচন্দররে কইবার লাইগ্ছে পরাণে জল নাই ॥
'শুন শুন নাতীঠাউর, কই তোমার ঠাঁই।
রঙ্গমালা আইবার লাইগ্ছে জলছেয়ানর লাই ॥
এইখানে খাড়াই দেখবা ন যাইবা ঘাটর কাছে।
আর যা করণ লাগে আমি করমু পাছে ॥

১১। বুদ্ধির সাইগর=বুদ্ধির সাগর, অতিশয় বুদ্ধিমান
১২। শিগারে=শিকারে। ১৩। বইল=বসিল।

দেখি শুনি সোজা সিধা চলি যাইবা বাড়ী।
বড়ো কড়িন[১৪] মাইয়া জাইন্য রঙ্গমালা সোন্দরী ॥'

এই কথা বলি শ্যামপ্রিয়া দৌড়াই পলাইল।
গাছর তলাত্ রাজচন্দর খাড়াই রইল ॥
আলগে থাকি রাজচন্দর নজর করি চায়।
আশ্মানর চাঁদ জমিনে লাইমছে এমন দেখা যায় ॥
ঘাটত্ আসি রঙ্গমালা কনো দিগে ন চাইল।
দাসীগণ সঙ্গে লই সায়রে লামিল ॥
গাইষ্টঘিলা[১৫] দিয়া রঙ্গ অঙ্গ মঞ্জন করে।
কইন্যার রূপ দেখি পউদ্দের[১৬] ফুল
মুখ লুকায় সায়রে ॥

আমগাছের তলাত্ টাঙ্গন ঘোড়া ডাকি ত উডিল।
চম্কি উডি রঙ্গমালা গাছর দিগে চাইল ॥
গাছর তলাত্ রঙ্গমালা নজর করি চায়।
পরভাতর সূরুয খাড়াই রইছে এমন দেখা যায় ॥
দাসিগণ ভয় পাই লুকাইল জলে।
ঘাটে বসি রঙ্গমালা সেই রূপ নেহালে ॥
চাইর চক্ষুর মিলন হইল চৌখের ন পড়ে পলক।
দোনো জনে ভুলি গেল আর যে রইছে লোক ॥

ছেয়ান করি রঙ্গমালা লই দাসিগণে ॥
ধীরে ধীরে চলি আইল আপন ভবনে ॥

১৪। কড়িন=কঠিন। ১৫। গাইষ্টঘিলা=গৃহে প্রস্তুত সুগন্ধি অঙ্গমার্জন বিশেষ। ১৬। পউদ্দের=পদ্মের।

ঘরে বসি রঙ্গমালা দুগ্গা দাসীরে বোলাইল।
ধীরে ধীরে রঙ্গমালা দাসীরে জিগাইল॥
'শুন শুন দুগ্গা দাসী, আমি কই তোমার ঠাঁই।
কারে বা দেখলাম আমি জলছেয়ানে যাই॥'

এই কথা দুগ্গা দাসী যখনে শুনিল।
রঙ্গমালার কাছে কথা কইতে লাগিল॥
'বাইশ মুল্লুকের রাজা রাজিনারাইন্ খুড়া।
তানার ভাতিজা রাজচন্দর রইছে গাছর তলাত্ খাড়া॥
রাজচন্দর চৌধ্রী আইল সায়র দেখিবারে।
তানারে দেখিলা তুমি সায়র দীঘির পাড়ে॥'

এই কথা দুগ্গাদাসী যখনে কইল।
আপন কপালে হাত দি রঙ্গ দাসীরে বিদায় দিল॥
খাইতে বসি ভাতের গরাস ন উডিল মুখে।
রাইত গেল কাঁদি কাঁদি আপন মনর দুখে॥
পরভাতে উডি রঙ্গমালা ফুল বাগিচায় যায়।
টুনুর টুনুর খুঞ্জুনীর আবাজ[১৭] পথে শুনতে পায়॥
মনে ত বুঝিল রঙ্গ শ্যামপ্রিয়া আইল।
সেই দিন রঙ্গমালা আগ্ বাড়াই[১৮] গেল॥
শ্যামপ্রিয়া বোষ্টমীর বড়ো আদর করি।
ঘরে আনি বসাইল পালঙ্ক উপরি॥
পান তামুক খাই বোষ্টমী যখন থির হইল।
শ্যামপ্রিয়ারে রঙ্গমালা তখন কইতে লাগিল॥

১৭। আবাজ=আওয়াজ। ১৮। আগ্ বাড়াই—নিজে প্রথম অগ্রসর হইয়া।

'শুন শুন শ্যামপ্রিয়া কই তোমার ঠাঁই।
কি পেসাদ খাবাইলা মোরে সত্য বলা চাই॥
ভৈন বোলাইলা পেসাদ খাবাইলা বাইড়ব মনর সুখ।
রাধা কিষ্টর পর্‌সাদ খাই বাইড়া গেল দুখ্‌॥
*শুন শুন ভইন দিদি গো কই তোমার ঠাঁই।
আমার মনে চৌধ্রী চৌধ্রী করে কিসের লাই॥'

এই কথা শ্যামপ্রিয়া যখনে শুনিল।
রঙ্গমালার আগে কথা কইতে লাগিল।
গরীব দেখি কেনে তুমি তাম্‌সা কর মোরে।
ভইনের সাথে তামসা করা কে শিখাইল তরে॥
চৌধ্রী চৌধ্রী কর তুমি আমি নাই সে চিনি।
চিনিলে এখন তারে আনি দিতাম আমি॥
অনাহুত[১৯] কথা কেনে কও গো ভগিনী।
চৌধ্রী কেবা বাড়ী কোথায় আমি নাই সে জানি॥'*

এই কথা রঙ্গমালা যখনে শুনিল।
শ্যামপ্রিয়া বোষ্টমীর আগে কইতে লাগিল॥
শুন শুন ভইন দিদি গো, কই তোমার আগে।
স্বপনে দেইখাছি তারে আমি তোমার লগে[২০]॥
তুমি সে জানো সেই চৌধ্রীর সন্ধান।
মিছা কথা ন বলিও কালে হইবা অপমান॥

এই কথা শ্যামপ্রিয়া যখনে শুনিল।
দাসিগণর কিলর কথা মনত্‌ পড়ি গেল॥

১৯। অনাহুত = অনর্থক। ২০। লগে = সঙ্গে।

— এই দশ ছত্র সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় আছে।

ধীরে ধীরে শ্যামপ্রিয়া রঙ্গমালারে কয়।
'শুন শুন ভইন দিদি গো, তোমার মনত্ হয় কি ন হয়॥
এক চৌধ্রী রাজচন্দর জমিদারের পুত।
তার খুড়া রাজীনারাইন সাক্ষাৎ যমর দুত॥
খুড়ায় যদি শুনে আমি ভাতিজারে ভাঙ্গাই।
চুলত্ ধরি শূলত্ দিব কনো কৈফত্ নাই॥'

'শুন শুন বইন দিদি গো, আমি কই যে তোমার ঠাঁই।
নয়ান ভরি পরাণ বন্ধুরে আমি একবার দেইখতে চাই॥
দীঘির পাড়ে গাছের তলাত্ দাণ্ডাই থাকিব।
জলছেয়ানর ছলে আমি বন্ধুরে দেখিব॥
ন কইব কথা আমি আমার নাই কনো আশা।
নরর কইন্যা হইলাম আমি রাজপুত্তুর দুরাশা॥
শুন শুন বইন দিদি গো, ধরি তোমার পাও।
পরাণ বন্ধুরে আনি মোরে একবার দেখাও॥'

রঙ্গমালার কথা শুনি মনত্ খুশী হইয়া।
শ্যামপ্রিয়া উডি গেল গৈ রঙ্গরে আশা দিয়া॥
মনত্ ভাবে শ্যামপ্রিয়া পানপড়ার গুণ।
জীবনে ন জানে বোষ্টমী পীরিতি কেমন॥

(১৪)

খুশী ডগ্মইগা হই বোষ্টমী পথে ত চলিল।+
খানিক দূর যাই পথে রাজচন্দর রে পাইল॥+
হাসি হাসি রাজচন্দর শ্যামপ্রিয়ারে জিগায়।
'কায্যের কি সুসার করলা কও না আমায়॥'

খুশী মনে শ্যামপ্রিয়া এই কথা শুনিয়া।
রঙ্গমালার কথা সগল কইল ভাঙ্গিয়া॥
'শীঘ্রকর নাতীঠাউর, শীঘ্র চল যাই।
দীঘির ঘাটে রঙ্গমালারে আইছি বসাই॥'

এই কথা রাজচন্দর যখনে শুনিল।
শ্যামপ্রিয়ার আগে কথা কইতে লাগিল॥
'শুন শুন ভইন দিদি গো, তোমারে জিগাই।+
কি ভাবে যাইতে হইব কওনা বুঝাই॥'+

শ্যামপ্রিয়া বলে, 'নাতীঠাউর
যেমন ইচ্ছা তেমন চল যাই।'
রাজচন্দর বলে,—'আমি একলা কেমনে যাই॥
একখানে যাইতে হইলে কিছু সৈন্য চাই॥'
এই বলি রাজচন্দর নাগরায় বাড়ি দিল।
হাজার বারো'শ সৈন্য আসি হাজির হইল॥

পিছুমুখী শ্যামপ্রিয়া নজর করি চায়।
বহুতর সৈন্য দেখি বলে 'হায় রে হায়॥
শুন শুন নাতীঠাউর, কই তোমার ঠাঁই।
এত সৈন্য লইছ তুমি বল কিসের লাই॥
প্রেম কইরতে যায় রে দাদা, একজনে দুইজনে
এত সৈন্য লইছ তুমি কিসের কারণে॥'

এই কথা রাজচন্দর যখনে শুনিল।
যত সৈন্য সেনা সব বিদায় করি দিল॥
রামারে বোলাই তখন হুকুম করি দিল।
জলদি করি থলা টাঙ্গন সাজাই আনিল॥

রামায় আনিল ঘোড়া করিয়া সাজন ॥
তা দেখিয়া রাজচন্দ্রের খুশী হইল মন ॥

* * *

---

* * * ইহার পরে নিম্নোদ্ধৃত আঠারো ছত্র সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় আছে। এই ছত্রগুলি বোধ হয় এই পালার কবির রচনা নহে; কারণ, ছত্রগুলি মহম্মদ ইউনুস আলী প্রকাশিত 'রঙ্গমালার কেচ্ছা' বইতে দেখিয়াছিলাম। ভূমিকা দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক।

ধুয়া—ঘোড়ার চাল লাগাইলাম কপালে।
সোনার নপুর বাজে চরণে ॥
বৈষ্টবীরে মহারাজ টাঙ্গনে তুলি লৈল।
রামভাড়ালীর তরে তখন কহিতে লাগিল ॥
শুন যাই রামভাঁড়ালী কই তোমার ঠাঁই।
আমার সোনার মোরান্না বাঁশী হস্তে দেও চাই ॥
শুনি রামভাঁড়ালী হস্তে বাঁশী দিল।
হাত বাড়াইয়া মহারাজ বাঁশী হাতে লইল ॥
যখনেরে মহারাজ বাঁশী দিল টান।
নগরুয়া কামিনী গো উড়িল পরাণ ॥
'এইমতে মহারাজে টাঙ্গন দৌড়াই যায়।
নগরুয়া কামিনীরা থিয়াই রঙ্গ চায় ॥
কেহ কেহ বোলে আগে মুখে লইয়া পান।
কথ্‌ন যায় বিদেশী বন্ধু পুন্নিমাসের চান্দ ॥
কোন বধু খাড়াই রইছে চালের কোণা ধরি।
কথ্‌ন যায় বিদেশী বন্ধু প্রাণী নিল হরি ॥
এমন রসিক বন্ধু যেইনা দেশে আছে।
সেই দেশের রমণীরা কেমন করি বাঁচে ॥

এই খানরতুন রাজচন্দর টাঙ্গন ছাড়ি দিল।
আইড়্গা বাড়ীর পোলে[১] যাই উপস্থিত হইল ॥
সেইখানরতুন রাজচন্দর টাঙ্গনে দিল বাড়ি।
চলিল দেবের ঘোড়া মহা দর্প করি ॥

আল্গে থাকি রঙ্গমালা নজর করি চায়।
পরাণ বন্ধুয়া টাঙ্গনের পরে এমন দেখা যায় ॥
লাজরাঙ্গা হই রঙ্গমালা পানিত্ লামিল।
দাসিগণর মধ্যে যাই ছাবাই[২] রইল ॥

আলগে থাকি রাজচন্দর নজর করি চায়।+
পাতার মধ্যে পউদ্দের ফুল এমন দেখা যায় ॥+
এই মতে রাজচন্দর কন·কাম করিল।
আমগাছর লগে ঘোড়া বন্ধন করিল ॥
ঘোড়া বান্ধি রাজচন্দর নজর করি চায়।+
শ্যামপ্রিয়া আইবার লাইগ্ছে এমন দেখা যায় ॥+

রাজচন্দ্র ছিলেন পরিহাসপ্রিয়, শ্যামপ্রিয়া কাছে এলে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,—

'শুন চাই গো ভইন দিদি, তোমারে জিগাই।
এবেডী কে দাঁড়াই আছে সত্য কওন চাই ॥'
শ্যামপ্রিয়া কয়,—নাতীঠাউর তুমি চেন না।
ঘাটের পাড়ত্ দাঁড়াই আছে ওড়া[৩] রঙ্গমালার মা ॥'
রাজচন্দর কয়,—'শ্যামপ্রিয়া, শুন তরে কই।
এমন ঘেঁচড়ের[৪] কাছে আনলি কিসের লাই ॥

১। পোল=পথের দুই পাশে গভীর বন থাকিলে সেই পথকে 'পোল' বলে। ২। ছাবাই=আড়াল হইয়া। ৩। ওডা=ওটা। ৪। ঘেঁচড়ের=কুৎসিতের।

মাও যার পেঁচামুখী মাইয়া যে কেমন হইব।+
ন দেখি সে চান্দবদনী মনত্ বুঝি লইর ॥+
বহুত ট্যাকা খাইছস আমার দে এখন ফিরাই।
জল্দি করি ট্যাকা দে আমি বাড়ীত্ চলি যাই ॥'

ঘাটের উপরে যিনি দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি রঙ্গমালার মাসীমা। শ্যামপ্রিয়া রাজচন্দ্রের পরিহাসের তাৎপর্য বুঝে।

এইখানরতুন শ্যামপ্রিয়া করছে আগমন।
রঙ্গমালার কাছে যাই দিল দরশন ॥
'শুন শুন রঙ্গমালা, শুন মন দিয়া।
মহারাজ ফিরি যাইতেছে তরে ন দেখিয়া ॥'
এই কথা রঙ্গমালা যখনে শুনিল।
জলরতুন উডি আসি ঘাটে খাড়া হইল ॥ *
এখানরতুন রাজচন্দর নজর করি চায়।
দীঘির ঘাটে হইল যেমন চাঁন্দের উদয় ॥
পাগল হইল চৌধ্রী কইন্যার রূপ দেখিয়া।+
এনকালে শ্যামপ্রিয়া আইল ধাইয়া ॥+
শ্যামপ্রিয়ারে বোলাই চৌধ্রী বুদ্ধি করণ[৫] লইল।
কিরূপে কইব কথা জিজ্ঞাসা করিল ॥

শ্যামপ্রিয়া বলে,—'নাতীঠাউর, কই তোমার ঠাঁই।
রঙ্গমালার মাসমিত্রারে[৬] হাত করণ[৭] চাই ॥

৫। বুদ্ধি করণ=পরামর্শ করিতে। ৬। মাসমিত্রারে=মাসীমাকে। ৭। হাত করণ=নিজপক্ষভুক্ত করিতে।

পাঠান্তর :—* দাসীর সঙ্গ হইতে আলগে খাড়া হইল।

নজর[৮] কিছু দেও যাই ঘেঁচর বুড়ীরে।+
সুসার হইব কায্য কইলাম তোমারে॥'+
এই কথা রাজচন্দর যখনে শুনিল।
এক'শ ট্যাকা তোড়া বান্ধি হাঁড়ি[৯] মেলা দিল[১০]॥
নমস্কার করি চৌধ্রি ট্যাকা নজর দিল।
ইহা দেখি মাসমিত্রা গর্জিয়া উডিল॥
ট্যাকার তোড়া বুড়ি দিল ফালাইয়া।
কইতে লাগিল কথা মহা রাগত হইয়া॥
'তুমি হইলা ভিন্ন পুরুষ মোরা ভিন্ন নারী।
কি জন্যে জলের ঘাটে কইরতে চাও চাতুরী॥'

আল্‌গে থাকি রামভাঁড়ালী নজর করি চায়।
গর্জি কথা কয় বুড়ী এমন দেখা যায়॥
লাফ্‌দি পড়ি রামভাঁড়ালী বুড়ীরে ধরিল।
তর্জি গর্জি কথা কইতে লাগিল॥
হাত ধরি রামভাঁড়ালী দিল এক মোড়া।
বুড়ী যে কয় 'রামাবাবু, ভাইঙ্গল হাতের জোড়া॥'
হাত ধরি রামভাঁড়ালী মাইরল এক টান।
বুড়ীয়ে বলে, 'রামাবাবু, উড়ালি রে পরান॥'

ঘাটে থাকি রঙ্গমালা নজর করি চায়।
মাসমিত্রারে খুন করে এমন দেখা যায়॥
লজ্জা ছাড়ি রঙ্গমালা সামনে হাজির হইল।
মধুর বচনে কথা কইতে লাগিল॥

৮। নজর=সম্মানী টাকা। ৯। হাঁড়ি—হাঁটিয়া। ১০। মেলা দিল—যাত্রা করিল।

* * 'শুনেন শুনেন মহারাজ, কই আপনের ঠাঁই।
মাইর ধইর করি আপনের কন ফায়দা নাই [১১] ॥
ছাড়ি দিউন মাসমিত্রারে মাইরছে অকারণ ॥
এই রূপে ন সিদ্ধ হইব আইছেন যে কারণ ॥'

রঙ্গমালার মুখের ভাব ও কথা বলার ভঙ্গী দেখে লম্পট জমিদার রাজচন্দ্র স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, একটা কথাও বলতে পারলেন না। ওদিকে মাসীর—

হস্ত ছাড়ি রামভাঁড়ালী আলগে খাড়াইল।
রঙ্গমালার মুখর দিগে বোষ্টমী চাইয়া রইল ॥

রাজচন্দ্র কোনো কথা বলছেন না দেখে রঙ্গমালা আবার বলতে আরম্ভ করল—

'শুনেন শুনেন মহারাজ, কই আপনের ঠাঁই।
দেহ কিনন্ যায় ট্যাকা দিয়া মন কেমনে পাই ॥
দেশের রাজা আপনে বহুত সেপাই আছে।
গরীব দুইখ্যার মাইয়া ধরি আইনতে পারেন কাছে ॥

১১। ফায়দা—লাভ।

পাঠান্তর :—

* * ইহার পর সেন মহাশয় সম্পাদিত পালার বর্ণনার সঙ্গে আমার সংগ্রহের অমিল হওয়ায় সেন মহাশয়ের সম্পাদনার ৮ম অধ্যায়ের শেষের চারিটি ছত্র ও ৯ম অধ্যায় এখানে উদ্ধৃত হইল। ইতি—সম্পাদক।

ছাড় ছাড় মা জননীর হস্তের বন্ধন।
যে কাজে আসিয়াছ পূরাবে নিরঞ্জন ॥
হাত ছাড়িয়া রাম ভাড়ালী আল্‌গে খাড়া হইল ॥
মহারাজের আগে কথা কহিতে লাগিল ॥

(৯)

শুনেন শুনেন মহারাজ কই আপনের ঠাঁই।
কি উদ্দেশে আসিয়াছেন কহেন না বুঝাই ॥

পিরিতি আলাইদা[১২] জিনিস আপনর জানা নাই।
কেমন সে পিরিতি ধন আমি কেমনে বুঝাই ॥'

দুর্দান্ত রাজচন্দ্র রঙ্গমালার সম্মুখে পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইলেন, কথা বলার ক্ষমতা নেই। রঙ্গমালা বলে চলল,—

'শুনেন শুনেন মহারাজ, আমি কইয়া বুঝাই।
ঘরত্ আছে মাসমিত্রা আর বাপ ভাই ॥
তা সগলর সাথে আমি কথা কইব আগে।
বুঝিপড়ি খবর দিব যত দিন লাগে ॥
এরই মধ্যে আসি আপনে যদি দেখা কইরতে চান।
রঙ্গমালার দেহ পাইবেন ন পাইবেন পরাণ ॥'

(১৫)

ঘরে আসি রঙ্গমালা বাপ ভাই রে বোলাইল।
সগলর সামনে কথা কইতে লাগিল ॥
'শুনেন শুনেন পিতা ঠাকুর, শুন গোলাপ ভাই।
এউকগা[১] কথা আইজ আমি কইবারে চাই ॥

১২। আলাইদা=পৃথক।

১। এউকগা=একটা।

'শুন শুন রঙ্গমালা, কই তোমার ঠাঁই।
তোমার হাতের এক খিলি পান খাইতে চাই ॥'
এই কথা রঙ্গমালা যখনে শুনিল।
ঘোমটার আড়ে আড়ে হাসিতে লাগিল ॥
'আম্নে হইলেন শূদ্রের বংশ আমি নরের ঝি।
আমার হাতে পান খাইলে জাতি রবে নি ॥
ধুয়া—জাতির বিচার কে বা করে যদি মজে মন।

ট্যাকা কড়ির লোভত্ পড়ি কন বিচার ন করিয়া।
রামগইত্যা গুঁজার লগে মোরে দিছ বিয়া ॥
পরাণ থাইকতে আমি ন করিব রাম গইত্যার ঘর।
এই বিয়াতে চিনি লইছি আমার কেবা আপন পর ॥
শুনেন শুনেন পিতা ঠাউর, কই আপনের ঠাঁই।
আবার আমি বিয়া করমু আমার আখেরের[২] মুখ চাই ॥
বামণ[৩] ডাকি ন হইব বিয়া সমাজর বেবস্থা নাই।
মালা বদল বিয়া হইব আপনাগর অনুমতি চাই ॥
ভাবি চিন্তি আপ্তারাম অনুমতি দিল।
রঙ্গর ভাই গোলাপ রাই কিছু ন কহিল ॥

রাইত পোষাইলে[৪] রঙ্গমালা দাসী বোলাইয়া।
শ্যামপ্রিয়ার কাছে দাসী দিল পাঠাইয়া ॥
খবর পাই শ্যামপ্রিয়া খড়ফড় করি।
হাজির হইল আসি আপ্তারামর বাড়ী ॥

২। আখেরের=ভবিষ্যতের। ৩। বামণ=ব্রাহ্মণ পুরোহিত।
৪। পোষাইলে=প্রভাত হইলে।

শুন শুন রঙ্গমালা, কই তোমার ঠাঁই।
এরই আসি কাছে বসি কথা শুন চাই ॥
তোর বাড়ীতে মোর বাড়ীতে রাস্তা বাঁধাই দিব।
তোর ভাইয়া গোলাপ রাইয়া মোর ঘোড়া দৌড়াইব
তোর বাপের নামে দিমু দীঘি আগ্‌দরজার পারে।
নবেদখানা তুলি দিমু আশী হাতের পরে ॥

এই কথা রঙ্গমালা যখনে শুনিল।
রাজচন্দ্রের আগে কথা কহিতে লাগিল ॥

আল্‌গে থাকি রঙ্গমালা নজর করি চায়।
শ্যামপ্রিয়া ঘরত্‌ আইসে এমন দেখা যায় ॥
বইবার লাগি চকি দিল আর তামুক পান।
ভাব দেখি বোষ্টমী মনত্‌ পাইল আসান[৫] ॥
পান তামুক খাই বোষ্টমী রইল থির হইয়া।
রঙ্গমালা কইল কথা শ্যামপ্রিয়ারে চাইয়া ॥

'শুন শুন ভইন দিদি গো, কই তোমার ঠাঁই।
ভাবি দেখিলাম আমি আমার অন্য গতি নাই ॥
চৌধ্রী হইল আমার জীবনর জীবন।
চৌধ্রীরে ন পাইলে আমি তেজিব পরাণ ॥
তিনি ত শূদ্রের বংশ আমি নরের ঝি।
আমার ঘরত্‌ আইলে তানার জাতি রইব নি[৬] ॥
যদি তানার সাহস থাকে মালাবদল করি।
আমারে লইতে পারে ধর্ম সাক্ষী করি ॥

৫। আসান=ভরসা। ৬। রইব নি=থাকিবে কি?

'প্রেম করিতে আইলে রাজা কত কথা কয়।
সারিলে আপনা কার্য্য কেহ কারো নয় ॥
আগে প্রেম করে হাত পা ধরিয়া।
যাইবার কালে বন্ধু না চায় ফিরিয়া ॥

তবে আমি বিশ্বাস করি যদি তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে কোন কিরগা কছম হয়। আগে তুমি মইলে আমি কাষ্ট করিব। আগে আমি মইরলে তুমি কাষ্ট কইরবা। এই কথা মহারাজ স্বীকার করিল।

আম গাছের ডাইল তখন ভাঙ্গিয়া লইল।
আমের কাষ্ঠ হাতে করি কিরগা কাড়িল ॥

আ-নইলে ভইন দিদি গো, তানারে কইর মানা।
এই সোংসারে আমার সাথে আর দেখা হইব না ॥'

এই কথা শ্যামপ্রিয়া যখনে শুনিল।
রঙ্গমালার কাছেরথুন বিদায় হইল ॥

এইখানরথুন শ্যামপ্রিয়া কইরছে আগমন।
রাজচন্দরর বারবাংলাত্[৭] যাই দিল দরশন ॥
'শুন শুন নাতীঠাউর, আর বা কমু কি।
বিয়া নি কর্‌বা তুমি আপ্‌তারামর ঝি ॥
মালা বদল বিয়া হইব নরের ঘরত্ যাই।
রঙ্গমালা কইয়া দিল শুন আমার ঠাঁই ॥

৭। বারবাংলাত্=প্রাচীনকালের 'বারবাংলা' নামক বিখ্যাত বিলাসভবনে।

এই কথা রঙ্গমালা যখনে শুনিল।
মহারাজের আগে কথা কহিতে লাগিল ॥
এই বেলা প্রাণবন্ধু চলি যাও ঘরে।
আমার বাড়ীত্ আইস তুমি রাত্র চাইর দণ্ড পরে।
দুইজনে কমু কথা যত মনে ধরে ॥

এই কথা রাজচন্দ্রে যখনে শুনিল।
টাঙ্গন সাজাই রামেরে আনিতে কহিল ॥
টাঙ্গন সাজাই রামভাঁড়ালী সামনে আনিল।
টাঙ্গন দৌড়াই মহারাজ বাড়ীতে চলিল ॥
আপনা বাড়ীত যাই দরশন দিল।
রাত্রি হউক রাত্রি হউক ভাবিতে লাগিল ॥

বিয়া যদি কর পাইবা রঙ্গমালা সোন্দরী।
আ-নইলে রঙ্গমালা গলাত্ দিব দড়ি॥'

এই কথা রাজচন্দর যখনে শুনিল।
ভাবিচিন্তি ধীরে কথা কইতে লাগিল॥
'শুন শুন শ্যামপ্রিয়া, কই তোমার ঠাঁই।
রঙ্গমালার মতন মাইয়া আমি জন্মে দেখি নাই॥
কি করিব ধনে আমার কি করিব জাতি।
আমি ন মানিব সোমাজ বামণ পণ্ডিতর পাঁতি[৮]॥
এক ভয় খুড়া আমার এই কথা শুনিয়া।
ধরি আনি সাজা দিব আটক করিয়া॥
যাইতে ন দিব মোরে রঙ্গমালার কাছে।
তা-অইলে কেমনে বল আমার পরাণ বাঁচে॥'

এই কথা রাজচন্দর যখনে কইল।
শ্যামপ্রিয়া বোষ্টমী তারে পরামিশ[৯] দিল॥
'শুন শুন নাতীঠাউর, কই তোমার ঠাঁই।
বিয়ার কথা গোপ্ত করি রাখিব সবাই॥
তোমার যে চলন্ ফিরন্ খুড়া সগল জানে।
বিয়ার কথা গোপ্ত থাইকলে ন করিব কিছু মনে॥
কাইল বিয়ানে যামু আমি রঙ্গমালার কাছে।
বুঝাই কইব কথা যাইতে সব দিগ[১০] বাঁচে॥
আমার কথা মানি যদি রঙ্গ হুকুম করে।
তোমারে লই যাইব আমি রাইতর অইন্ধকারে॥'

৮। পাঁতি=শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা। ৯। পরামিশ=পরামর্শ। ১০। দিগ=দিক।

** (১৬)

রাইত পরভাতে শ্যামপ্রিয়া কন্ কাম করিল।
ছেয়ান খাওয়া করি শ্যামপ্রিয়া নর বাড়ীত্ চলিল॥
আলগে থাকি রঙ্গমালা নজর করি চায়।
শ্যামপ্রিয়া বোষ্টমী আইছে এমন দেখা যায়॥
বইবার লাগি চোকি দিল আর তামুক পান।
চোকির উপর বসি বোষ্টমী হাসি পান খায়।
রাজচন্দের কথা যত রঙ্গরে জানায়॥
'শুন শুন বইন রঙ্গ, তোমারে জানাই।
তোমার কথা বিনা রাজচন্দরর মুখত্ কথা নাই॥
জাতি ছাড়িব রাজত্বি ছাড়িব তোমারে যদি পায়।
সবে মাত্তর রাজচন্দর খুড়ারে ডরায়॥
খুড়ায় যদি জানে ভাতিজা তোমারে কইরাছে বিয়া।
কয়েদ করি রাখি দিব খুড়া ভাতিজারে ধরি নিয়া॥

** সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় ১০ম অধ্যায়।—

রাত্রি চাইর দণ্ড যখন হইল।
রামারে লইয়া তখন যুক্তি করণ লইল॥
মহারাজ বোলে রাম কই তোমার ঠাঁই।
চলনা দুই জনে নর বাড়ীতে যাই॥
সোনালী ধুতি পরিধান করিল।
গোলাপী চাদর কাঁধে ফেলাই লইল॥
জরির জুতা মহারাজ পায়েতে পরিল॥
রামায় আনিল ঘোড়া করিয়া সাজন।
তা দেখিয়া মহারাজের খুসী হইল মন॥

তুমি যদি বিয়ার কথা রাখো গোপ্ত করি।
রাজচন্দরর পরাণ বাঁচিব আমি মনত করি ॥'

এই কথা রঙ্গমালা যখনে শুনিল।
চৌক্ষের পানিত্ রঙ্গর বুগ ভাসি গেল ॥
কান্দি কয় রঙ্গমালা, 'শুন ভইন দিদি।
আমার লাগি দুক্ষু হয় পরাণ বন্ধের যদি ॥
এমন কাম ন করিব আমি পরাণ থাকিতে।
বন্ধুরে কইর মানা এই পথে আসিতে ॥
বহুত দুক্ষু পাইলা তুমি আভাগীর লাগিয়া।
কি দিয়া সুজিব[১] ঋণ ন পাই ভাবিয়া ॥
আমার এই গলার মালা তোমারে দিলাম আমি
এক ফোটা চৌক্ষের জল দিও মরণর খবর শুনি।

এই কথা শুনি শ্যামপ্রিয়া কান্দিয়া ফালাইল।
রঙ্গমালার হস্ত ধরি কইতে লাগিল ॥

১। সুজিব—পরিশোধ করিব।

চড়িয়া ঘোড়ার পরে মারে কোড়ার বাড়ি।
চলিল রে দেবের ঘোড়া মহা দর্প ছাড়ি ॥
নরবাড়ী বুলি চৌধ্রী টাঙ্গন ছাড়িল।
নরবাড়ী যাইয়া চৌধ্রী দরশন দিল ॥
আম গাছের লগে ঘোড়া বন্ধন করিল।
দুরগা দাসী দুরগা দাসী বোলাইতে লাগিল ॥
আলগে থাকি দাসী নজর করি চায়।
বাইশ মুলুকের হাকিম দেখি বোলে হায়রে হায় ॥

'শুন বইন রঙ্গমালা আমি তোমারে কই।
গলার মালা গলাত্ থাউক আমি নিব নাই॥
বহুত পাপ কইরাছি আমি ট্যাকার লাগিয়া।
আর ন করিব আকাম[২] কই তোমারে ছুইয়া॥
চাইর দণ্ড রাইতর কালে তৈয়ার থাইক তুমি।
তোমার পরাণ বন্ধু আইব কইয়া যাই আমি॥'

এইখানরথুন শ্যামপ্রিয়া বিদায় লইল।
রাজচন্দরর বারবাংলাত্ যাই দরশন দিল॥
'শুন শুন নাতীঠাউর, কই তোমার ঠাঁই।
রঙ্গমালার মতন মাইয়া আমি জন্মে দেখি নাই॥
তোমার কনো ক্ষেতি হয় এমন কামের লাগি।
মানা করি দিছে তোমারে যাইবার লাগি॥

২। আকাম=কুকর্ম।

এক্কই দৌড়ে দাসী রঙ্গের কাছে গেল।
রাজচন্দ্র চৌধ্রী আইছে রঙ্গের কাছে কইল॥
এই কথা রঙ্গমালা যখনে শুনিল।
চালাকি করিয়া কথা কইতে লাগিল॥
এউগা ওগলাধাড়ী (ক) জলতি করি তুমি নেও চাই॥
সুয়ারী বাগানের মধ্যে দেও না বিছাই॥"

এই কথা দুরগা দাসী যখনে শুনিল।
ওগলাধাড়ী নিয়া বিছাইয়া দিল।
ওগলাধাড়ীর মধ্যে চৌধ্রী বসিয়া রহিল॥
আলগে থাকি রাম ভাঁড়ালী নজর করি চায়।
ওগলাধাড়ী বিছাই দিছে এমন দেখা যায়॥

(ক) ওগলাধাড়ী=হোগলা পাতার মাদুর।

ন বাঁচিব পরাণে রঙ্গ তোমারে ন পাইয়া।
এক ফোটা চৌক্ষের জল দিও তাহার লাগিয়া॥
এই মিন্নতি করি রঙ্গ আমারে পাঠাইল।
কন্ কাম করিবা এখন তুমি আমারে বল॥'

এই কথা শুনি রাজচন্দর চক্‌মইক্যা[৩] হইল।
শ্যামপ্রিয়ার হস্ত ধরি কইতে লাগিল॥
'শুনা চাই গো ভইন দিদি গো, আমি কই তোমার ঠাঁই।
রঙ্গমালারে ছাড়ি সোংসারে আমার কন সুখ নাই॥
কি করিব রাজ্-রাজত্বি কি হইব ধন মানে।
রঙ্গমালারে লই আমি যাইব গইন[৪] বনে॥
বৈদেশী হইব রে আমি রঙ্গমালারে লই।
রাজ-রাজত্বি পড়ি থাউক[৫] কিছু আমি ন চাই॥

৩। চক্‌মইক্যা=অতিব্যস্ত। ৪। গইন=গহীন। ৫। পড়ি থাউক= পড়িয়া থাকুক।

রামায় বোলে মহারাজ এইটা কর কি।
ওগলাধাড়ী বসাইছে তোমায় সইতে পারিনি॥

এই কথা মহারাজ যখনে শুনিল।
রামার আগে কথা কহিতে লাগিল॥
আমি বসি ওগলাধাড়ী পাইয়াছি ভাই।
আর কেহ হইলে যাইত মাইর খাই॥
প্রেম করিতে আইলে দাদা সহ্য কইরতে হয়।
কেরমে কেরমে হইলে প্রেম চিনা চিনি হয়॥
এই কথা রামভাঁড়ালী যখনে শুনিল।
মহারাজের এক পাশে বসিয়া রহিল॥

ধুয়া—ধীরে চল নাও বাইয়া,
ও নবীন নায়ের নাইয়া।
প্রেম নদীতে তুফান ভারী কইষা ধর হাইল।
ভরা গাঙ্গে নাও ডুপ্‌প হইলে বেসামাইল।
পাকা হাতে ধইর হাইল রে, সামনে নজর রাখিয়া
ধীরে চল নাও বাইয়া॥

এই কথা শ্যামপ্রিয়া যখনে শুনিল।
রাজচন্দররে বুঝাই কথা কইতে লাগিল॥
'শুন শুন নাতীঠাউর, কই তোমার ঠাঁই।
আইজ রাইত চাইর ডণ্ড বাদে চল নরবাড়ীত্‌ যাই॥
দোনোজন এক হই পরামিশ কর।
আমার এইকথা তুমি মনত বিচার কর॥'

রাত্রি দ্বিপ্রহর যখন হইল।
মনে মনে রঙ্গমালায় ভাবিতে লাগিল॥
দুরগা দাসী বোলাই কথা কহিতে লাগিল॥

শুন চাইগো আগো দাসী কহি তোমার ঠাঁই।
মহারাজের আনতর বাড়ীত জলতি আনা চাই॥
এই কথা দুরগা যখনে শুনিল।
মহারাজের আগে আসি দরশন দিল॥
পালঙ্কেতে রঙ্গমালা চৌধ্রীরে বসাইল।
পাম তামুক আপন হস্তে দিল॥
পান তামুক খাইয়া দুইজন খুসী হইল মনে।
কহিতে লাগিল কথা মধুর বচনে॥

ধুয়া—আলো সজনী নুতন পীরিতি।
ফুল পালঙ্গে কর বিছানা॥

এই কথা শুনি রাজচন্দর থির কইরল মন।
চাইর ডণ্ড রাইতর কালে করিব গমন॥
চাইর ডণ্ড রাইতর কালে টাঙ্গন[৬] সাজাইল।
বহুত মূলের[৭] এক মোতির মালা গলাত্ পরি লইল॥
রাইতর অন্ধিকারে রাজচন্দর টাঙ্গন দিল ছাড়ি।
এক্কি দৌড়ে চলি আইল আপতারামর বাড়ী॥

৬। টাঙ্গন = দৌড়ের ঘোড়া। ৭। মূলের = মূল্যের।

রঙ্গমালায় আর মহারাজে আনন্দে মাতিয়া।
তাসখেড় রঙ্গমালায় লইল টানিয়া॥
আলগে থাকি মহারাজ নজর করি চায়।
তাসের ভাণ্ডি হাতে রঙ্গের এমন দেখা যায়॥
পয়লা পীরিতের কালে যদি খেলাই তাস।
শূদ্রের বংশ নরের বংশ হইয়া যাবে নাশ॥
এই কথা সুন্দরী যখন শুনিল।
তাস ফেলাইয়া পাশা খেড়ুই টান দিয়া লইল॥
রঙ্গমালায় আর মহারাজে পাশা খেলান লইল।
হাইর জিত দোনো জনের সমান হইল॥
পাশা খেলাই দোন জন বড় হরাণ হইল।
পাশা থুই দোন জন শয়ন করিল॥
* * *
রাত্রি পোহাইয়া যখন দিবা উদয় হইল।
রঙ্গমালা আর মহারাজ উঠিয়া বসিল॥
হেন কালে রামার কথা মনেতে পড়িল।
রামভাঁড়ালী রামভাঁড়ালী বোলাইতে লাগিল॥
শুন চাইরে রাম দাদা কই তোমার ঠাঁই।
দরজা খুলি দে রে দাদা বাড়ীতে চলি যাই॥

আল্‌গে থাকি দুগ্গা দাসী নজর করি চায়।
আমগাছে টাঙ্গন বাঁধে এমন দেখা যায়॥
'রাজচন্দর আইল' বলি রঙ্গরে জানাইল।
খবর শুনি রঙ্গমালা আগদরজায় আইল॥

ধুয়া—চাতকে পাইল আইজ পিয়াসের পানি।
ওরে আশ্‌মানে ত কাইলা মেঘ
চাতক ন কইরল ভয়॥
ঝড় তুফানে আন্ধাইর রাইতে
কি জানি কি হয়।
সব ভুলি ছুড়ি আইল পিয়াসী চাতকিনী
চাতক পাইল আইজ পিয়াসের পানি॥

ঘরে আনি রাজচন্দররে পালঙ্কে বসাইল।
শীতল জলে পাও দুইখান ধোয়াই সে দিল॥

এই কথা রামভাঁড়ালী যখনে শুনিল।
কোরধ হইয়া কথা রামা কহিতে লাগিল॥
শুনেন শুনেন মহারাজা কই আমনের ঠাঁই।
আমনে করেন রঙ্গ তামাসা আমি খোয়া যাই॥
যায়গা ন দিতে পাইল্যা এমন খেচরের বাড়ী
আইল কিসের লাই॥
এই কথা রাজচন্দ্র যখন শুনিল।
মধুর বচনে কথা কহিতে লাগিল॥
আমি যদি রাজচন্দ্র পরাণে বাঁচিব।
সুন্দর তুন এউগা মাইয়া বিয়া করাইব॥
এই কথা রামভাঁড়ালী যখনে শুনিল।
মনে মনে রামভাঁড়ালী বড় খুসী হইল॥

চরণ ধোয়াই রঙ্গমালা কেশেতে মোছায়।
আবের[৮] পাঙ্খা হাতে লই বাতাস করে গায়॥
পান সুবারি চন্নন চুয়া বাটা ভরি দিল।
গোলাবী সরবত্ ঢালি রাজচন্দররে খাবাইল[৯]॥
সরবত্ খাই ঠাণ্ডা হই পান সুবারি খায়।
মনত সুখ পাই রাজচন্দর রঙ্গমালারে কয়॥
'শুন কইন্যা রঙ্গমালা কই তোমার ঠাঁই।
তোমার মতন মাইয়া এউক্‌গা[১০] আমি জন্মে দেখি নাই॥
মন হরিলা রূপে কইন্যা, পরাণ লইলা কথায়।
আইজকার বেভারের মুল[১১] কি দিব তোমায়॥
গলাত্ পরি আইছি আমি এইনা মোতির মালা।
তোমার গলাত্ দিতাম্ চাই এইনা রাইতর বেলা॥

৮। আবের = অভ্র খচিত। ৯। খাবাইল = খাওয়াইল। ১০। এউকগা = একটিও। ১১। বেভারের মুল = ব্যবহারের মূল্য।

কেবাড় খুলিয়া তারে ঘরে আনিল।
আপনার হাতে পান তামুক রামারে খাবাইল॥
পান তামুক খাইয়া রাম খুসী হইল মনে।
কহিতে লাগিল কথা চৌধ্রীর সামনে॥

শুনেন শুনেন মহারাজ কই আমনের ঠাঁই।
বেলা অধিক হইল বাড়ীত চলেন যাই॥
এই কথা মহারাজ যখনে শুনিল।
সুন্দরীর আগে কথা কহিতে লাগিল॥
শুন শুন সুন্দরী গো কহি তোমার ঠাঁই।
হাসি মুখে দেওনা বিদায় বাড়ীত্ চলি যাই॥

ধর্মসাক্ষী করি আমি তোমারে মালা পরাইব।
জীবনে মরণে আমি তোমারে ন ছাড়িব ॥
রাজ রাজত্বি যায় যাউক যাউক কুল মান।
কিছু ন গণিব আমি তোমার সোমান ॥
দেশে থাকি, বৈদেশে যাই, কিবা যাই বনে।
তোমারে পাইলে কাছে সুখী মন পরাণে ॥

এইনা কথা রঙ্গমালা যখনে শুনিল।
আইঞ্চলে মুখ ঢাকি রঙ্গ কান্দিতে লাগিল ॥

ধুয়া—সখী, পিরিতি বিষম জ্বালা।
পিরিতি পিরিতি সবাই করে
জানেনা পীরিত কাণ্টার[১২] মালা ॥
বনে থাকে বনর ফুল রে
দেইখতে লাগে ভালা।
মনর বনে পীরিত ফুল
বাইরে আইন্‌লে কালা—রে—
সখী, পিরিতি বিষম জ্বালা ॥

১২। কাণ্টার=কণ্টকের।

এই কথা সুন্দরীয়ে যখনে শুনিল।
রাজচন্দ্রের আগে কথা কহিতে লাগিল ॥
শুনেন শুনেন মহারাজ কই আমনের ঠাঁই।
আপনার ছাড়ন হইলে আমার ছাড়ান নাই ॥
এই কথা মহারাজ যখনে শুনিল।
* * *
মধুর বচনে কথা কহিতে লাগিল ॥

রঙ্গমালার কান্দন দেখি রাজচন্দর কন কাম করিল।
হস্ত ধরি আনি রঙ্গরে পালঙ্কে বসাইল॥
পালঙ্কে বসাই রাজচন্দর জিগায় রঙ্গর ঠাঁই।
'কন্ বা দুক্ষে পড়ি কইন্যা, তুমি কান্দ কিয়ের লাই॥'

'শুনেন শুনেন মহারাজ, আমি কই আপনের ঠাঁই।
আমার মতন অভাগিনী দুনিয়ার মধ্যে নাই॥
ট্যাকার লোভে বাপ আমারে গুঁজারথুন বিয়া দিল।
আমার ভাই গোলাপ রাই বুদ্ধির মাথা খাইল॥
ভালা ত আছিলাম আমি বাপর ঘরত্ বসি।
জলছেয়ানে যাইয়ারে আমি গলাত্ দিলাম ফাঁসি॥
সুখর সোংসার আপনের ধরাইছি আগুন।
কাজ নাই মহারাজ, আপনে ফিরি ঘরে যাউন॥
রাজার কুমার আপনি রাজ কইন্যা বিয়া করি।
সুখর সোংসার করুন যাই আভাগীরে পাসরি॥'

বাড়ীতে আছে কাজ কর্ম কহিয়া বুঝাই।
হাসিমুখে সুন্দরী গো বিদায় দেওনা চাই॥

ধুয়া—যাবে যদি প্রাণনাথ আসিবে কবে বলে যাও
আসিবে কবে বলে যাও।
খানিকক্ষণ বিলম্ব হইলে এই দুঃখিনীর মাথা খাও॥

এই মতে রঙ্গমালা কোন কাম করিল।
হাসি মুখে মহারাজরে বিদায় করি দিল॥
টাঙ্গনে চড়িয়া চৌধ্রী বাড়ীতে চলিল।
ছেয়ান সন্ধ্যা করি চৌধ্রী খানা আগে খাইল॥
খানা খাইয়া মহারাজ দরবারে বসিল॥

'শুন শুন আরে কইন্যা, আমি কইয়া বুঝাই।
জন্মে ন করিব ঘর যদি তোমারে ন পাই॥
এইখানরতুন যাইব আমি সইন্ন্যাসী হইয়া।
আইজ রাইতে তুমি কইন্যা, যদি ন কর মোরে বিয়া॥
সাধ করি আইন্‌ছি কইন্যা, এই ত মোতির মালা।
তুমি ন পরিলে কইন্যা, আমার বুগে ধইরব জ্বালা॥'
এই কথা বলি রাজচন্দর রঙ্গর গলাত্‌ মালা দিল।
চম্পা ফুলর মালা রঙ্গ চৌধ্রীর গলাত্‌ পরাইল॥

রাইত পরভাতে রঙ্গমালা রাজচন্দরর হস্ত ধরি।
কান্দি কান্দি কইল কথা অতি মিন্নতি করি॥
'শুন শুন পরাণর বন্ধু, তোমার পায়ত্‌ ধরি কই।
রাইতে আইবা রাইতে যাইবা দিনে আইবা নাই॥
দারুন তোমার খুড়া রে বন্ধু, আমি তানারে করি ডর।
তোমার ক্ষেতি হইলে রে বন্ধু, আমার শিরে বজ্জর॥
একখানা কাণ্টা বিন্ধে যদি তোমার রাঙ্গা পায়।
আমার বুগে শেল বিন্ধিব আমি কইলাম তোমায়॥'

আলগে থাকি রাজিন্দ্র খুড়া নজর করি চায়।
সুন্দর শরীর তার মলিন দেখা যায়॥

এই কথা রাজচন্দ্র যখনে শুনিল।
খুড়ার আগে কথা কহিতে লাগিল॥
শুনেন শুনেন খুড়া ঠাকুর কই আমনের ঠাঁই।
ছর্দি লইছে প্রাণের খুড়া শৈল্যে আরাম নাই॥
এই কথা রাজিন্দ্র খুড়া যখনে শুনিল।
আনতর বাড়ী যাও বলি হুকুম করি দিল॥

(১৭) *

ধুয়া—আইল না আইল না রে বন্ধু
আইল না রে হায়।
রাইত পোষাই দিন আইসে
দিন ত চলি যায়॥
কন কামে রইলারে বন্ধু
আমারে ভুলিয়া।
দিন যায় মোর আশে আশে
রাইত যায় কান্দিয়া।
বন্ধু আইল না॥

শুনেন শুনেন সভাজন আমি কই সভার ঠাঁই।
রঙ্গমালার দীঘি কাডার[১] পালা আমি গাইয়া শুনাই॥
রঙ্গমালার প্রেমে মজি রাজচন্দর চৌধ্রী।
রাইতে আইসে রাইতে যায় নানান্ ছল ধরি॥
কেরমে কেরমে কথা খুড়ার কর্ণেতে উডিল।
ভাতিজার কাণ্ড শুনি খুড়া ভাবিত হইল॥
একদিন রাজিন্দর খুড়া ভাতিজারে বোলাইয়া।
কইতে লাগিল কথা মধুর করিয়া॥

১। কাডার=কাটার, খননের।

* এই অধ্যায়টির সঙ্গে সেন মহাশয় সম্পাদিত পালার পঞ্চম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের ভাষা, ভাব ও বর্ণনায় বহুলাংশে অমিল হওয়ায় সেন মহাশয়ের অধ্যায়টি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল।—

এল না এল না বন্ধু আমার বন্ধু এল না।
মরি মরি একি জ্বালা পরাণে আর সহে না॥

'শুন শুন রাজচন্দর, কই যে তোমারে।
বুড়া হইলাম আমি ছুডি[২] দেও আমারে ॥
জমিদারীর কাজ জাইন্য বড়ো কডিন হয়।
ভালামতে ন বুঝিলে লোকে ফাঁকি দেয় ॥
কাইল দিনরথুন আমার সাথে দরবারে বইবা[৩]।
রাইতে আমার কাছত্ বসি কাগজ বুঝি লইবা ॥
এড়াই বেড়াই[৪] ধরিল খুড়া রাজচন্দর ন দেখে উপায়।
খুড়ার হাতছাড়াই কেমনে রঙ্গর কাছে যায় ॥

২। ছুডি=ছুটি। ৩। বইবা=বসিবে। ৪। এরাই বেড়াই=নাছোড হইয়া।

শুনেন শুনেন ইন্দ্রসভা কই সভার ঠাঁই।
রঙ্গমালার দীঘি কাডার পালা সভাতে শুনাই ॥
রঙ্গমালায় বোলে দাসী কইগো তোমার ঠাঁই।
একখানা পত্র লিখ কহিয়া বুঝাই ॥
ধুয়া—অরে অ বন্ধু কোন দেশে গেলা এলানারে।
বিরহে বিরহে মোর পরাণ বাঁচে না রে ॥
এই কথা রঙ্গমালায় যখনে শুনিল।
কাছে আছিল চিনের কাগজ টান দিয়া লইল ॥
রাগেহসে(১) পত্র লিখিতে লাগিল,
পরথমে লিখিল জয়কালীর নাম।
তারপরে লিখিল নিজ মনস্কাম ॥
প্রেম করিতে আইলে দাদা কত কথা কয়।
সারিলে আপন কার্য্য কারো কেহ নয় ॥
আগে করে প্রেম ধরি হাতে পায়।
যাইবার কালে আরে দাদা ফিরে না চায় ॥

(১) রাগেহসে=রাগের ভাবে।

এক দিন দুই দিন করি মাস চলি গেল।
রাইত জাগি রঙ্গমালা রাজচন্দরর দেখা ন পাইল॥
ভাবিত হই রঙ্গমালা কন কাম করিল।
শ্যামাপ্রিয়ার কাছে দুগ্না দাসীরে পাঠাইল॥
খবর পাই শ্যামপ্রিয়া আসি হাজির হইল।
পালঙ্কে বসাই শ্যামপ্রিয়ারে রঙ্গ জিজ্ঞাস করিল॥
'শুন শুন ভইন দিদি গো আমি তোমারে জিগাই।
এক মাস হই গেল মহারাজের খবর না পাই॥

এই যদি মহারাজ ছিল তোমার মনে।
তবে প্রেম করিলা কেনে অভাগিনীর সনে॥
প্রেম করিয়া দুঃখ দিয়া দেখা না দেও কেনে।
তুমি না আসিলে আমার ত্যজিব জীবনে॥
বড়র সনে প্রেম করিলে বড় মান্য (২) হয়।
তোমার সনে প্রেম করিয়া বুঝি দুরদশা ঘটায়॥
লেখিয়া পড়িয়া পত্র করি দিলা খাম।
উপরে লিখিয়া দিলা রাজচন্দ্রের নাম॥
শুন শুন আগো দাসী কই তোমার ঠাঁই।
পত্র লইয়া কেবা যাইবা কহনা বুঝাই॥
এই কথা দাসীয়ে যখনে শুনিল।
আমি যাইব বুলি তখন কহিতে লাগিল॥
এই কথা রঙ্গমালা যখনে শুনিল।
গোপনে দিবা পত্র কহিতে লাগিল॥
পত্র লইয়া নরের দাসী কৈরছে আগমন।
কত দূরা দাসী দিল দরশন॥
হেকমচ্চা (৩) নরের দাসী হেকমত করিল।
বৈষ্টবীর বেশ দাসী তখনে ধরিল॥

(২) মান্য=সুখ সম্মান। (৩) হেকমচ্চা=সুকৌশলী।

কি হইল কেমন আছে ন পাই খবর।
রাইত দিন পরাণ আমার করে রে ধড়্ফড়্॥
শুন কই গো ভইন দিদি গো, ধরি তোমার পাও।
মহারাজর খবর আনি আমারে বাঁচাও॥'

এই কথা শ্যামপ্রিয়া যখনে শুনিল।
রঙ্গমালার মন বুঝি কথা কইতে লাগিল॥
'শুন ভইন রঙ্গমালা, কই তোমার ঠাঁই।
তিন মাস মহারাজের সনে আমার দেখা নাই॥
কমরে ধরিছে বাত পাও গেছে ফুলি।
বিছানাত্ পড়ি থাকি রাধা কিষ্ট বুলি॥
তোমার কথা শুনি বড়ো দুঃখিত হইল মন।
কাইল বিয়ানে যাইব আমি নাতী ঠাউরর কারণ॥'

এই কথা বলি শ্যামপ্রিয়া বিদায় হইল।
রঙ্গমালা পথর[৫] পানে চাইয়া রইল॥

৫। পথর=পথের।

সেখানতুন আগো দাসী কৈরছে আগমন।
বাবুপুর চৌধ্রীবাড়ী দিল দরশন॥

জয় জয় বলি দাসী ধরিল জিকির।
সকলে বোলে আইল ঈশ্বরের ফকির॥
ভিক্ষা লয় আর বৈষ্টবীরে নজর করি চায়।
চাচা ভাতিজা দুইজনে দরবারে দেখা যায়॥
সেইখানে যাইয়া উপস্থিত হইল।
পত্র দিব কি প্রকারে ভাবিতে লাগিল॥

পরভাতে উডি শ্যামপ্রিয়া কন কাম করে।
খুঞ্জুনি বাজাই খাড়া হইল রাজার আগ্‌দুয়ারে ॥
আর দিন দারোয়ান হাসি কথা কয়।
এইদিন শ্যামপ্রিয়ারে ঢুকিতে ন দেয় ॥
'শুন শুন বোষ্টম দিদি গো, কই তোমার ঠাঁই।
তোমারে যাইবার দিতাম্ খুড়ার হুকুম নাই ॥'

সেইখানরতুন্ শ্যামপ্রিয়া পাছ দরজায় গেল।
টুনুর টুনুর খুঞ্জুনি বাজাই গান ধরিল ॥
ছুডি আইল সুয়াদাসী[৬] ডালাত্ ভিক্ষা লই।
আন্দরে শ্যামপ্রিয়ার পরবেশের হুকুম নাই ॥

সেইখানরতুন শ্যমপ্রিয়া বারবাংলাত্[৭] গেল।
বাগিচার মালী দেখি ছুডিয়া আইল ॥

৬। সুয়াদাসী=বাড়ীর প্রধান দাসী। ৭। বারবাংলাত্=বাগান বাড়ীর বিলাস ভবনে।

ভাবিতে ভাবিতে বুদ্ধি করিল।
হাতের মধ্যে পত্র তখন বাহির করি লইল ॥
পত্র হাতে লইয়া দাসী লাড়ে আর চাড়ে।
দরবারে থাকি রাজচন্দ্র দেখিল নজরে ॥
রাজচন্দ্র বলে খুড়া কই আমনের ঠাঁই।
অন্দরে যাইমু আমি কহিয়া বুঝাই ॥
এই কথা বলি চৌধ্রী হাটিয়া মেলা দিল।
বৈষ্টবীরে ঠার মারিয়া(৪) বাড়ীর দক্ষিণ দিকে গেল ॥

(৪) ঠার মারিয়া=ইসারা করিয়া।

'শুন শুন বোষ্টম দিদি গো, কই তোমার ঠাঁই।
খুড়ার হুকুমে বাগিচায় তোমার পরবেশ নাই॥'

কি করিব শ্যামপ্রিয়া ন দেখে উপায়।
মনর দুক্কে[৮] ফিরি গেল আপন বাসায়॥
পরভাতে উডি শ্যামপ্রিয়া কন্ কাম করিল।
ছেয়ানসন্ধ্যা করি শ্যামপ্রিয়া নরবাড়ীত্ চলিল॥
আলগে থাকি রঙ্গমালা নজর করি চায়।
শ্যামপ্রিয়া আইবার লাইগ্‌ছে এমন দেখা যায়॥
হস্ত ধরি রঙ্গমালা শ্যামপ্রিয়ারে বসাইল।
'দেখা নি[৯] পাইলা',—বলি জিজ্ঞাস করিল॥

দুক্ক করি শ্যামপ্রিয়া রঙ্গমালারে কয়।
'রাজার বাড়ীত্ আমারে পরবেশ করিতে ন দেয়॥
খুড়ায় কইরাছে মানা দারোয়ানর দোষ নাই।
মহারাজর খবর পাইলাম কারকুনর[১০] ঠাঁই॥

৮। মনর দুক্কে=মনের দুঃখে। ৯। নি=নাকি। ১০। কাকুরন=প্রধান হিসাবরক্ষক কর্মচারী।

ঠার বুঝিয়া বোষ্টবী সেইখানে গেল।
রাজচন্দ্রের আগে কথা কহিতে লাগিল॥

শুনেন শুনেন মহারাজ কই আমনের(৫) ঠাঁই।
রঙ্গমালার কথা বুঝি আমনের মনে নাই॥
ইহা বলি পত্র খুলি রাজচন্দ্রেরে দিল।
পত্র পাই রাজচন্দ্র বড় খুসী হইল॥

(৫) আমনের=আপনার।

দিনের বেলা খুড়ার কাছে বসি দরবার করে।
রাইতর কালে কাগজ বুঝে বসি খুড়ার ঘরে ॥
এক ডণ্ড ন দেয় খুড়া বাইরে আইতে।
রাজচন্দরর ন দোষ আছে আমি কই ভালামতে ॥
একখান পত্র লেখি তুমি দেও মোরে।
রামভাঁড়ালীর দিয়া পত্র পাঠাইমু তাহারে ॥'
এই কথা রঙ্গমালা যখনে শুনিল।
কাগজ কলম লই পত্র লিখিতে বসিল ॥
পরথমে লিখিল রঙ্গ জয়কালীর নাম।
তারপরে লিখিল রঙ্গ চরণে হাজার পরণাম[১১] ॥
তারপরে লিখিল রঙ্গ আপন মনর কথা।
'শুন শুন পরাণ বন্ধু, অভাগিনীর বেথা ॥

১১। পরণাম=প্রণাম।

সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় 'পঞ্চমখণ্ড ২য় অধ্যায়',—

যাও যাও করি তখন দাসীরে বিদায় দিল।
পত্র হাতে করি চৌধ্রী রামার কাছে গেল ॥
শুন চাই রামভাঁড়ালী কই তোমার ঠাঁই।
কিবা বুদ্ধি দিবা আমার বুদ্ধি ধড়ে(৬) নাই ॥
হাতের পত্রখানি রামারে শুনাইল।
মহারাজের আগে রামায় কহিতে লাগিল ॥

শুনেন মহারাজ কই আমনের ঠাঁই।
বুদ্ধি বাতাইব(৭) আমি কহিয়া বুঝাই ॥

(৬) ধড়ে=দেহে। (৭) বাতাইব=বাহির করিব।

তোমরে ন দোষ দিব রে বন্ধু, কপাল আমার পোড়া।
তোমারে ন আইতে দিব দারুণ জমিদার খুড়া॥
শুন শুন পরাণর বন্ধু, আমি কইয়া বুঝাই।
একবার দেইখ্‌মু তোমারে জল ছেয়ানে যাই॥
গাছর লগে টাঙ্গন বাঁধি রইবা দাণ্ডাইয়া।
ঘাটে থাকি দেখ্‌মু রে আমি নয়ান ভরিয়া॥
এই আশা ছাড়ি অভাগীর আর কনো আশা নাই।
নয়ান ভরি দেখি তোমারে যাইমু সায়রে মিশাই॥'

পত্র লেখি রঙ্গমালা শ্যামপ্রিয়ার হাতত্ দিল।
পাঁচগা ট্যাকা আঁইচলে বাঁধি তাহারে কইল॥

শীঘ্র করি খুড়ার আগে যাও না চলিয়া।
নরবাড়ীর খাজনার কথা দেও উল্লেখ করিয়া॥
তোমার হাতে আদায় খাজনা খুড়ায় জানে না।
তিন চাইর বছরের খাজনা বাঁকি দেখাও না॥
এই কথা রাজিন্দ্র খুড়া যখন শুনিব।
তদ্দণ্ডে তোমারে পাঠাইয়া দিব॥

এইকথা রাজচন্দর যখনে শুনিল।
খুড়ার কাছে নরবাড়ীর খাজনা বাঁকী দেখাইল॥
এই কথা রাজিন্দ্র খুড়া যখনে শুনিল।
নরবাড়ীর খাজনা আদায় করিতে হুকুম করি দিল॥
হুকুম পাই রাজচন্দ্র কোন কাম করিল।
রামারে বোলাই কথা কহিতে লাগিল॥
'শুন শুন রাম দাদা তুমি আমার ভাই।
চল এখন আমরা নর বড়ীতে যাই॥

'ট্যাকার লোভী রামাদাদারে কইয়া বুঝাইবা।
ঠিক মতন কাম করিলে আরও ট্যাকা পাইবা॥'

এইখানরতুন শ্যামপ্রিয়া কইরছে আগমন।
রামভাঁড়ালীর বাড়ীত্ যাই দিল দরশন॥
আল্‌গে থাকি রামভাঁড়ালী নজর করি চায়।
শ্যামপ্রিয়া বোষ্টমী আইছে এমন দেখা যায়॥
কি দিব রে ভিক্ষা রামার ঘরত নাই চাইল [১১]।
কাজ কারবার বন্ধ হই অবস্থা হইছে কাইল[১২]॥
রাজচন্দরর সামনে যাইতে খুড়া কইরাছে মানা।
ঘরত বসি রামাদাদার ন জোটে দুই রোজ খানা॥

এনকালে শ্যামপ্রিয়া আসি খাড়াইল।
রাধে কিষ্ট বলি বোষ্টমী জিকির ছাড়িল॥

১১। চাইল = চাউল। ১২। কাইল = কাহিল, খারাপ।

রামায় আনিল ঘোড়া করিয়া সাজন।
দেখিয়া মহারাজের খুসী হইল মন॥
এইখানতুন মহারাজ টাঙ্গন দিল ছাড়ি।
এক দৌড়ে চলি গেল রঙ্গমালার বাড়ী।
রঙ্গমালা রঙ্গমালা বোলাইতে লাগিল।
গোস্যা(৮) হইয়া রঙ্গমালা জবাব নাহি দিল॥
ঘরে যাই মহারাজ নজর করি চায়।
পালঙ্গেতে রইছে শুইয়া এমন দেখা যায়॥
আস্তে আস্তে রঙ্গমালার গায়ে হাত দিল।
ছাড়া মারি(৯) হাত তখন ফালাইয়া দিল॥

(৮) গোঁস্যা = অভিমানী। (৯) ছাড়া মারি = ঝাড়া দিয়া।

সামনে আসি রামভাঁড়ালী শ্যামপ্রিয়ারে কয়।
'একাদশীর দিনে ভিক্ষা দিদি কেমনে দেওন যায়॥'

হাসি হাসি শ্যামপ্রিয়া রামভাঁড়ালীরে কইল।
'আইজ ন হয় একাদশী বাবু, তোমার ভুল হইল॥
ভিক্ষার লাগি ন আইছি আমি আইজ তোমার ঠাঁই।
কাজের লাগি আইছি আমি তোমারে কইয়া বুঝাই॥
একডা কাম যদি তুমি কইরতে সাহস কর।
পাঁচগা ট্যাকা আগাম বক্‌সিস কইলাম দড়[১৩]॥'

'শুন শুন ভইন দিদি গো, কই তোমার ঠাঁই।
ট্যাকার অসাধ্যি কাম তির্‌জগতে নাই॥

১৩। দড়=দৃঢ়, সত্য।

রাজচন্দ্র বলে সুন্দরী কই তোমার তরে।
দোষ গুণ অপরাধ ক্ষমা কর মোরে॥
কোন কাজেতে আমি গিয়াছিলাম বাড়ী।
এইবারে তোমারে আর না যাইব ছাড়ি॥
এই কথা রঙ্গমালা যখনে শুনিল।
মধুর বচনে কথা কহিতে লাগিল॥
পুরুষের কথা যেজন বিশ্বাস করয়।
ধর্ম কর্ম দুই কুল হারায়॥
তোমার কথায় আমি বিশ্বাস করিয়া।
জীবন যৌবন ধন দিয়াছি সঁপিয়া॥

এই কথা রাজচন্দ্র চৌধ্রী যখনে শুনিল।
মধুর বচনে কথা কহিতে লাগিল॥

কি কাম করিতে হইব বুঝাই কও মোরে।
পাঁচগা ট্যাকা আগাম তুমি দেওত আমারে॥'
সগল কথা শ্যামপ্রিয়া রামারে বুঝাই।
ট্যাকা আর পত্র দিয়া বিদায় লইল রামার ঠাঁই॥

ট্যাকা পাই রামভাঁড়ালী বাজারে ছুডিল।
গোটা এউকগা[১৪] ট্যাকা ভাঙ্গি এক মণ চাইল কিনিল॥
রোউমাছ তরকারি কিনিল আর কিনিল দৈ।
ভালা ভালা মিডাই কিনিল মনত্ খুশী হই॥
খাই দাই খুশী হই গায়ত্ বল পাই।
রাজচন্দরর খোঁজে চলিল আন্ধাইরে লুকাই॥
দরবার করি রাজচন্দর আন্দরে কইর্‌ছে মেলা।
পথে পাই রামভাঁড়ালী সামনে হইল খাড়া॥

১৪। গোটা এউক্গা=আস্ত একটা।

শুন শুন সুন্দরীগো কই তোমার ঠাঁই।
অপরাধ মাপ কর কহিয়া বুঝাই॥
কিবা আপত্তি তোমার কহনা বুঝাই।
এখন সে আপত্তি আমি দিমুগো পুরাই॥

এই কথা সুন্দরীয়ে যখনে শুনিল।
রাজচন্দ্রের আগে কথা কহিতে লাগিল॥
কি কথা কইছিলা বন্ধু সায়ন বাঁধা(১০) ঘাটে
আমার বাপের নামে দীঘি দিতা
আগদ্‌রজার পরে
নবদ্‌খানা উডাই দিবা আশী হাতের পরে॥

(১০) সায়ন বাঁধা=শানে বাঁধা।

রঙ্গমালার পত্রখান হস্তে তুলি দিল।
পত্র পড়ি রাজচন্দর চক্‌মইক্যা[১৫] হইল॥
'শুন শুন রাম দাদা, কই তোমার ঠাঁই।
কি উপায় করিব আমি বুদ্ধি আমার নাই॥
তুমি একডা বুদ্ধি করি বাঁচাও আমারে।
খুড়ার হাত্‌তুন কেমনে ছুডি যাইব বাইরে॥'

এই কথা রামভাঁড়ালী যখনে শুনিল।
বুদ্ধি করি রামভাঁড়ালী কইতে লাগিল॥
'শুনেন শুনেন মহারাজ কই আপনের ঠাঁই।
সিন্দুর কাইতের[১৬] খাজনা বাঁকি খুড়ারে শুনান চাই॥
আইড্‌গা বাড়ীর কাছারিত্‌ বসি খাজনা আদায় হইব।
এই মতে খুড়া আপনারে নিচ্ছয় হুকুম দিব॥'

পরভাতে উডি রাজচন্দর কন্‌ কাম করিল।
দরবারে বসি ভালা মতে খুড়ারে বুঝাইল॥

১৫। চকমইক্যা=অতিশয় চঞ্চল।, ১৬। সিন্দুর কাইত্‌—একটি পরগণার নাম।

এই কথা রাজচন্দ্র যখনে শুনিল।
দিমু দিমু বলি কথা কহিতে লাগিল॥
হাতমাপা রসি যদি থাকে তোমার ঘরে।
শীঘ্র করি রশি তুমি আনি দেগো মোরে॥
কত হাত দিবা দীঘি তুমি লৈবা মাপিয়া।
সেইমত দীঘি আমি দিমু কাটাইয়া॥

এই কথা রঙ্গমালায় যখনে শুনিল।
আপতারামের কাছে যাই কহিতে লাগিল॥

'শুনেন শুনেন খুড়া ঠাকুর, কই আপনের ঠাঁই।
বহুত খাজনা বাঁকি রইছে কাগজে দেইখ্‌তে পাই॥
হুকুম পাইলে খুড়া আইড্‌গা বাড়ীত্‌ বসি।
বাঁকি খাজনা আদায় করি আপনারে করতাম খুশী॥'

এই কথা রাজিন্দর খুড়া যখনে শুনিল।
'যাও যাও', বলি খুড়া হুকুম করি দিল॥
আইড্‌গা বাড়ী বাবুপুর দুই পওরের[১৭] পথ।
টাঙ্গন দৌড়াই গেলে হয় এক দণ্ডের পথ॥
বাবুপুর ছাড়ি পথে পর্‌থম্‌ তালেবপুর[১৮] পড়ে।
টাঙ্গন দৌড়াই যায় চৌধ্রী বড়ো খুশী অন্তরে॥
পর্‌তিদিন সাঁঝের পরে নরবাড়ীতে যায়।
দশ ডণ্ড রাইতে ফিরি খুড়ারে বুঝায়॥

১৭। পওর=প্রহর। ১৮। তালেবপুর=রঙ্গমালার পিত্রালয় গ্রাম।

শুনেন শুনেন পিতা ঠাকুর কই আপনারে।
হাতমাপা রশি গাছ্‌ আঙ্গো (১১) জলতি দেননা মোরে॥

এই কথা আপতারাম যখনে শুনিল।
রঙ্গমালার আগে কথা কহিতে লাগিল॥
কি করিবা রসি তুমি কহনা আমারে।
আপনার নামে দীঘি দিমু আগদরজার পরে॥

এই কথা আপ্‌ত নর যখনে শুনিল।
মনে মনে আপ্‌তা নর বড় খুসী হইল॥

(১১) আঙ্গো=আমাদের।

(১৮)

শুনেন শুনেন সভাজন, আমি কই সভার ঠাঁই।
রঙ্গমালার দীঘির কথা কইয়া বুঝাই ॥
সুবুদ্ধিয়া আপ্‌তারামর কুবুদ্ধি হইল।
রাজচন্দরর আগে কথা কইতে লাগিল ॥
'শুনেন শুনেন মহারাজ, কই আপনের ঠাঁই।
এউকগা[1] কথা মনে জাগে, কইতে ডড়াই ॥'
এই কথা রাজচন্দর যখনে শুনিল।
আপ্‌তারামরে মনর কথা কইতে হুকুম দিল।
অভয় পাই আপ্‌তারাম কইতে লাগিল ॥
'শুনেন শুনেন মহারাজ, কই আপনের ঠাঁই।
আমার যা মনত্‌ জাগে কইয়া বুঝাই ॥
পুত্র পাই বহুত জন কিছু করিতে ন পারে।
খাই দাই মরি যায় কিছু ন থাকে সোংসারে ॥

১। এউকগা = একটি।

কারো পুত্র হইয়া সৎকার্য করিতে না পারে।
আমার নামে দীঘি দিব রঙ্গে আগ্‌দরজার পরে ॥
খুসী হইয়া আপ্‌তা নরে রশি আনি দিল।
রশি হাতে লইয়া চৌধ্রীর কাছে গেল ॥
দেও দেও বলি চৌধ্রী রশি হাতে লইল।
রঙ্গমালারে সঙ্গে লইয়া তখনে চলিল ॥
কোনখানে দিবা দীঘি দেখাই দেও আগে।
এই কথা শুনি গেল বাড়ীর পশ্চিম ভাগে ॥

শুন শুন সুন্দরী গো কইয়া বুঝাই তোরে।
কত হাতে দিবা দীঘি মাপি দেওনা মোরে ॥

কন্যা পাই কন জন বহুত ধর্ম কর্ম করে।
মরিলেও তানার[২] নাম থাকি যায় সোংসারে ॥
মনত্ জাগে আমার এউকগা দীঘি খোদাইয়া[৩]।
রাখি যাইতাম চাই নাম সোংসার ভরিয়া ॥'

এই কথা রাজচন্দর চৌধ্রী যখনে শুনিল।
'দিমু দিমু'—বলি তখন কহিতে লাগিল ॥
'হাত মাপা রসি যদি থাকে তোমার ঘরে।
শীঘ্র করি রসি তুমি আনি দেও গো মোরে ॥
কত হাত দীঘি দিবা লইব মাপিয়া।
সেই মত দীঘি আমি দিমু কাটাইয়া ॥'

এই কথা রঙ্গমালা যখনে শুনিল।
আপ্তারামের কাছে যাই কইতে লাগিল ॥
'শুনেন শুনেন পিতা ঠাকুর, আমি কইয়া বুঝাই।
দীঘি খোদাইয়া আমাগো[৪] কনো কায্য[৫] নাই ॥
দারুণ সে রাজিন্দর খুড়া কথা কর্ণে শুনিব।
চাঁদভাঁড়ালীরে পাঠাই আমাগো মাথা কাড়ি[৬] নিব ॥

২। তানার=তাঁহার। ৩। খোদাইয়া=খনন করিয়া। ৪। আমাগো=আমাদের। ৫। কায্য=কার্য, প্রয়োজন। ৬। কাড়ি=কাটিয়া।

আপন হস্তে রঙ্গ মাপিয়া সে দিল।
এই মাথায় সেই মাথায় রসি ফালাইয়া দিল ॥
এই মাথায় সেই মাথায় যখন কালিক করিল।
সাড়ে বাইশ দোরন জমি কালিকের মধ্যে পড়িল ॥

শুন চাইরে রাম দাদা কই তোমার ঠাঁই।
এইবার কি বুদ্ধি দিবি আমার ধড়ে বুদ্ধি নাই ॥

নরের পাড়া জ্বালাই দিব ঘরত্ আগুন দিয়া।
দেশেরতুন নরজাতিরে দিব খেদাড়িয়া॥
শুনেন শুনেন পিতাঠাকুর, করি আমি মানা।
এই কায্যে সব্বনাশ হইব আছে আমার জানা॥'

এই কথা রাজচন্দর যখনে শুনিল।
কোরোধ করি রঙ্গমালারে কইতে লাগিল॥
'বাবুচাঁদের পুত্র আমি রাইজ্যের অধিকারী।
সাবালক হইলাম খুড়ার ধার নাহি ধারি॥
আমি দিয়াছি কথা দীঘি খোদাই দিব।
বাবুচাঁদের পুতের কথা আন ন হইব॥'

এই কথা রঙ্গমালা যখনে শুনিল।
রাজচন্দরর পায়ত্ ধরি কইতে লাগিল॥
'শুন শুন পরাণর বন্ধু, শুন আমার কথা।
এমন করি তুমি আমার ন খাইও মাথা॥
তোমারে পাইয়া আমার বাড়ি গেল তিয়াস[৭]।
এই কালে ন আইন্য রে বন্ধু, ডাকি এমন সব্বনাশ॥'

৭। তিয়াস=তৃষ্ণা।

এত দূরা জমিন আমি ফালাইমু কাটিয়া।
শুনিলে খুড়ায় মোরে ফালাইবে মারিয়া॥

এই কথা রামভাঁড়ালী যখনে শুনিল।
বুদ্ধি করিয়া কথা কহিতে লাগিল॥
'শুন শুন রঙ্গমালা কই তোমার ঠাঁই।
বেজুইতে দীঘি দিলে কোন লভ্য নাই॥
চোখুট করিয়া দীঘি দিলে সুন্দর হইব।
আমার হাতে দেও রসি মাপিয়া যে দিব॥

ন শুনিল রাজচন্দর রঙ্গমালার কথা।
ন বুঝিল আপ্তারাম কইন্যার মনর ব্যাথা ॥
রাজচন্দর চৌধ্রী তখন হুকুম করিল।
জমিন মাপা রসি আপতারাম হাজির করিল ॥

'কোন খানে দিবা দীঘি দেখাই দেও আগে।'
এই কথা শুনি গেল বাড়ীর পশ্চিম ভাগে ॥
বাড়ীর পশ্চিম যাই আপ্তারাম জমিন দেখাইল।
জমিন দেখি রাজচন্দর কইতে লাগিল ॥
'শুন শুন আপ্তারাম, আমি জিগাই তোমার ঠাঁই।
কত হাত দীঘি হইব আমারে কইবা বুঝাই ॥'

আপন হাতে আপ্তারাম রসি মাপি দিল।
এই মাথায় সেই মাথায় মাপের রসি ফালাইল ॥
এই মাথায় সেই মাথায় রসির জমিন কালি করি।
সাড়ে বাইশ দ্রোণ[৭] জমি হইল রসির ভিতরি ॥
আলগে থাকি রঙ্গমালা নজর করি চায়।
আপ্তারামে জমিন মাপে এমন দেখা যায় ॥
হাহাকার করি উডিল রঙ্গমালার মনে।
সব্বস্বি বিনাশ হইব এই দীঘির কারণে ॥

৭। দ্রোণ=১৬ বিঘায় এক দ্রোণ

এই কথা রঙ্গমালায় যখনে শুনিল।
মাইয়া পোলা মানুষ রঙ্গ বুঝিতে নারিল ॥
রামার হাতে রসি মাপিয়া সে লইল।
এই মাথায় হেই মাথায় তখন রসি ফেলাইয়া দিল ॥
এই সে দিক তখন কালিক করিল।
আড়াই দোরণ জমীন কালিকেতে পাইল ॥

ঘরে যাই রঙ্গমালা কান্দিতে লাগিল।
রঙ্গর মনর কথা কেহ ন বুঝিল॥

এদিকে হইল কিবা শুন সভাজন।
আপ্‌তারাম মাপি দিল জমি সাড়ে বাইশ দ্রোণ॥
দেখি শুনি রাজচন্দর মাথাত্‌ দিল হাত।
এত বড়ো দীঘি কাডন লাইগ্‌ব মুখে ন সরে বাত[৮]॥
এই কথা রামভাঁড়ালী যখনে বুঝিল।
বুদ্ধি খাটাই আপ্‌তারামরে বুঝাইতে লাগিল॥

'শুন শুন আপতারাম কই তোমার ঠাঁই।
বেজুইতে[৯] দীঘি কাড়ি কনো ফায়দা[১০] নাই॥
তুমি যে মাপ দিলা সেই মাপ থাকিব।
চৌখুট[১১] করিলে দীঘি সুন্দর হইব॥'
এই কথা আপ্‌তারাম যখনে শুনিল।
রামভাঁড়ালীর চালাকী বুড়া বুঝিতে ন পারিল॥
রামভাঁড়ালী রসি লই জমিন মাপিয়া।
আড়াই দ্রোণ জমিন হইল জমি কালি করিয়া॥
চাইর কোণায় চাইর কলাগাছ তখনি পুতিল।
দেখিয়া ত আপতারাম বড় খুশী হইল॥

৮। বাত=বাক্য। ৯। বেজুইত=অস্বাভাবিক। ১০। ফায়দা=লাভ। ১১। চৌখুট=চতুষ্কোণ।

চাইর কোনায় চাইর রাম কলাগাছ তখনই গাড়াইল।
এই মতে রাজচন্দ্র রঙ্গের আগে কইতে লাগিল॥
মঘের জন্য যামু আমি শীঘ্র বাড়ী চল॥
বাড়ীতে যাইয়া সুন্দরীয়ে দিল দরশন।
ছেন সন্ধ্যা খানা আদি করিল তখন॥

জমি মাপি রাজচন্দর আইড্‌গাবাড়ী গেল।
যাইবার কলে রঙ্গর সাথে দেখা ন করিল॥
ঘরে পড়ি কান্দে হায় রে রঙ্গমালা সোন্দরী।
আপন বাপ হইল আইজ তার বিষম বৈরী॥
সইন্ধ্যা বেলা রাজচন্দর নরবাড়ীত্‌ আইল।
মনর দুক্ষে রঙ্গমালা কথা নাই ত কইল॥

রাজচন্দর বলে,—'রঙ্গমালা কই তোমার ঠাঁই।
শীঘ্র করি বিদায় দেও কাইল মঘ[১২] আন্‌তাম্‌ যাই॥'
এই কথা রঙ্গমালা যখনে শুনিল।
কান্দিয়া চরণ ধরি কইতে লাগিল॥
'শুন শুন পরাণর বন্ধু, আমি কই বুঝাইয়া।
এউকগা বচ্ছর এই কাম রহুক মঞ্জিয়া[১৩]॥
এউকগা বচ্ছর থাকো রে বন্ধু,
তুমি আমার চৌক্ষের মণি হই।
তারপরে যা হইবার হইব যা করেন গোসাই॥'

ন শুনিল রাজচন্দর রঙ্গমালার কথা।
কারে বা কইব কইন্যা আপন মনর ব্যাথা॥

১২। মঘ=মঘ জাতীয় শ্রমিক। ১৩। মঞ্জিয়া—স্থগিত হইয়া।

রাজচন্দ্র বোলে সুন্দরী কই তোমার ঠাঁই।
শীঘ্র করি দেও বিদায় মঘ আইন্‌তাম যাই॥

এইকথা সুন্দরীয়ে যখনে শুনিল।
মহারাজের আগে কথা কহিতে লাগিল॥
ধূয়া—যাবে যদি প্রাণনাথ আসিবে কবে বলে যাও।
খানিকক্ষণ বিলম্ব হইলে সে দুঃখিনীর মাথা খাও।

(১৯)

শুনেন শুনেন ইন্দ্র সভা কই সবার ঠাঁই।+
রাম্যা মগের কথা এখন কইয়া জানাই॥+
হাজারে বিজারে ছিল তার কামিলা[১] গাবুর[২]।+
বন কাড়ি কইরছে মগা যেমন রাজার পুর॥+
বড়ো পালোয়ান মগা কারে ন ডরায়।+
এক মণ মইষের দুধ মগা এক বেলায় খায়॥+
সোনার খাড়ে গাও মগার রূপার খাড়ে পাও।
পঞ্চ দাসীয়ে দাবে[৩] মগ্যার গাও হাত পাও॥

নরবাড়ীরতুন বিদায় হই রাজচন্দর কাছারিতে গেল।
রামভাঁড়ালীরে সাথে লই মগ্যার বাড়ীত্ চলিল॥
সেই খানেরতুন দোনোজনে টাঙ্গন দিল ছাড়ি।
একোই দৌড়ে চলি গেল রাম্যা মগের বাড়ী॥
গাছের লগে[৪] টাঙ্গন ঘোড়া বন্ধন করিল।
'রাম্যা মগ রাম্যা মগ'—বলি বোলাইতে[৫] লাগিল॥
এক ডাক দুই ডাক তিন ডাক দিল।
চাইর ডাকে রাম্যা মগা কর্ণেত শুনিল॥
দাসীরে বোলাই রাম্যা কয় তার ঠাঁই।
'ঘাঁডার[৬] আগে কেবা ডাকে দেখ বাইরে যাই॥
এক—নাম ধরি ডাইকতে পারে আমার মায় আর বাপে।
আর যৎকিঞ্চিত বোলাইতে পারে
বাবুপুরের বাবুচাঁদের পুতে॥

১। কামিলা=শ্রমিক। ২। গাবুর=পাহাড়ীয়া বলবান শ্রমিক।
৩। দাবে=মর্দন করে। ৪। লগে=সঙ্গে। ৫। বোলাইতে=ডাকিতে।
৬। ঘাঁডার=রাজপথের।

বুড়া যদি হয় দেও শালে উডাইয়া[৭] ।
পোলা পাইন[৮] হইলে দেও থানায় পাঠাইয়া ।
যোয়ান মরদ হইলে তারে ফালাইবা কাডিয়া ॥'

এই কথা মগের দাসী যখনে শুনিল ।
ধামাদাও[৯] হাতে লই আগদরজাত্ গেল ॥
কতক দূর যাই দাসী নজর করি চায় ।
বাবুরামর পুত আইছে এমন দেখা যায় ॥
একই দৌড়ে মইগ্যার দাসী মগ্যার কাছে গেল ।
বাবুচাঁদের পুত আইছে সমাচার কইল ॥
বাবুচাঁদের পুতর কথা রাম্যা যখন শুনিল ।
চক্‌মইক্যা[১০] হই এক দৌড়ে আগদরজায় আইল ॥
গলাতে কাপড় বান্ধি নমস্কার করিয়া ।
কইতে লাগিল কথা 'মহারাজ' ডাকিয়া ॥
'হাজার ট্যাকা সেলামী দিয়া ন পাই দরশন ।
আপনে আপনে আইলেন মহারাজ কিসের কারণ ॥'

এই কথা রাজচন্দর যখনে শুনিল ।
রাম্যা মগের আগে কথা কইতে লাগিল ॥
'শুন শুন রাম সদ্দার তুমি আমার ভাই ।
তোমার কাছে আইছি আমি
এউক্‌গা[১১] দীঘি খোদাইতাম্ চাই[১২] ॥

৭। শালে উডাইয়া=শূলে উঠাইয়া। ৮। পোলাপাইন=ছেলেমানুষ। ৯। ধামাদাও—মঘদের নির্মিত যুদ্ধে ব্যবহার্য বড়ো দা। ১০। চকমইক্যা—ব্যস্ত, চঞ্চল। ১১। এউকগা=একটা। ১২। খোদাইতাম চাই=খুঁদিতে ইচ্ছা করি।

কাম্‌লা জুম্‌লা আছে তোমার হাজারে বিজারে।+
দীঘি কাড়নের[১৩] কাম্‌লা চাই জানাই তোমারে ॥+

এই কথা রাম্যা মগা যখনে শুনিল।
রাজচন্দরর আগে কথা কইতে লাগিল ॥
'বাড়ীত্‌ থাকি মহারাজ দিতেন হুকুম করিয়া।
দুই চাইর হাজার গাবুর আমি দিতাম পাঠাইয়া ॥'

এই কথা রাজচন্দর যখনে শুনিল।
মধুর বচনে কথা কইতে লাগিল ॥
'শুন শুন রাম দাদা, কই তোমার ঠাঁই।
গোপ্ত ভাবে কাড়ামু দীঘি অন্যে জাইনব নাই ॥'
কার দীঘি কেবা কাড়ায় পরকাশ ন হইব।
যত লাগে কিস্মত্‌[১৪] তোমারে আমি তাহা দিব ॥'

রাম্যা মগে বলে, 'আমি বুঝি রে ভাবিয়া।
গোপ্ত ভাবে দীঘি আমি দিমু রে কাড়াইয়া ॥
বারো-শত নাতী আমার তের হাজার পুতি[১৫]।
দীঘি কাড়ি ভাগে পইড়ব মাটি এক এক রতি ॥
খাওনের যোগাড় মহারাজ করি রাখন চাই।+
হাজার মণ চিড়া আর হাজার মণ দই ॥'

* * *

১৩। কাড়নের=কাটিবার। ১৪। কিস্মত=পারিশ্রমিক, মূল্য
১৫। পুতি=পৌত্র।

* * * ইহার পর এই অধ্যায়ে (সেন মহাশয়ের ৫ম খণ্ড ৩য় অঃ) সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় যে প্রকার বর্ণনা আছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

এই কথা বলি মগ্যায় কোন কাম করিল।
পিতলা নাগরার মধ্যে দমদম বাড়ি দিল ॥

বিদায় লই রাজচন্দর পথে মেলা দিল।+
পথে আসি রামভাঁড়ালী রাজচন্দর রে কইল ॥+
'শুনেন শুনেন শুহারাজ, আমি কইয়া বুঝাই।+
এই দীঘি কাডনের কথা গোপ্ত থাইক্‌ব নাই ॥+
নিচ্চয়[১৬] দীঘির কথা খুড়ার কর্ণেতে যাইব।+
খুড়া শুনি দীঘির কথা ঝামেলা বাধাইব ॥+
এই কথা রাজচন্দর যখনে শুনিল।+
এড়াই বেড়াই[১৭] রামভাঁড়ালী রে ঠাস্যাই[১৮] ধরিল ॥+
'কও কও রাম দাদা, কি হইব উপায়।+
কনো বুদ্ধি নাই সে আসে আমার মাথায় ॥' +
এই কথা রামভাড়ালী যখনে শুনিল।+
ভাবি চিন্তি রাজচন্দর রে কইতে লাগিল ॥+

১৬। নিচ্চয়=নিশ্চয়। ১৭। এড়াই বেড়াই=নাছোড় হইয়া, অতি আগ্রহে। ১৮। ঠাস্যাই=ঠাসিয়া, চাপিয়া।

যত আছিল মগের সৈন্য লইল দৌড়াদৌড়ি ॥
* * * *
একে একে রাম্যা মগে নাম ধরিয়া ডাকে।
ওড়া(১) কোদাল লইয়া মগ চলে লাখে লাখে ॥
মঘ লইয়া মহারাজ কইরছে আগমন।
তাহেবপুর নরবাড়ীতে দিল দরশন ॥
এই দিগে সুন্দরীয়ে নজর করি চায়।
মহারাজ আসিয়াছে এমন দেখা যায় ॥
রন্ধন করিয়া অন্ন তৈয়ার করিল।
দাসীর আগে তখন হুকুম করিল ॥

১। ওড়া=মাটিকাটা ঝুড়ি।

'শুনেন শুনেন মহারাজ, কই আপনের ঠাঁই।+
জমিদারী ভাগ করণ ছাড়া আর কনো উপায় নাই ॥+
খুড়ায় ন দিব তোমারে জমিদারী ভাগ করিয়া।
ইঙ্গা চৌধ্রী বাড়ীত্ চল পরামিশের[১৯] লাগিয়া ॥

ইঙ্গা চৌধুরী ও তাঁর ভাই ভেলু চৌধুরী ছিলেন বড়ো জমিদার ও নবাবের দেওয়ান। বাবুপুরের চৌধ্রীরা ইঙ্গা চৌধুরীর দেওয়ানীর অধীন জমিদার। সে জন্য রাজচন্দ্র ও রামভাঁড়ালী—

যুক্তি করি দুই জনে কইরছে আগমন।
মাধব পাটনীর ঘাটে যাই দিল দরশন ॥
মাধব পাটনীর ঘাট তারা পার হইয়া গেল।
ইঙ্গা চৌধ্রীর দরবারে যাই উপস্থিত হইল ॥
আলগে থাকি ইঙ্গা চৌধ্রী নজর করি চায়।
বাবুচাঁদের পুত্ররে দেখি কাছেতে বসায় ॥
কি জন্য আসিয়াছ জিজ্ঞাসা করিল।
খুড়ার হাল সমাচার[২০] সকল জানাইল ॥

এই কথা ইঙ্গা চৌধ্রী যখনে শুনিল।
রাজচন্দরর আগে কথা কইতে লাগিল ॥
'চাইর আনি হিস্যা মোরে দিবা লিখিপড়ি।
তোমার বাপর জমিদারি দিমু[২১] দখল করি ॥

১৯। পরামিশ=পরামর্শ। ২০। হাল সমাচার=বর্তমান ব্যবহার ও সংবাদ। ২১। দিমু=দিব।

খাওয়া লাওয়া শেষ করিয়া আগদরজায় গেল।
যত আছিল মঘের সৈন্য দেখাইয়া দিল ॥
তোলা জল আনি চৌধ্রীরে ছেয়ান করাইল।
পাকঘরে আনি তারে ভোজন করাইল ॥

আলগে থাকি ভেলু চৌধ্রী নজর করি চায়।
রাজচন্দররে পরামিশ দেয় এমন দেখা যায়॥
দাদা বলি ভেলু চৌধ্রী কাছেতে আসিল।
পরামিশ দিবার লাগি মানা যে করিল॥
ইঙ্গা চৌধ্রী বলে,—'ভেলু, জানো না ত তুমি।
রাজিন্দর খুড়ার ভাতিজা এরে চিনি আমি॥
চাইর আনি হিস্সা লইব লিখিয়া পড়িয়া।
তার বাপর জমিদারি দিমু দখল করিয়া॥'

এই কথা ভেলু চৌধ্রী যখনে শুনিল।
ইঙ্গা চৌধ্রীরে কথা বুঝাইতে লাগিল॥
'শুনেন শুনেন ভাই ছায়েব, কই আপনের ঠাঁই।
চাইর আনি হিস্সা দিয়া কনো কায্য নাই॥
হিস্সার কায্য নাই রে দাদা, হিস্সার কায্য নাই।
আমরা বাঁচি থাইকলে পরে বহুত যাগা[২২] পাই॥

২২। যাগা=যায়গা, জমিদারি।

সুন্দরীয়ে বলে চৌধ্রী কই তোমার ঠাঁই।
রাম্যা মগের নাম শুইনাছি দেখিবারে চাই॥

ইহার পর সেন মহাশয়ের সম্পাদনার ৪র্থ অধ্যায়—

রাম সর্দার রাম সর্দার যখন ডাক দিল।
মহারাজের সামনে আসি খাড়া যে হইল॥
আলগে থাকি সুন্দরীয়ে নজর করি চায়।
পাহাড়ের মত মগ্যা এমন দেখা যায়॥

রাম্যা মগেরে দেখি সুন্দরী ভাবিতে লাগিল।
মহারাজের আগে কথা কইতে লাগিল॥

চান্দা বড়ো বীর দাদা, চান্দা বড়ো বীর।
এক চাঁদভাঁড়ালীয়ে কাডে নয়'শ যোয়ানর শির॥
একদিন পাঠাইছিলা মোরে আবওয়াবর লাই[২৩]।
লাড়ির গুতায় গড়ের পানি দিছে রে খাবাই[২৪]॥
যত মাইর মাইরল আমাগো[২৫] কমু[২৬] কার ঠাঁই।
গুল্ পিড্নি পিডন দিয়া দিল রে ধাবাই[২৭]॥'
এই কথা ইঙ্গা চৌধ্রী যখনে শুনিল।
আগুনর হুলুকা[২৮] যেমন জ্বলি ত উডিল॥
ইঙ্গা চৌধ্রী বলে,—'ভেলু, হয় নারে হয়[২৯]।
আমার কথা শুইনলে এখন মাথা তুইলত নয়[৩০]॥
আপনা ইচ্ছায় জমিদারি ন দিলে ছাড়িয়া।
বাবুপুর সওরে আগুন দিব ত লাগাইয়া॥'

২৩। আবওয়ারের লাই=নির্দিষ্ট খাজনার অতিরিক্ত রাজস্বের লাগিয়া। ২৪। খাবাই=খাওয়াইয়া। ২৫। আমাগো=আমাদের। ২৬। কমু=কহিব। ২৭। ধাবাই=তাড়াইয়া। ২৮। হুলুকা=হল্কা, মশাল। ২৯। হয় না রে হয়=বেশ বেশ। ৩০। তুইলত নয়=তুলিতে সাহস করিত না।

দীঘির কায্য নাই মহারাজ দীঘির কায্য নাই।
তুমি থাইকলে বাঁচি কত দীঘি পাই॥
আইজগা রামা মগে আমারে যাইব গো দেখিয়া।
কাইলগা আসি তোমার মুণ্ড ফালাইব কাটিয়া।
পরশু আমি দুঃখিনীরে লই যাইব বান্ধিয়া॥

এই কথা মহারাজ কানেতে শুনিয়া।
রঙ্গমালার আগে কথা কহিল ভাঙ্গিয়া॥

রাজচন্দররে তখন ইঙ্গা হুকুম করি দিল।
খুড়ার কাছে যাইবারে পরামিশ দিল॥
'আমার কাযো আমি আছি তুমি যাও চলি।
তোমার বাপর জমিদারি চাইবা খুড়ারে বুঝাই বলি॥
এই কথার উত্তুর কি কয় জানাইবা আমারে।
বুঝিসুঝি করিবা কাম জানাইবা অন্তরে[৩১]॥

ইহা শুনি রাজচন্দর রামারে লইয়া।+
আপন বাড়ীত্ চলিল রে টাঙ্গন ছাড়িয়া॥+

৩১। অন্তরে—ঘটনার পরে।

মগপাড়ায় গেছি আমি খাজনার লাগিয়া।
কত মগ আইনছি আমি কান চাবি(২) ধরিয়া॥

সুন্দরী তোমার কোনো ভাবনা নাই। এইসব মগ আমার পরজা। আঁর সঙ্গে বেয়াদপি কথা কখনও কইত নয়।

মহারাজ আমি বিশ্বাস করি না। যদি আমনে এক কাজ করেন তা হইলে বিশ্বাস করি। যদি রাম্যা মগের পায়ের মধ্যে বেড়ী লাগাই দেন।

রাজচন্দ্রে বোলে রাম তুমি আইও কাছে, রঙ্গমালার লগে আমি ঠেকলাম মহা পেঁচে। রঙ্গমালায় কয় রাম্যা মগের পায় বেড়ী লাগাইতাম। আঁই কি পরকারে বেড়ী লাগাই। যদি বেড়ী লাগাইতাম যাই যদি রাম্যামগে কয় মহারাজ আঁই কি অপরাধ করল্যাম আমার পায়ে বেড়ী দিবেন। তখন আমি কি উত্তর কইরব।

রামায় বোলে মহারাজ বুদ্ধি আছে। মাইয়াপোলার পীরিতে মইজলে ঠেকতে হয় পেঁচে। যখন আমনে বেড়ী লই যাইবেন রাম্যামগের কাছে যদি রাম্যামগে আমনেরে জিজ্ঞাসা করে আমনে উত্তর করবেন এই দেখ রাম সর্দার আমি তোমার পার মধ্যে বেড়ী লাগামু কি জানি যদি আঁর

(২) কান চাবি—কান চাপিয়া।

(২০)

বাড়ীত্ আসি রাজচন্দর কারে কিছু ন জানাইল।
পরভাত কালে রাজিন্দর খুড়ার দরবারে চলিল॥
আলগে থাকি রাজচন্দর নজর করি চায়।
চাঁদভাঁড়ালী রাজিন্দর খুড়ারে দরবারে দেখা যায়॥
দরবারে যাই রাজচন্দর গদীত্ বসিল।
খুড়ার সামনে কথা কইতে লাগিল॥

(ক) শুনেন শুনেন খুড়া ঠাকুর, আমি কই আপনের ঠাঁই।
আমার বাপর জমিদারি আমারে দিউন ত বুঝাই॥

দীঘি কাডা ফেলি পলাই যাও। তা হইলে ত আঁর সরম হইব। এইজন্যে আমি তোমার পার মধ্যে বেড়ী দিউম।

এই কথা রাম্যা মগ বখনে শুনিল।
হাসি হাসি কয় মগ্যায় বেড়ী লাগাইল॥
আইয়ারা কাইয়ারা ইরু সিং বীরু সিং দীঘি।
খোয়াসাগর জগন্নাথ কমলার দীঘি॥
কমলার দীঘি সকল কাটাইছি।
দমদমা কাডিতে আঁড়ুর জরাপ(৩) পাইছি॥
এই কথা কই মহারাজ বড় দিলেন লাজ।
এই দীঘি কাইটে আমার কতক্ষণের কাজ॥
এই বলি মগের সৈন্য হুকুম করি দিল।
ফারা(৪) ফারা বোলি মগে দীঘির কোব ধরিল॥

(ক)—এখান হইতে ছয়টি ছত্রের বর্ণনা সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় নিম্নোদ্ধৃত দশটি ছত্রে বর্ণিত হইয়াছে।—

শুন শুন রাজিন্দ্র খুড়া কই তোমায় ঠাঁই।
আমার বাপের জমিদারি দেওনা বুঝাই॥

(৩) আঁড়ুর জরাপ— হাঁটুতে ব্যথা। (৪) ফারা—মঘদের ঈশ্বরের নাম।

উদয়চন্দর রাজকমল তাগরে নিল যমে।
ষোল আনা জমিদারি আছে আপনের নামে॥
এখনে আমি সাবালক হইলাম, বুঝি কাজ কাম।
আমার জমিদারি আমারে দিলে হইব সুনাম॥'

এই কথা রাজিন্দর খুড়া যখনে শুনিল।
সাননের[১] কাগজখান বাইর করি লইল॥
ষোল আনা জমিদারি হিসাব করিয়া।
সাত আনি অংশ খুড়া সাননেতে পাইয়া॥
সাত আনি আর নয় আনি পির্‌থক করিল।
রাজচন্দরের নয় আনি সানন লিখিতে লাগিল॥

আলগে থাকি চাঁদভাড়ালী নজর করি চায়।
রাজচন্দররে দেয় হিস্যা[২] এমন দেখা যায়॥

১। সাননের=নবাবী সনদের। ২। হিস্যা=ভাগ, অংশ।

পাশাখেলাই আমার বাপে জমিদারি পাইল।
সেইকালে রাজিন্দ্র খুড়ায় কোথায় আছিল॥
উদয়চন্দ্র রাজকমল তাগর নিল যমে।
ষোলআনা জমিদারী তুমি খুড়ার নামে॥
এতদিন খাইচ খুড়া পোলারে ভাড়াইয়া(১)।
এখন কালে লইব আমি মোগরে(২) টেঙ্গাইয়া
তুমি কর জমিদারি আমি মাগি খাই।
বুঝি চাইলাম রাজিন্দ্র খুড়ার দয়াধর্ম নাই॥

(১) পোলারে ভাড়াইয়া=বালক পুত্রকে ফাঁকি দিয়া।
(২) মোগরে=মুগুর দিয়া।

কাছে আসি চাঁদভাঁড়ালী সানন হাতে লইল।
মধ্যখান দি সানন খান চিড়িয়া ফেলাইল॥
'শুন শুন রাজিন্দর খুড়া, কই তোমার ঠাঁই।
দম[৩] থাইক্‌তে রাজচন্দররে দখল দিব নাই॥

আইজ দিবা জমিদারি লিখিয়া পড়িয়া।
কাইল খোয়াইব সব পীরিতর লাগিয়া॥
বিয়া করাইলাম কন্যা ফুলেশ্বরী রাই[৪]।
তারে থুই মইজাছে পাগলা নরবাড়ীত যাই॥+
রামগইত্যা গুঁজার বউ অপ্‌তারামের মাইয়া।+
তারে লই পড়ি থাকে নরবাড়ীত্ যাইয়া॥ +
লোকে কয় আপতার নামে দীঘি কাডাইব।+
সে কারণে জমিদারি আপন হাতে লইব॥+
ইন্সা চৌধ্রী হইছে তার পরামিশদাতা।+
আপনারে কইলাম আমি সগল গোপ্ত কথা॥' +

এই কথা রাজচন্দর যখনে শুনিল।
লাফ দি পড়ি চাঁদভাঁড়ালীর চুল চাপি ধরিল॥
'আমার বাপর জমিদারি দিব আমারে লিখিয়া।
তুই কে রে হারামজাদা, সানন ফালাইলি ছিঁড়িয়া॥'
তিন চাইর কিল মারিল ঘেণ্ডির[৫] উপর।
কিছু ন বোলাইল চাঁদ যেমন পাথর॥
খুড়ায় যাই রাজচন্দররে ছাড়াই আনিল।
পোলাপানের কাণ্ড বলি চাঁদারে বুঝাইল॥

৩। দম=প্রাণবায়ু। ৪। ফুলেশ্বরী রাই=রাধিকার মত পরমাসুন্দরী।
৫। ঘেণ্ডির=ঘাড়ের।

হাসিয়া কইল চাঁদ, 'শুন কুমার, কই।
বড়ো হইলে আক্কল[৬] হইব বুঝিবা সবাই ॥'*

(২১)

চাঁদভাঁড়ালীর পরামর্শে রাজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী জমিদারি ভাগ কোরে দিলেন না। লোকমুখে ব্যাপারটা শুনে—

এই খানে ইঙ্গা চৌধ্রী কন কাম করিল।
যুদ্ধের সাজ সজ্জা চৌধ্রী করিতে লাগিল ॥
এইখানে রাজচন্দর মনে রাগ পাইয়া[১]।
ইঙ্গা চৌধ্রীর কাছে পত্র দিল পাঠাইয়া ॥
পত্র পাই ইঙ্গা চৌধ্রী কন কাম করিল।
রাজচন্দররে আইবার[২] লাগি পত্র পাঠাইল ॥
পত্র পাই রাজচন্দর ইঙ্গার কাছে গেল।
আদর করি সামনে বসাই কইতে লাগিল ॥
'চাইর আনি হিস্যা দিবা জবান[৩] তোমার আছে।+
আগে দলিল লিখি দেও আমি দেখমু[৪] পাছে ॥+

৬। আক্কল=বিচার বুদ্ধি।

১। রাগ পাইয়া=ক্রুদ্ধ হইয়া। ২। আইবার=আসিবার। ৩। জবান=কথা। ৪। দেখমু=দেখিব।

পাঠান্তর :—*খাড়াই রইছে চাঁদভাঁড়ালী যেমন পাথর ॥
খুড়ার ডরে রাজচন্দ্রেরে কিছু না কহিল।
কিল খাইয়া চাঁদভাঁড়ালী চুপ করিয়া রহিল ॥'
মার ধর রাজচন্দ্র মনে পাইয়া দুঃখ।
আমার কথা মজা লাইগব যখন পাইবা সুখ ॥

নয় আনি হিস্যা তোমার দখল করিয়া।+
আমার চাইর আনি লইমু[৫] হিসাব দেখিয়া॥'+

এই কথা রাজচন্দর যখনে শুনিল।
চাইর আনি হিস্যা দিব বলি কাগজ লিখিল।
রাজচন্দর নিজ হাতে দস্তখত করি দিল॥
রাজচন্দরর দলিলখান সাবধানে রাখিয়া।
কাছে আছিল চিনের[৬] কাগজ লইল টানিয়া॥
পত্র লিখিল ইঙ্গা চৌধ্রী খুড়ার বরাবর।+
পত্রে জানাইল সব রাজচন্দরর খবর॥+
'শুন শুন রাজিন্দ্রনারাইন, আমি কইয়া বুঝাই।+
রাজকমল আছিল জানি তোমার বড়ো ভাই॥+
উদয়চন্দ্র রাজকমল তাগরে নিল যমে।
ষোল আনা জমিদারি হইল রাজিন্দর নারাইনের নামে॥
তুমি কর জমিদারি তোমার ভাতিজা ভিক্ষা করে।
এই কীর্তি পরচার[৭] তোমার দেশ বিদেশের ঘরে॥
তার বাপর জমিদারি তারে ন দেও কেন।
পাইয়া পরের মাল[৮] বাপর তাল্লুক জান॥
যদি তার জমিদারি ন দেও ছাড়িয়া।
বাবুপুরর সহর ভাঙ্গি দিমু দরিয়া ভাসাইয়া॥'
লেখি পড়ি পত্রখান ভরি দিল খাম।
নীচে লিখিয়া দিল ইঙ্গা চৌধুরীর নাম॥
পেয়াদারে ডাকি দিল হুকুম করিয়া।
'বাবুপুরে যাও তুমি পত্র লইয়া'॥

৫। লইমু=লইব। ৬। চিনের=চিন দেশে প্রস্তুত। ৭। পরচার=প্রচার। ৮। মাল=সম্পদ।

পত্র লই পেয়াদায় কইরছে আগমন।
সিন্দুর কাইত বাবুপুর যাই দিল দরশন ॥
আলগে থাকি জান মহম্মদ নজর করি চায়।
চাঁদভাঁড়ালী রাজিন্দর খুড়ারে দরবারে দেখা যায় ॥
পত্র নিয়া জান মহম্মদ খুড়ার হাতে দিল।
কুলুপ[৯] খুলি পত্র খুড়া পড়িতে লাগিল ॥
পত্র পড়ি রাজিন্দর খুড়া ওয়াকিব হইয়া।
কহিতে লাগিল খুড়া চান্দারে ডাকিয়া ॥

'শুন শুন চান্দা বাপ, কই তোমার ঠাঁই।
আগুন লাগাইছে পাগলায় সদর ঘরে যাই ॥
ইঙ্গা চৌধ্রী দেওয়ান যুদ্ধ করিয়া।
জমিদারি কাড়ি লইব রাজচন্দরর লাগিয়া ॥
বিনা লাভে ইঙ্গা চৌধ্রী একখান পাতা নাই লাড়ে[১০]।
ফাঁকি দিব পাগলারে জমিদারি দখলের পরে ॥'

এই কথা চাঁদভাঁড়ালী যখনে শুনিল।
রাজিন্দর খুড়ারে কথা কইতে লাগিল ॥
'শুনেন শুনেন খুড়া ঠাকুর কই আপনের ঠাঁই।
এয়ার[১১] লাগি আপনের কনো ভাবনা নাই ॥
পত্র দিছে ইঙ্গা চৌধ্রী ডর দেখাইয়া।
বাঘের সামনে ডরে আমরা যাইমু গলিয়া ॥
যদি তুমি খুড়া ঠাকুর, 'হুকুম কর মোরে।
এয়ার কিছু অনুসন্ধান[১২] পারি করিবারে ॥'

৯। কুলুপ=সীলকরা খাম, তালা। ১০। লাড়ে=নাড়ে, সরায়। ১১। এয়ার=ইহার। ১২। অনুসন্ধান=ব্যবস্থা।

এই কথা রাজিন্দর খুড়ায় যখনে শুনিল।
চাঁদভাঁড়ালীর আগে কথা কইতে লাগিল॥
'ভাইর ঘরর ভাতিজা আমার ফালাইবি কাডিয়া।
আমি মইরলে কাষ্ট[১৩] কইরব কোন পুতে আসিয়া॥
শুন শুন চান্দা বাপ, কই তোমার ঠাঁই।
তিন গুল্লি ন লাগে যেন রাজচন্দরর গায়॥
পোলাপান মানুষ বদ্ খেয়ালে পড়িয়া।
আকাম করিছে লোকের পরামিশ পাইয়া॥'

এই কথা চাঁদভাঁড়ালী যখনে শুনিল।
কেম্‌নে কায্য সুসার[১৪] হইব ভাবিতে লাগিল॥
ভাবিচিন্তি চাঁদভাঁড়ালী খুড়ার কাছে কয়।
'ইঙ্গা চৌধ্রীর কাছে একখান চিঠি লিখ্‌বার হয়[১৫]॥
আপনে একখান চিঠি লিখেন ইঙ্গা চৌধ্রীর কাছে।
"তোমার আমার বিবাদে কোন বা কায্য আছে॥
তুমি হইলা মোছলমানর পোলা আমি হিঁদুর ছাইলে[১৬]।
বড়ো খুশী হই আমি দোস্তী হইলে॥
ভাতিজার জমিদারি সে যাইব লইয়া।
তোমার আমার মনোবাদ হইব কিসের লাগিয়া॥
আমি যাইব তোমার বাড়ী তোমারে জানাই।
পরামিশ করিব দোনো দোস্তে বসি একঠাঁই॥"

চাঁদভাঁড়ালীর কথামতন পত্র লেখিয়া।
মঙ্গল সিংরে বোলাই পত্র দিল পাঠাইয়া॥

১৩। কাষ্ট=মুখাগ্নি ও শ্রাদ্ধ। ১৪। কায্য সুসার=কার্যসিদ্ধ। ১৫। লিখবার হয়=লিখিতে হইবে। ১৬। ছাইলে=ছেলে।

পত্র লই মঙ্গলসিং দেওয়ানগঞ্জে গেল ।
পত্র পাই ইঙ্গা চৌধ্রী পড়িতে লাগিল ॥
পত্র পড়ি সগল কথা ওয়াকিব হইয়া ।
কইতে লাগিল কথা ভাই ভেলুরে বোলাইয়া ॥
'শুন চাই রে ভেলু ভাই, তোমারে বুঝাই ।
দোস্তীর লাগি রাজিনারাইন দিছে পত্র পাঠাই ॥
আমি হেন জমিদার ভাটি বাংলায় নাই ।
আর জমিদার চলে আমারে ডরাই ॥
পত্র দিছি রে আমি জঙ্গের লাগিয়া ।
রাজিনারাইন পত্র দিছে দোস্তীর লাগিয়া ॥
দিন তারিক করি দিছে আইবার লাই[১৭] ।
এইখানে আসি হিস্থা আমারে দিব ত বুঝাই ॥

এই কথা ভেলু চৌধ্রী যখনে শুনিল ।
কচর্[১৮] করি ভেলু চৌধ্রীর পেডত্[১৯] কামড় দিল ॥
'শুন শুন ভাই ছায়েব, কই তোমার ঠাঁই ।
আগে দোস্তী পরে কোস্তি[২০] দিব রে লাগাই ॥'
ইঙ্গায় বলে,—'ভেলু তোমার কনো চিন্তা নাই ।
ভালা ভালা খানার চিজ্ তৈয়ার কর যাই ॥'

(২২)

এইদিগে কি হইল কথা শুন বিবরণ ।
চাঁদভাঁড়ালীরে লই খুড়া কইরছে আগমন ॥

১৭। আইবার লাই—আসিবার লাগিয়া। ১৮। কচর—কচকচ ব্যথা। ১৯। পেডত্—পেটে। ২০। কোস্তি—কুস্তি, মারামারি।

পালকিত্ চড়ি রাজিনারাইন কইরছে গমন।
সঙ্গে চলে চাঁদভাঁড়ালী চড়িয়া টাঙ্গন[১] ॥
মাধব পাটনীর ঘাটে যাই দরশন দিল।
আলগে থাকি মাধব পাটনী নজর করি চায়।
মহারাজ আইছেন ঘাটে এমন দেখা যায় ॥
নোড়ানুড়ি[২] আসি মাধব পালকি নুকাত্[৩] তুলিল।
চাঁদভাঁড়ালী ঘোড়া লই নুকাত্ উডিল ॥
মাঝ দরিয়ায় যাই নুকা ডুবা চরে উডিয়া।
ঘোড়া পালকি সহিতে নুকা রইল ঠেকিয়া ॥
কি করিব মাধব পাটনী মনে ভাবি সার।
নুকা চলিব ফিরি তবে আইলে জুয়ার ॥

দেখি শুনি চাঁদভাঁড়ালী পানিত নাবি গেল।
জয়কালী জিকির মারি[৪] নুকায় এক ঠেলা দিল ॥
এক্কই ঠেলায় নুকা চররতুন নাবিয়া।
হেই[৫] পারের ডেঙ্গায়[৬] নুকা উডিল ত গিয়া ॥
আষ্ট বেয়ারায় আসি পালকি কাঁধত্ লইল।
মাধব আসি চাঁদভাঁড়ালীর পায়েতে পড়িল ॥
'তোমরা যাইছ নিমন্তন খাইতে আমার উপায় কি।
ডেঙ্গাত্ রইল নুকা আমার নাবাই দিবা নি[৭] ॥'
এই কথা চাঁদভাড়ালী যখনে শুনিল।
গলুই ধরি এক্কই টানে নুকা পানিত্ নামাইল ॥

১। টাঙ্গন=দৌড়ের ঘোড়া। ২। নোড়ানুড়ি=দৌড়াদৌড়ি। ৩। নুকাত্=নৌকাতে। ৪। জিকির মারি=ধ্বনি দিয়া। ৫। হেই=সেই। ৬। ডেঙ্গায়=ডাঙ্গাতে। ৭। নাবাই দিবা নি=নামাইয়া দিবে না?

এইখানরতুন রাজিন্দর চৌধ্রী কইরছে আগমন।
ইঙ্গা চৌধ্রীর আগ্‌দরজায় দিল দরশন॥
দোস্তরে আউগাইব[৮] বলি ইঙ্গা চৌধ্রী আইল।
আউগ[৯] দরজায় দোনো দোস্তের সেলাম আদাব হইল॥
তার বাদে দোনো জনে খাসকামরায় যাইয়া।
কত কথা আলাপ করে সুখেতে বসিয়া॥

এইখানে এই কথা থাকুক মঞ্জিয়া[১০]।
চাঁদভাঁড়ালীর কথা কই শুন মন দিয়া॥
চান্দায় ভাবে,—আমি আসি বসি রইছি কেন।
যে কামে আইছি তার কইরতে হইব সন্ধান॥
এই ভাবি চাঁদভাঁড়ালী কন কাম করিল।
দেওয়ান বাড়ীর চাইরদিগে হাঁটিতে লাগিল॥
চাইরদিগে ছাদদেওয়াল ঢুকবার সাধ্যি নাই।
এক দুয়াইরা পথ রাখিছে দেখিবারে পাই॥
চাইরদিগে রণগড় গড়ে রইছে পানি।
কার বাপর সাধ্য আছে পলাইব লইয়া পরাণী॥
হেক্‌মইত্যা[১১] চাঁদভাঁড়ালী হেক্‌মত করিল।
কাঁধত্ আছিল ছেয়ানের[১২] গামছা পিন্ধিয়া লইল॥
গামছা পিঁধি চাঁদভাঁড়ালী রণগড়ত্ লামিয়া।
এইপাড়রতুন হেই পাড়র পানি লইল মাপিয়া॥
পানি মাপি চাঁদভাঁড়ালী যখনে চাইল।
ষাইট হাত ওসারো[১৩] গড় মনত্ রাখিল॥

৮। আউগাইব=অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা করিবে। ৯। আউগ=অগ্রবর্তী। ১০। মঞ্জিয়া=স্থগিত হইয়া। ১১। হেকমত্যা=কৌশলী। ১২। ছেয়ানের=স্নানের। ১৩। ওসারো=প্রস্থ।

এইদিগে কি হইল শুন বিবরণ।
দুই দোস্ত খানা পিনা কইরল সমাপন ॥
খানা শেষ করি দোয়ে যুক্তিকরণ লইল।
ভাতিজার হিস্যা ভাতিজারে দিব কথা ঠিক হইল ॥
ইঙ্গা চৌধ্রী ন জানাইল চাইর আনি হিস্যার কথা।
রাজচন্দর দিব তারে আছে পাকা কথা ॥
যাইবার কালে রাজিন্দর খুড়ায় হাসি হাসি কয়।
'আমার বাড়ীত্ একবার আপনের যাইবার হয়[১৪] ॥
আমি আসি আপনের বাড়ী গেলাম ত বেড়াই।
আপনে কবে যাইবেন কহেন না বুঝাই ॥
এই কথা ইঙ্গা চৌধ্রী যখনে শুনিল।
হাসি হাসি রাজিন্দর খুড়ারে কইতে লাগিল ॥
'একমাস পরে আমি যাইব চলিয়া।
এয়ার মধ্যে জমিদারি দিবেন হিস্যা করিয়া ॥'

(২৩)

বাড়ীত্ আসি চাঁদভাঁড়ালী কন কাম করিল।
বাঞ্ছারাম বারোইর[১] বাড়ীত্ যাই দরশন দিল ॥
'শুন শুন বান্ছারাম কই তোমার ঠাঁই।
ষাইট হাত বাঁশর চোঙ্গা বানাই দেওন চাই ॥
ষাইট খণ্ড বাঁশর চোঙ্গা ভালা ফুকা[২] হইব।
চোঙ্গা ধরি ষাইট হাত জল পার হইব ॥

১৪। যাইবার হয়=যাইতে হইবে।

১। বারোই=পান উৎপাদক। ২। ফুকা=ফাঁপা।

যাইট হাত ভালা চোঙ্গা দিব ত বানাই।
পরকাশ[৩] ন করিবা কথা কইলাম বুঝাই ॥
আমার কাজ কইরবা তুমি করিয়া যত্তন[৪]।
পুরষ্কারি দিমু আমি মনর মতন ॥'

এই বলি চাঁদভাঁড়ালী বাড়ীত্ চলি গেল।
বান্ছা বারোই বসি বসি ভাবিতে লাগিল ॥
যাইট হাত জল পার হইব বাঁশর চোঙ্গা ধরি।
রাইখতে কইল এই কথা অতি গোপন করি ॥
নিচ্চয় বুইঝাছি আমি লড়াই বাঝিব[৫]।
বাঁশর চোঙ্গা ধরি সৈন্য গড় পার হইব ॥
এই ভাবি বান্ছারাম কন কাম করিল।
রাইতর অন্ধকারে বসি চোঙ্গা বানাইতে লাগিল ॥

বান্ছারামর ছোটো ভাই রামধন্না নাম।
ইঙ্গা চৌধ্রীর বাড়ীত্ করে সেই কাম ॥
এক রাইতে রামধনা বাড়ীত আইল।
খানা পিনা করি ঘরে শুইয়া আছিল ॥
ঘরর পিছে বান্ছারাম চোঙ্গা কুঁদন করে।
রামধনা শুনিল আবাজ[৬] শুই থাকি ঘরে ॥
রামধনায় কয়, 'বউদি জিগাই তোমার ঠাঁই।
রাইতর বেলা বাঁশর কোব[৭] শুনি কিসের লাই ॥'
এই কথা বউ ঠাক্রাইন যখনে শুনিল।
রামধনারে বুঝাই কথা কইতে লাগিল ॥

৩। পরকাশ=প্রকাশ। ৪। যত্তন=যত্ন। ৫। বাঝিব=বাধিবে।
৬। আবাজ= আওয়াজ, শব্দ। ৭। কোব=কোপ, কাটার শব্দ।

'ঘরর পিছে আম গাছ গেছে শুকাইয়া।
কুড়াইল্যা পইখে[৮] মারে ঠোকর কইলাম বুঝাইয়া॥'
এই কথা রামধনা যখনে শুনিল।
বারোইর পোলা ধনা বুঝিতে পারিল॥
'কুড়াইলর[৯] কোব পইখের কোব এক ন হয়।
কি কাম করিছে দাদা জানিব নিচ্চয়॥'
গাড়ু হাতে রামধনা বাইর হইল।
ঘরর পিছত্ আসি ধনা সগল দেখিল॥
দাদা বলি রামধনা জিগায় বান্‌ছার ঠাঁই।
'এত বড়ো চোঙ্গা তুমি বানাও কিয়ের লাই[১০]॥'

'শুন শুন রামধনা, কইয়া বুঝাই তরে।
এই কথা পরকাশ হইলে যামু আমরা মইরে॥
রাজার সদ্দার চাঁদভাঁড়ালী লড়াই করিব।
বাঁশর চোঙ্গা ধরি চাঁদা গড় পার হইব॥'
এই কথা রামধনা যখনে শুনিল।
কার গড় পার হইব ভাবিতে লাগিল॥
'যাইট হাত ওসার গড় ইঙ্গা চৌধ্রীর আছে।
এই কথা জানাই দিমু ইঙ্গা চৌধ্রীর কাছে॥
যার নুণ খাই আমি তার গুণ গাই।
এই কথা কমু আমি রাইত পোষাইলে[১১] যাই॥'
এন[১২]কালে কাইলানী[১৩] রাইত পরভাত হইল।
খানা পিনা ন করি ধনা পথে মেলা দিল॥

৮। কুড়াইল্যা পইখে=কাঠঠোকরা পাখিতে। ৯। কুড়াইলর=কাঠকাটা কুড়ালের। ১০। কিয়ের লাই=কি কাজের লাগিয়া। ১১। পোষাইলে =পোহাইলে। ১২। এন=হেন। ১৩। কাইলানী=ঘোর অন্ধকার।

সারাদিন হাঁড়ি ধনা দিনর সইন্ধ্যা কালে।
দেওয়ান বাড়ী আসি ধনা ইঙ্গা চৌধ্রীরে বলে॥
'শুনেন শুনেন দেয়ান সাব, কই আপনের ঠাঁই।
একখান কথা কইতে আমি পরাণে ডড়াই[১৪] ॥
রাজিন্দর খুড়ার সাথে দোস্তী দিছেন লাগাইয়া।
দোস্তীর মধ্যে কোস্তি লাইগব কইলাম ভাঙ্গিয়া॥
এয়ার কিছু অনুসন্ধান পাইয়াছি আমি।
আঁধাইরগা[১৫] গুঁতা দিব হুঁসিয়ার হইব তুমি॥'

এই কথা ইঙ্গা চৌধ্রী যখনে শুনিল।
রামধনার আগে কথা কইতে লাগিল॥
'তুই বেইমান আইছত্[১৬] মোর দোস্তী ভাইঙ্গবার লাই।
ছোটো মুয়ে[১৭] বড়ো কথা কইলি কিয়ের লাই॥'
এই বলি জুতা খুলি পিডাইতে লাগিল।
জুতা পিড্‌নি খাই ধনা আর কিছু ন কহিল॥

(২৪)

সাত দিন পরে চাঁদভাঁড়ালী বানছার বাড়ীত আইল।
'চোঙ্গা বানান হইছে নি',—জিজ্ঞাস করিল॥
ঘরর পিছে লই বান্‌ছা চোঙ্গা দেখাইল॥
চোঙ্গা দেখি চাঁদভাঁড়ালী বাড়ীত আসিয়া।
আপন যুদ্ধের সাজে লইল সাজিয়া॥
যত সব ঢাল তরোয়াল ঘোড়ার পিঠে লইল।

১৪। ডরাই=ভয় পাই। ১৫। আঁধাইরগা=অন্ধকারে, অজানা অসতর্ক অবস্থায়। ১৬। আইছত্=আসিয়াছিস। ১৭। মুয়ে=মুখে॥

যাইট গণ্ডা বাঁশর চোঙ্গা ঘোড়ার পিঠে বান্ধিল ॥
সাজি পাড়ি চাঁদভাঁড়ালী কপালে দিল ফোঁটা।
দেও-দৈত্যর মতন দেইখ্‌তে হইল জয়কালীর বেটা ॥
এক দমে জয়কালীর নাম হাজার বার লইল।
দুই ঘোড়া লই চান্দা জঙ্গে[1] চলিল ॥

এইখানরতুন চাঁদভাঁড়ালী কইরছে আগমন।
নদীর ঘাটত্‌ ঘোড়া লই দিল দরশন ॥
নিশি রাইতে পাটনীরে চান্দা ন ডাকিল।
নুকা[2] খুলি ঘোড়া লই পার হইয়া গেল ॥
নিশি রাইতে যাই দেওয়ান বাড়ীত্‌ ঢুকিয়া।
তিন দেউড়ীত্‌ লোক লস্কর ফালাইল কাড়িয়া ॥
ঘরর বাইর হই দেওয়ান নজর করি চায়।
চাঁদ ভাঁড়ালী কাডে লোক এমন দেখা যায় ॥
রণসাজে ইঙ্গা চৌধ্রী বাইর হইল।
আচাম্বিতে রণ-খেউড়ে[3] আসিয়া পড়িল ॥
বাঘে আর ভঁইষে গেলে লড়াই বাঝিয়া।
শিয়ালর[4] দল যত ছিল গেল পালাইয়া ॥

আলগে থাকি ভেলু চৌধ্রী নজর করি চায়।
বড়ো ভাই লড়াই করে এমন দেখা যায় ॥
দুই কিরিচ দুই হাতে টানিয়া লইল।
চাঁদভাঁড়ালীর লগে যুদ্ধ লাগাইয়া দিল ॥

১। জঙ্গে=যুদ্ধে। ২। নুকা=নৌকা। ৩। রণখেউড়=এলমেল যুদ্ধ। ৪। শিয়ালর=শৃগালের অর্থাৎ সাধারণ সৈনিক।

ছোটো ভাই মহম্মদ রেজা গেল পলাইয়া।
দুই ভাই লড়াই করে চান্দারে ঘিরিয়া॥
জয়কালী ডাক ছাড়ি চান্দা এক ফাল্ দিল।
ইঙ্গা চৌধ্রীর মাথা কাড়ি ভূমিত্ ফালাইল॥
পোলা মানুষ ভেলু চৌধ্রী লড়াইর জানে কি।
হোতাই[৫] ফালইল চান্দা এক গুঁতা দি॥
মাটিত্ ফালাই চান্দা কিরিচ ভাঁজন লইল।
ভেলু চৌধ্রীর মাথা কাড়ি দুইখান করিল॥
ঘরত্ থাকি ভেলুর বিবি নজর করি চায়।
ভেলু চৌধ্রীর মাথা কাড়ে এমন দেখা যায়॥
কোলের পোলা নাবাই থুই কিরিচ টানি লইল।
কিরিচ হাতে করি বিবি ঘরর বাইর হইল॥
আউলা ঝাউলা মাথার কেশ চৌক্ষে আগুন জ্বলে।
আচম্বিতে আইল বিবি সেই না রণ থলে[৬]॥

আলগে থাকি চাঁদভাড়ালী নজর করি চায়।
জয়কালী মাও আইছে রণে এমন দেখা যায়॥
এরে[৭] দেখি চাঁদভাড়ালী উড্গ লড়[৮] দিল।
গড়ের পানিত্ ঝাপাই পড়ি হাঁচুরি[৯] পার হইল॥
পাড়ে উডি চাঁদভাড়ালী দিল আর এক লড়।
একই লড়ে আসি গেল গাঙ্গের কিনার॥

৫। হোতাই=লুটাইয়া। ৬। থলে=স্থলে। ৭। এরে=ইহাকে।
৮। উড্গলড়=উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়। ৯। হাঁচুরি=সাঁতরাইয়া।

(২৫)

পরভাতে উড়ি রাজিন্দর খুড়া ছেয়ান সন্ধ্যা করি।
দরবার করিতে আইল সদর কাছারি॥
খবরিয়া আসি খবর খুড়ারে জানাইল।
নিশি রাইতে ইঙ্গা চৌধ্রীর বংশ সাফ্ হইল॥
'কে করিল, কে করিল!'—খুড়া জিগাইল।
'চাঁদভাঁড়ালীর এই কাম',—সগলে কইল॥
খবর শুনি রাজিন্দর খুড়া মাথাত্ দিল হাত।
এক ডণ্ড কালে মুখে তার ন সরিল বাত[১]॥
লোক পাঠাই চাঁদভাঁড়ালীরে বোলাই[২] আনিল।
রাগত হই[৩] চান্দভাঁড়ালীরে কইতে লাগিল॥
'শুন শুন আরে চাঁদা, কই তর ঠাঁই।
বুড়া কালে তরা মোরে দিলি রে জ্বালাই॥
এক ষণ্ডা রাজচন্দর আর ষণ্ডা তুই।
দুই ষণ্ডায় খাইলি মোরে কি কইরব মুই॥
আমি আইলাম দোস্তী করি তুই বংশ করলি সাফ্।
এই বেইমানীর ফলে আমার হইল মহাপাপ॥
আমারে ন জানাইলি কনো একড়া কথা।
রাইতর অন্ধকারে যাই কাড্লি তাগর[৪] মাথা॥

এই কথা চাঁদভাঁড়ালী যখনে শুনিল।
ধীরে ধীরে চাঁদভাঁড়ালী কইতে লাগিল॥

১। বাত=কথা। ২। বোলাই=ডাকিয়া। ৩। রাগত হই=ক্রুদ্ধ হইয়া। ৪। তাগর=তাহাদের।

'শুনেন শুনেন খুড়া ঠাকুর, কই আপনের ঠাঁই।
ইঙ্গা চৌধ্রীরে মারি আমি আকাম করি নাই॥
পোলা মানুষ পাই ইঙ্গা রাজচন্দররে ফাঁকি দিল।
চাইর আনি হিস্যা তার লিখিয়া লইল॥
পত্র লিখি আপনারে অপমানী করে।
এই কায্যের সমুচিত শাস্তি দিলাম তাহারে॥

এই কথা রাজিন্দর খুড়া যখনে শুনিল।
চাঁদভাঁড়ালীরে খুড়া কইতে লাগিল॥
'শুন শুন অরে চাঁদা, কই তর ঠাঁই।
এই সব ঝামেলায় আর আমার কায্য নাই॥
তার বাপর জামিদারি তারে দিতাম ছাড়ি।
তর লাগি কনো কাজ কইরতাম[৫] ন পারি॥
আইজ আমি কারো কথা কানে ন তুলিব।
রাজচন্দরর নয় আনি হিস্যা তারে আমি দিব॥'
এই বলি রাজিন্দর খুড়া দলিল লিখিল।
রাজচন্দররে বোলাই আনি দলিল হাতে দিল॥

জমিদারি হাতত্ পাই রাজচন্দর কি কাম করিল।
আইডগা বাড়ীতে্ যাই রামভাঁড়ালীরে বোলাইল॥
'শুন শুন রামা দাদা কই তোমার ঠাঁই।
নর বাড়ীর দীঘি এখন খোদাই করণ চাই॥'
এই কথা রামভাঁড়ালী যখনে শুনিল।
টাঙ্গন সাজাই আনি হাজির করিল॥

৫। কইরতাম= করিতে।

এইখানরতুন রাজচন্দর টাঙ্গন ছাড়ি দিল।
রাম্যা মগের বাড়ীত যাই হাজির হইল॥
'শুন শুন রাম দাদা কই তোমার ঠাই।
তালেবপুরর দীঘি এখন কাড়াইবার চাই॥'

এই কথা শুনি মগা কন কাম করিল।
পিত্‌লা নাগড়ার মধ্যে দমাদম্ বাড়ি দিল॥
যত আছিল মগের কামলা আইল দৌড়াদৌড়ি।
দুই হাজার মগ আইল রাম্যা মগের বাড়ী॥
একে একে নাম ধরি রাম্যা মগে ডাকিল।
ওড়া[৬] কোদাল লই মগ পথে মেলা দিল॥

মগ লই রাজচন্দর কইরছে আগমন।
তালেবপুর নরবাড়ীত্ যাই দিল দরশন॥
এইদিগে রঙ্গমালা নজর করি চায়।
রাজচন্দর আসিয়াছে এমন দেখা যায়॥
তোলা জল আনি চৌধ্রীরে ছেয়ান করাইল।
পঞ্চ বেন্নুন[৭] রন্ধন করি যত্তনে[৮] খাবাইল[৯]॥
খানা পিনা করি রাজচন্দর সুখে নিদ্রা যায়।
রঙ্গমালা ভাবে বসি কি হইব উপায়॥

(২৬)

ধুয়া—হায় রে দুনিয়ার আশা।
কত আশা করি রে পঙ্খী, বান্ধ সুখের বাসা॥

৬। ওড়া=মাটি ফেলিবার ঝুড়ি। ৭। বেন্নুন=ব্যঞ্জন। ৮। যত্তনে =যত্ন করিয়া। ৯। খাবাইল=খাওয়াইল।

আশ্‌মানে উইড়্‌ছে[১] কালা মেঘ
আশমান যায় রে ছাইয়া।
তুফান আইব ঠাডার[২] লই
বাসা যাইব রে ভাঙ্গিয়া॥
হায় রে সোনার পঙ্খী তুমি
তোমার বুগের এই না আশা।
কাল তুফানে ভাঙ্গি দিব রে
তোমার এমন সুখের বাসা॥
হায় দুনিয়ার আশা॥

আলগে থাকি রঙ্গমালা নজর করি চায়।
ঘুমরতুন উড়ে রাজচন্দর এমন দেখা যায়॥
গাড়ুত্‌ দিল ঠাণ্ডা পানি মুখ ধুইবার লাগি।
বাটা ভরি পান দিল আর কমলা[৩] সুবারির চাকি॥
সামনে খাড়াই রঙ্গমালা কান্দি কান্দি কয়।
'শুন রে পরাণর বন্ধু, আমার কথা শুন্‌বার হয়॥
দীঘি খোদাই করি তোমার কনো কায্য নাই।
আইয়াছে রাম্যা মগের দল যাউক চিড়া খাই॥
ফুলেশ্বরী বউ রইছে তোমার আপন ঘরে।
তারে লই সুখের ঘর কর এ সোংসারে॥
বুগ ভরি লইছি রে বন্ধু, আমি তোমার ভালোবাসা।
এই দুনিয়ার মধ্যে আমার আর ন আছে আশা॥
মানা আমি করি রে বন্ধু, মানা আমি করি।
দীঘি খোদাই কাম নাই তোমার পায়ত্‌ ধরি॥'

১। উইড়্‌ছে=উঠিতেছে। ২। ঠাডার=বজ্রাঘাত। ৩। কমলা=নরম।

এই কথা রাজচন্দর যখনে শুনিল।
রঙ্গমালারে বোলাই কথা কইতে লাগিল ॥
'শুন শুন রঙ্গমালা, আমি কই তোমার ঠাঁই।
এরই[৪] আসি কাছে বসি কথা শুনন চাই ॥
বাবু চাঁদর পুত্র আমি দেশের জমিদার।
মুখর জবান[৫] ন হইব আন কইলাম আমি সার ॥
রাম্যা মগ আইছে তার কাম্‌লা জুম্‌লা লই।
এখন যাইব আমি যাগা[৬] দেখাবার লাই[৭] ॥'

এই কথা বলি রাজচন্দর ঘরর বাইর হইল।
ঘরত্ বসি রঙ্গমালা কান্দিতে লাগিল ॥
আগ দরজায় রাজচন্দর রাম্যারে বোলাইল।
রাম্যা মগরে সঙ্গে লই দীঘির যাগা দেখাইল ॥
যাগা দেখাই রাজচন্দর রাম্যা মগরে কয়।
দীঘি খোদাই শেষ ন করি কারো ছুডি নয় ॥

এই কথা রাম্যা মগ যখনে শুনিল।
হাসি হাসি মগের সদ্দার কইতে লাগিল ॥
'এই কথা কই মহারাজ, বড়ো দিলেন লাজ।
এই দীঘি খোদাই আমার কতক্ষেণের কাজ ॥
ধলা দীঘি, কালা দীঘি, দীঘি কমল সাগর।
তাল দীঘি, পউদ্ম দীঘি, দীঘি শিব সায়র ॥
বড়ো বড়ো কত দীঘি আমি কাড়ি দিলাম।
আপনের দীঘি কাইড্‌তে আসি মনত্ জরাপ[৮] পাইলাম ॥

৪। এরই=এখানে। ৫। জবান=কথা। ৬। যাগা=দীঘির জমি।
৭। লাই=লাগিয়া, জন্য। ৮। মনত জরাপ=মনে আঘাত।

এই বলি রাম্যা মগ হুকুম করি দিল।
'ফারা ফারা'[৯] জিগির ধরি দীঘির কোব ধরিল ॥
রাজচন্দ্র খাড়া থাইক্‌তে দীঘিত দল্ চড়ি করি[১০]।
রাম্যা মগ দেখাইল মগের বাহাদুরী ॥

এক মাসে দীঘির কাম শেষ হই আইল।
এখন দম্‌দমা[১১] খুদিব বলি রাম্যা জানাইল॥
দম্‌দমা খুদিলে দীঘিত হইব জল তোলা।
পূজাপার্বণ করণ লাগে জল তোলানর বেলা ॥

এই কথা আপ্‌তারাম যখনে শুনিল।
রাজচন্দরর সামনে যাই হাজির হইল ॥
'শুনেন শুনেন মহারাজ আমি কইয়া জানাই।
জল তোলানর পূজায় কিছু ভোজন দিতাম্ চাই ॥
ছোটো বড়ো সগলর চিড়া খাবাইয়া[১২]।
যার যেই সম্মান[১৩] দিতাম সমাজ চাইয়া ॥'

বাঙ্গালী হিন্দু সমাজে 'নর' জাতি সেকালে ছিল অস্পৃশ্য, উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু তাদের ছোঁয়া জল ও খাদ্য গ্রহণ করতেন না। সমাজের এই আচার তুচ্ছ করে রাজচন্দ্র চৌধুরী আপতারামের কথানুযায়ী—

কাছে আছিল চিনের কাগজ টান দিয়া লইল।
দেশ বিদেশে নিমন্তন পত্র লিখিতে লাগিল ॥

রাজচন্দ্র নিমন্ত্রণ পত্রে নিজের নাম দিলেন না, বা তিনি যে নিজে সমস্ত ব্যয় বহন করছেন তাও জানালেন না। পত্রে লেখা হল—

৯। ফারা—মঘভাষায় ঈশ্বরের নাম। ১০। দল চড়ি করিল=উপরের এক পরদা মাটী কাটিল। ১১। দম্‌দমা—জল বাহির করিবার জন্য 'চাঁদকূয়া'। ১২। চিড়া খাবাইয়া=চিড়া-দৈ ফলার খাওয়াইয়া। ১৩। সম্মান= প্রণামী দক্ষিণা।

'গোলাপ রাইয়া দেয় দীঘি করিয়া যত্তন।
বুধবাইরগা[১৪] দিনে হইল আপনের চিড়ার নিমন্তন ॥
ছোটো বড়ো সগলে তালেবপুর আসিবা।
চিড়া দৈ ফলার খাই জলতোলা[১৫] দেখিবা ॥'

পত্র লিখি রাজচন্দর দেশ বিদেশে পাঠাইয়া।
রামভাঁড়ালীরে আইনল কাছে বোলাইয়া ॥
শুন শুন রাম দাদা, কই তোমার ঠাঁই।
জলতোলানী পূজায় একজন ভালা বামুন চাই ॥
চন্দরনাথ পণ্ডিত আছে মাইজদিয়া গেরামে।
তারে আইনলে ভালা হইব জলতোলা কামে ॥
আমার এই পত্র লই ঠাকুর বাড়ীত যাও।
বুধবার পূজার দিন তানারে জানাও ॥
ভালামত পাওনা হইব চাইল কাপড় কড়ি।
খুশী করি দিমু তারে তুমি কইবা বিস্তারি ॥'
পত্র লই রামভাঁড়ালী কইরছে আগমন।
চন্দরনাথ পণ্ডিতর বাড়ীত্ যাই দিল দরশন ॥
'পণ্ডিত ঠাকুর, পণ্ডিত ঠাকুর', বোলাইতে লাগিল।
ঘরত্ আছিল পণ্ডিত ঠাকুর বাইরে আইল ॥
'শুনেন শুনেন পণ্ডিতমশয়, কই আপনের ঠাঁই।
গোলাপ রাইয়া দিছে দীঘি পূজা করণ চাই ॥
বুধবাইরগা দিনে হইব পূজা আর পার্বণ।
পূজা করণের লাগি হইল আপনের নিমন্তন ॥

১৪। বুধবাইরগা—বুধবারের ১৫। জলতোলা=দীঘিতে জলোদ্ধারের পূজাপার্বণ।

রাজচন্দর চৌধ্রী মোরে দিল পাঠাইয়া।
ট্যাকা কড়ি কাপড় পাইবা আইবা খুশী হইয়া ॥'

এই কথা শুনি ঠাকুর উঠি খাড়া হইল।
'যাইতাম নয়',[১৬] বলি ঠাকুর কইতে লাগিল ॥
'যেই কাজে আইসাছ তুমি মাফ্ কর মোরে।
সমাজীরা ধইরব[১৭] মোরে প্রতি ঘরে ঘরে ॥
নর বাড়ীত্ যায় চৌধ্রী নরর ভাত খায়।
আপ্তা নরর নামে দীঘি পূজা নাই সে হয় ॥
যদি আমি চন্দ্রনাথ পূজা সে করিব।
সমাজরতুন সগলে আমারে বাহির করি দিব ॥'

এইকথা রামভাঁড়ালী যখনে শুনিল।
লাফ্দি পড়ি চন্দরনাথর গলাত্ গামছা দিল ॥
গুড়ুম গুড়ুম করি কেবল কিলাইতে লাগিল।
কিলাইতে কিলাইতে ঠাকুরর হোতাই [১৮] ফালাইল ॥
'যামু যামু বাপর ঠাকুর, কই যে তোমারে।
পায়ত্ ধরি তোমার বাপ্, আর মাইর না মোরে ॥'

এই কথা শুনি রামা ঠাকুররে ছাড়ি দিল।
ঠাকুরর পুথিপত্তর জামিন লই গেল ॥

(২৭)

জমিদারির নয় আনা অংশের মালিক রাজচন্দ্র চৌধুরী দেশের সব জাতির প্রধানদের নিমন্ত্রণ করলেন; কিন্তু প্রথম দিকে খুড়া রাজনারায়ণ চৌধুরীকে নিমন্ত্রণ করতে সাহস করলেন না। শেষে অনেক ভেবে চিন্তে—

১৬। যাইতাম নয়=যাইব না। ১৭। ধইরব=ধরিবে, দায়ী করিবে। ১৮। হোতাই=শোয়াইয়া।

কাছে আছিল চিনের কাগজ টান দিয়া লইল।
সোনালী কলমে পত্র লিখিতে লাগিল ॥
'গোলাপ রাইয়া দেয় দীঘি করিয়া যত্তন।
বুধবাইরগা দিনে হইল ভোজনের নিমন্তন ॥
খুড়া খুড়ী দুই জনা একত্তর আসিবা।
চিড়া দৈ ফলার খাই জল তোলা দেখিবা ॥'

পত্র লিখি রাজচন্দর নিজের নাম লিখিল।
পাঠাইবার লাগি রামভাঁড়ালীরে বোলাইল ॥
খুড়ার নামে পত্র যখন রামার হাতে দিল।
'পার্‌তাম নয়, যাইতাম নয়'[১]—রামায় বার বার বলিল ॥
এই কথা শুনি চৌধ্রী বড়ো রাগ হইল ॥
'পাইরতাম নয়,—বলি যদি ফিরি কইবি কথা।
জব্বর চোয়াড়[২] মারি তর ভাঙ্গি দিমু মাথা ॥'

এই কথা শুনি রামা বেজার[৩] করি মুখ।
পত্র হাতে লইল মনত্‌ পাই বড়ো দুখ্‌ ॥
আলগে থাকি রঙ্গমালা নজর করি চায়।
পত্র লই রামভাঁড়ালী খুড়ার কাছে যায় ॥
সামনে আসি রঙ্গমালা কান্দিয়া পড়িল।
রাজচন্দর পায়ত্‌ ধরি কইতে লাগিল ॥
'শুনেন শুনেন মহারাজ, কই আপনের ঠাঁই।
দিবেন না দিবেন না পত্র আমি কইয়া বুঝাই ॥
চাঁদা বড়ো বীর মহারাজ, চাঁদা বড়ো বীর।
একলা চাঁদায় কাডে নয় শ' মাইন্‌ষের শির ॥

১। পারতাম নয়, যাইতাম নয়=পারিব না, যাইব না। ২। জব্বর চোয়াড়=বড়ো রকমের চপেটাঘাত। ৩। বেজার=বিষণ্ণ।

ছোট্টো মোট্টো চাঁদভাঁড়ালী লাল কোর্তা গায়।
আউড্গা[৪] দিয়া মারে গোলইন[৫] দালান ফাড়ি[৬] যায়॥
দেয়ান আছিল ইঙ্গা চৌধ্রী বহুত লস্কর[৭] তার।
একরাইতে চাঁদভাঁড়ালী করি দিল ছারখার॥
দারুণ রাজিন্দর খুড়ার হুকুম যদি পাইব।
নর বংশর মুণ্ড লই গুল্তি খেলাইব॥
শুনেন শুনেন মহারাজ, পায়ত্ ধরি কই।
এই পত্র ন পাঠাইবেন আমার মুখ চাই॥'

রঙ্গমালার কান্নন্কাটি সব বর্বাদ্ হইল।
রামভাঁড়ালীর হাতে পত্র খুড়ার দরবারে চলিল॥

পত্র লই রামভাঁড়ালী কইরছে আগমন।
খুড়ার দরবারে যাই দিব দরশন॥
এক পাও আউগায়[৮] রামা আর পাও পাউছায়[৯]।
চাঁদার ডরে রামভাঁড়ালী সাহস ন পায়॥
ভাবি চিন্তি রামভাড়ালী বুদ্ধি করি সার।
দরবারে যাই খুড়ার কইরল নমস্কার॥
নমস্কার করি রামভাঁড়ালী পত্তর বাইর করিল।
খুড়ার পায় পত্র ফেলি উড্গালড়[১০] দিল॥
ধায় আর রামভাঁড়ালী পিছর দিগে চায়।
'আর নি রে চাঁদা দাদায় আমার লাউগ[১১] পায়॥'

৪। আউড্গা=লম্ফ। ৫। গোলইন=পদাঘাত। ৬। ফাড়ি=ফাটিয়া। ৭। লস্কর=সৈন্য। ৮। আউগায়=এগিয়া যায়। ৯। পাউছায়=পিছিয়া যায়। ১০। উড্গালড়=উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়। ১১। লাউগ=নাগাল।

অবাক হই রাজিন্দর খুড়া পত্র হাতে লইল।
খাম খসাইয়া পত্তর পড়িতে লাগিল ॥
পত্তর পড়ি রাজিন্দর খুড়া মাথাত্ দিল হাত।
ঠাডার [১২] ভাঙ্গি পইড়ল যেমন সামনে অকরস্মাৎ ॥
'চাঁদভাঁড়ালী চাঁদভাঁড়ালী', বোলাইতে লাগিল।
সামনে আসি চাঁদভাঁড়ালী হাজির হইল ॥
'শুন শুন চান্দা বাপ, কই তোমার ঠাঁই।
কিবা বুদ্ধি দিবা এখন আমার বুদ্ধি নাই ॥
নিজে যাই নরর বাড়ীত্ নরর ভাত খাইল।
আইজ আমারে খাইবার লাগি রাজচন্দর নিমন্তন দিল ॥
গোলাপ নর দেয় দীঘি তার বাপর নামে।
রাজচন্দর নেমন্তন করে মোরে কন কামে ॥
জাইত গেল মান গেল কলঙ্কর সীমা নাই।
ভোজ খাইতে নিমন্তন দিল নরবাড়ীত্ যাই ॥'
এই কথা চাঁদভাঁড়ালী যখনে শুনিল।
খুড়ার আগে কথা কইতে লাগিল ॥
'শুনেন শুনেন খুড়া ঠাকুর, কই আপনের ঠাঁই।
আমি চান্দা বাঁচি থাইক্তে কনো চিন্তা নাই ॥
একবার আপনে খুড়া হুকুম করেন মোরে।
নরর বাংশ কাড়ি আমি ভাসাইমু সায়রে ॥'

এই কথা শুনি রাজিন্দর খুড়া নজর করি চায়।
বাঘের মতন চাঁদভাঁড়ালী এমন দেখা যায় ॥
'যদি এই চান্দা বাঘ নরবাড়ীত্ যাইব।
আমার মনত্ বিশ্বাস ন হয় বাছি বাছি খাইব ॥

১২। ঠাডার=বজ্র।

ভাতিজা আমার যদি সামনে পড়ি যায়।
পরাণে ন বাঁচিব তখন কি হইব উপায় ॥'
এত ভাবি রাজিন্দর খুড়া বুদ্ধি করণ লইল।
ঠাণ্ডাহালে চাঁদভাঁড়ালীরে কইতে লাগিল ॥
'শুন শুন বাপ্ চান্দা, কই তোমার ঠাঁই।
তুমি আর রাজচন্দর তোমরা দোনো ভাই ॥
পোলা মানুষ রাজচন্দর বুদ্ধি শুদ্ধি নাই।
তারে ন মাইর বাবা, কইলাম বুঝাই ॥
এমন কিছু কর রে বাপ, এমন কিছু কর।
বাইর টান[১৩] ছাড়ি রাজচন্দর যাইতে আইব ঘর ॥'

এই কথা চাঁদভাড়ালী যখনে শুনিল।
ভাবি চিন্তি খুড়ারে কথা কইতে লাগিল ॥
'শুনেন শুনেন খুড়াঠাকুর, কই আপনের ঠাঁই।
একখানা পত্র আপনে শীঘ্র লিখন চাই ॥'
এইকথা রাজিন্দর খুড়া যখনে শুনিল।
চাঁদভাড়ালীর কথা মত লিখিতে লাগিল ॥
'শুন শুন রাজচন্দর, তোমারে লিখিয়া জানাই।
কি কায্য করিলা তুমি আমারে ন জানাই ॥
কইরল্যা কইরল্যা এই কায্য তুমি মনে ভালোবাসি।
কিছু পরামিশ কর তুমি আমার কাছে আসি ॥
তোমার ট্যাকায় ন কুলাইলে আমি ট্যাকা দিব।
আ-নইলে[১৪] সভার মাঝে লজ্জা পাইতে হইব ॥

১৩। বাইর টান=বাহিরের আকর্ষণ। ১৪। আ-নইলে=অন্যথা হইলে।

পত্র পাই জলদি তুমি আইবা আমার ঠাঁই।
কায্য সমাধা কইরব আমরা সগলে যাই ॥'

লেখিয়া পড়িয়া পত্র করি দিল খাম।
খামর উপরে লিখিল রাজচন্দরর নাম ॥
মঙ্গলসিংরে বোলাই তার হাতে পত্র দিল।
আপ্‌তারাম নরর বাড়ীত্‌ যাইতে কইল ॥
নরবাড়ীত যাই মঙ্গলসিং দিল দরশন।
রাজচন্দরর হাতে পত্র করিল সমপ্পন[১৫] ॥
পত্র দিয়া মঙ্গলসিং খুড়ার কাছে আইল।
রাজচন্দর পত্র পাইছে চান্দারে জানাইল ॥

খুড়ার হাতর পত্র পাই রাজচন্দর পড়িতে লাগিল।
খুড়ার লিখন পড়ি রাজচন্দর বড়ো খুশী হইল ॥
'শুন শুন রঙ্গমালা, তোমারে জানাই।
খুড়া মোরে পত্র দিছে পরামিশের লাই ॥
আমার ট্যাকায় ন কুলাইলে খুড়া টাকা দিব।
আনন্দে আসি এথাকারে[১৬] সগ্‌গলে নিমন্তন খাইব ॥'

এই কথা রঙ্গমালা যখনে শুনিল।
সোন্দর আছিল মুখ কালা হই গেল ॥
'শুনেন শুনেন মহারাজ, আমি কই যে আপনারে।
পত্রে লেখা কথা শুনি আমার বুগ্‌ খড়্‌ ফড়্‌ করে ॥
এই পত্র পত্র নয় রে পত্র হইব বিষম কাল।
এই পত্র হইতে রে আমার ঘটিব জঞ্জাল ॥

১৫। সমপ্পন=সমর্পণ। ১৬। এথাকারে=এইস্থানে।

নিমন্তনের কায্য নাই আমি কই আপনের ঠাঁই।
আপনারে ছাড়ি আমার কনো আশা নাই ॥
যাইবেন না মহারাজ আইজ আমি মানা করি।
আইজ বাড়ীত্ যাইলে আর আইবেন না ফিরি ॥'

এই কথা রাজচন্দর যখনে শুনিল।
'নিচ্চয় যামু', বলি কোরথে উডি খাড়াইল ॥
চাইর দিগ ভাবি রঙ্গ ন পাই উপায়।
পাগল হই ধইরল রঙ্গ চৌধ্রীর দোনো পায় ॥
'ন যাইও ন যাইও রে বন্ধু
আইজ আমারে ছাড়িয়া।
বড়ো খুশী হইছি রে বন্ধু
আমি তোমারে পাইয়া ॥
তুমি ছাড়া তিরসোংসারে
আমার আপন কেউ ত নাই।
তুমি ছাড়ি গেলে রে বন্ধু,
কেমনে পরাণ বাঁচাই ॥
আইজ রাইত কাল রাইত রে বন্ধু,
আমার কাইল হইব কাল।
আর ন দেখিব রে বন্ধু,
কাইল কেমনে সকাল[১৭] ॥
আইজ রাইত শেষ রাইত রে বন্ধু,
আমি কইছি তোমার ঠাই।
তোমার মুখ আর ন দেখিব
কাইল পরভাতে চোখ্ চাই ॥

১৭। সকাল=প্রভাত।

আইজ রাইত থাকো রে বন্ধু,
তুমি দুঃখিনীর বুগে শুইয়া।
রাইত পোষাইলে যাইও রে বন্ধু,
তুমি দুঃখিনিরে ফেলাইয়া ॥'

এইমতে রঙ্গমালা করিল কান্দন।
কনোমতে ন গলিল রাজচন্দরর মন ॥
রঙ্গমালার কনো কথা কানে ন তুলিল।
লাথি মারি রঙ্গর হাত সরাইয়া দিল ॥
ঘরতুন বাইর হই রাজচন্দর রাম্যা মগরে বোলাইল।
বাড়ী পওরা[১৮] দিবার লাগি রাম্যারে বলি গেল ॥

(২৮)

রাজচন্দরর ভইন দুগ্গাবতী আইছে নাইয়র[১] করিবারে।
ভাইয়র কথা শুনি ভইন দুষ্কিত[২] অন্তরে ॥
হেকমত্যা চাঁদভাঁড়ালী হেকমত করিল।
দুগ্‌গাবতীর কাছে যাই দরশন দিল ॥
'শুন ভইন দুগ্‌গাবতী, কই তোমার ঠাঁই।
একখান কথা কইয়া তোমারে বুঝাই ॥
তোমার ভাই রাজচন্দর নরবাড়ীতে গেল।
নরর ভাত খাই আরে জাতি ডুবাইল ॥

১৮। পওরা—পাহারা।

১। নাইয়র—স্বামীগৃহ হইতে কিছু কালের জন্য পিত্রালয়ে আসিয়া দেখা শুনা। ২। দুষ্কিত—দুঃখিত।

ট্যাকা পইসা যাগা জমিন দিছে নরিনীরে।
এই কথা পরচার হইল সমাজর ঘরে ঘরে ॥
তুমি যদি একটি কায্য পার করিবারে।
ইহার কিছু পরতিকার[৩] বলি দি[৪] তোমারে ॥
একডা সরবত্ পড়া[৫] শিখিয়াছি আমি।
যদি তারে খাবাইতে পারো ভইন, তুমি ॥
নর বাড়ীর কথা আর মুখে না আনিব।
যত দিছে ট্যাকা কড়ি ফিরাই লইব ॥
আর কারো হাতে খাইত নয়[৬] মনত্ হই খুশী।
তোমার হাতে খাইব সরবত্ তোমারে ভালোবাসি ॥
সাঁঝের কালে আইব ভাই আমি খবর জানি।
সেই কালে দিবা সরবত্ আপন হাতে তুমি ॥'

এইকথা দুগ্গাবতী যখনে শুনিল।
'পারিব পারিব', বলি চান্দারে জানাইল ॥
মিঠা ভাঙ্গের সরবত্ চান্দা তৈয়ার করিয়া।
দুগ্গাবতীর হাতে দিল পরখের[৭] লাগিয়া ॥
হাতর আঙ্গুল ডুবাই দুগ্গা মুখে তুলি দিল।
মিঠা বলি দুগ্গাবতী ঢোকতল করিল[৮] ॥
কতক্ষণ পরে দেখে পরখ করিয়া।
কিছু ন হইল তার সরবত্ খাইয়া ॥
পরে ত চাঁদভাঁড়ালী মন্তর পড়ি দিল।
ভাইয়র লাগি দুগ্গাবতী সরবত্ তুলিয়া রাখিল ॥

৩। পরতিকার=প্রতিকার। ৪। দি=দিতে পারি। ৫। পড়া=মন্ত্রপূত করা। ৬। খাইত নয়=খাইবে না। ৭। পরখের=পরীক্ষার। ৮। ঢোকতল করিল=গিলিয়া ফেলিল।

এই সরবত্ দিয়া চাঁদা রইল পলাইয়া।
সাঁঝর বেলা আইল রাজচন্দর হয়রান হইয়া॥
আন্দরবাড়ীত্ যাই চৌধ্রী নজর করি চায়।
দুগ্গাবতী নাইয়রে আইছে এমন দেখা যায়॥
দুগ্গার ঘরত যাই চৌধ্রী নজর করি চায়।
ভালা সরবত্ তৈয়ার রইছে এমন দেখা যায়॥
'শুন চাই গো দুগ্গাবতী জিগাই তোমার ঠাঁই।
কার লাগি রাইখ্ছ সরবত আমি জাইনতে চাই॥'
এই কথা দুগ্গাবতী যখনে শুনিল।
ভাইর আগে হাসি হাসি কইতে লাগিল॥
'সরবত্ বানাইছি আমি আপনার লাই।'
রাজচন্দর বলে,—'তবে দেওনা গো খাই॥'
এই বলি ভইনের হাতত্ সরবত্ লইল।
একদমে সব সরবত্ খাই ফেলাইল॥

ভাঙ্গের সরবত্ চৌধ্রী যখনে খাইল।
ঢুলুমুলু করে দেহ শুইয়া পড়িল॥
'শুন চাই গো দুগ্গা ভইন, জিগাই তোমার ঠাঁই।
তোমার সরবতে আমারে ঘুরায় কিসের লাই॥'
এই কথা দুগ্গাবতী যখনে শুনিল।
'আমারে বুঝি আপনের অবিশ্বাস হইল॥
রোইদের মধ্যে আইসাছেন দাদা, হয়রান হইয়া।
এয়ার[১] লাগি ঘুরায় দাদা, কইলাম ভাঙ্গিয়া॥'

আলগে থাকি চাঁদভাঁড়ালী নজর করি চায়।
ভাঙ্গের নেশা ধইরাছে তারে এমন দেখা যায়॥

১। এয়ার=ইহার।

সগলে ধরি চৌধ্রিরে পালঙ্কে শোয়াইল।
এক রাইত থাকিব নেশা দুগ্‌গারে বুঝাইল॥

(২৯)

এইখানরতুন চাঁদভাঁড়ালী কইরছে আগমন।
আপন বাড়ীতে যাই দিল দরশন॥
আপনার সাজে চান্দা তখনে সাজিল।
আপ্তানরের আগ্‌দরজায় যাই দরশন দিল॥
রাম্যা মগ পওরা[১] রইছে আগদরজার পরে।
চাঁদভাঁড়ালী কইল তারে দরজা ছাড়িবারে॥
'হুকুম নাই,'—বলি রাম্যা গর্জিয়া উডিল।
চাঁদভাঁড়ালীর সঙ্গে যুদ্ধ বাধাইয়া দিল॥
দারুণ যওয়ান রাম্যা ধামা-দাও[২] হাতে।
চাঁদভাঁড়ালীর সঙ্গে লড়ে সেই নিশিরাতে॥
বাঘে আর ভইষে যেমন লড়াই বাঝিল।
কেহ কারে নাই পারে দোয়ে সোমান হইল॥
পওর রাইতে লড়াই চলে কেহ কারে ন পারিল।
ছিল্লাডাকে[৩] গেরামের লোক পলাই সব গেল॥

দুইপওর[৪] রাইত পার হই তিন পওর পড়িল।
ডাইনে বাঁয়ে চাঁদভাঁড়ালী পল্‌টন[৫] দেওন লইল॥
রাম্যা মগের পরে চান্দায় কিরিচ মারিয়া।
এক কোবে[৬] রাম্যার মুণ্ড ফেলাইল কাডিয়া॥

১। পওরা=পাহারা। ২। ধামাদাও=মঘজাতির যুদ্ধাস্ত্র। ৩। ছিল্লা ডাকে=রণহুঙ্কারে। ৪। পওর=প্রহর। ৫। পল্‌টন=পাক। ৬। কোবে=কোপে।

জঙ্গলা হাতির কাল্লা[৭] যেমন জমিনে পড়িল।
রাজচন্দরের লাগি রাম্যা আপন পরাণ দিল॥

তারপরে চাঁদভাঁড়ালী আগুয়াই চলিল।
লাথি মারি শালর কবাট ভাঙ্গি ফালাইল॥
আন্দরে ঢুকি চাঁদভাঁড়ালী নজর করি চায়।
পূন্নমাসীর[৮] চাঁদ যেমন পালঙ্কে দেখা যায়॥
কিছু ন ভাবিল চান্দা কিছু ন কইল।
চুলত ধরি সোন্দর কইন্যারে চোয়াড়[৯] মারিল॥
রঙ্গ বলে, 'চান্দা দাদা, মারো কিসের লাই।
এই কায্যে আমার দাদা, কনো দোষ নাই॥
মহারাজে কইরাছে বিয়া ধরি হাত পায়।
আমারে মাইরছ তুমি কাহার কথায়॥'

এই কথা চাঁদভাঁড়ালী যখনে শুনিল।
রঙ্গমালার আগে কথা কইতে লাগিল॥
'নিদয়া নিষ্ঠুর আমি কইয়া জানাই।
তোমারে রাইখ্‌তাম আমি খুড়ার হুকুম নাই॥'
ধাক্কা মারি রঙ্গমালারে বাইরে আনিল।
উডানে আনি হাতপাও বন্ধন করিল॥

আলগে থাকি গোলাপ রাই নজর করি চায়।
ভৈনরে কাড়িব চান্দায় এমন দেখা যায়॥
ছিল্লাডাকে গোলাপ রাইয়া রণখেউড়ে নামিল।
চাঁদভাঁড়ালী ফিরি তার তরোয়াল কাড়ি নিল॥

৭। কাল্লা=মাথা। ৮। পূন্নমাসীর=পূর্ণিমার। ৯। চোয়াড=চপেটাঘাত।

তরোয়াল কাড়ি নিয়া তারে একলাথি মারিয়া।
পনরো হাত দূরে তারে দিল ফেলাইয়া॥
তারপরে চাঁদভাঁড়ালী কি কাম করিল।
ভাই ভইন দোনোগার বান্ধি ফেলাইল॥
কলাগাছ আনি চান্দা যন্তর[১০] বানায়।
এরে দেখি রঙ্গমালা করে হায় হায়॥
'শুন শুন চান্দা দাদা, কই তোমার ঠাঁই।
ছোট্টো মানুষ গোলাপ দাদারে কাইড্‌বা কিয়ের লাই॥
আমি কইরা থাকি দোষ কাডিবা আমারে।
ভাই আমার গোলাপরাই কনো দোষ নাইত করে॥'

কিছু ন শুনিল চান্দা কিছু ন কইল।
ভাই বইন দোনোগারে যন্তরে ফেলিল॥
একবার কান্দিল কইন্যা লই রাজচন্দরর নাম।
চান্দভাঁড়ালী কাড়ি মুণ্ড করিল দুই খান॥

(৩০)

রঙ্গমালার মুণ্ড চান্দায় চাদ্দরে বান্ধিল।
যাইবার কালে আগদেউড়ীতে আগুন লাগাই দিল॥
এখানরতুন চান্দভাঁড়ালী টাঙ্গন ছাড়ি দিল।
রাজিন্দর খুড়ার সামনে যাই হাজির হইল॥
চাদ্দর খুলি মুণ্ড খুড়ায় দেখিল যখনে।
হাহাকার করি কান্দি উডিল খুড়ার মন পরাণে॥
'কি করিলা চান্দা বাপ, কি করিলা তুমি।
এমন সুন্দর রঙ্গ ন জানিতাম আমি॥

১০। যন্তর—বলি দেওয়ার হাড়িকাঠ।

'কি করিলা চান্দা বাপ, ন জানাই মোরে।
এমন সুন্দর রঙ্গরে কাইড়্লা কি পরকারে ॥
এই মাইয়া হইত যদি শূদ্র বংশ ঘরে।
লক্ষ ট্যাকা দি বিয়া করাইতাম আমি ভাতিজারে ॥
আগে যদি জাইন্তাম রে এমন রঙ্গমালা।
বুইঝতে পারতাম রে আমি ভাতিজার জ্বালা ॥
যত ট্যাকা লাইগ্‌ত আমি সমাজে লাগাইতাম।
বিয়া করাইয়া কইন্যা ঘরে আনাইতাম ॥
শুন শুন চাঁদভাঁড়ালী কই তোমার ঠাঁই।
রাজচন্দর পাগল হইব এই কন্যার লাই।
সময় থাইকতে চল আমরা পলাই ॥
যদি পাগলা রাজচন্দর তরোয়াল হাতে করে।
কুলাইতে ন পারিবা কইলাম তোমারে ॥'

এই কথা চাঁদভাঁড়ালী যখনে শুনিল।
খুড়ারে লই সাথে পলাই রহিল ॥
ছোটো খুড়িয়ে বলে,—'আমাগো কনো দোষ নাই।
রাজচন্দরর ডরে কেন যামু মোরা পলাই ॥'
আন্দরের সগল লোক গেল পলাইয়া।
ছোটো খুড়ী ঘরে রইল পোলা কোলে লইয়া ॥

(৩১)

ভাঙ্গের নেশা ছাড়ি রাজচন্দর উডিয়া বসিল।
এন কালে[১] কাল নিশা পরভাত হইল ॥

১। এন কালে—হেন কালে।

বাইরে আসি রাজচন্দর নজর করি চায়।
জনমনিষ্যি পুরীতে নাই এমন দেখা যায়॥
অবাক হই রাজচন্দর আগদেউড়ীতে গেল।
দেউড়ীতে পওরা নাই এমন দেখিল॥
তালেবপুরর দিগে চৌধ্রী নজর করি চায়।
হু হু শব্দে আগুন জ্বলে এমন দেখা যায়॥
আগুন দেখি রাজচন্দর দৌড় ভালা দিল।
আপতারামর দেউড়ীত আসি থামিয়া পড়িল॥
সামনে দেখে রাম্যা মগের পড়ি রইছে মাথা।
পাগল হইল রাজচন্দর ভাবি রঙ্গর কথা॥
আগুন জ্বলা বাড়ীর মধ্যে দৌড়াই পরবেশিল।
'রঙ্গমালা কই,' বলি টোগাইতে[২] লাগিল॥
উঠানের মধ্যে রঙ্গর ধড়খানি[৩] দেখিল।
বহুত বিচড়াই[৪] তার মুণ্ড ন পাইল॥
রঙ্গমালার ধড় লই আগুনর বাইরে আসিয়া।
গাছর তলায় ধড় রাখি চলিল ছুডিয়া॥
'যদি আমি রাজচন্দর এই নাম রাখিব।
বাবুপুর আইজ আমি আগুনে পুড়াইব॥
খুড়ার মুণ্ড আমি ফালাইব কাডিয়া।
চাঁদভাঁড়ালীর মুণ্ড কাডি দিব শালে[৫] উডাইয়া॥'

উড়গালড়ে রাজচন্দর বাড়ীত আইল।
পাগলর মতন খুড়ারে টোগাইতে লাগিল॥

২। টোগাইতে=খুঁজিতে। ৩। ধড়—মস্তকহীন দেহ। ৪। বিচড়াই—খুঁজিয়া। ৫। শালে=শূলে।

লুকাই থাকি খুড়ায় চান্দায় নজর করি চায়।
সাক্ষাত্‌ যম রাজচন্দর এমন দেখা যায় ॥
'খুড়া কই, চান্দা কই',—মুখেতে ফুকারে।
আগুনর হুলুকা যেন চলিল আন্দরে ॥

খুড়ার মহালে যাই রাজচন্দর নজর করি চায়।
ছোটো খুড়ী ঘরত্‌ বসি পোলারে দুধ খাবায় ॥
উড়িয়া মারি[৬] কোলের পোলা টান দিয়া লইল।
আছাড় মারি মাইরত[৭] বলি মাথার উপরে তুলিল ॥
এরে দেখি ছোটোখুড়ী কান্দিয়া উডিল।
'বাবু বাবু' করি রাজচন্দরে বেড়াই[৮] ধরিল ॥
'দুধর ছাওয়াল আমার কনো দোষ নাই।
নির্দোষ ছাওয়ালরে বাবু, মাইরবা কিয়ের লাই ॥'
এই বলি খুড়ী যখন কান্দিয়া উডিল।
হাতর পোলা রাজচন্দর তারে ফেলাই দিল ॥
আবার ফিরি খুড়ারে টোগাইতে টোগাইতে।
রঙ্গমালার কাডা মুণ্ড পাইল দেখিতে ॥
মুণ্ড লই রাজচন্দর বাড়ীর বাইর হইল।
আগুনর হুলুকা[৯] জ্বালি বাড়ীত্‌ আগুন ধরাইল ॥

লুকাই থাকি চান্দভাঁড়ালী নজর করি চায়।
দরবার ঘরে আগুন লাগায় এমন দেখা যায় ॥
চান্দায় বলে, 'খুড়াঠাকুর হুকুম দেও মোরে।
দেইখ্যা লই রাজচন্দর কি কইরতে পারে ॥

৬। উড়িয়া মারি—ছোঁদিয়া। ৭। মাইরত—মারিবে। ৮। বেড়াই—জড়াইয়া। ৯। হুলুকা—মশাল।

এই কথা রাজিন্দর খুড়া যখনে শুনিল।
চাঁদভাঁড়ালীর আগে কথা কইতে লাগিল ॥
'শুন শুন চান্দা বাপ, কই তোমার ঠাঁই।
আমি ত এই আগুন দিয়াছি লাগাই ॥
ভাতিজার মনর আগুন যাউক পানি হইয়া।
ঘর বাড়ী ন থাকিলে রইব ডেপুরা[১০] বান্ধিয়া ॥
যদি পার কাজ কিছু সংখেপে করিবার।
মারামারির কিছু আর ন আছে দরকার ॥'

এই কথা শুনি চান্দায় আগুয়াই গেল।
ধূমার মধ্যে যাই রাজচন্দররে ধরিল ॥
আথাইল পাথাইল কিল দিল ঘেণ্ডির[১১] উপর।
কিছু ন দেখে রাজচন্দর ধূমায় অন্ধিকার ॥
মনে ভাবে রাজচন্দর ভূতে বুঝি কিলায়।
মনে ডর পাই রাজচন্দর পলাইয়া যায় ॥

সেখানরতুন রাজচন্দর কইরছে আগমন।
রামভাড়াঁলীর বাড়ীত্ যাই দিল দরশন ॥
'রামভাঁড়ালী রামভাঁড়ালী', বোলাইতে লাগিল।
ডরে কাঁপি রামভাঁড়ালী হাজির হইল ॥
রাজচন্দর বলে,—'রামা, কইয়া বুঝাই তরে।
রঙ্গমালার কিরগা[১২] আছে আমার উপরে ॥
আমার আগেতে যদি রঙ্গমালা মরে।
করালে[১৩] আবদ্ধ আছি কাষ্ঠ[১৪] কইরতাম তারে ॥

১০। ডেপুরা=লতাপাতার কুটির। ১১। ঘেণ্ডির=ঘাড়ের। ১২। কিরগা=প্রতিশ্রুতি। ১৩। করালে—প্রতিজ্ঞায়। ১৪। কাষ্ঠ—শবদাহ ও শ্রাদ্ধ।

চন্দরনাথ পণ্ডিতরে আনো যাই তুমি ।
কাষ্ঠের আয়োজন এথায় করিতেছি আমি ॥'

এইকথা রামভাঁড়ালী যখনে শুনিল ।
মাইজ দিয়া ঠাকুরবাড়ী গমন করিল ॥
পাঁজিপুথি লই ঠাকুর কইরছে আগমন ।
তালেবপুর যাই ঠাকুর দিল দরশন ॥
রামভাঁড়ালী সাজাইল চিতা যতন করিয়া ।
চিতায় তুলিল লাশ ধড়ে মুণ্ড জোড়া দিয়া ॥
কাষ্ঠ কিরগার [১৫] মন্তর ঠাকুর পড়াইয়া দিল ।
কান্দি কান্দি রাজচন্দর আগুন ধরাইল ॥

কত আশা আছিল রঙ্গর কত ভালোবাসা ।
সব শেষ হই গেল ন পুরিল আশা ॥
রূপের আগুন চিতার আগুন এক হই গেল ।
রঙ্গমালা সোন্দরীর পালা আদাই [১৬] হইল ॥

১৫। কিরগার—ক্রিয়ার। ১৬। আদাই—রচনা শেষ।

প্রাচীন পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা

চতুর্থ খণ্ড

ভরার মেয়ের গান

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক

ভরার মেয়ের গান

ভূমিকা

মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন ডি, লিট্ মহাশয়ের সংগ্রহে 'ভরার মেয়ের গান' নাই। এই গান আর কেহ কোথাও ছাপাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন কিনা তাহা আমি জানি না। আমার সংগ্রহে তিনটি 'ছুটাগান' ও একপালা 'বারোমাসী গান' আছে, মোট ছত্র সংখ্যা ২১৬। এইসব গানের রচয়িতার নাম কেহ জানে না। রচনার ভাষা ও ছন্দ দেখিয়া মনে হয় গানগুলি খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বিক্রমপুর অঞ্চলের পল্লীকবির রচনা। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে 'কনকসার কবিরাজ বাড়ী'তে যখন এই গানগুলি পাই, তখন শুনিয়াছিলাম ভরার মেয়ের গান শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা জেলায় যথেষ্ট পাওয়া যায় কিন্তু আমার পক্ষে তাহা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই।

আমার বাল্যকালে পিসীমা ও অন্যান্য বৃদ্ধাদের মুখে ভরার মেয়ের কথা শুনিতাম। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া কথাটা একপ্রকার ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পল্লীগাথা সংগ্রহ আরম্ভ করিয়া একটি বিশিষ্ট ঘটক পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ঘটে। তাঁহাদের গৃহে রক্ষিত পুরাতন খাতাপত্রে ভরার মেয়ে সম্পর্কে কিছু তথ্য পাই, এবং এই সূত্র ধরিয়া মধ্য, পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের অনেকগুলি ঘটকবাড়ী ও বনিয়াদী গোস্বামী বংশের 'পাটবাড়ী'তে অনুসন্ধান করিয়া আরও অনেক কিছু জানিতে পারিয়াছিলাম। এইসব তথ্য অবলম্বনে 'ভরার মেয়ে' ও 'গৃহীবৈষ্ণব জাতির উৎপত্তি' সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া ১৯৪১ সাল হইতে ১৯৪৫-এর মধ্যে অনেকগুলি সাময়িক পত্রিকায় পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু কোনো পত্রিকার সম্পাদক-

গোষ্ঠী প্রবন্ধটি একবার পড়িয়াও দেখেন নাই। সেই প্রবন্ধটির কিছু পরিবর্তন ও নূতন সন্নিবেশ করিয়া এখানে প্রকাশ করিতেছি।

বাংলাদেশের জনসমাজে 'ভরার মেয়ের কথা' প্রায় বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইতে চলিয়াছে। কারণ, বাঙ্গালী উচ্চশ্রেণীর হিন্দু সমাজে যে 'বল্লালী কৌলিন্য প্রথা' ও সেই প্রথার ধারক বাহক সমাজপতিদের অনমনীয় সমাজ শাসন ব্যবস্থা ভরার মেয়ে উদ্ভবের হেতু, তাহা বিংশ শতাব্দীতে লোপ পাইয়াছে।

বাঙ্গালী হিন্দু সমাজে বল্লাল সেন প্রবর্তিত কৌলিন্য প্রথাটিকে বোধ হয় মা-ষষ্ঠী প্রথম হইতেই অপছন্দ করিয়াছিলেন, যাহার জন্য অল্পকালের মধ্যেই কুলীন সমাজে পুত্র অপেক্ষা কন্যাগণ হইয়া উঠিলেন অসাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠা, এবং অকুলীন সমাজে পুত্রগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ। কুলীন ও অকুলীন,—এই দুই সমাজের বিবাহযোগ্য পাত্র-পাত্রীর হিসাব মিলাইলে বোধহয় মা-ষষ্ঠীর দানের ভারসাম্য ঠিকই ছিল, কিন্তু বিবাহের বাজারে সমাজপতিগণ এমন একটা সমাজ-মেল-বন্ধনের প্রাচীর গাঁথিয়া দিলেন, যাহাতে বাজারটা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া এক দিকের ক্রেতা-বিক্রেতা সোজা ও আলোকিত পথে অপর দিকে যাইতে পারিতেন না।

বাজারে মালের চাহিদা ও আমদানি,—ইহার যে কোনো একটার অল্পাধিক্যে মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে, ইহা সনাতন অর্থনীতি। সমাজবন্ধনের প্রতিক্রিয়ায় সে যুগে এই অর্থনীতি অতি উৎকট ভাবে দেখা দিয়াছিল বাঙ্গালী উচ্চশ্রেণীর হিন্দু সমাজের বৈবাহিক আদান প্রদানে।

যাঁহারা পূর্বজন্মে অর্জিত অশেষ পুণ্যফলে কুলীনের ঘরে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাঁহারা তাঁহাদের 'সুতিকা ষষ্ঠীর দিন' হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ শ্মশান-যাত্রার 'বল হরি হরিবোল' পর্যন্ত

বহু কুলীন-কুমারীর সিঁথায় একটু সিঁদূর ছুঁয়াইয়া তাহাদের 'আইবুড়ী' অপবাদ দূর করিয়া সমাজ ও সমাজপতিদের অশেষ সম্মান-ভাজন হইতেন।

অপর দিকে যাঁহারা দুর্ভাগ্যক্রমে অকুলীন সমাজে পুত্র হইয়া জন্মাইতেন, তাঁহারা চল্লিশ বৎসর বয়সের মধ্যে যে কোনো প্রকারে একটা বউ সংগ্রহ করিতে পারিলেই মানবজন্ম সার্থক হইয়া গেল বলিয়া মনে করিতেন।

কৌলিন্য প্রথার প্রথম দিকে বিবাহের বাজারে আর্থিক লেন-দেনের দর কষাকষি ছিল না। অনুরোধ, উপরোধ, গলবস্ত্র হইয়া করুণা ভিক্ষা, প্রভৃতি সামাজিক উপায়েই কার্যসিদ্ধ হইত। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল, বাজারে চাহিদা অপেক্ষা যোগান অতিমাত্রায় অল্প হইয়া পড়িয়াছে, ফলে আরম্ভ হইল নগদ তঙ্কায় পণের দর কষাকষি। কিছু কালের মধ্যেই পণের ব্যাপারটা প্রথায় পরিণত হইয়া সমাজের ভাগ্যবান কুলীননন্দন ও তাঁহাদের অভিভাবকগণ হতভাগিনী কুলীন কন্যাদের সিঁথায় একটু সিঁদূর ছোঁয়ানোর মূল্য এত বেশী হাঁকিতে আরম্ভ করিলেন যে, বহু কুলীন পিতা-মাতার পক্ষে কন্যার ঐ সিন্দুর পরার সখটুকু মেটানোও সম্ভব হইত না।

ইহার যে কোনো প্রকারান্তর ছিল না, এমন নহে। ধনী পিতা-মাতার ভাগ্যবতী কন্যারা নিতান্ত দায়ে না ঠেকিলে কোনো কালেই কোনোও প্রকার সতীন সহ্য করেন না। ইহার জন্য সেকালে ধনী কুলীন ঘরে প্রচলিত হইয়াছিল 'ঘরজামাই' রাখার প্রথা। ধনী কুলীন পিতা-মাতা তাঁহাদের কন্যার জন্য দরিদ্র মুর্খ কুলীন সন্তান কিনিয়া স্বগৃহে আনিয়া কন্যা সম্প্রদান করিতেন। কুলীন জামাতাকে প্রথম দিকে শ্বশুরালয়েই থাকিতে হইত, পরে দুই একটি

সন্তান হইলে ধনী শ্বশুর কন্যা-জামাতার পৃথক সংসার পাতাইয়া দিতেন।

এই প্রকার ধনী কুলীন ঘরে কন্যাসম্প্রদানের পর বর-কন্যা বাসর ঘরে উঠিলে বরের পূজনীয়া শাশুড়ীগোষ্ঠী তাঁহার হাত দুইখানা একটা তাঁতবুনানো মাকুর সঙ্গে লাল সূতার দড়ি দিয়া শক্ত করিয়া বাঁধিয়া বলিতেন,—

'কড়ি দিয়া কিন্‌লাম,
দড়ি দিয়া বাঁধ্‌লাম,
হাতে দিলাম মাকু,
এখন ভ্যা কর তো বাপু।'

তাহার পর সেই বাসরঘর হইতে আরম্ভ করিয়া ধনী কুলীন ঘরের ঘরজামাই সারাজীবন কি প্রকার ভ্যাবাইতেন, তাহার কিছু নমুনা জনসমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছেন সুরসিক সাহিত্যিক স্বর্গত দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় তাঁহার রচিত 'জামাইবারিক' প্রহসনে। সে যুগে যাঁহারা কুলীনসমাজের সমাজপতিত্ব করিতেন, তাঁহারা সকলেই ছিলেন ধনী জমিদার।

বিবাহের বাজারে কুলীনসমাজে যখন পাত্রের দর বেশ চড়িয়া গেল, তখন সেই অনুপাতে অকুলীন সমাজে পাত্রীর দরও চড়িল। কুলীনসমাজের একটা সুবিধা ছিল, এক কুলীন নন্দন বহু কুলীন কুমারীর কুমারীত্ব ঘুচাইয়া সধবা অথবা বিধবা করিতে পারিতেন। অকুলীন সমাজে কন্যাদের কিন্তু ঐ অধিকারটা দেওয়া হইল না। ফলে যে পাত্রের বাপের টাকার জোর ছিল, তিনি চড়াদামেই জাত বউ কিনিতেন। যাঁহার টাকা অল্প, তিনি অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে একটা ঘেঁগী, নেংড়ী বা খেঁদী সংগ্রহ করিতেন। আর যাঁহাদের আর্থিক সামর্থ্যে সমাজের ঘেঁগী নেংড়ী কেনাও কুলাইত না, তাঁহারা

কিনিতেন ভরার মেয়ে, অথবা গোস্বামীপ্রভুদের চরণে শরণ লইয়া 'ভেক' ও 'বোষ্টমী' গ্রহণ করিয়া 'গৃহী বোষ্টম' হইতেন।

'ব্লাকমার্কেট' বা 'কালোবাজার' কথাটা বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারের অন্যতম হইলেও ব্যাপারটা কিন্তু সনাতন। পূর্বে উহা সমাজের নীচের তলায় প্রচলিত ছিল, সেজন্য নাম পায় নাই। বর্তমান বৈজ্ঞানিক সভ্যতা ও দ্রুতগতির যুগে ব্যাপারটা রাতারাতি ধনী হইবার 'গণেশ উল্টানো' পদ্ধতি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া উপরমহলে স্বীকৃত ও গৃহীত হওয়ায় অমন গালভরা নামকরণ করিয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে ব্যাপারটার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করা হইতেছে।

অনেকের ধারণা, মালের চাহিদা অপেক্ষা উৎপাদন অল্প হইলে কালোবাজার গড়িয়া ওঠে; ইহা বোধহয় ভুল। চাহিদা অপেক্ষা উৎপাদন অল্প হইলে উৎপাদক অধিক মূল্য পাইবার আশায় তাহার মাল খোলাবাজারেই উপস্থিত করে, কালোবাজারীর হাতে তুলিয়া দেয় না। কালোবাজারী চলে তখন, যখন চাহিদা ও উৎপাদন প্রায় সমান থাকে। ইহার জন্য প্রথম প্রয়োজন, খাসখরিদ্দার ও উৎপাদকের মধ্যে অলঙ্ঘ্য ব্যবধান সৃষ্টি করা। দ্বিতীয় প্রয়োজন, উৎপাদনের মরশুমে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা যে, এবার মাল প্রচুর উৎপন্ন হইতেছে। তৃতীয় প্রয়োজন, মাল উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদকের হাত হইতে কালোগুদামে পাচার করিয়া জনসাধারণকে তথ্যগত ভাবে জানানো যে, এবার নানা কারণে মাল আশানুরূপ উৎপন্ন না হওয়ায় যথেষ্ট ঘাটতি আছে। এই তিনটি প্রয়োজন মিটাইবার জন্য চতুর্থ ও পঞ্চম প্রয়োজন, প্রচুর ধনবল ও প্রচণ্ড সঙ্ঘ-শক্তি। সে যুগের সমাজপতি-দের চতুর্থ ও পঞ্চম যোগ্যতা ছিল, প্রথমটা তাঁহারা বল্লালী কৌলিন্য

অবলম্বনে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যবস্থা কুপিতা মা-ষষ্ঠী একটু প্রকারান্তরে করিয়া দিয়াছিলেন।

ঘোরেল কালোবাজারীরা স্বয়ং কালোবাজারে নামেন না, তাঁহারা দালাল বা এজেণ্ট মারফত কাজ চালান। কারণ, ব্যবসার ঐ পদ্ধতিটা আইনত নিষিদ্ধ ও প্রকাশ্যত কিছুটা নিন্দনীয়। মুসলিম ও ইংরেজ শাসন যুগে দেশের রাজশক্তি হিন্দুর সমাজ-শাসন ব্যাপারে বড়ো একটা হস্তক্ষেপ করিতেন না। সেজন্য রাজকীয় আইনের দিক হইতে সমাজপতিগণ সেকালে ছিলেন নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী। তবে বোধহয় তাঁহাদের চক্ষুলজ্জা কিছুটা ছিল, সেজন্য তাঁহাদের পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় গড়িয়া উঠিল 'ভরার ঘটক' নামে আলো-আঁধারে পরিচিত একশ্রেণীর বিবাহ-ব্যবসায়ী। এই ভরার ঘটকগোষ্ঠী বিবাহের বাজারে সমাজবন্ধন-প্রাচীরের তলদেশে সুড়ঙ্গ কাটিয়া রাত্রের অন্ধকারে কুলীন সমাজের বাড়তি কন্যা পাচার করিয়া দিবালোকে অকুলীন বাজারের ঘাট্‌তি পূরণের ব্যবসা প্রায় তিনশত বৎসর চালাইয়াছিলেন।

সে যুগে বর্ষাসমাগমে ভরার ঘটকেরা বড়ো বড়ো বজরা নৌকা লইয়া দূরদেশের কুলীনকন্যার খোঁজে বাহির হইতেন। যেসব গ্রামে কুলীন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যের বাস তাহার নিকটবর্তী কোনো নদীর ঘাটে বজরা বাঁধিয়া দশ-পনেরো ক্রোশের মধ্যে যত কুলীন আছেন তাঁহাদের তথাকথিত গোপনে ভরা আগমনের সংবাদ ও ছাড়িয়া যাইবার নির্দিষ্ট দিন জানাইয়া দিতেন। ঘটকের এই বজরার নামই 'ভরা'। 'ভরা' শব্দের আর একটি অর্থ, ব্যবসায়ীদের পণ্য বোঝাই বড়ো নৌকা বা জাহাজ।

কুলীন ঘরে যে সব কন্যার বিবাহ দেওয়া অভিভাবকের আর্থিক সামর্থ্যে কুলাইত না, এবং যেসব কন্যা বিবাহের রাত্রে

সাতপাক ঘুরিয়া কুলীন বরের নাকের ডগা একঝলক দেখিয়াছে মাত্র, তাহাদের নিরুপায় অভিভাবক ঘটকের নির্দেশ মত ভরা ঘাট ছাড়িয়া যাইবার রাত্রে মেয়েগুলি আনিয়া ভরায় তুলিয়া দিতেন। রাত্রের অন্ধকারে মেয়ে ভরায় তুলিয়া দিয়া বাপ, মা অথবা অভিভাবক ঘটকের হাতে 'তামা-তুলসী-গঙ্গাজল' দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইতেন, মেয়েটিকে যেন স্বজাতির ঘরে বিবাহ দেওয়া হয়।

ভরা ঘাট ছাড়িয়া গেলে বাপ-মা অভিভাবকেরা চোখের জল মুছিতে মুছিতে নিঃশব্দে বাড়ী ফিরিয়া মেয়ে সম্পর্কে কিছুকাল নীরব থাকিতেন। কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে জানাইতেন, দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয় বাড়িতে গিয়াছে। শেষে সুবিধামত একদিন মেয়েটি বহুদূরে আত্মীয় বাড়িতে মারা গিয়াছে বলিয়া কান্নাকাটি, নিয়মমত মৃতাশৌচ পালন, চার-দান-শ্রাদ্ধ ও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে পরিতোষ পূর্বক 'ফলার ভোজন' করাইতেন। এই প্রকার 'হুকার নৈল্‌চা আড়াল দিয়া তামাক খাইয়া খুড়ার মান রক্ষা করা'র মত উপায়ে সে যুগে বহু দরিদ্র কুলীন প্রায় তিনশত বৎসর তাঁহাদের কৌলিন্য বজায় রাখিয়াছিলেন।

ভরার ঘটক ভরাবোঝাই মেয়ে বহু দূরদেশে লইয়া অকুলীন সমাজে আনুপাতিক অল্পপণে বিবাহ দিতেন। এই পণের একটা মোটা অংশ সমাজপতির প্রাপ্য ছিল।

ভরার মেয়েদের বিবাহ আরম্ভ হইত ভাদ্র মাসে, আর চলিত দোলপূর্ণিমা পর্যন্ত। ইহার মধ্যেও যে মেয়েগুলির গ্রাহক জুটিত না, তাহাদের পাঠানো হইত খামরাই, বেগুনবাড়ী, রামকেলী ও ক্ষেতুরের মেলায় বৈষ্ণব গোস্বামী প্রভুদের 'গদীতে'।

সে যুগে বনিয়াদী গোস্বামী প্রভুদের শ্রীপাটে অর্থাৎ—গৃহে শিষ্য-ভক্তদের বহু বিধবা কন্যা জমা দেওয়া হইত। এই শ্রীপাট

ছাড়াও গোস্বামী প্রভুদের তত্ত্বাবধানে দেশে দেশে 'আখ্ড়া' নামে পরিচিত ঠাকুরবাড়ী ছিল। এইসব আখ্ড়াবাড়ীর পরিচালককে বলা হইত 'মোহন্ত' ('মহান্ত' নহে)। মোহন্তের অধীনে থাকিয়া যাঁহারা গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা ও অনাথা বিধবা মেয়েদের খোঁজখবর রাখিতেন, এবং প্রয়োজন হইলে আখ্ড়াবাড়ীতে আনিয়া আশ্রয় দিতেন, তাঁহাদের বলা হইত 'টহলিয়া বাবাজী'। এই আখড়াবাড়ীতে আশ্রয়প্রাপ্ত মেয়েগুলিকে প্রয়োজন মত গোস্বামীদের শ্রীপাটে পাঠানো হইত।

উচ্চশ্রেণীর অকুলীন সমাজের এবং নিম্নশ্রেণীর যাঁহারা চল্লিশ বৎসর বয়স অতিক্রম করিয়াও উপযুক্ত অর্থাভাবে বউ সংগ্রহ করিতে পারিতেন না, তাঁহারা শেষপর্যন্ত অগতির গতি গোস্বামী-প্রভুদের চরণে শরণ গ্রহণ করিতেন। গোস্বামীপ্রভু শরণার্থীর যোগ্যতানুযায়ী একটি আশ্রিতা মেয়ের সঙ্গে তাঁহাদের উদ্ভাবিত 'কণ্ঠীবদল' বিবাহ দিতেন। এইপ্রকার বিবাহিত স্ত্রীকে সমাজ-পতিদের তীব্র বিরোধিতায় সমাজে বউ বলিয়া চালানো যাইত না, সে জন্য গোস্বামীদের পৃষ্ঠপোষকতায় 'গৃহীবৈষ্ণব' নামে একটি নূতন জাতির সৃষ্টি হইল।

এই উপায়ে সে যুগে গোস্বামিগণ বহু হিন্দুর ধর্মান্তর গ্রহণ হইতে রক্ষা করিলেও সমাজপতি ও তাঁহাদের অনুবর্তী সমাজ গোস্বামীদের ব্যবস্থা অনুমোদন করেন নাই। তাহার কারণ, এই ব্যাপারে যাহা কিছু আর্থিক প্রাপ্তি হইত, গোস্বামীরা তাহার ভাগ সমাজপতিদের দিতেন না, এবং এইপ্রকার বিবাহে গোস্বামিগণ জাতিভেদ ও মেয়েটি অবিবাহিতা কি বিধবা—কিছুই গ্রাহ্য করিতেন না।

সারা বৎসরে গোস্বামী প্রভুদের শ্রীপাট ও আখড়ায় যে

মেয়েগুলি জমা হইত, তাহাদের মধ্যে যেগুলির দোলপূর্ণিমার মধ্যেও বিলিব্যবস্থা হইত না, সেগুলি আনা হইত ক্ষেতুর, রামকেলী, বেগুণবাড়ী ও খামরাইয়ের মেলায়। এইসব মেলায় গোস্বামীদের 'গদী' ছিল। ভরার ঘটকের অবিক্রীত মেয়েগুলিও এই মেলায় গোস্বামীগদীতে জমা দেওয়া হইত।

মেলার একপ্রান্তে বাংলাদেশের বিখ্যাত ও বনিয়াদী গোস্বামীদের পৃথক পৃথক গদীর পিছনে মেয়েগুলির জন্য সুরক্ষিত চালাঘর থাকিত; গোস্বামীর নিজস্ব লোক ছাড়া অপর কেহ ঐ মেয়েমহলে যাইতে পারিত না। গদীর সম্মুখে সার্কাসের তাঁবুর মত একটা কাপড়ের ঘর করা হইত, ঐ ঘরের নাম ছিল 'কাণ্ডারী'। কাণ্ডারীর গায়ে ছোটো ছোটো ছিদ্র থাকিত। সন্ধ্যার পর মেয়েগুলিকে কাণ্ডারীর মধ্যে বসাইয়া তাহাদের হাতের একটি আঙ্গুল ছিদ্রপথে বাহির করিয়া রাখা হইত। এই কাণ্ডারীর তত্ত্বাবধায়ককে বলা হইত—'গোঁসাইগদীর ছড়িদার'।

যাঁহারা অতি অল্প ব্যয়ে সঙ্গিনী সংগ্রহ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা মেলায় গোস্বামীগদীতে নির্দিষ্ট অর্থ জমা দিয়া অনুমতি-পত্র লইতেন, ইহাকেই 'পত্রী করা' বলা হয়। এই পত্রীর দক্ষিণা খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে ছিল, সওয়া পাঁচপণ—অর্থাৎ ৪২০টা কড়ি। এই দক্ষিণা ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে হয় 'পাঁচসিকা'।

পত্রীকারক কাণ্ডারীর ছড়িদারের হাতে পত্রী জমা দিয়া কাণ্ডারীর ছিদ্রপথে বাহির করা একটা আঙ্গুল চাপিয়া ধরিলে, ছড়িদার কাণ্ডারী হইতে সেই মেয়েটি বাহির করিয়া দিতেন। মেয়েটি যদি পত্রীকারকের অপছন্দ হইত, তবে সেটিকে পুনরায় গোঁসাই গদীতে জমা দিয়া নূতন পত্রী করা চলিত। এই ফেরত দিতে ও নূতন পত্রী করিতেও গোস্বামীগদীতে নিয়মিত দক্ষিণা বা

'প্রণামী' দিতে হইত। এইপ্রকারে সঙ্গিনী পছন্দ হইলে গোস্বামী প্রভু তাহাদের 'ভেক' দিয়া 'বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী' আখ্যা দিতেন। ইহারা সাধারণত হরিনাম কীর্তন ও ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিত।

মেলা শেষেও যে মেয়েগুলির গ্রাহক জুটিত না, সেগুলি নির্দিষ্ট দিনে নীলামে বিক্রয় করা হইত। দেশের ধনীরা গৃহদাসীর জন্য সেগুলি ক্রয় করিতেন।

সে যুগে এই ভরার মেয়ের পণ এবং গোস্বামী প্রভুদের ব্যবস্থাপনায় কণ্ঠীবদল ও ভেকের দক্ষিণার উপরে কোনো সরকারী শুল্ক ছিল না, কিন্তু প্রাগ্ বৃটিশ যুগে এই নীলামে প্রাপ্ত অর্থের অর্ধেক সরকারী শুল্করূপে দিতে হইত।

পৃথিবীর মানবসমাজের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় সব দেশেই সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলিকে আপন করিয়া লইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠের এই অত্যাগ্রহের সুযোগ লইয়া সংখ্যালঘিষ্ঠরা করেন অসঙ্গত দাবি, দরকষাকষি ও ষড়যন্ত্র। শেষে এমন একটা ভয়ঙ্কর দিন আসে, যেদিন সংখ্যালঘিষ্ঠরা নিজেদের কৃতকর্মের ফলে নিঃশেষ হইয়া যায়।

সেকালের সমাজপতিগণের কারসাজিতে বিবাহের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠের যে বিভেদ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল, তাহার প্রতিক্রিয়ায় কুলীন কন্যা, অকুলীন নন্দন ও বালবিধবাদের চোখের জল আর হৃদয়ের হা-হুতাশ বিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালী সমাজে আনিয়াছে প্রবল বন্যা ও প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়। ঝড়ে ছিঁড়িয়া গিয়াছে ভালো-মন্দ সমস্ত সমাজ বন্ধন, বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে অদূরদর্শী সমাজ পতির দল।

নবদ্বীপ, আগমেশ্বরীপাড়া রোড।
বৈশাখ, ১৩৭৭

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক

ভরার মেয়ের গান (ছুটা)

(১)

পোড়া বিধি রে, এই ছিল কপালে।—ধুয়া
কোন দোষে হইয়া দুষী
জনম পাইলাম এমন কুলীনের ঘরে॥
ভরা বয়েস চইলা গেল
আমার না হইল বিয়া।
কুলীন ঘরের কইন্যা রে আমি
থাইক্যাছি ঘরে কেওয়াড়[১] দিয়া॥
সেও যে আমার ছিল ভালো
হায় রে বিধাতা না সহিল।
নিশি রাইতে ভরার নায়ে
মোরে অকূলে ভাসাইল॥
আমি ত অবলা নারী
আমার কিছু কইবার নাই।
চৌক্ষের জল আইঞ্চলে মুইছা
সায়রে ভাইসা যাই॥
বাপে কান্দিল মাও কান্দিল
কান্দিল ছোটো ভাই।
পোষনীয়া কুকুর কান্দিল
হায় রে, আমার মুখ চাই॥

১। কেওয়াড়—দরজা।

কি আর কইব রে আমি
হইলাম কুলীন ঘরের মাইয়া।
দয়া মায়া সব ছাইড়্যা গেছে
পোড়া সমাজের মুখ চাইয়া॥
কোন বিধাতা বিধান দিল রে
এমন কুলীনের কুল।
আমি অভাগী কইন্যা হইলাম
সমাজের বইক্ষে শূল॥
দিন যায় আমার মনের দুঃখে
রাইতে পইড়া কাঁন্দি।
কে বুঝিবে আমার দুঃখ
আমি বৈদেশে হইলাম বন্দী॥
ভরাপাড়া ভরার ঘটক রে,
আরে ঘটক ট্যাকাকড়ি খাইয়া।
বৈদেশে গাবরের[২] ঘরে
আমারে দিছে বিয়া॥

(২)

আরে ও উজান গাঙ্গের নাইয়া
কোন দেশেরতন্ কোন দেশে যাওরে,
এইনা ভাইটালে গাঙ্গ বাইয়া॥
তোমার আগা বৈঠা পাছার হাইল
ক্যাঁচড় কোঁচড় করে।
ঐ না আওয়াজ শুইন্যা আমার
পরাণ না রয় ঘরে॥

২। গাবর=অনাচারী, অসভ্য।

উজান দেশে আছিল রে নাইয়া,
আমার বাপের বাড়ী।
দেশের কথা মনে কইর‍্যা
আমি কাইন্দ্যা মরি॥

সেইনা দেশে যাইবানি[৩] নাইয়া,
নায়ের পাল উড়াইয়া।
আরে ও উজান গাঙ্গের নাইয়া।
কোন দেশেরতন আইলারে তুমি
কোন দেশে যাও বাইয়া॥

(৩)

আরে ও উজান দেশের নাইয়া।
বাপের গেরামে যাইও রে তুমি
তোমার নাওখানি বাইয়া॥

বাপেরে কইও রে নাইয়া
তার কুলীন কইন্যার কথা।
মায়েরে কইও নাইয়া
আমার বইক্ষের বেথা॥

এই দেশে দরদী নাই রে
আমি কার-বান্ কাছে যাই।
কার মুখ চাইয়া রে আমি
পরাণরে বুঝাই॥

৩। যাইবানি—যাইবা নাকি।

যাইও যাইও যাইও রে নাইয়া
আমার বাপের বাড়ীত্ যাইও।
অভাগী কইন্যার কথা
বুঝাইয়া কইও ॥
পরাণে না বাঁচিব রে আমি
এই বেবানে[৪] পড়িয়া।
ও উজান দেশের নাইয়া।
কোন দেশেবান্ যাওরে তুমি
তোমার নাওখানি বাইয়া ॥

ভরার মেয়ের বারোমাসী

আশ্বিন

আইল আইশ্‌নারে মাস
গাঙ্গে ধইরাছে ভাটা।
বাপের দেশে বড়ো পূজা
হইব কত ঘটা ॥
সাইর-সর্‌শি[১] পিঁধ্‌ব[২] কত
নানান্ রঙের শাড়ী।
দল বাইন্ধ্যা ঠাকুর দেইখব
ঘুইর‍্যা বাড়ী বাড়ী ॥
কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা
শ্যামা পূজার রাতি।

৪। বেবান—বিপদ শঙ্কুল অচেনা প্রান্তরে
১। সাইর সরশি—সমবয়সী খেলার সাথী। ২। পিঁধব—পরিবে।

বাজি-বাজনা কত হইব
জ্বইলব কত বাত্তি ॥
ই[৩]-দেশেও ত হয় রে পূজা
দেখে কত লোকে ।
আমি অভাগী পইড়্যা কান্দি
কেউ ডাকে না মোকে ॥
আর না দেইখবরে আমি
বাপের দেশের পূজা ।
বিধাতা লিইখ্যাছে এইনা
কুলীন কইন্যার সাজা ॥
আর না যাইবরে আমি
ঘাটে বিজয়া দেখিতে ।
ছোট্টো আমার সোনা ভাইয়ের
ধইরা নরম হাতে ॥
ভরার কইন্যার পূজা-পার্বণ
ধরম করম নাই ।
ট্যাকায় কেনা বান্দী আমি
ঘরে বইসা রই ॥

কার্তিক

আইল কাত্তিকের মাস
রাইতে গাও শীত শীত করে ।
বাপের দেশের কত কথা
আমার সদাই মনে পড়ে ॥

৩। ই—এই।

কাত্তিক মাসে পুজাপর্বন
সাঁঝই পূজার ধুম।
বর্‌ত[৪] কথার গল্প শুইনা
রাইতে না হইত ঘুম॥
কোন বা দেশের কুল-কইন্যা
বর্‌তে ফাঁকি দিয়া।
বনবাসে গেল হায় রে
দেব্‌তার কোপে ত পড়িয়া॥
এই জন্মে না দিছি ফাঁকি রে,
আমার গিয়ান[৫] বিশ্বাস মতে।
আর জন্মের পাপ বুঝি
ফইল্‌ল এই জনমেতে॥
ভাই দ্বিতীয়ার ভাই ফোঁটা
আমি দিব কার কপালে।
বেলগাছে দিলাম রে ফোঁটা *
আমি ভাইস্যা চৌক্ষের জলে॥
সুখে থাইক্যো ভাইডি আমার
আইজ আশীর্বাদ করি।
তোমার ঘরে না জন্মায় যেন
এমন কুলীন কুমারী॥

৪। বর্‌ত=ব্রত। ৫। গিয়ান—জ্ঞান।

---

* ভ্রাতৃদ্বিতীয়া তিথিতে ভ্রাতা অনুপস্থিত থাকিলে ভগ্নী বেলগাছ, অশ্বত্থগাছ অথবা আমগাছে ফোঁটা দিয়া ভ্রাতাকে আশীর্বাদ করেন। এটি পূর্ববঙ্গের পূর্বপ্রচলিত প্রথা—সম্পাদক।

অগ্রহায়ণ

আইল আঘণের মাস
উত্তুইর‍্যা হিঁয়াল[৬] ছাড়ে।
রাইতের বেলা নীয়র[৭] পইড়া
বিরিক্ষের পাতায় ঝরে॥
শব্দ শুনি টাপুর টুপুর
রাইতের পরভাত কালে।
মনে পইড়্যা কত কথা
আমি ভাসি চৌক্ষের জলে॥
হায় রে, শিশু কাইল্যা সুখের স্বপন
যইবন কাইল্যা আশা।
সগলি মিলায়্যা গেল
যেমন আঘণের কুয়াশা॥
গরীব আমার পিতামাতা
না হইত যদি বিয়া।
গরীব ভাইয়ের ঘরে রইতাম
ভাইয়ের বউ লয়্যা॥
এত অপমান খোটা-উষ্টা[৮]
না সইতে হইত কথা।
সমাজের বইক্ষে বাইজল না রে
ভরার কইন্যার বেথা॥
দিন যায় রে নানান দুঃখে
রাইতে বইস্যা কান্দি।

৬। হিঁয়াল=ঠাণ্ডা হাওয়া। ৭। নীয়র=নীহার। ৮। খোটা-উষ্টা=অপমান জনক ধিক্কার।

এমন কিছু নাই রে আমার
যারে লয়্যা পরাণ বান্ধি ॥
কোন বা দেশে রইলা রে বাপ
ভুইল্যা কইন্যার কথা।
কেমনে আমি জানামু[৯] রে
আমার দুঃখের বেথা ॥

পৌষ

পউষ মাইস্যা পোষা-আন্ধি[১০]
শীতে কাঁপে গা।
ভোর বিয়ানে[১১] কাউয়া ডাকে
বাসা ছাড়ে না ॥
আমি আবাগী জলের ঘাটে
ঠাণ্ডা ঘাটের পানি।
কেমুন কইর‍্যা জানাই আমার
দুঃখের কাহিনী ॥
এইন্না পউষ মাসে কত
পউষ-পার্বণ ঘটা।
আমি আবাগী ভরার কইন্যা
দেয় সগলে খোঁটা ॥
এইনা দেশের আচার বেভার
আমি নাইত জানি।

৯। জানামু=জানাইব। ১০। পোষা আন্ধি=কুয়াশার অন্ধকার।
১১। ভোর বিয়ানে=অতি প্রত্যূষে।

এক কইরতে আর হয়্যা যায়
গাইল মন্দ শুনি ॥
আমের গাছে মকুল আসে
মাঠে সর্ষ্যার ফুল।
শণের ক্ষেতে হাওয়ায় দোলে
হলদে ফুলের দুল ॥
গেন্দা ফুলে উঠান আলো
গরীব বাপের বাড়ী।
এই বৈদেশে ভাবি বইসে
আমি অবলা নারী ॥
কোন বা দেশে রইলা গো বাপ,
কেথায় রইলা মাও।
তোমার কুলের কুল কইন্যা
আইসা দেইখ্যা যাও ॥

মাঘ

আইল মাঘের মাস
লইয়্যা নতুন হাওয়া।
পুরান যাইয়া নতুন আইসে
সবারই আসা যাওয়া ॥
এইনা মাসে নায়রী কইন্যা[১২]
সোয়ামীর ঘরে যায়।
যাইবার কালে কত কথা
মাও বাপরে কয় ॥

১২। নায়রী কইন্যা = পিত্রালয়ে স্থিত বিবাহিতা কন্যা।

'ভুইলা নাইসে থাইকো মাও গো,
আমারে পাঠায়্যা বৈদেশে।
বাবারে পাঠায়্যা দিও
মোরে আইন্‌তে জ্যষ্টিমাসে ॥'
আমি অভাগী ভরার কইন্যা
আমার নাইসে বাপের বাড়ী।
জনমে না হইব রে আমি
আমার গেরামের নায়রী ॥
মায়ের গলা ধইরা কাইন্দ্যা
নাইসে কইব কথা।
আমারে আইনো মাও গো,
খাও আমার মাথা ॥
উইড়্যা যাও রে আশমানের পঙ্খী,
তোমরা কত দেশে যাও।
যেই দেশে মোর বাপের বাড়ী
সেই দেশে নি যাও ॥
সেই না দেশের নদীর ঘাটে
বালু চক্ চক্ করে।
পাড়ে আছে বকুল গাছ
তুমি বইবা[১৩] তার উপরে ॥
ঘাটে আইলে মাও আমার
কইবা তার ঠাই।
ভরার কইন্যার সোমান দুঃখী
দুনিয়ায় আর নাই ॥

১৩। বইবা=বসিবে।

ফাল্‌গুন

আইল ফাগুনের মাস
এইনা নতুন সাজ লইয়া।
দোয়েল কোয়েল ডাকে কত
বিরিক্ষের ডালে বইয়া॥
দক্ষিণালী বাও ছুইট্যাছে
কুশুম কুশুম[১৪] শীত।
বনের ফুল ফুইট্যাছে
ভম্‌রায় গায় গীত॥
এইনা ফাগুন মাসে কত
কথা উঠ্‌ত মনে।
সঙ্গী সাথীর সঙ্গে কথা
হইত কানে কানে॥
কত আশা কত সুখ
আইজ সবে হইছে শেষ।
গানের আসর ভাইঙ্গা গেছে
নিঝুম রাইত অবশেষ॥
ফাল্‌গুনের ফাগুয়া খেলা
কত কইর‍্যা মাতামাতি।
আইজ কোথায় আইলাম আমি রে হায়
রইল কোথায় সঙ্গী সাথী॥
জীবন বসন্ত আমার
হায়রে, শেষ হইয়্যা গেছে।

১৪। কুশুম কুশুম=সুখকর ও অল্প।

আগে পাছে সগ্‌গল আন্ধার
আর আলো নাইরে কাছে ॥
আন্ধার রাইতে ভরায় উইঠলাম
আন্ধাইর বইক্ষে করি।
দিনের লাগাল আর না পাইলাম
হইল দুঃখের বোঝা ভারি॥

চৈত্র

এইনা চৈতর মাস আইল
শীতের হইল শেষ।
আমি অভাগী ভরার কইন্যা
আমার বাইড়া গেল ক্লেশ ॥
দুইপর রোইদে গাঙ্গের ঘাটে
ক্ষার-কাপড় কাচি।
কোথায় রইল্যা ঠাকুর যম
লইলে আমি বাঁচি ॥
চৈত মাইস্যা চৈতালী হাওয়া
চরের বালি উড়ে।
বাপের দেশের কত কথা
আমার মনে পড়ে ॥
সে দেশে ত আছে রে নদী
আছে নদীর ঘাট।
এমুনতর নদীর পারে
আছে বন আর মাঠ ॥
সেইনা বন সেইনা মাঠ
সোনার স্বপনে ভরা।

এই বৈদেশে আমার চৌক্ষে
সগল লক্ষ্মীছাড়া ॥
মন আমার ভাইঙ্গ্যা গেছে
পরাণে নাই সুখ।
ভরার কইন্যার চৌক্ষে বুঝি
সগ্গলি হয় দুঃখ্ ॥
কুলীন ঘরের কইন্যা রে আমি
পইড়া এই সমাজে।
হেনস্তা[১৫] কত সইব আর
কথা না কই লাজে ॥

বৈশাখ

বৈশাখ আইসাছে হায় রে
লইয়্যা রোইদের জ্বালা।
আঙ্গিনায় বইসা রান্ধন করি
আমি দুই পওর বেলা ॥
গাও যায় রে জ্বইলা আমার
তিষ্টায় ছাতি ফাটে।
কেমন কইরা কও যে তোমরা
আমার দিন কাটে ॥
দোহাই তোমার সূয্যি ঠাকুর
তুমি মেঘে লুকাও মুখ।
আমি যে কুলীনের কইন্যা
দেইখ্যা আমার দুখ্ ॥

১৫। হেনেস্তা—হীন বলিয়া অবজ্ঞা।

বাপের বাড়ীত্ আমের গাছ
শীতল তার ছায়া।
আইজ দুইপ'রে মনে পড়ে
বড়ো দুখুঃ পায়্যা ॥
বাপের বাড়ী ইছামতী
গাঙ্গে জল টল টল করে।
সেই না গাঙ্গে নাইবার[১৬] লাইগ্যা
আমার পরাণ ধড়ফড় করে ॥
বাপের বাড়ীত্ মাইট্যা কলসী
শীতল তার পানি।
সেইনা পানির লাইগ্যা হয় রে
আমার আকুল পরাণি ॥
হায় রে আমার পোড়া কপাল
হইলাম ভরার কইন্যা আমি।
জন্মে না দেইখব রে আমার
এমন সাধের জন্মভূমি ॥

জ্যৈষ্ঠ

এইনা জৈষ্ঠের মাস রে
গাছে পাকে আম।
গাছে গাছে কাঠাল পাকে
আর কালো জাম ॥
ভোর বিয়ানে ছোটো ভাই
উইঠ্যা আমার সাথে।

১৬। নাইবার—স্নান করিবার।

আইঞ্চল ধইরা যাইত আইত
আমবাগানের পথে ॥
মাইট্যা ঘরের ঠাণ্ডা মাইঝায়
শীতলপাটি পাইড়্যা।
দুইপর বেলায় কড়ি খেইলতাম
সাইর-সাথী লইয়্যা ॥
বিকাল বেলায় চুল বান্ধা
পাড়ার মেয়ের সাথে।
গা ধুইবার যাইতাম আমি
ইছামতীর পথে ॥
কত হাসি কত গল্প
কত সুখের খেলা।
আইজ মনে পইড়্যা কাইন্দা মরি
এই বৈদেশে একেলা ॥
আর না দেইখব রে আমি
আমার ছোটো ভাইয়ের মুখ।
সাইর-সাথীর সঙ্গে খেইল্যা
আর না পাইব সুখ ॥
আমি যে ভরার কইন্যা
বাপের দেশে যাইতে নাই।
ভারায় তুইল্যা কুলীন বাপ
দিছে রে ভাসাই ॥

আষাঢ়

আইল আষাইঢ়্যা মাস
লয়্যা বিষ্টির ধারা।

মাঠ ঘাট ডুইব্যা যায় রে
ডুইবল গাঙ্গের চরা ॥
সূর্য্যি ঠাকুর পলায়্যা গেল
কাপড় না শুকায় ।
ভিজা কাপড়ে কেমনে থাকি
শুকান হইল দায় ॥
দিন যায় রে কনোমতে
রাইতে বইস্যা কান্দি ।
না বুঝে কেউ আমার দুঃখ
ভরার কইন্যা বান্দী ॥
এইনা সেই আষাইঢ়্যা মাস
আশমানে ডাকে দেওয়া ।
কি কইরছে মোর ছোট্টো ভাই
জিল্‌কিতে[১৭] ভয় পায়্যা ॥
আমি দিদি তার কাছে নাই
এমন বার্ষ্যার দিনে ।
কে তারে ঘোম পাড়াইব
লইব কোলে টাইনে ॥
আষাঢ় মাসে বিষ্টি লাইম্যা
গাঙ্গে আইত জল ।
গামছা পাইত্যা মাছ ধরতাম
পাড়ার মাইয়ার দল ॥
ইছামতীর পাড়ে পাড়ে
হিজল কেওয়ার ফুল ।

১৭। জিল্‌কি—মেঘ গর্জনে বিদ্যুতের ঝলক ।

এই আষাঢ়ে মনে পইড়্যা
পরাণ করে আকুল ॥

শ্রাবণ

আইল শাওণের মাস
লাইম্যাছে শাওনীয়ার ধারা।
আমার বইক্ষের মাঝে পরাণ কান্দে
আইজ হইয়্যা দিশাহারা ॥

আকাশ ভরা কাজল মেঘ
হাওয়ায় মারে বাড়ি।
একলা ঘরে নিশি রাইতে
আমি ভয়ে কাঁইপ্যা মরি ॥

এমন বাদ্‌লা রাইতে মা জননী,
তুমি রইলা কোথা।
তিরজগতে আর কেই নাই ত
বুঝব আমার বইক্ষের বেথা ॥

এইনা শাওন মাইস্যা গাঙ্গে
ঢেউয়ে ভাঙ্গে পাড়ি।
ইছামতীর ঘাটে নাইতাম
দিয়া ঢেউয়ের সঙ্গে আড়ি ॥

পাড়ার কত কইন্যা আইত
আউলা মাথার কেশ।
শাওনীয়া বিষ্টি ধারায়
ভিইজ্যা পরণ বেশ ॥

বিয়া তাগর[১৮] আইজ হইয়া গেছে
পাইছে সোয়ামীর ঘর।
আমি আবাগী কুলীন কইন্যা
পাইলাম দুঃখের সায়র ॥
সংসার মাঝে কেউ নাইরে
আমার দুঃখে হইব খাড়া[১৯]।
কারবান্ হাতে তুইল্যা দিল
মোরে ঘটক ভরাপারা ॥

ভাদ্র

এইনা সেই ভাদ্দরের মাস
আশমানে সাদা মেঘের খেলা।
আমার বাপের দেশে যাইবা নি মেঘা
তুমি এইনা দুইপর বেলা ॥
আমার বাপের দেশে মাঠে ভরা
সোনার ভাদুই ধান।
আম কাঁঠালের বাগিচা কত
বরজ ভরা পান ॥
বিলে ফুইট্যাছে পউদ্মের ফুল
শাফ্লা সারি সারি।
বাড়ীর পাশে শামাইল্ক্যা[২০] ফুল
রাইতে গন্ধ চমৎকারী ॥

১৮। তাগর=তাহাদের। ১৯। খাড়া—সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবে। ২০। শামাইল্ক্যা=শেফালিকা।

ইছামতীর পাড়ে দেইখ্‌বা
বড়ো চম্পা বকুল গাছ।
সাঁঝ সকালে দেখবা গাছে
হাজার পঙ্খীর নাচ॥
সেইনা গাছের কাছে দেখবা
আমার বাপের বাড়ী।
উলুছনের ছানি দেওয়া
মাইট্যা ঘর পূবদুয়ারী॥
আমার বাপের দেশে যাওরে মেঘা,
তুমি আমার মাথা খাও।
আমার সগল দুঃখের কথা
মাও বাপরে জানাও॥
কইও কইও কইওরে মেঘা,
আমার ছোটো ভাইয়ের ঠাঁই।
এই বৈদেশে আইসা দিদি
তরে ভুলি নাই॥
আইজ ভাদুই ষষ্ঠীর দিনে রে ভাই,
আমি তোমার লাগিয়া।
ভাসাইলাম পাইট্যার[২০] ডিঙ্গা
শেষ চৌক্ষের জল দিয়া॥*

২০। পাইট্যার=কলাগাছের খোলের।

---

* পূর্ববঙ্গে ভাদ্রমাসের 'ভাদুই ষষ্ঠী' পূজা করিয়া বিদেশস্থিত প্রিয়জনের উদ্দেশে ষষ্ঠীর প্রসাদ, ধান-দূর্বা ও হলুদমাখা লালসূতা (হাতে বাঁধার 'রাখী') কলাগাছের খোল দিয়া প্রস্তুত ডোঙ্গায় জলস্রোতে ভাসানো হয়।

১৫

ডাঙ্গর[২১] যখন হইবারে ভাই,
আরে ভাই, তুমি না হইও কুলীন।
দিদির কথা মনে রাইখ্যা
তুমি বাঁইচ বহুত দিন॥
না পাইল্যাম ঘর বর রে
আমি না পাইলাম কুল।
ছোটো কাইল্যা স্বপন রে আমার
আইজ সব হইল ভুল॥
ছুইট্যা যাইছ গহীন নদী
ঘুইরা বাঁকে বাঁকে।
আমারে ডুবাইয়া লও
তোমার গহীন পাকে॥”

ভাদ্দর মাইস্যা ভরা গাঙ্গ
গাঙ্গে বিষম ঢেউ।
ডুইব্যা গেল ভরার কইন্যা
হায় রে, দেইখ্‌ল না আর কেউ॥

২১। ডাঙ্গর=বড়ো।

ভাদুই ষষ্ঠীর ভোগ ক্ষীর সন্দেশ, পিটুলীর পিঠা ও ঝিঙ্গার চাকৃতি। যশোহর জেলা ও প্রাগ্‌স্বাধীন যুগের নদীয়া জেলার পূর্বাঞ্চলে ভাদুই ষষ্ঠীকে ‘ঝিঙ্গাষষ্ঠী’ বলা হয়, এবং পূজায় ঝিঙ্গাফুলেরই প্রাধান্য।—সম্পাদক

প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা

চতুর্থ খণ্ড

মাণিকতারা ডাকাইতের পালা

কবি সেখ আমির উদ্দিন বিরচিত

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক

মাণিকতারা ডাকাইতের পালা

ভূমিকা

এই সম্পাদনায় মাণিকতারা ডাকাইতের পালার ছত্রসংখ্যা ৯৮২। মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন ডিঃ লিট মহাশয় সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত মাণিকতারা ডাকাইতের পালার ছত্রসংখ্যা তাঁহার গণনায় ৮৩২, আমার গণনায় ৮০৪। সেন মহাশয় সম্পাদিত পালাটি অসম্পূর্ণ, এই সম্পাদনায় সম্পূর্ণ। সেন মহাশয়ের সংগ্রহ সবগুলি ছত্রই এই সম্পাদনায় পাওয়া যাইবে, তাহার মধ্যে ৩৫টি ছত্রের সঙ্গে এই সম্পাদনার ছত্রের তাৎপর্যে পার্থক্য ঘটায় সেন মহাশয়ের পাঠ তৎতৎস্থলেই পাদ-টীকায় প্রদত্ত হইল। নূতন সংগ্রহ বুঝাইতে ছত্রের শেষে '+' চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে। ১৬, ১৭, ও ১৮ অধ্যায় তিনটি সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় না থাকায় ঐ তিন অধ্যায়ে ছত্রের শেষে '+' চিহ্ন না দিয়া অধ্যায় অঙ্কের পাশে দেওয়া হইয়াছে।

মাণিকতারা ডাকাইতের পালার ভণিতায় আমির ও জামাই-তুল্লার নাম উল্লেখ আছে। মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার ভূমিকায় লিখিয়াছেন—'আমির ও জামাইৎ উল্লা নামক দুই ব্যক্তি ভণিতায় পালারচয়িতা বলিয়া নিজেদের উল্লেখ করিয়াছেন। পালার অধিকাংশই জামাইতের রচনা ; কিন্তু আমির রচনাভঙ্গীতে জামাইৎ উল্লার এমন সুন্দর অনুকরণ করিয়াছে যে, উভয়ের রচনা পৃথক করা কষ্টকর। গায়েনেরা অনেক সময়ে কবিত্বের দাবী ফাঁদিয়া ভণিতায় নিজেদের নাম ঢুকাইয়া দিতেন ; এইভাবে

আমিরের নাম ভণিতায় প্রবেশ লাভ করিয়া থাকিতে পারে। তাহা হইয়া থাকিলে আমির একজন পালাগায়ক মাত্র।'

মূল রচনার মধ্যে প্রক্ষিপ্ত অংশ নির্ণয়ের স্থূল উপায়—প্রক্ষিপ্তের অবান্তরত্ব। এই পালায় যে সব জায়গায় জামায়েতুল্লার ভণিতা আছে সে জায়গায় কয়েকটি ছত্র বাদ দিলে মূল পালার কোনো অঙ্গহানি হয় না। জামায়েতুল্লার ভণিতায় তিনি নিজেকে 'বয়াতী' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। আমির কিন্তু ভণিতায় 'বয়াতী' বা 'গায়েন' বলিয়া পরিচয় দেন নাই। বয়াতী ও গায়েনরা অপর কবির রচিত পালা বা গান গাহিয়া থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে পালার প্রথমে বন্দনা-গান বয়াতী ও গায়েন তাঁহাদের নিজস্ব রুচি ও প্রয়োজন মত রচনা করিয়া গান করেন। কোনো কোনো গায়েন বা বয়াতী আসরে গাহিবার মত পালা রচনা করিয়া নিজেই আসরে গান করিতেন। এই সব কারণে আমার মনে হয়, মাণিকতারা পালা রচনা করিয়াছিলেন, মৈমনসিংহ জেলার জামাল-পুর মহকুমায় ইসলামপুর গ্রামনিবাসী কবি 'সেখ আমিরুদ্দিন'। এই কবির রচিত অনেকগুলি ভাটিয়ালী 'ছুটা গান' এখনও ঐ অঞ্চলে জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে।

ঘটনার কাল সম্পর্কে সেন মহাশয় তাঁহার ভূমিকায় কিছু লিখেন নাই। পালা রচনার কাল সম্পর্কে লিখিয়াছেন, 'এই সমস্ত দস্যুভীতি ও অরাজকতার বর্ণনা ও আনুষঙ্গিক বিবরণ হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এই পালা ইংরেজাধিকারের কিছু পূর্বে অর্থাৎ মুসলমানাধিকারের অবনতির দিনে রচিত হইয়াছিল। গানটির রচনাকাল সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ।'

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চারিশত বৎসরের বাংলাদেশের প্রকৃত ইতিহাস অবলম্বনে কোনো ঘটনার

কাল নির্ণয় করিতে 'দস্যুভীতি ও অরাজকতার বর্ণনা' গ্রহণ করা বোধহয় সঙ্গত নহে। কারণ, ঐ দুইটি বিপদ উক্ত চারি শতাব্দী ব্যাপীয়াই পূর্ববঙ্গে ছিল। মাননীয় সেন মহাশয় কর্তৃক প্রকাশিত পালাগুলির মধ্যে অনেকগুলি পালাই এ বিষয়ে প্রমাণ দিতেছে। আমার মনে হয়, এই পালায় বর্ণিত ঘটনার কাল নির্ণয়ে ব্রহ্মপুত্র নদের প্রধান জলস্রোতের গতিপথ পরিবর্তনের কালই প্রধান প্রমাণ হইবে। কারণ, ব্রহ্মপুত্র নদের প্রধান জলস্রোত তাহার গতিপথ পরিবর্তন করিয়া 'যমুনা' নামে স্থিতিলাভ করিতে যে একশত বৎসর লাগিয়াছিল, সেই একশত বৎসর তুরা পাহাড়ের দক্ষিণে বর্তমান 'খাটিয়ামারী-মানকার চর' হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে গোয়ালন্দ পর্যন্ত দীর্ঘ এবং বর্তমান যমুনা নদীর পূর্ব-পশ্চিমে কমপক্ষে পঁচিশ মাইল প্রস্থ ভূভাগে এমন একটা ভাঙ্গ-গড়া চলিয়াছিল যে, সেকালে দরিদ্র কৃষক ছাড়া ঐ অঞ্চলে আর কেহ বাস করিত না। ঐ সময়ে ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব পার হইতে পশ্চিম পার পর্যন্ত যাইতে তিরিশ হইতে পঞ্চাশ মাইল জলপথ অতিক্রম করিতে হইত। এই জলপথ নানা কারণে অতিশয় বিপদসঙ্কুল ছিল বলিয়া নৌকার ভাড়া ছিল 'দশ কাহন কড়ি' বা দশটা রূপার টাকা। যদিও এই দশ কাহন কড়ির কথা জনশ্রুতি মাত্র।

ব্রহ্মপুত্রের গতিপথের এই পরিবর্তন বাংলাদেশে একটি প্রচণ্ড ভূমিকম্পের ফল। এই ভূমিকম্পের কথা কোনো প্রামাণ্য ইতিহাসে আমি পাই নাই। জনশ্রুতি অবলম্বনে জানা যায়, দিল্লীর বাদশাহ সাহজাহানের রাজত্বকালে এই ভূমিকম্প হয়। এই ভূমিকম্পের ফলে বাংলাদেশে ভূমিসংস্থানের বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা, করোতোয়া—বাংলার এই প্রধান তিনটি নদ-নদী তাহাদের গতিপথ পরিবর্তন করিয়াছে। 'ঢোলসমুদ্র'

ও 'হুড়োসাগর' লোপ পাইয়াছে। যাহার জন্য পূর্ববঙ্গের প্রাচীন পল্লীগাথা ও পশ্চিমবঙ্গের মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত বহু স্থানের সন্ধান এখন পাওয়া যায় না। এই পালায় বর্ণিত 'গোঞ্জের হাট' যে কোথায় ছিল তাহাও কেহ বলিতে পারে না। এই সব কথা চিন্তা করিয়া আমার মনে হয় এই পালার ঘটনা ১৬৫০ হইতে ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ঘটিয়াছিল এবং ঘটনার অব্যবহিত কাল পরেই সেখ আমির পালা রচনা করিয়াছিলেন।

বয়াতী জামাতুল্লা সম্ভবত খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে জীবিত ছিলেন। এই অনুমানের হেতু, যেকালে তিনি জীবিত ছিলেন সেকালে দেশে মুদ্রা হিসাবে কড়ির প্রচলন লোপ পাইয়াছিল। যাহার জন্য দশ কাহনে কত কড়ি হয় তাহার হিসাব শুনাইয়াছেন বয়াতী তাঁহার শ্রোতাদের।

ভাষার দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যাইবে এই পালাটিতে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী হইতে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত তিন শত বৎসরের পল্লীকবির ভাষার ছাপ আছে। সেই সঙ্গে মৈমনসিংহ জেলার উত্তরাঞ্চলে 'খাইবাম্—যাইবাম্', দক্ষিণাঞ্চলের 'খাইবার নয়—যাইবার নয়' এবং ঢাকাজেলার 'খামু-যামু' প্রভৃতির ব্যবহারও আছে।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে রংপুর জেলায় গোবিন্দগঞ্জে বনবিহারী সাহা-চৌধুরীর গৃহে প্রথম আমি মাণিকতারা ডাকাইতের পালা শুনিয়াছিলাম। সে পালায় 'খাবু-যাবু' শুনিয়াছি।

আমার মনে হয় গোবিন্দগঞ্জে শুনা পালা কবি আমিরুদ্দিনের রচনা নহে। সে পালাটি ইহা অপেক্ষা অনেক বড়ো এবং তাহাতে ডাকাইত মাণিকতারার সঙ্গে ফৌজদার ও দেওয়ানদের তিনটি লড়াইয়ের বর্ণনা আছে। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে পালাটির খোঁজে আমি

গোবিন্দগঞ্জ গিয়াছিলাম, কিন্তু নানা প্রকার অসুবিধার জন্য কিছু করিতে পারি নাই।

আমি এই পালা সম্পর্কে যতটুকু জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে বর্তমান বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত মাণিকতারা ডাকাইতের পালাগান ও গল্পের আকারে কাহিনী, ধুবড়ি হইতে সিরাজগঞ্জ পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদীর পূর্ব ও পশ্চিমে বহুদূর গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত ছিল। সেই সঙ্গে আমার বিশ্বাস, মাণিকতারার কাহিনী অবলম্বনে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন পল্লীকবি পৃথক পালা রচনা করিয়াছিলেন। আমার দুর্ভাগ্য, নানা কারণ বশত আমি বিশ্বাস ও আকাঙ্ক্ষানুযায়ী কোনো পালারই অনুসন্ধান চালাইতে পারি নাই।

কাব্যের দিক হইতে এই পালাটির মূল্য কি হইতে পারে, সে বিচার করিয়া কোনো লাভ নাই। কারণ, যে আকারে পালাটি আমি পাইয়াছি কবির মূল রচনার ভাষা বোধ হয় এপ্রকার ছিল না। ইহার মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে ঐতিহাসিক তথ্যের দিক হইতে।

খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি মক্কা হইতে আনীত আলেমদের পরামর্শে সাম্রাজ্যের অমুসলমান প্রজাশাসনে যে অর্থনীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, সে অর্থনীতি ইংরেজাধিকারের পূর্ব পর্যন্ত সব শাসকই অনুসরণ করেন। ফলে মাণিকতারার সমসাময়িক কালে সপ্তদশ শতাব্দীতে দেশে ধাতুমুদ্রার এমন অভাব ঘটিয়াছিল যে, দশ কাহন অর্থাৎ—দশটি রূপার টাকা কাহাকেও দিতে হইলে ১২৮০০টি কড়ি বস্তা-বোঝাই করিয়া লইয়া যাইতে হইত। ইহা বাংলার তথাকথিত সুবর্ণযুগের একটা দিক। আর একটা দিকের চিত্র যেমন 'মাণিক-তারা' জনসমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছে, সেই প্রকার 'দস্যু কেনারাম', 'কাফেন চোরা', 'নেজাম ডাকাইত' প্রভৃতি পালায়ও ফুটিয়া

উঠিয়াছে। ঐ যুগে নিরীহ প্রজাসাধারণের ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য দেশের শাসকবর্গের কোনো প্রচেষ্টার কথা কোনো গাথাসাহিত্যে দেখা যায় না। দেশের চোর-ডাকাইতের দলগুলি অনেক সময় নিজেরাই নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া মারামারি করিয়া মরিত।

তবে খাদ্যের দিক হইতে বাঙ্গালীর পক্ষে প্রাগ্‌বৃটিশ যুগ যে স্বর্ণযুগ ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। দেশে অতিবর্ষণ, অকাল বন্যা, অনাবৃষ্টি, প্রবল ঝড় প্রভৃতি দৈবদুর্বিপাক না হইলে সেকালের সাধারণ গৃহস্থ বাঙ্গালীর ঘরে বিনা ব্যয়ে অল্প আয়াসে কি প্রকার খাদ্য নবাগতের পাতে দেওয়া সম্ভব ছিল, তাহার একটি সুন্দর বর্ণনা এই পালার নবম অধ্যায়ে কবি দিয়াছেন। কিন্তু খাদ্যের এই প্রাচুর্য দেশের অর্থনৈতিক শাসন-সংরক্ষণের ফল, কিম্বা খাদ্যানুপাতে জন সংখ্যার স্বল্পতা, তাহা বিচার্য বিষয়।

এই পালার নায়িকা মাণিকতারার অসাধারণ চরিত্র কবি সেখ আমিরুদ্দিন পালার শেষের দিকে বেশ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু ডাকাতি আরম্ভ করার পর তাহার কার্যকলাপ সম্পর্কে কোনো বর্ণনা কবি বোধ হয় রচনা করেন নাই। আমার এই সন্দেহের কারণ- এই পালাটি ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে কবির জন্মস্থান ইসলামপুর গ্রামের অধিবাসী বাকু মিঞা নামে এক রাজমিস্ত্রীর নিকট হইতে লিখিয়া লইয়াছিলাম। সে সময়ে আমি মিস্ত্রীসাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "মাণিকতারা বা ডাকাতের পালা আমাদের অন্যতম গীতিকা-সংগ্রাহক বিহারীলাল রায় মহাশয় মৈমনসিংহ হইতে সংগ্রহ করিয়া গত বৎসর ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে আমাকে পাঠান। বিহারী বাবু আমাকে লেখেন যে, পালাটি তিন খণ্ডে সমাপ্ত; কিন্তু তিনি বহু কষ্টে ইহার প্রথম খণ্ডটি মাত্র সংগ্রহ করিতে

পারিয়াছেন।" তাহা হইলে কবির রচনা এই পালার আরও কিছু আছে কি?

এই প্রশ্নের উত্তরে মিস্ত্রী বাকুমিঞা আমাকে বলিলেন, তিনি মৈমনসিংহ ও ঢাকা জেলার বহু স্থানে কার্যোপলক্ষ্যে যাইয়া থাকেন। সর্বত্রই কবি আমিরুদ্দিনের রচনা মাণিকতারা পালা এই প্রকারই শুনিয়াছেন। ইহা ছাড়া অন্য কবির রচিত মাণিকতারা পালাও আছে। বিহারীবাবু বোধ হয় সেই পালাগুলির কথা বলিয়াছেন।

বাকুমিঞার কথানুযায়ী অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়া মৈমনসিংহ ও ঢাকা জেলায় আরও তিনজন কবির লিখিত পালা পাইয়াছিলাম। ঐগুলি স্পষ্টতই বর্তমান শতাব্দীতে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রচনা এবং নানা দোষদুষ্ট। রংপুর জেলার গোবিন্দগঞ্জে যে পালাটি শুনিয়াছিলাম তাহার প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত মাণিকতারার ভূমিকাই প্রধান, বাসু ও কানু গৌণ।

গোবিন্দগঞ্জে শুনা পালায় বাসু তাহার ব্রহ্মহত্যা ও মায়ের মৃত্যু কাহিনী মাণিকতারাকে বলিলে মাণিকতারা বেশ ভীত ও চিন্তিত হইয়া পড়ে। কালু ডাকাতের লাঠির আঘাতে বাসু জন্মের মত খোড়া হইলে মাণিকতারা 'বুড়া-মা'-এর আসনে গিয়া প্রার্থনা করিয়াছিল, ব্রহ্মহত্যার পাপের যেন এখানেই শেষ হয়, তাহার সিঁথার সিন্দুর ও হাতের শাখা বজায় থাকে। ডাকাতি আরম্ভ করিয়া সে কোনো ব্রাহ্মণের অনিষ্ট করিত না। বহু ব্রাহ্মণের কন্যাদায় উদ্ধারের জন্য ডাকাত মাণিকতারা অর্থাদির দ্বারা সাহায্য করিত। শেষের দিকে দশ-বারো বৎসর তাহাকে আর ডাকাতি করিতে হইত না, দক্ষিণে 'বাগুটিয়ার চর' উত্তরে 'খাটিয়ামারি'—এই সীমানার মধ্যে জলপথে যে সব সদাগরী নৌকা যাতায়াত করিত, তাহারা মাণিকতারার ঘাঁটিতে নির্দিষ্ট 'কৃত্-খাজনা' দিয়া যাইত। মাণিকতারার দলও ঐ সমস্ত

ব্যবসায়ীর নৌকা নিরাপদে তাহাদের সীমানা পার করিয়া দিত। জনশ্রুতি—মাণিকতারার দুই প্রধান অনুচর 'মাণিক' ও 'বাগুইট্যা'র নামানুসারে 'মান্ক্যার চর' ও 'বাগুট্যার চর' নামকরণ হইয়াছে।

পালাগানে মাণিকতারার যতটুকু পরিচয় পাওয়া যায়, প্রচলিত কাহিনী ও গল্পে আরও অনেক কথা আছে। সে যে শিশুকাল হইতেই দুর্ধর্ষ সাহসী ও স্বাধীন প্রকৃতির মেয়ে ছিল, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। জয়দেবপুরের উত্তরে শ্রীপুর বাজারে এক বৃদ্ধের মুখে শুনিয়াছিলাম, ডাকাইত মাণিকতারার রূপের কথা শুনিয়া ঢাকার সুবাদার নবাব তাহাকে ধরিবার জন্য জলপথে ও স্থলপথে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন। মাণিকতারা অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়া তাহার খোঁড়া স্বামীকে নৌকায় তুলিয়া বহু দূর নিরাপদ স্থানে রাখিয়া আসে। তাহার পর সে আরম্ভ করে চোরা-গোপ্তা আক্রমণ। ছয় মাসে বহু ক্ষয়ক্ষতি দিয়া শেষে রসদের অভাবে নবাবী সৈন্য ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হয়। প্রকৃতপক্ষে মাণিকতারার প্রতাপে উত্তরে খাটিয়ামারি হইতে দক্ষিণে বাইশকোদালিয়া-বাগুইট্যার চর পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র-যমুনার উভয়তীরবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকায় সুবাদারী শাসন লোপ পাইয়া বেশকয়েক বৎসর মাণিকতারার শাসন চলিয়াছিল। এদিক দিয়া মুস্‌লিম-শাসন যুগে ডাকাইত মাণিক-তারার সঙ্গে অপর কোনো নাম করা ডাকাইতের তুলনা হয় না।

আমার ইচ্ছা ছিল, এই অসাধারণ দুর্ধর্ষ সাহসী বুদ্ধিমতী রূপসী পতিপরায়ণা সাধারণ বাঙ্গালী ঘরের মেয়ে মাণিকতারার কার্যকলাপ অনুসন্ধান করিয়া যাহা পাই প্রকাশ করিব। কিন্তু আমার সে আশা আর পুরণ হইল না।

আগমেশ্বরীপাড়া রোড
নবদ্বীপ
মহালয়া, ১৩৭৭

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক

মাণিকতারা ডাকাইতের পালা

আসর বন্দনা।

আরে ভাই, মাও গুরু বাপ গুরু, গুরু ওস্তাদ জন।
তার থাইক্যা অধিক গুরু সেই দেব্‌তা নিরঞ্জন॥
দেব্‌তা নিরঞ্জনের পায় আমি পরথমে বন্দম্‌[১]।
মেহেরবাণী কর আল্লা মুই বড়ো অধম॥
তারপরে বন্দম্‌ আমি যত পীর পেগাম্বর।
মস্তক পাতিয়া বন্দম্‌ আমি এই সোনার আসর॥
হস্ত তুইল্যা সেলাম জানাই যত মোমিন্‌গণ।
বয়স গেছে বাইড়া আমার বুদ্ধি আছে কোম[২]॥
ক্ষেমা দিবাইন্‌ গুনাগারি[৩] আমার গাহানে নাইক্কা[৪] রস।
আল্লার কুদ্‌রতে[৫] পাই আমি দশোজনার মুখে যশ॥

পালা আরম্ভ।

(১)

ইদেশের[১] উত্তর মাথালে[২] আছে নদী বরাবর।
নদী নয় রে সাত সুমুদ্দুর দেইখ্যা ভয়ঙ্কর॥
দেশের লোকের ডাকে[৩] তারে বরম্‌পুত্তুর[৪] কয়।
আওয়াজ তোলে বরম্‌দত্তি[৫] পানির তলে রয়॥

১। পরথমে বন্দম্‌=প্রথমে বন্দনা করি। ২। কোম=অল্প। ৩। ক্ষেমা দিবাইন গুনাগারি=ক্ষমা দিবেন অপরাধ। ৫। কুদ্‌রতে=অনুগ্রহে।

১। ইদেশের=এই দেশের। ২। মাথালে=শেষ সীমায়। ৩। লোকের ডাকে=লোকমুখে। ৪। বরম্‌পুত্তুর=ব্রহ্মপুত্র। ৫। বরম্‌দত্তি=ব্রহ্মদৈত্য।

হায় রে গাঙ্গের কি বাহার,
ভাইরে গাঙ্গের কি বাহার।
ও তার ইপার[৬] আছে ওপার নাইক্কা
চৌক্ষে মালুম দেয় না কার॥
ও তার পানির তলে পাক পইড়াছে
দেখ্‌তে লাগে চমৎকার।
ভাইরে গাঙ্গের কি বাহার॥
বাও চালাইলে[৭] তুফান ছোটে
নাও ছাড়ে না কর্ণধার।
চালি সোমান গড়ান ভাঙ্গে[৮]
ফেনা উঠে মুখে তার॥
কত শিশুক্ ঘইড়াল[৯] বাসা ছাড়ে
চৌক্ষে দেইখা অন্ধিকার[১০]।
বড়ো বড়ো গাছ বিরিক্ষি চুবন খাইয়্যা[১১]
ভাইস্যা যায় রে পূব পাহাড়॥
ভাইরে গাঙ্গের কি বাহার॥
এইত দেখি তেলেছ্‌মাত্[১২] নদী
যহন পায় না বাতাস বাও।
মাটির মতন পইড়া থাকে
মুখে নাই তার রাও[১৩]॥

৬। ইপার=এই পাড়। ৭। বাও চালাইলে=জোরে বাতাস উঠিলে। ৮। চালি সোমান গড়ান ভাঙ্গে=ঘরের চালার সমান বড়ো গড়ানে ঢেউ গড়াইয়া চলে। ৯। শিশুক ঘইড়াল=জলজন্তু শুশুক ও ঘড়িয়াল নামক বড়ো কুমির। ১০। অন্ধিকার=অন্ধকার। ১১। চুবন খাইয়্যা=বারবার ডুবিয়া ভাসিয়া; ১২। তেলেছ্‌মাত্=তেলের মত তরঙ্গহীন। ১৩। রাও=শব্দ, কথা।

বাও নাই বাতাস নাই রে,
নাই সে নদীর ডাক।
ত্যাল্‌ত্যালায়্যা যায়[১৪] রে নাও
বাঁক ফালাইয়্যা বাঁক[১৫] ॥*
ডিঙ্গা পান্‌সি ছাইড়া দিয়া
নাইয়া লোকে দেয় পাড়ি।
ব্যাহুঁস নাইয়া ডুইব্যা মরে
খাইয়্যা পাকের ঢেউ বাড়ি ॥
ভাতের থালি যেমুন রে ভাই,
সোমান থাকে তার তলি।
এম্‌নি মোতন থাকে রে নদী
বাও বাতাস সে না পালি ॥
এই মত দরিয়ার পাড়ে ভাই,
আছে গোঞ্জের[১৬] ঘাট।
সাত দিনের মইধ্যে বইসে
তিন দিন গোঞ্জের হাট ॥
গোঞ্জের হাটে বেচা কিনি
ভালা ব্যাব্‌সা হয়।
এহি জাগাতে খেওয়া পড়ে[১৭]
বহুত মানুষ জড়ো হয় ॥

১৪। ত্যাল্‌ত্যালয়া যায়=সর্‌সর্‌ করিয়া স্বচ্ছন্দ গতিতে চলে। ১৫। বাঁক ফালাইয়া বাঁক=নদীর এক বাঁক অতিক্রম করিয়া আর এক বাঁক। ১৬। গোঞ্জের=নদীর তীরে বন্দর। ১৭। খেওয়া পড়ে=নদী পার হইবার নৌকা থাকে।

পাঠান্তর :—* ত্যালত্যালাইয়া যায় দরিয়া পাক্‌ ফালায় বাক্‌ ॥

হাটের জিনিস কিইন্যা মাইন্‌সে
ভালা, রুসাই[১৮] কইরা খায়।
ভাড়া দিয়া ঘরে থাইক্যা
রাইত পোষাইলে[১৯] যায়॥

শতে শতে খেওয়া ডিঙ্গি গো
আর জাইল্যা মান্দাইর[২০] নাও।
মানুষ লইয়্যা গাঙ্গ্‌ পাড়ি দেয়
ভুইলা বাপ আর মাও॥

তারা বিষ্টি বাতাস বাও মানে না
তুফান মাইরা চলে।
নছিব মন্দ হইলে তারা
তলায় পানির তলে॥

খেওয়া নাইয়ারে দেয় আজুরা[২১]
চড়ন্‌দার[২২] কড়ির পাহাড় গুইনা।
হিসাব কইরা দিবাম্‌ আমি
তাক্‌ লাইগবান্‌ শুইন্যা॥

চাইর কুড়ি কড়ি হইলে
হইব এক পোণ।
ষোল পোণ কড়ি হইলে
হইব এক কাহন॥

১৮। রুসাই=রসুই, রান্না।   ১৯। পোষাইলে=পোহাইলে। ২০। মান্দাইর=মৈমনসিংহ জেলার উত্তরে গারোপাহাড়ের তরাই অঞ্চলবাসী 'মান্দাই' জাতীয়দের। ২১। আজুরা=মজুরি, পারিশ্রমিক। ২২। চড়নদার=আরোহী।

দশো[২৩] কাহন কড়ি দিয়া
চড়নদার গুদারায়[২৪] হয় রে পার।
কেউবান্ বাঁচে কেউবান্ মরে
খোঁজ না হয় রে আর ॥
বরম্‌পুত্তুর পাড়ি দিয়া
দেওন্ লাগে দশ কাহোন কড়ি।
মাটি পাইয়্যা মাইন্‌ষে কইত
আল্লা রোছুল হরি ॥
দশ কাহোনে পারের লাগাল
পাইয়া সেরপুর গেরাম।
চড়ন্‌দারে রাইখ্যাছে ভাই রে
'দশ কাহুন্যা' নাম ॥
এই নদী ত পাড়ি দিতে
মইর্‌ত কত জোন।
হাতের ট্যাকা জেহরপাতি[২৫]
খাইত চোরাগণ ॥
কেউবান্ ভালা কেউবান্ মন্দ
থাইক্‌ত নায়ের মাঝি।
দিন দুইপওরে মাইরত ছুরি
হায়রে এমন পাজি ॥
লুইট্যা লইত জেহরপাতি
কাইড়্যা ছিড়্যা[২৬] যত।

২৩। দশো=দশ—বিস্ময়ে 'দশো'। ২৪। গুদারা=উপরে আবরণহীন খেওয়া নৌকা। ২৫। জেহরপাতি=গহনাপত্র। ২৬। ছিড়্যা=ছিনতাই করিয়া।

ঐরাণ[২৭] জোঙ্গলে লয়্যা
নেংটা ছাইড়্যা দিত ॥
কেউবান্ মাথায় কুড়াল মারে
কেউবান্ কাটে গলা।
হস্ত-পদে বন্ধন কইরা
দেয় রে পানির তলা ॥

(২)

গোঞ্জের ঘাটে থাইক্ত বিশু নাই[১]।
ঘরে আছিল নাইপ্তানী
আর জোন-পাঁচেক পুনাই[২] ॥
হাতে না থাকে খাবার কড়ি
ঘরের চালে নাই রে ছোন[৩]।
বেড়া দিবার নাইরে তার
কোনো জোঙ্গলা আড়া-বোন[৪] ॥
গিন্নী পুনাই লইয়্যা বিশু কষ্টে কাল কাটায় *।
দিন খাটুনী খাটে তেমু[৫] ব্যবসায় না কুলায় ॥
পাঁচ ছাওয়ালের বড়ো ছেইলা বাসু তার নাম।
বয়স হইছে বারো বচ্ছর কিছুই শেখে নাই কাম ॥
তার ছোটো কুশাই মইল[৬] নদীর জলে পইড়া।
তার ছোটো দাশুরে খাইল ঘাটে কুমিরে ধইরা ॥

২৭। ঐরাণ—গভীর জনশূন্য।

১। নাই—নাপিত। ২। পুনাই=পুত্রসন্তান। ৩। ছোন—উলুখড়। ৪। বোন—ঘরে বেড়া দেবার জন্য 'পাতেল'। ৫। তেমু=তাহাতেও। ৬। মইল=মরিল।

পাঠান্তর :—* '—ভিক্ষা মাইঙ্গ্যা খায়।'

আর একটা পইড়্যা মইল ভাইঙ্গ্যা গাছের ডাল।
ছোট্‌কা[৭] মইল বেরামে ভুইগা ফুরাইল জঞ্জাল ॥

বিশু কাইন্দ্যা অন্ধ হইল, বিধিরে ডাইক্যা কইল[৮]
"এহিতো লেইখ্যাছ দারুণ বিধি রে।
না দিলারে কড়া কড়ি, না খাইয়া পরাণে মরি,
এহি দুঃখে দিবাম্ গলায় দড়ি রে ॥
হাতে দিলা চন্দর গুইণা[৯], পঞ্চ মুখের কথা শুইনা;
যাইত মোর মনের জ্বালা রে।
কের্‌মে কেরমে সব খাইলা, এক বাত্তি ঘরে থুইলা,
না জানি কি দুখুঃ তারে দিবা রে ॥
এক বাস্থ পেটি তেল, কাইত হইলেই সব গেল্, (ক)
মাও বাপের অন্ধের* লড়ি[১০] রে।
দয়া কইরা যুদি দিলা, আবার কেনে হইরা নিলা,
না দেখিলা এইনা বুড়া-বুড়ী রে ॥
আর না ফিরবাম্‌রে ঘরে, ই[১১] পরাণ দিবাম্ তরে,[১২]
নিয়া যাও ই পরাণ হইরা রে।
দুঃখে আমার অঙ্গ জ্বলে, শীতল না হইব মইলে,
মনের জ্বালায় দিবাম্ জলে ঝাঁপ রে ॥"

৭। ছোট্‌কা=পূর্ববঙ্গে কনিষ্ঠ পুত্রের নাম 'ছোট্‌কা'। ৮। কইল=কহিল। ৯। চন্দর গুইণা=হাতের পাঁচ আঙ্গুলের মত পাঁচটি পুত্র চন্দ্র গণনা করিয়া। ১০। লড়ি=লাঠি। ১১। ই=এই। ১২। তরে=তোমাকে।

(ক) যাহার মাত্র এক পাত্র (পেটি) তেল আছে, তাহার সেই তেল ঢালিয়া ফেলিলে যেমন আর তেল অবশিষ্ট থাকে না, সেই প্রকার এক পুত্র বাস্থ যদি মরে তবে নির্বংশ হইতে হইবে।

পাঠান্তর :—* '—অন্দলের—'।

কান্দিতে লাগিল বিশু নদীর চাপের উপর[১৩] বইসা।
স্রুতের টানে[১৪] অমনি চাপ নদীতে পইড়্ল খইসা॥
ডুইব্যা মইল বিশু নাই দেইখ্ল না আর কেউ।
বাসুর মাও তার দেইখ্ল মাথা বিষম নদীর ঢেউ॥
পতির মরণ দেইখ্যা কান্দে বাসু নাইয়ের মাও।
"অভাগীরে রাইখ্যা তুমি আইজ কোথায় চইলা যাও॥
দুখুঃ জ্বালা সইয়া থাকি সোয়ামী পুত্তুর লইয়া।
আমার সেও সুখ যে হইরা নিল দারুণ বিধি বাদী হইয়া॥
একলা ঘরে বাসুক্[১৫] লয়্যা কেমনে আমি থাকি।
দুক্কের[১৬] জ্বালায় পুইড়্যা মরি পরাণ কেমনে রাখি॥
মনে বলে জুড়াই জ্বালা গলায় দেই রে ছুরি।
ঐরাণ জোঙ্গলায় যাইয়া গলায় দেই রে দড়ি॥
আর না হইলে রে আমি জলে ঝাপ দিব।
যেইনা পন্থে পতি গেল সেই না পন্থে যাব॥ *

এহি না কথা ভাইব্যা নারী নদীর ঘাটে যায়।
পাছেরথনে[১৭] মা মা বইল্যা বাসু ডাকে মায়॥
ফিইরা চাইল বাসুর মাও দেইখ্ল সোনার মুখ।
সন্তানের মমতা আইসা ছাইয়া নিল বুক॥
ভুইলা গেল দুক্কর কথা আর পেটের জ্বালা।
আমির কয়, 'আর মইরবা কেনে,
অখন চৌক্ষু মুইছ্যা ফেলা'॥

১৩। চাপের উপর=নদীর ভাঙ্গনের জায়গায় ফাটা জমির উপর।
১৪। স্রুতের টানে=স্রোতের আকর্ষণে। ১৫। বাসুক্=বাসুকে।
১৬। দুক্কের=দুঃখের। ১৭। পাছেরথনে=পিছন হইতে।

পাঠান্তর :—* শীতল জলেতে আমি ডুবিয়া মরিব

বাসুক্ লইয়া বাসুর মাও মাইঙ্গ্যা ফিরে[১৮] পাড়া।
কেউবান্ কিছু দেয় খাইতে দয়াল আছে যারা॥
এক বাসুক্ লইয়্যা নারী কুইড়া ঘর নাই সে ছাড়ে।
পঙ্খী যেখুন পাঙ্খার তলায় বাচ্চা পহর পাড়ে॥

(৩)

বাড়ীর কাছে জাইল্যা পাড়া আর আছে কোচার[১]।
ইষ্টি কুটুম সরিক-সরাত কেউ নাইক্কা[২] তার॥
ভাই-বেরাদার বাপ মইরাছে
মাথা গোঞ্জার[৩] নাই রে ঠাঁই।
বাসুর মাও মনে ভাবে, কোথায় চইলা যাই॥
অনাথ হইলে জগদিষ্ট[৪] ইষ্ট করে তার।
কোচার পাড়ায় কানাইর মাও লইল তাহার ভার॥
কানুর মাও সই পাইত্‌ল বাসুর মায়ের সাথে।
বাসুর মাও তার দয়া দেইখ্যা সগ্গ পাইল হাতে॥

নিতান্ত দরিদ্র বাসুর মা জান্‌ত, তাদের পাড়ার কোচদের মধ্যে অনেকে চুরি-ডাকাতি করে। সে জন্য বাসুর মা তার সইয়ের ছেলে কানাই ওরফে কানুর সঙ্গে বাসুকে মিশতে দিতে চায় না। কিন্তু মায়ের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল কারণ,—

কানুর বয়েস বাসুর বয়েস এক রকমই হয়।
বচ্ছর তিনেক বড়ো কানু এমুন বেশী বড়ো নয়॥

১৮। মাইঙ্গ্যা ফিরে—ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়।

১। কোচার=কোচজাতি। ২। নাইক্কা=নাই (দুঃখে ও আশ্চর্যে ব্যবহার)। ৩। গোঞ্জার=গুঁজিবার। ৪। জগদিষ্ট=জগতের হিতকারী ঈশ্বর।

বিশ বচ্ছরের হইচে কানু মোচের দিছে রেখা।
কানুর বশে[৫] চলে বাসু যে পথ হইছে বেঁকা[৬] ॥
বাসুর মাও নিষেদ্ করে বাসু তা মানে না।
পেটের জ্বালায় বাসুর মাও বেশী কইবার পারে না ॥
কানুর মাও যে দয়াল ভারী বাসুর মাও তার জান্[৭]।
নিত্যি দেয় খাওনের কিছু এম্নি সইয়ের টান ॥
গাম্ছা বাইন্ধ্যা চাউল ডাইল আর গোটা ব্যাল।
বাগুন মরিচ ফল ফলান্তি আর ফুটিক্[৮] ত্যাল ॥
ঘরের পাছে মইষের বাথান দুগ্ধ যে পানায়[৯]।
চোঙ্গা ভইরা কানুর মাও লইয়্যা সইরে দেয় ॥

বাসুর মা বইসা খায় না, গতর খাটায়্যা[১০] খায়।
গরিব দুঃখীর মান কি আছে লজ্জা নাই সে পায় ॥
জাইল্যাগোর[১১] সুতা কাটে ঢেঁকিতে বানে বাড়া।
দুইডা চাইরডা মচ্ছ[১২] আনে আর আনে ক্ষুদ-কুড়া ॥
দিন যায় আর বাসুর মাও ভাবে মনে মনে।
কবে বাসু ডাঙ্গর[১৩] হইবে সেই কথাডা গণে ॥
জাইত-ব্যবসা কইর্‌ব বাসু যাইব সগল দুখ্।
পেটের জ্বালা যাইব দূরে দেখ্‌ব সুখের মুখ ॥

বিশ বচ্ছইরা জুয়ান হইয়া বাসু হইল ওড়া[১৪]।
পাড়ায় পাড়ায় ঝোপ জঙ্গলে লাফায় যেমুন ঘোড়া ॥

৫। বশে=বশীভূত হইয়া। ৬। বেঁকা=অসৎ, কুটিল। ৭। জান্=জীবন। ৮। ফুটিক=কিছু। ৯। পানায়=দোহায়। ১০। গতর খাটায়্যা=শরীরের সামর্থ্য খাটাইয়া। ১১। জাইল্যাগোব=জেলেদের। ১২। মচ্ছ=মৎস্য। ১৩। ডাঙ্গর=কর্মক্ষম। ১৪। ওড়া=উড়া, উচ্ছৃঙ্খল।

সাক্‌রিদ হইল বাসুর নাই[১৫] ওস্তাদ কানু কোচ।
মানুষ গরু কিছু মানে না তাও দিয়া ফিরে মোছ[১৬] ॥
দেইখ্যা শুইনা বাসুর মাও হইল হতভম্ব। +
কারে কিবান্‌ কইব বুড়ি মনে লাইগাছে ধন্দ ॥ +

(৪)

বাসুর ঘরের পাছে আছে বট বিরিক্ষ গাছ।
দেও বিরিক্ষ[১] বইলা কেউ যায় না তার কাছ ॥
নিশি রাইতে বাসুর মাও শুইয়া নিদ্রা যায়।
ঘুমের চোখে আচম্বিতে শুনিতে যে পায় ॥
"উঠ উঠ বাসুর মাও গো, আশ্‌মানের দিরি[২] চাও।
হাইরা কুণায়[৩] সাইজাছে দেওয়া[৪] আইব তুফান বাও ॥
ঘরে দিছ পাল্যা গুইঞ্জ্যা[৫] বেড়ায় দিছ পাতা।
এক সাপটে[৬] উড়ায়্যা নিব কোয়ানে[৭] রাইখ্‌বা মাথা ॥"
নাইপ্‌তানী না শুইনা কথা পাইল দারুণ ভয়।
বাসুকে জড়ায়্যা ধইরা সাহস কইর্‌যা কয় ॥
"ঘরের পাছে বইসা ডাকো এইনা নিশাকালে।
বাও বাতাসে উড়ায়া নিব আমার নছীব মন্দ হইলে ॥
কোন্‌বান্‌ দারুণ বিধি আমার কপালে পুড়াইছে।
কোলের পুনাই[৮] গাঙ্গে নিয়া হাড় চাবায়্যা খাইছে ॥

১৫। নাই=নাপিত। ১৬। মোছ=গোঁফ।

১। দেও বিরিক্ষ=দেবতা আশ্রিত গাছ। ২। দিরি=দিকে। ৩। হাইরা কুণায়=যে কোণে মেঘ হইলে ঝড় হয়, ঈশান কোণে। ৪। দেওয়া=গভীর কালো মেঘ। ৫। গুইঞ্জ্যা=গুঁজিয়া। ৬। সাপটে=দমকা ঝড়ে। ৭। কোয়ানে=কোথায়। ৮। পুনাই=ছেলে।

ভাঙ্গা ঘরে থাকি আমি ভাঙ্গা নছিব লইয়া।
দুখুঃ দেইখ্যা তামাসা[৯] কর আমার বাড়ীত্ বইয়া[১০] ॥"

"গোসা কইর্‌লা[১১] নাপিত মাসী, আমি হইলাম ছেইলা।
বাস্থু আমারে ডাকে মাসী, কানু দাদা বইলা ॥
আমার মাও সই পাতাইল তুমি হইলা সই-মাও।
ছেইল্যার সঙ্গে গোসা কইরা কেম্‌নে কইর্‌লা রাও[১২] ॥
রাইতের কালে কাম পইড়্যাছে বাস্থুরে লয়্যা যামু।
খাওনের দব্ব[১৩] পাইছি মাসি, দুই ভাইয়ে বইসা খামু ॥
উইড়া গেল কাইলা দেওয়া[১৪] পায়্যা আল্‌গা বাও।
হাইরা তুফান উইড়া গেল বাস্থুরে জাগায়্যা দেও ॥"

নাইপ্‌তানী চিনিয়া তখন ভাবে মনে মনে।
'সইয়ের বেটা কানু আইছে দুখুঃ দিলাম কেনে ॥'
নিজের কথা ফিরায়্যা নিয়া বিনয় কইরা কয়।
"তুমি যে আইসাছ কানু, আমার জানা নয় ॥
এত রাইতে আইচ রে কানু, আমার মালুম নাই।
ঘুমের আলিস্যি চৌক্ষে আইছে মুখে আইল ছাই ॥
ক্ষেমা দিবা কানু বাবা, গোসা কইরবা না।
এই না রাইতে বাস্থুক্ আমি যাইবার দিমু না ॥
এক বাস্থু যে কইলজা আমার অন্ধজনার নাঠি[১৫]।
ঐ সোনার চান্‌বদন দেইখ্যা আমি পথে হাঁটি ॥

৯। তামাসা=ঠাট্টা। ১০। বইয়া=বসিয়া। ১১। গোসা কইর্‌লা=অভিমানযুক্ত ক্রোধ করিলে। ১২। রাও=কথা, শব্দ। ১৩। দব্ব=দ্রব্য। ১৪। কাইলা দেওয়া=কালো মেঘ। ১৫। নাঠি=লাঠি।

রাইত পোষাইলে লইয়া যাইও রাইখ দিনের বেলা।
এই রাইতে বাসুক্ লয়্যা না বাড়াও আমার জ্বালা॥"

চেতন পায়্যা বাসু উইঠ্যা কইল, "শুন মাও।
এই না রাইতে কারবান্ সাথে কথা তুমি কওঁ॥"
বাসুর মাও কইল, "বাপু, তোমার দাদা আইসাছে।
দেও বিরিক্ষের তলে কানু বইসা রইয়াছে॥"

লম্ফ দিয়া উইঠ্ল বাসু মায়ের হস্ত ঠেইল্যা।
ঘরেরতন বাইর হইল তখন ঘরের কেওয়ার[১৬] খুইলা॥
দৌর‍্যা গিয়া কানু কোচারের জড়ায়্যা ধইরল গলা।
"এত রাইতে কি কামে দাদা, আমার বাড়ী আইলা॥"
বাসু কইল, "ভাইব না দাদা, তোমার সাথে যামু।
খাওনের যা পাইছ তুমি এক সঙ্গে খামু॥"
মায়েরে কইল, "উইঠ্যা মা গো, ঘরের কেওয়ার মারো।
ভাইয়ের সাথে ভাই চইল্যাছে চিন্তা কেন বা কর॥"

কানুর সাথে বাসু গেল মাও রইল ঘরে।
এক মরে পোলার[১৭] জ্বালায় আর মরে ডরে॥
মনে মনে পায়্যা ভয় বাসুর মাও কাইন্দ্যা কয়,
"দুশ্মন হইয়া কেনে আইলি।
এক মুখ দেইখ্যা থাকি বুকে তরে ঢাইক্যা রাখি
পোখ্-পাখালী বনেলার[১৮] মতন
আইজ আমারে খেদাইলি॥

১৬। কেওয়ার=দরজা। ১৭। পোলা=পুত্র। ১৮। বনেলা=বন্য।

দোহাই দেই বুড়ো ঠাক্‌রাইণ্[১৯],
আমার বাসুরে ভালা রাখ্‌বাইন্[২০],
ভাইজা দিমু ছাখু গুড় আর চাইল।
দোয়াই মাও গো সুবচুনী,
আমার বাসুরে ভালো রাইখ্যো জানি,
আমি গুয়া পান দিমু তরে কাইল॥"
পেচার ডাক শুন্যা নারী,
ভয় পায়্যা কয় তরাতরি,
"ডাইক না রে কালপেচা তুমি আর।
বোয়াইল মাছ ভাইজা দিমু
শোইল মাছ পুড়ায়্যা দিমু
বুকের সোনা বুকে দেও আমার॥"
মনের দুখুঃ পাইয়া যত
বাসুর মাও কাইন্দ্‌ল কত
সেহি কথা কেমনে করি বর্ণন।
কাল নিশি পোষায়্যা[২১] গেল
কাহা কাহা কাক ডাকিল
বাসুর মাও নিদ্রায় অচেতন॥

(৫)

আধাপথ আইসা রে কানু গাছের তলায় বইল।
মনের যত গোপন কথা বাসুক্ ভাইঙ্গ্যা কইল॥

১৯। বুড়া ঠাক্‌রাইণ্ = বুড়া ঠাকুরাণী, গ্রাম্য দেবতা। ২০। রাখ্‌বাইন্ = রাখিবেন। ২১। পোষায়্যা = পোইয়া।

"ও পাইড়্যা ভাড়াইট্যা নিছি ঠাকুর আর ঠাক্‌রাইন[১]।
রাইত পোষাইলে তান্‌রা ওপারে যাইবাইন[২] ॥
পার কইরা দিমু আমি সোনামাঝির নায়।
তুমি নি হইবা সাথী রাইত পোষায়্যা যায় ॥"

বাস্থ কইল "সোনামাঝি আপন ভাড়া রাইখ্যা।
তোমারে কেনে নাও দিব কোন সুবিধা দেইখ্যা ॥"
বাস্থ কইল, "সোনামাঝি জ্বরে কাঁইপ্যা সারা।
দিন চার পাঁচ নায়ের লগি ঘাটে থাইকব গাড়া[৩] ॥
নৈকাতে তুইলা আমি ঠাকুর ঠাক্‌রাইন নিব।
গোঞ্জের ঘাটের ভাটিত্‌ পাকে[৪] ডুবায়্যা মারিব ॥ *
ট্যাকা মোহর জেহর-পাতি আছে মনের মত।
সইন্ধ্যাবেলা দেইখ্যাছি রে তরে কইবাম্‌ কত ॥"

বাস্থ কইল, "কও কি দাদা, নাও পাকে ডুবাইবা।
পাকেরথনে কেম্‌নে তুমি আমারে বাঁচাইবা ॥
বিষম দরিয়ার পাকে কেউ ত বাঁচে নাই।
এমুন পাকে কেমনে বাঁচ্‌ব আমরা দু'জনাই ॥"

কানু কইল, "ভাব কেনে শোনো বাস্থ ভাই।
শন্তু জাইলার কাছি আইনাছি আগার-নিগার নাই[৫] ॥
এক মাথা তার বান্ধা থাইকব শিমুল গাছের গোড়ে।
আর এক মাথা বান্ধা থাইকব ভুরার[৬] উপরে ॥

১। ঠাকুর ঠাক্‌রাইন=ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী। ২। যাইবাইন=যাইবেন। ৩। গাড়া=পোঁতা। ৪। পাকে=জলের ঘূর্ণাবর্তে। ৫। আগার-নিগার নাই=এত বড়ো লম্বা যে মাপিয়া শেষ করা যায়না। ৬। ভুরা=কলাগাছের ভেলা।

পাঠান্তর :—* গোঞ্জের ঘাটের পাকে নিয়া ডুবাইয়া মারিব ॥

ভুরা থাইকব নায়ের পাছে আল্‌গা পায়্যা দড়ি।
মনের আশ পুন্ন্‌ হইলে ফির্‌বাম্‌ ভুরায় চড়ি॥
জেহরপাতি[৭] কাইড়া নিয়া নায়ে মারুম্‌ কুড়াল।
লুইট্যা নিয়া নাও ডুবামু যত না মালামাল॥
দাইড়্যা ঠাকুর দাড়ি নাড়্‌ব বলির ছাগল যেমুন নাড়ে।
ভুরার দড়ি টাইনা আমরা আইবাম্‌ নদীর পাড়ে॥
ঠাকুর-ঠাক্‌রাইন মইরা গেলে আর কি রইল ভয়।
কাছি দিমু শস্তুর বাড়ী কোন বেটা কি কয়॥
মনের মতন বেসাত্‌ দিমু মায়ের হস্তে তুইলা।
সেই বেসাতে[৮] দুই ভাই মিল্যা পরে করমু বিয়া॥"

বাসু কানু কোমর বাইন্ধ্যা চইল্ল গোঞ্জের হাটে।
ঠাকুর-ঠাক্‌রাইনরে লইয়া গেল বরম্‌পুত্রুর ঘাটে॥
যেমুন কথা তেমুন কাম ভয় নাই রে মনে।
ভুরা টাইনা বেসাত নিয়া আইল দুই জনে॥
মাইনষে করে বেইমানী কাম খোদায় দেখে সব।+
এই কথাডা দিলে রাইখ্য এ কথা নয় রে জব্‌[৯]॥+

(৬)

বাসু কানু দুই জনে বাড়ীতে ফিরিল।
চিল কাউয়া পোখ্‌পাখালী ডাইক্যা উঠিল॥
বাসু আইসা ডাক দিল, "ওঠো আমার মাও।
রাইত পোষাইয়া গেল তেমু[১] নিদ্রা যাও॥

৭। জেহরপাতি=গহনা ও ধনরত্ন। ৮। বেসাত=ব্যবসায়ের মাল।
৯। জব্‌=গুজব।
১। তেমু=তবুও।

আর দুঃখু হইব না মাও গো, দুঃখু কাইটা গেল।
আইনাছি মনের মতন জিনিস ঘরে নিয়া তোলো ॥*
দুই হস্তে খাবি তুই আর আমারে খাওয়াবি।
মনের মতন কইন্যা খুঁইজ্যা আমারে বিয়া দিবি ॥"**

বাসুর মাও কইল "বাসু, তুমি কিবান আইনাছ।
এক দিনের খাওনের দব্বে[২] কয় দিন বা খাইছ" ॥†
বাসু কইল, "খুইলা দেখ্‌না এ খাওনের দব্ব নয়।
জন্ম ভইরা খাইব আর খাবি সমুদায় ॥"

কথা শুইনা বাসুর মাও টোপ্‌লা যে খুলিল।
আন্ধাইর ঘর আলো কইরা চক্ষু ভইরা গেল ॥
সোনার বেসর, ঝুম্‌কা ফুল, আর আছে কন্নফুল।
গলায় চিক্‌, মাথার সিতি, আর নাইরকল ফুল ॥
সোনার মালা, বাজু, আর আছে বুকের পাটা।
সোনার হাসুলি আর কান-খোচানী কাঁটা ॥
নথে আছে চুনী মণি আর মুক্তা ঝুলমুল।
গোণ্ডাবাইশেক তাবিজ আর আছে বকফুল ॥
চন্দ্রহার, সুরুজহার, আর আছে বেকীখাড়ু।
চরণপদ্মে বান্ধা রইছে গুঞ্জরী দুইগাছ সরু ॥
সুল্‌তানী মোহর আছে বাদ্‌শাগোরের ট্যাকা।
আর আছে ছোটো বড়ো সোনা-রূপার চাকা ॥

২। দব্বে—দ্রব্যে।

পাঠান্তর :— * আইজ আইনাছি তোমার যত মোনের মত জিনিষ গো।
** চোক্কের জল আর না ফালাবি এম্নি সুখে থাকবি গো ॥
† এক দিনের এই খাওয়ার দিব্যে কয় দিনের সুখ দিছ ॥

শাল দোশালা গরদ * আর অগ্নিপাটের শাড়ী।
সোনার বাটি, আবের কাকোই,[৩] সোনার আছাড়ি[৪] ॥

বাসুর মাও দেইখ্যা বলে, "কিবান্ কইর‍্যাছ।
রাজা-বাদশার বেসাত তুমি কোথায় পাইয়াছ ॥"
বাসু তহন ভাইঙ্গা-চুইড়্যা কইল এক এক ধাপে[৫]।
কথা শুইনা বাসুর মাও থরথরায়্যা কাঁপে ॥
"কি কম্ম কইরাছ বাসু হইল সব্বনাশ।
বরম্বেধ কইরা তুই বাড়াইলি রে তরাস[৬] ॥
চৌক্ষে আর দেখ্যু নারে বউ, কুটুম, নাতি।
বরম্বধে কেউ থাকে না বংশে দিতে বাতি ॥
হইয়া কেনে মরলি না রে হইত না এত জ্বালা।
এমুন দুশ্‌মনের হায় রে ডুইব্যা মরণ ভালা ॥"

কাইন্দ্যা কাইন্দ্যা বাসুর মাও চৌক্ষের মোছে জল।
বাসু তহন বেসাত নিয়া কইরল মাটির তল ॥
দিন ভইরা খাইল না কিছু কাইন্দ্যা বাসুর মাও।
পোলার উপর গোসা কইরা কইল না আর রাও[৭] ॥

(৭)

রাইত পোষালে[১] বাসুর মাওর চৌক্ষু হইল ঘোলা।
হাড়-কাপুইন্যা জ্বর ধইরা শরীল হইল কালা ॥

৩। আবের কাকোই = অভ্রখচিত চিরুণী। ৪। আছাড়ি = বাট। ৫। ধাপে = বিরাম দিয়া। ৬। তরাস = ত্রাস। ৭। রাও = কথা।

১। পোষালে = পোহাইলে।

পাঠান্তর :— * খইরকা মুষ্টি আর আচিল—'। (সেন মহাশয় ইহার অর্থ লিখেন নাই।—সম্পাদক)

দিন চার-পাঁচ পইড়া রইল বিছানের উপরে।
পাড়া-পশ্শি আর বাসু দেইখ্যা মনে ভাবনা করে॥
আশ্শি-পশ্শি[২] কইল "বাসু, কবিরাজ ডাইকা আন।
মাও যে তোমার দুঃখী বড়ো ভালা কইরা টান[৩]॥"
এক পহরে বেইল[৪] হাঁইট্যা * বাসু যায় ত্বরাতরি।
তিনকড়ি যে মস্ত বৈদ্য পাইল তানার[৫] বাড়ী॥
হাঁক ছাইড়া বাসু ডাকে "কোব্‌রেজ মশয়।
আমার মাও যে অ্যাহন ত্যাহন[৬] আপনাগো যাইতে হয়॥"
তিনকড়ি কবিরাজ শুইনা ধুতি-চাদ্দর পইর‍্যা।
চাদ্দরের খুইটার[৭] মধ্যে দাওয়াই বাইন্ধ্যা লয়্যা॥
হাতে লইল বাগা-লাঠি[৮] কান্ধে লইল ছাতি।
তুলসী তলায় যায়্যা কবিরাজ ঠেকাইল মাথি[৯]॥
কিস্ট বরণ শরীলখানি ত্যাল্‌তালা তার গাও।
খাটাখুটা নাফাগোফা[১০] ফাটা ফাটা পাও॥
কুত্‌কুতাইয়্যা চায়[১১] কবিরাজ গুরগুরায়্যা যায়।
পাছে পাছে বাসু নাই উব্‌দা হোচট্‌ খায়॥
বাসুর বাড়ী যায়্যা কইল কবিরাজ তিনকড়ি।
"তোমার মাও যে ভালো হইব খাইলে চাইরডা বড়ি॥

২। আশ্শি-পশ্শি—আশেপাশের লোকে। ৩। টান=চেষ্টা যত্ন কর। ৪। বেইল=বেলা। ৫। তানার=তাঁহার। ৬। অ্যাহন ত্যাহন—এখন তখন যে কোনো সময়ে মরিতে পারে। ৭। খুইট্=কোণা, প্রান্ত। ৮। বাগা লাঠি=মোটা ও বড়ো লাঠি, বাঘালাঠি। ৯। ঠেকাইল মাথি—মাথা স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল। ১০। নাফাগোফা=মোটাসোটা। ১১। চায়=তাকায়।

পাঠান্তর :— * পহর তিন হাঁইট্যা—'।

আইজকা দিবা ব্যালের ছাল আর নিমের পাতার ঝোল।
কাইল্‌কা দিবা গরম কইরা সজ-[১২] ভিজাইনা জল ॥
পশ্যু দিবা নীল বড়িডা কাঞ্জি[১৩] দিয়া গুইল্যা।
তশ্যু দিবা নাল[১৪] বড়িডা কুয়ার পানি তুইল্যা ॥
শেষামেশি দিবা বাসু এই না ধলা বড়ি।
আরাম হইব তোমার মাও থাইকব না জ্বর-জারি ॥
চাকুল্যা চাউলের ভাত খিল্যাইও শরীলে ঢাইল জল।
ধলা বড়ি খাওয়াইলে দিও তেতুলের অম্বল ॥"

কবিরাজের কথা শুইনা বাসু নিল বড়ি।
'বিদায় হইবার সময় হয় যে,'— কইল তিনকড়ি ॥
এক কুলা চাইল দিল ডাইল এক ডালা।
গাছের তনে তুইলা দিল বাগুন মরিচ কলা ॥
হলদি দিল লবণ দিল পেটি[১৫] ভইরা তেল।
বিদায় পায়্যা কবিরাজমশয় হাসতে হাসতে গেল ॥
সইন্ধ্যা বেলা বাসুর মাও চৌক্ষু উল্‌টায়্যা চাইল।
জন্মের মতন বাসুক থুইয়্যা সগ্গে চইলা গেল ॥

(৮)

মায়ের মড়া কান্ধে লয়্যা বাসু নদী পাড়ে গেল।
মুখে আগুন দিয়া তারে জলে ভাসাইয়া দিল ॥

১২। সজ=ধনে বা মউরি। ১৩। কাঞ্জি=কাঁজি, আমানি। ১৪। নাল=লাল। ১৫। পেটি=পেচি, গলা সরু ছোট কুজার মত সেকেলে ক্ষুদ্র তৈলাধার।

ঘরে আইসা বাসু * নাই কান্দিতে লাগিল।
"দুনিয়া বিচে[১] এক মাও সেও চইলা গেল ॥
'ই[২] দেশে আর থাকমু নারে বৈদেশে চইলা যামু।
নগরে নগরে আমি ভিক্ষা মাইঙ্গ্যা খামু ॥
আমার দোষে মইরল মাও ই দুক্কু নাই ত সয়।
মায়ের শোকে হইব আমার ই পিণ্ডার[৩] ক্ষয় ॥'

দিন চার-পাচ কাইন্দ্যা বাসু ঘরে বইসা থাকে।
কানু আর কানুর মাও বুঝ মানায়্যা রাখে ॥
কেরমে কেরমে আবার বাসু কামে লাইগ্যা গেল।
মাইনষের মাথায় বাড়ি দিয়া তবিল গুনবার লইল[৪] ॥

কানুর সাথে বাসু নাই[৫] চলে দিন রাইতে।
যে কাম করে কানু কোচ বাসু থাকে সাথে ॥+
দিনে খাওয়ায় কানুর মাও চিড়া মুড়ি দই।+
সইন্ধ্যাকালে ঘরে আইসা করে ত রুসাই[৬] ॥

দিন দেইখ্যা কানুর মাও কানুক্ দিল বিয়া।
বাসুক্ কইল, "জোগাড় কইরা ঘরে আন মাইয়া[৭] ॥
'হস্ত পুড়ায়া খাও রে বাসু, খাও কাইঠ্যা চিড়া।
দেহের মাংস শুকনা হইল কইলজা জির-জিরা ॥

১। বিচে=খুঁজিলে। ২। ই=এই। ৩। পিণ্ডার=দেহপিণ্ডের। ৪। তবিল গুনবার লইল=মজুত তহবিল বৃদ্ধি করিতে লাগিল। ৫। নাই=নাপিতের উপাধি—'নাই'। ৬। রুসাই=রন্ধন। ৭। মাইয়া=মেয়ে, বউ।

পাঠান্তর :—'—বিশু—'।

মাইন্দা গেরাম আছে বাপু তিন কোরোশ ঘাটা[৮]।
সেই গেরামে সাধু শীল ভালা মাইন্ষের বেটা ॥
খোঁজ পাইছি তার ঘরে রইছে বান্ধা পরী।
'মাণিকতারা' নাম কন্যার পরম সোন্দরী ॥
সেইখানেতে যাইয়া তুমি বিয়ার পরস্তাব কর।
নিরবন্ধে জোটাইলে তুমি খুশী হইবা বড় ॥"

কানুর মাও চইলা গেলে বাসু ভাবে মনে।
"ই যুক্তিডা মন্দ নয় কাইল যামু বিহানে[৯] ॥"
রাইত পোষাইলে বাসু নাই ধুতি চান্দর লইয়া।
চৈত মাইস্যা রৈদে চলে মাথায় চান্দর দিয়া ॥
বাসু গেল মাইন্দা গাঁও এক পহর * হইল বেলা।
মাথার ঘম্ম পায় পইড়াছে রোইদের বড়ো জ্বালা ॥
সামনে পাইল টল্‌টলা[১০] খাল কল্‌কলায়্যা চলে।
ওপারকার মাইয়া মানুষ কলসী ভরে জলে ॥
সাইরে সাইরে ওপাড়ে বাড়ী ই পাড়ে বাড়ী নাই।
বাসু যাইয়া শিমুইল তলায় বইসা পইড়্‌ল তাই ॥
হাপুস-হুপুস নিয়াস[১১] পড়ে জলের দিরে[১২] চায়।
ইচ্ছা হইল মনের মতন আজল[১৩] ভইরা খায় ॥
এইনা ভাইব্যা বাসু নাই ঘাটের পাড়ে গেল।
ওপারকার বাড়ীথিক্যা[১৪] মাইয়া একডা আইল ॥

৮। ঘাটা = পথ। ৯। বিহানে = প্রভাতে। ১০। টল্‌টলা = অতিশয় পরিষ্কার, স্বচ্ছ। ১১। নিয়াস = নিশ্বাস। ১২। দিরে = দিকে। ১৩। আজল = অঞ্জলী। ১৪। বাড়ীথিক্যা = বাড়ী হইতে।

পাঠান্তর :— * '—তিন পহর—'।

সামাইলা গামছা বুকে রইছে ছাইড়া দিছে চুল।
সেইনা চুলে পায়ের পাতা পাইয়াছে নাগুল ॥
মাটির দিরি চাইয়া কন্যা জলেতে নামিল।
বাসু নাই যে ওপারে রইছে দেখবারে পাইল ॥

আঁজল ভইরা জল খায় আর বাসু দেখে চাইয়া।
সামনে যেমুন বিত্থাধরী রূপে নিছে ছাইয়া ॥
বাসু আছিল সোনার কান্তি রূপে মনোহর।
এহি কন্যা বাসুর চৌক্ষে লাগিল সোন্দর ॥
সামনে চাইয়া কন্যা দেখে বাসুর ছুরত্।[১৫]
অন্তরে যে জ্বইলা উইঠল মৌঢালা[১৬] পিরীত ॥
জল খায়্যা বাসু নাই গেল গাছের তলে।
টেরা চৌক্ষে চাইয়া দেখে বাইলা খালের জলে ॥
বাসু ভাবে কার বা কন্যা লইব পরিচয়।
ই কন্যা মানুষ নয় পইরাণী[১৭] নিশ্চয় ॥
এই না ভাইব্যা বাসু নাই সামাল সুরে[১৮] কয়।
ওপারথিক্যা শুইনা কন্যা মনে খুশী হয় ॥

"কে যইবত্তী,[১৯] রসমত্তী, এহন জলে নাইমাছ।
মুখখানি পূন্নিমার চন্দর রৌদে ঘাইম্যাছ ॥
বাইলাখালির[২০] টলটলা জল আইঞ্চল ধইরা টানে।
অঙ্গের বর্ণক্[২১] দেইখ্যা আমার লৌ ছোটে জানে[২২] ॥

১৫। ছুরত্ = রূপ। ১৬। মৌঢালা = মধুমাখা, মধুস্রাবী। ১৭। পইরাণী = পরী। ১৮। সামাল সুরে = সতর্ক কণ্ঠে। ১৯। যইবতী = যুবতী। ২০। বাইলাখালি = নদীর নাম। ২১। বর্ণক্ = বর্ণকে। ২২। লৌ ছোটে জানে = দেহে রক্ত চঞ্চল হয়।

মস্তকের কেশ যেমুন দেখি কুঁইজের মাথায় কালা।
জোড়া ভুরু দেইখ্যা হায় রে মনে ধরে জ্বালা * ॥
দুই নয়ানে রইছে তোমার কালা দুইডা তারা।
কামান খিইচ্যা [২৩] মানুষ মারে অঙ্গ দিয়া নাড়া॥
সার্থক জন্নম ওরে বাইলাখালির জল।
এইনা চান্দ বুকে লইয়া পাওরে কত বল॥"

বাসুর উক্তি শুনতে পেয়ে কন্যা উত্তর দিল,—

"ভূত পিশাচ বইর্শ্যাল[২৪] নয়রে
নয় রে পরী জিন্।
চান্দবদন দেইখ্যা রে আমি
পাইছি তোমার চিন্[২৫] ॥
আগে দেইখ্যাছি গোঞ্জের হাটে
আইজ দেখলাম খালে।
আমার দেব্তা আইছে আইজ
আমার কপালে॥
ধইন্য হইলা শিমুল তলা
বাইচ্যা থাকো তুমি।
ধান দুববা আর মইল্কা[২৬] দিয়া
পূজা দিবাম্ রে আমি॥"

২৩। কামান খিইচ্যা—ভ্রূ ভঙ্গী করিয়া। ২৪। বইর্শ্যাল=পূর্ববঙ্গে 'বারোভাই বইর্ষ্যাল' নামে প্রসিদ্ধ অপদেবতা। (সেন মহাশয়ের মতে —'বেশ্যা')। ২৫। চিন্=পরিচয়। ২৬। মইল্কা=ভাজা চাউল অথবা খৈয়ের গুঁড়া।

পাঠান্তর:—* '—যায় রে মোনের জ্বালা॥

কন্যার কথা শুনে বাসু সাহস পেয়ে বলল,—

"কিবা নাম ধর কন্যা, কে হয় তোমার পিতা।
আচম্বিতে চাইয়া দেইখ্যা খাইলে আমার মাথা ॥
আমি যে অধম জনা আমার দুই কুলে কেউ নাই।
বাপ মাও ভাই খাইছি আমার মুখে পইড়্যাছে ছাই ॥
গোঞ্জের হাটে দেইখাছিলা কিবান্ কম্মে যাইয়া।
আমি * না দেখিলাম হায় রে
এমুন সোনার মাণিক পাইয়া ॥"

নদীর ওপাড় থেকে কন্যাটি উত্তর দিলে—

"বিধির লেখা বিধি লেখে
মাইন্‌ষে পায় তার ফল।
তোমার কদর চায় না রে হায়
বিধি এমুন খল ॥
বাপ মাওয়ের সঙ্গে যাইয়া
আমি তোমারনা ঘরে।
দেইখ্যা আইলাম তুমি রইছ
গাঙ্গের ঘাটের উপরে ॥ †
ফুলবাতাসা দিয়া খাইলাম
বিন্নি ধানের খৈ।
তোমার মাও যে আইনা দিল
ছিকায় তোলা দৈ ॥

পাঠান্তর :—* আজি—' ॥
† পথ চলিতে দেখিয়া আইলাম রইচ তুমি ঘরে ॥

তোমার মাও যে কইল হাইস্যা
আমাক্ কোলে নইয়া।
'আমার ঘরে আইস মাও গো
ঘরের লক্ষ্মী হইয়া ॥'
নামডি আমার মাণিকতারা
বাপ মোর সাধুশীল।
কুটুম্বিতা হইবার পারে
খুশী থাইক্‌লে দিল[২৭] ॥"

বাসু এবার ভরসা পেয়ে জিজ্ঞাসা করলে—

"ওপার যাওয়ার ঘাঁটা[২৮] আমি চিনি না সোন্দরী।
কোন ঘাটেবান্ হইব পার কোথায়বান্ বাড়ী ॥"

মাণিকতারা উত্তর দিল—

"পূবের ঘাটে খেয়া আছে সেইখানে হও পার।
ঐ দেখা যায় চণ্ডীমণ্ডপ ঐ বাড়ী বাবার ॥"

(৯)

মাণিকতারা জলে রইল বাসু গেল বাড়ী।
'বাড়ীতে কে আছুইন্'[১] —বইলা ডাইক্‌ল তড়াতড়ি ॥
চান[২] কইরা আইসাছে সাধু ডাক শুনবার পাইল।
অন্দর ছাইড়্যা তড়াতড়ি বাইরে চলিল ॥
সামনে আইসা বাসু নাই কইরল দণ্ডবত্।
সাধু নাইও হাতের মধ্যে দিল নাকে খত্ ॥

২৭। দিল=মন, অন্তঃকরণ। ২৮। ঘাঁটা=পথ।
১। আছুইন্=আছেন ২। চান=স্নান।

সাধু কইল, "তোমাক্ বাপু, চিনবার পার্লাম না।
কারবান্ বেটা, কিবা নাম, কোনখানে আস্তানা॥"

বাস্থ উত্তর দিল,—

গোঞ্জের ঘাটে বাড়ী আমার বিশুশীল বাপ।
বাপ মাও ভাই বন্ধু মইরা হইছে ছাফ্॥"
সাধু নাই চিনবার পাইরা সঙ্গে লয়্যা তারে।
বইসবার দিল পাটি পাইড়া চণ্ডীমণ্ডপ ঘরে॥
অন্দরে যাইয়া সাধু গিন্নীক্ ডাইক্যা কয়।
"বিশু নাইয়ের ছেইলা আইছে কিবান্ এহন হয়॥"
গিন্নী কইল "কোন কামেবান্ আইল বাস্থ নাই।"
সাধু কয়, "সেই কথা তো জিজ্ঞাস করি নাই॥"

বলিস একডা হাতে লয়্যা সাধু বাস্থর কাছে গেল।
কি কারণে আইছে বাস্থ জিজ্ঞাস করিল॥
মাটির দিরি[৩] চা[illegible]া বাস্থ মিহিস্থরে কয়।
"এক্লা ঘরে থাকি আমি জানুইন্[৪] সমুদায়॥
কুটুম নাই বয়েস হইল ঘরের মানুষ চাই।
জানের দোসর বিচ্ড়াইবার[৫] লাইগ্যা বাইর হইছি তাই॥
আপনার ঘরে আছে কন্যা শুইনা লোকমুখে।
সেই কারণে দেখতে আইলাম সাহস বাইন্ধ্যা বুকে॥
আপ্নে যদি কির্পা কইরা বান্ধেন আমার ঘর।
জীবমানে[৬] থাকবাম্ আমি হইয়া নফর॥"

৩। দিরি=দিকে। ৪। জানুইন্=জানেন। ৫। জানের দোসর বিচ্ড়াইবার=জীবন সঙ্গিনী খুঁজিবার। ৬। জীবমানে=সারাজীবন।

বাসুর কথা শুইনা সাধু মনে খুশী হইল।
গিন্নীরে শুনাইতে সাধু অন্দরে চলিল॥
হাইসা হাইসা কয় সাধু গিন্নীরে খবর।
"মাণিকতারার জুটি[৭] আইছে চণ্ডীমণ্ডপ ঘর॥"
গিন্নী কইল, "ভালোই সেডা পাত্তর বড়ো ভালা।
খাবার যোগাড় কইরা অহন চুলায় আগুন জ্বালা॥"

সাধু নাইয়ের তিনডা ছেইলা কেউ নাইক্কা বাড়ী।
কেউবান গেছে মাছ মারিতে
বুড়াবেটার চিন্তা হইল ভারী॥
গিন্নী কইল, "মাইজান বউ, তুমি রুশাই কর।
বড়ো বউ আর ছোট বউ তড়াতড়ি নড়ো[৮]॥
দেড় পওর বেলা হইছে অতিথরে দেও তেল।"
তেল মাইখ্যা বাসু নাই ছান করবার গেল॥

মাইজান বউ রুশাই করে যোগাড় দেয় দুই বউ।
এমুন সময় বড়ো পোলা মাইরা আইনল, রোউ[৯]॥
মাঝার পোলা মাইরা আনছে খইল্‌সা পুঁটি, কই।
ছোটো পোলায় শাগ আইনাছে আর মোটা চই[১০]॥

বাসু নাই ছান কইরা আইলে খাইতে দিল জল।
নুন-ত্যাল দিয়া হুড়ুম[১১] মাইখ্যা তার সাথে নাইরকল॥
গুড় বাতাসা দিল আইনা আর চিড়ার মোয়া।
পাক্কা ডউয়া ভাইঙ্গা দিল মস্ত মস্ত কোয়া[১২]॥

৭। জুটি—যোগাপাত্র। ৮। তড়াতড়ি নড়ো—দ্রুত কাজ কর। ৯। রোউ—রুই মাছ। ১০। চই=পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের সীমান্তে প্রাপ্তব্য মোটা সুগন্ধি লতাজাতীয় শব্‌জি বিশেষ। ১১। হুড়ুম—মুড়ি। ১২। কোয়া=কোষ।

তিলের নাড়ু নাইরকল নাড়ু আর পাকা কলা।
এক বাটি দই দিল তাতে চিনির দলা ॥
মনের সুখে খায়্যা বাসু গেল মণ্ডপ ঘরে।
ভালামতন খাওন পায়্যা জব্বর ঘুম পাড়ে ॥

মাইজান বউ আখার উপর চড়াইয়া দিছে ডাইল।
বাড়ীর মানুষ[১৩] শুইনা কত দিবার লাইগ্‌ছে গাইল ॥
দেওর ভাশুর তামুক খায়্যা করবার গেল ছান্।
ছান কইর‍্যা আইসা তারা পাইল না আসান[১৪] ॥
মাইজান বউ ডাইলে তহন জোরে দিল কাঁটা।
তেমু[১৫] ডাইল গলে নারে হইল বিষম ল্যাঠা ॥
বড়ো বউ মচ্ছ কোটে পাইতা বইসা বটি।
ছোটো বউ তড়াতড়ি চাইল ধুইবার যায় ঘাটে ॥
বড়ো বউয়ের হাতে হায় রে শিংমাছে দিল গালি[১৬]।
হাউড়ী[১৭] দিল মরিচ বাঁইট্যা গালির উপর তালি[১৮] ॥
বেলা হইল দুপুর গেল ডাইল গলে না হায়।
নতুন ইষ্টির[১৯] সামনে অহন কেম্‌নে দেওন যায় ॥
ত্যাক্ত[২০] হয়্যা মাইজান বউ ডাইলে মারে ঘাও[২১]।
চরকা যেমুন ঘ্যাগোর ঘ্যাগোর করবার নইল রাও ॥

১৩। বাড়ীর মানুষ=স্বামী। ১৪। অশান=উপসম, শান্তি। ১৫। তেমু=তথাপিও। ১৬। দিল গালি=বিষাক্ত কাঁটা ফুটাইয়া দিল। ১৭। হাউড়ী=শাশুড়ী। ১৮। গালির উপরে তালি=একটি প্রবাদ বাক্য, ইহার অর্থ—কাহাকেও গালাগালি ও সেই সঙ্গে হাততালি দিয়া উপহাস করিলে সে যেমন অন্তরে বেশী আঘাত পায়। ইহার প্রতিশব্দ—'কাটা ঘায়ে নূনের ছিটা'। ১৯। ইষ্টি-কুটুম্ব। ২০। ত্যাক্ত=অতিশয় বিরক্ত। ২১। ঘাও=আঘাত।

অঃ ডাইল, গল্‌বি কিনা রে
ডাইল গল না সকালে।
খিদায় আকুল হয়্যা রইছে
বইসা সগলে॥

ভাশুর করে কিচির মিচির
দেওরে করে রাগ।
ফোটা তিলক কাইট্যা হউর[22]
সাইজ্যা রইছে বাঘ॥
খিদার জ্বালায় জ্বইলা মরে পেটে খিটিমিটি *।
সোয়ামী আইসা রাগ কইরা ধইর্‌ল চুলের মুঠি॥
মাও আইসা বউ ছাড়ায়্যা নিল হস্ত ধইরা।
জলপান[23] খাইতে দিল তিন পোলারে বাইড়া॥

ডাইল হইল মচ্ছ হইল হইল বড়া বড়ী †।
বড় ঘরের মাইজালেতে[24] পইড়া গেল পিড়ি॥
বাস্থ আর তিন পোলারে লইয়া সাধু সাথে।
ভোজন করিতে বইল যে যার পিড়িতে॥
পঞ্চ জনার স্থমুখে দিল আইনা পঞ্চ থাল।
বাস্থর থাল চাইয়া দেইখ্যা সাধুর চৌক্ষু হইল লাল॥
গিন্নী আর বউয়ের উপরে দিল হাম্বি-তাড়া[25]।
"বাস্থন পাতে কিয়ের লাইগ্যা দিলা ভাজা পোড়া॥

২২। হউর=শ্বশুর। ২৩। জলপান=পূর্ববঙ্গে চিড়া মুড়ি প্রভৃতি দিনের প্রাথমিক খাদ্যগুলির নাম 'জলপান'। ২৪। মাইজালেতে=মেঝেয়। ২৫। হাম্বি-তাড়া=হুঙ্কার করিয়া ধমক।

পাঠান্তর :— * '—অঙ্গ কুটি কুটি।
† '—হইল ত্বরাতরি।

মাইয়ালোক হয়্যা তোমরা না জানো সোংসার।
অনাচারে আমার বাড়ী করবা রে ছারখার ॥
পুরী[২৬] আমার সব্বগুণে হয় যে বলিহারী।
সেহি কন্যার তোমরা মিলা মাথায় দিবা বাড়ি ॥
পয়লা ভোগে জামাইর পাতে দিলা ভাজা-পোড়া।
হউর[২৭] বাড়ী যাইয়া পুরী হইব আধা মরা ॥
জামাই ভাজে[২৮] শাউড়ী ভাজে, ভাজে ননদগণ।
ইষ্টি কুটুম পড়াপশ্যি তারে ভাজে অইস্টক্ষণ[২৯] ॥" (ক)

এইনা কথা শুইনা গিন্নী থালি নিল হাতে।
যা দিছিল ভাজা পোড়া তুইলা নিল তাতে ॥
বাসু ভাবে, হায় কি হইল এইনা কম্মে ছিল।
মস্ত বড়ো কইমাছ ভাজা আর বাগুন পোড়া গেল ॥
আলুভাজা বাগুনভাজা ভাজা তিলের বড়া।
বেসন দেওয়া উল্কি ভাজা চাপ্‌টি কড়া কড়া ॥
মনের মতন জিনিস পায়্যা খাবার না পারিল।
বিয়া হইব ভাব বুইঝ্যা মনে খুশী হইল ॥

সরপুঁটি মাছের শাকঘণ্ট কলাই শাক দিয়া। (খ)
ছোটো বউ আইনা দিল অধিক করিয়া ॥

২৬। পুরী=মাণিকতারার ডাকনাম। ২৭। হউর=শ্বশুর। ২৮। ভাজে =যন্ত্রণা দেয়। ২৯। অইষ্টক্ষণ=সর্ব সময়।

(ক) পূর্ববঙ্গে সাধারণ গৃহস্থ ঘরে এক কালে প্রচলিত ধারনা ছিল, জামাই প্রথম শ্বশুরগৃহে আসিলে তাহাকে ভাতের সঙ্গে কোনো ভাজা-পোড়া দিতে নাই, ঘৃত ও মধু দিতে হয়।

(খ) এই স্থানে সেন মহাশয়ের পাঠ—'কইমাছের মুড়ীঘণ্ট কলাই শাক দিয়া' সম্পূর্ণ অবাস্তব। ঘণ্ট রান্না করিতে মাছ ভাজিয়া শাকের সঙ্গে

শুক্তানি-মুক্তানি দিল লাউয়ের বেস্‌সরি।
তার পরে আইনা দিল খইল্‌সা-পুঁটির চচ্চড়ি ॥
আধা ফোটা মাষের ডাইল দিল বাটি ভইরা।
খাইল না রে বাসু নাই রইল অম্‌নি পইড়া ॥
মুগের ডাউলে রোউমাছের মুড়া কাঁটা পাইয়া। *
ভরা বাটি ঢাইলা লইল ভাত গেল ওড়াইয়া[৩০] ॥
ঝোল দিল বাটি ভইরা বোয়াল মাছের পেটি।
বিষম ঝাল টক্‌টকা লাল খাইতে কিটিমিটি ॥
রোউমাছের আমান পিছা পেটি পঞ্চখান।
ঝোল হুদ্দা বাসু খাইল পেটে পইড়্‌ল টান ॥
রোউমাছের মুড়িঘণ্ট বাসু আরও খায়।
মুখের নালুচে[৩১] খাইয়া পাতের ভাত ফুরায় ॥

৩০। ওড়াইয়া=ভাসিয়া। সেন মহাশয়ের অর্থ—'উড়িয়া গেল অর্থাৎ নিঃশেষিত হইল।' ৩১। নালুচে=লালসায়।

মিশাইতে হয়। কই মাছের কাঁটা ক্ষুদ্র ও অতিশয় শক্ত। উহা ভাঙ্গিয়া যাহাতে মিশাইবে, তাহাই অখাদ্য হইবে। পূর্ববঙ্গে মটরের শাকের সঙ্গে সরপুঁটি মাছ মিশাইয়া একটি উপাদেও ঘণ্ট রান্না হয়। সরপুঁটি ও মটর শাকে এমন একটা রাসায়নিক সমন্বয় শক্তি আছে যে, পরিমাণ মত দুইটি রান্নায় চড়াইলে সরলপুঁটি মাছের আঁইস ও কাঁটা গলিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়।—সম্পাদক

পাঠান্তর :—* 'মুগের ডাইলে বোয়াল মাছের মুড়া কাটা পাইয়া।'—(পূর্ববঙ্গে কোথাও বোয়াল মাছের মুড়া দিয়া মুগের ডাইল রান্নার কথা শোনা যায় না। বোয়াল মাছের মুড়ার সঙ্গে তরকারি মিশাইয়া 'ছ্যাঁচ্‌ড়া' নামে একপ্রকার চচ্চড়ি রান্না হয়।—সম্পাদক।)

তারপর আইনা দিল কাঁচা আম্লির * অম্বল।
বাসু খায় রে চুমুক পাইড়া যেমুন খায় রে জল ॥
এক বাটি ঘনো দুধ আর এক বাটি দই।
সাপুর সুপুর খাইয়া উইঠল মাখাইয়া খই ॥

বাসুর খাওন দেইখ্যা সাধু খুশী হইল মনে।
এহি ছেইলা পরাণে বাঁইচ্যা থাইক্‌ব অধিক দিনে ॥
ইহারে দিব রে কইন্যা মনের অভিলাষ।
যা করেন গোসাঁই ঠাকুর করমু না পর্‌কাশ[৩২] ॥

চাইর জনে উইঠ্যা গেল মুখ ধুইবার খালে[৩৩]।
বাসু গেল আচ্‌পন[৩৪] করবার বাড়ীর আচপইন্‌শালে ॥
তিন পুত্র লয়্যা সাধু আইল মণ্টবঘরে।
ধীরে ধীরে সাধুশীল বাসুরে জিজ্ঞাস করে ॥
"শোনো বাপু বাসুধাব, আমার যে পুরী।
কি কমু তার গুণের কথা সবব গুণধারী ॥
ঘরে বাইরে কায্য করে পুর্‌ষ্যের লাগে তাক।
তার উপরে হাত ঘুরাইলে[৩৫] কাইট্যা রাখে নাক[৩৬] ॥
পরম সোন্দরী কন্যা যাইব কারবান্ ঘরে।
এমুন সোনার চান্‌রে[৩৭] কেম্‌নে দিবাম্ তোমারে ॥

৩২। পরকাশ=প্রকাশ। ৩৩। খালে=নদীর ঘাটে। ৩৪। আচ্‌পন =আচমন। ৩৫। হাত ঘুরাইলে=মাতব্বরী করিতে গেলে। ৩৬। কাইট্যা রাখে নাক—নাক কাটিয়া রাখার মত অপদস্থ করে। ৩৭। সোনার চান্‌রে—সোনার চাঁদ কন্যাকে।

পাঠান্তর :— * '—আম্নির—'

বাপ নাই মাও নাই কেউই নাই তোমার।
বিধাতার নির্বন্ধ কথা কেবান্ পারে কইবার॥
তোমার ঘরে যাইয়া পুরী কার দিরিবান্[৩৮] চাইব।
কাঞ্চাবয়েসে কেম্‌নে যোগাড় কইরা খাইব॥
রাইতের কামে যাওরে যদি খালি রইব ঘর।
মাণিকতারা কেমনে রইব সেইনা আমার ডর॥"

সাধুর ছেইলা তিনজনের পছন্দ হইয়াছে।
তারা কইল "কেন গো বাবা, ইতে ভাবনা কি আছে॥
দিদির বেটী পঞ্চি আছে-বিধপা[৩৯] সোংসারে।
পেটের চিন্তা কইরা পঞ্চ সদাই ভাইব্যা মরে॥"
বাসু কইল, "সেই ভালা, তারে খুশী হইয়া নিব।
জন্নম ভইরা আমি তারে ভাত-কাপড় দিব॥"
বাসুর কথা শুইনা সাধু মনে পাইল বল।
মাণিকতারার বিয়ার কথা আধামত হইল॥

বিয়াল বেলা[৪০] খাইল বাসু দুগ্ধ আর চিড়া।
ধুতি চাদ্দর লয়্যা বাসু বাড়ীত্ আইল ফির‍্যা॥

(১০)

সাধু তখন গণক আইনা বিয়ার দেখে দিন।
ভাগ্যিতে যা থাকে হইব বিধাতার অধীন॥
বৈহাক মাসের পাঁচই তারিক দিন বাছ্‌না হইল[১]।
সাধুশীল তার পুত্র লয়্যা বিয়ার যোগাড় করিল॥

৩৮। দিরিবাম্=দিকে বা। ৩৯। বিধপা=বিধবা। ৪০। বিয়াল বেলা=বিকালবেলা।

১। বাছনা হইল=বাছিয়া স্থির করা হইল।

বাসুর কাছে সাধু লইল একশ' ট্যাকা পণ।
পাঁচিই তারিখ বিয়ার কাজ হইল সমাপন ॥

বিয়ার রাইতে তিন বউ আর পাড়ার যত মাইয়া।
মনের মতন কইরল আমোদ বিয়ার গান গাইয়া ॥
পরের দিনকা বাসীবিয়ার খাওন-দাওন হইল।
মাণিকতারাক্ সঙ্গে লয়্যা বাসু বাড়ীত্ চলিল ॥
যাওনের কালে মাণিকতারা মাওরে ডাইক্যা কয়।
"পঞ্চ দিদিক্ খবর দিয়া আনান জানি হয় ॥
কাইল পরশু * আইল না সে মনে দুখুঃ রইল।
বাড়ীত্ আইলে আমার কাছে যাইতে তারে বইল ॥"

যাওনের কালে বাসু-মাণিক পিড়াত্[২] হইল খাড়া ।**
ধান-দূববা আর জোকার দিল বাড়ীর বউয়েরা ॥
মায়ে দিল আশীর্বাদ. "জন্মায়স্তী থাইক। †
একলা ঘরে যাইছ রে মাও, নিজে শরীল দেইখ ॥"
মাণিকতারা কান্দে খালি মুখে কথা নাই।
"হরিঠাকুর ভালা রাখুক্ আবার আইমু মাই[৩] ॥"
তারার পাছে খাডাইল মাও টোনা[৪] যে পাতিল।
দুই হস্তে এন্দুরের মাটি মাণিকতারা দিল ॥

২। পিঁডাত্ = পিঁড়িতে। ৩। আইমু মাই = আসিব মা। ৪। টোনা= বেতের কাঠা, (ভুমিকা দ্রষ্টব্য)।

পাঠান্তর :— * কাইল পরচে—'। (সেন মহাশয় ইহার অর্থ করিয়াছেন —বর কন্যাকে পরচা করা; বরণ করা)।

** যাওয়ার কালে বাসু তারা ফিরাত হইল খাড়া।

† '—জোন্মায়স্তী থাক।

"এতদিন যা খাইছি মাও গো ফিরায়্যা দিলাম তাই।
জন্মের মতন শোধ হইল ঋণ অহন[৫] আমি যাই॥"

(সেক বয়াতী জামাত উল্লা হাইস্যা হাইস্যা কয়।
কথা শুইন্যা দুঃখে মরি এইবা কি আর হয়॥
মায়ের বুকের একফোটা দুধ হয় রে মহা ঋণ।
দুনিয়ার কেউ পারে না শুইজ্‌বার[৬] মায়ের দুধের ঋণ॥
হেন্দুর শাস্ত্র মহাশাস্ত্র এই কথা কি খাঁটি।
বেবাক ঋণ শুইজা গেল দিয়া এন্দুরের মাটি॥) *

(১১)

বাসু আইল মাণিকতারাক লয়্যা গোঞ্জের ঘাটে।
একা ঘরে যাইয়া তারা বইস্‌ল বিছান পাটে॥
কানুর মাও কানু আইল পাড়াপশ্যি জন।
জাইলা পাড়ার মাইয়ালোকে দেখে বউ হইল কেমন॥
বউ দেইখ্যা তারা কইল, বাইড়াজুটি[১] হইছে।
যেমুন পুনাই তেমুনি পুনি + ভালাই মিইলা গেছে॥
একো দিন দুইও দিন গেল দিন দশ পোনর।
বাসু নাই তারাক্ থুইয়া ছাইড়ল না আর ঘর॥

৫। অহন=এখন। ৬। শুইজবার=পরিশোধ করিবার।
১। বাইড়াজুটি=চমৎকার জোড়া মিল। ২। পুনি=কন্যা।

পাঠান্তর :— * ভূমিকা দ্রষ্টব্য
+ '—পরী—'।

একদিননা দুইপর কালে বাসু উইঠ্‌ল খায়্যা ভাত।
গাছের তলায় গেল বাসু রোইদের বিষম তাত॥
ঘামের উপর বাতাস চলে বিরিক্ষের পাতা নড়ে।
তাপিত অঙ্গ শীতল হইল ঘাম আর না পড়ে॥
খাইয়া দাইয়া মাণিকতারা আপন ঘরে গেল।
ইদিক উদিক চাইয়া দেইখ্যা বাসুক্ না পাইল॥
পান বানায়্যা নিজে খাইল আর লইল হাতে।
সোয়ামীরে বিচ্‌ড়াইল মাণিক বাড়ীর কান্‌ছিকোণাতে[৩]॥
বাইর দুয়ারে আইসা মাণিক গাছের দিরি[৪] চায়।
সেইখানে বাসুক্ দেইখ্যা তার কাছে যায়॥

"দুইপর ভইরা ঘুইরা মইলাম[৫] হস্তে লয়্যা পান।
খালি ঘরে থুইয়া আইসা দেখ্‌তাছ আশমান॥
কারবান কথা পইড়াছে মনে কিসে হইলাম দুষী।
কার পিরীতে মইজা আছ, আগে আমাকে দেও ফাঁসি॥"
"কিবান কথা কইলা মাণিক, তুমি হইলা যে পাগল।
তুমি আমার কইল্‌জার লৌ[৬] দুই চৌক্ষের কাজল॥*
ঘরে রইছে মিঠা পানি মুখের সামনে ঘোরে।
সেইনা পানি ফেইল্যা বিষে চুমুক দিমু কিয়েরে[৭]॥"
"কি দেইখ্‌তাছ কওনা হারে আশ্‌মানের দিরি চাইয়া।
কোন ভাবনা উইঠা তোমার মন গেল ছাইয়া[৮]॥" †

৩। কানছি কোণা=অনাচ-কানাচ (পশ্চিম বঙ্গে)। ৪। দিরি=দিকে। ৫। মইলাম=মরিলাম। ৬। কইলজার লৌ=বুকের রক্ত। ৭। কিয়েরে=কিসের জন্য। ৮। ছাইয়া=ঢাকিয়া, ভরিয়া।

পাঠান্তর :— তুইন আমার কৈলজার নহু দুই চক্ষের কাজল॥*
† কোনবান ভাবনা ভাইবা চাইলা আচমানের উপ্‌র॥

"কি কারণে চাইয়া আছি এহন তোমাক্ বলি তাই।
হইর্কাল পঙ্খীর ফাটক[৯] পাইত্যা পঙ্খী ধরবার চাই॥
বারো মাসে বারো পঙ্খী এইনা বিরিক্ষে বানায় বাসা।
হইরকাল পঙ্খীর মাংস খাইবার মনে বড়ো আশা॥
ভাইবা পাইনা বুদ্ধি পাইনা জ্বইলা মরি মনে।
এইনা মনের আশা আমি মিটাইবাম্ কেমনে॥"

"হইর্কালের মাংস খাইবা আমারে কেন না কইলা।
পঙ্খী ধরার যত হেক্মত্[৯ক] আমি দিতাম বইলা॥
আমার বাপের বাড়ীত্ গিয়া কওগে বাপের ঠাই।
তারামণির ধুন্কী বাটোইল[১০] সাইন্ঝার[১১] আগে চাই॥

বাসু গেল হউর বাড়ী পঙ্খী খাইবার আশা।
মাণিকতারা তীর বানাইল আপন ঘরে বইসা॥
বাটোইলের মাটিগুল্লি বানাইল গোণ্ডা পাঁচ।
মইধ্যে মইধ্যে চাইয়া দেখে হইরকাল পঙ্খীর গাছ॥

বাসু শ্বশুরবাড়ী থেকে মাণিকতারার ধনুক নিয়ে বাড়ী ফিরে মাণিকতারাকে হাসি মুখে ডেকে বলল,—

"আইগ বাড়ায়্যা নেও গো মাণিক তোমার ধুন্কী আইনাছি।
এইনা ধুন্কীত কে চালিব বাটোইল তাই ভাইব্তাছি॥"

বাসুর হাত থেকে ধনুক নিয়ে মাণিকতারা গম্ভীর হয়ে উত্তর দিল—

"আমার ধুন্কী আমার বাটোইল আমি সে চালাইব।
এইনা আমার ধুনকী বাটোইল কাউরে ছুইতে নাই সে দিব॥+

৯। ফাটক=ফাঁদ। ৯ক। হেক্মত্—কৌশল। ১০। ধুন্কী বাটোইল—ধনুক ও বাটুল। ১১। সাইন্ঝা—সন্ধ্যা।

কয় হইরকাল পাইলে কও তোমার মনের মিট্‌ব আশা।
খুইজা দেখো আর কোথায় আছে হইরকাল পঞ্চীর
বাসা ॥"+

"ওস্তাদি দেখিব তোমার আগে এক হইরকাল মারো।
দিনে এক গোণ্ডা মাইর যদি মাইরবার পারো ॥"
এইনা কথা শুইনা মাণিক ধুনকীত্ দুই গুল্লি বসাইল।
দুই হইরকাল মাটিত্ পইড়া আছাড়-পিছাড় লইল ॥
বাসু কইল, "মাণিকতারা, লাগাইলা যে মাত্[১২]।
এক্কিবারে দুই শিগার[১৩] এমুন পাকা হাত ॥

তারা কইল, "আমার এক ধুনকীর চার তার[১৪]
চার তারে মারি চার জন।
এক বাটুলে পঞ্চ শিগার মারি যে কখন ॥
দারু আর সুমারু কোচ থাইকত রাজার বাড়ী।
শত দুশ্‌মন তীর-বাটৈলে যাইত যমের বাড়ী ॥
ওস্তাদ হইছিল তারা আমি সাকরিদ তার।
আমি যে শিখাছি কত কি কইব আর ॥
শতেক দুশ্‌মন যদি সামনে হয় রে খাড়া।
তীর ধুনকী হাতে থাইক্‌লে একলা একশ মাণিকতারা ॥"

মাণিকতারার কথা শুইনা বাসু ভাবে মনে মনে।
"তারা আমার সঙ্গী হইলে বইতাম[১৫] সিঙ্গাসনে ॥
আমার ব্যব্‌সা কেম্‌নে কইব মাণিকতারার কাছে।
সরম যে লাগে কইতে কি ভাইব্‌ব পাছে ॥" *

১২। মাত্—তাজ্জব, বিস্ময়। ১৩। শিগার=শিকার ॥
১৪। তার—ছিলা। ১৫। বইতাম—বসিতাম।

পাঠান্তর :—*সরমে পইরাছি বড় তারা কি কয় পাছে ॥

তারা কইল "সোনা মুখ কেনে কইরলা ভার।
আমার কথা শুইনা দুখুঃ মনে জাইগছে কি তোমার॥"
বাসু কইল, "আমার মনে কোনো দুখুঃ নাই।
একডি কথা গোপন কইরাছি তোমক্ কইতে ডরাই॥"

মাণিকতারা উইঠা আইসা ধইরল বাসুর হাত।
"আমাক্ না শুনাইলে কথা খাইব না আর ভাত॥"
মাণিকতারার কথা শুইনা বাসু ভাবে মনে মনে। +
এই কথানা পর্কাশ[১৬] হইয়া যাইব একদিনে॥ +
আইজ হইক্ বা কাইল হইক্ কথা জাইনব মাণিকতারা।
গিরীস্তালী চইল্‌ব না এই মাণিকতারা ছাড়া॥"

বাসু রইছে চুপ্ মাইরা[১৭] দেইখ্যা মাণিক কয়। +
"স্তিরীর কাছে পতির গোপন কিছুই ত না রয়॥ +
সেই কথাডি কও না পতি, আমি তোমার দাসী।
আমাক্ কইতে ডরাও কেনে আমি কি অন্‌বিশ্বাসী॥"

বাসু কইল, "তুমি আমার গোপন কথার মালিক।
তোমারে সব কইব কথা রাইতের খাওন হইয়া যাউক॥"
হইরকালের মাংস রান্ধিল তারা যতন করিয়া। *
বাসু খাইল মনের মতন উদর ভরিয়া॥
ভোজন করিয়া দুইয়ে গেল আপন ঘরে।
মাইঝার মাটি কুঁইড়া[১৮] বাসু
সেই পাতিল[১৯] বাইর করে॥

১৬। পর্কাশ=প্রকাশ। ১৭। চুপ মাইরা=নির্বাক হইয়া।
১৮। কুঁইড়া=খুঁড়িয়া, খনন করিয়া। ১৯। পাতিল=মেটে হাঁড়ি।

পাঠান্তর :—* ব্যঞ্জন রান্ধিল তারা সুমিষ্ট করিয়া।

সেই পাতিলে জেহরপাতি সোনার মওর দেইখ্যা।
স্বপন দেইখ্যা মানুষ যেমুন ওঠ রে চমুইক্যা[২০] ॥
মাণিক তেম্‌নি উইঠল চম্‌ক্যা দুই চৌক্ষু মেইল্যা।
পতির দিরি চাইয়া কইল, "ই সব কোথায় পাইলা ॥"

"সেই কথাডি তোমার কাছে কইতে করি ভয় *
কি জানি কি কইবা তুমি কি জানি কি হয় ॥ **
সই-মার বেটা কানু দাদাক্ পরতিদিন ছ্যাহ[২১] তারে। †
মাও আর ভাই হইয়্যা তারা পাইল্যাছে আমারে ॥
মাও কত দুখুঃ কইরা গেরামে মাইঙ্গ্যা[২২] খায়।
সেহি দুখুঃ দূর কইরাছে কানুদাদার মায় ॥
কানু হইল আমার সাথী, আমি হইলাম তার চেলা।
চুরি কইরা খাইছি কত কইরাছি কত খেলা ॥
বয়েস বাইড়্‌ল ডাঙ্গর হইলাম শিখ্‌লাম ডাকাতি।
পরের ধন লুইট্যা আইনা কইরাছি বেসাতি ॥ ††
বিশ-বাইশ দিন গেল আমি বইসা আছি ঘরে।
ঘরের জমা[২৩] বাইরে নিলাম আমি তোমার ডরে ॥" ¶

২০। চমুইক্যা=চমকিত হইয়া। ২১। পরতিদিন ছ্যাহ=প্রতিদিন দেখো। ২২। মাইঙ্গ্যা=ভিক্ষা করিয়া। ২৩। জমা—সঞ্চিত ধন।

পাঠান্তর :—* সেই কতা কহিতে আমি করি আনছান।
** না জানি কি কও গো তুমি দুঃখু পাব তর জান ॥
† সইমার বেটা কানু দাদা কি পত্তি দেহ তারে ॥—
(সেন মহাশয় এই ছত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—'কি পত্তি দেহ তারে—তাহাকে কি প্রতিদান দিবে। পত্তি=পথ্য, এখানে খাওয়ার জিনিস বা উপহার।')
†† পরের মাথায় বারি দিয়া আনলাম যে বেসাতি।
¶ ঘরের পাওনা বাইরে নিলাম আমি তারার ডরে।

মাণিকতারা হাইস্যা কইল, "এই কারণে ডর।
আমি হইব সবব কম্মে পতি, তোমার দোসর ॥
নারীর ইষ্ট হইল দেখো পতি মহাজন।
বিনা কথায়[২৪] স্তিরী করে পতির পথে গমন ॥
সোয়ামী থাইক্‌লে গাছের তলে আর ভাঙ্গা ঘরে।
স্তিরী যাইব পাছে পাছে সুখে দুখে নাই সে ছাড়ে ॥*
কুকামের লাইগ্যা পতির যদি যাইবার লয় পরাণ।
ঘরের নারী দেখে[২৫] তারে দিয়া আপন জান ॥
আমি হইব তোমার সাথী চিন্তা ভাবনা নাই। †
আমার কাছে আছে যা জানেন তা গোসাঁই ॥"

এইনা কথা শুইনা বাসু মনে পাইল বল।
মাণিকতারার কাছে তহন খুইলা কইল সগল ॥
"আমার যে মহা শত্রুর খইড়ার[২৬] কালুচোরা।
তার সাতে না পাইরা উঠি[২৭]
যেমন শঙ্খিনীর কাছে ঢোঁরা[২৮] ॥
বারে বারে হায় রে নছিব হইচি আপমান।
মেহেরবানি[২৯] কইরা কেবল রাইখ্যা গেছে পরাণ ॥

২৪। বিনা কথায়=বিনা প্রতিবাদে। ২৫। দেখে—বাঁচাইতে চেষ্টা করে। ২৬। খইড়া—একটি গ্রামের নাম। ২৭। না পাইরা উঠি=প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হই। ২৮। শঙ্খিনীর কাছে ঢোঁড়া=শাঁখিনী সাপের সম্মুখে ঢোঁড়া সাপের মত দুর্বল। ২৯। মেহেরবানি—দয়া।

পাঠান্তর :— * নারী যায় পাছে পাছে দুঃখে পৈড়া মইলে।
† '—ভাবনা নজ্জা নাই।

কাইল যাইব লাটের খুতি[৩০] বোলপাহাড়ী[৩১] দিয়া।
আমার দলে লুট্যা নিব তাই রইচি বইয়া[৩২] ॥
রাখাল রাজার দীঘির পাড়ে তোড়া[৩৩] মাইরা নিব।
ভাবনা আছে বিপদ আইলে কি উপায় হইব ॥
তুমি থাক্‌বা একলা ঘরে আমি কেম্‌নে যাই।
একা নারী থাক্‌বা ঘরে কালুচোরারে * ডরাই ॥"

সগল কথা শুইনা মাণিক পতিরে যে কইল।
"একলা ঘরে থাক্‌বাম্ বইলা তোমার কি ভাবনা হইল ॥
মনে তুমি জাইন আমি একাই শতেক নারী।
বিশ যোয়ানের মাথা আমি একলা খাইতে পারি ॥"
কথা শুইনা বাসুর মনে হইল বড়ো সুখ।
অন্তরায় যে ভাবনা চিন্তা গেল সে সব দুখ্ ॥
জেহরপাতি খুইলা বাসু তারারে পরাইল।
আশমান্‌থিকা পরী যেমুন ঘরে উইড়া আইল ॥
গয়নাগাটি পইরা মাণিক মনে সুখ পাইল।
বাসুর চরণের ধূলা মাথায় তুইলা লইল ॥

নারীর পতি ঘরের প্রদীপ পশর কইরা জ্বলে।
সাপের মাথার মাণিক পতি সতীর কপালে ॥
নারীর কাছে পতি যেমুন অন্ধের নয়ান।
পতি হইল চাইকের[৩৪] মধু বিরিক্ষেতে যেমন ॥

৩০। লাটের খুতি=নবাব সরকারের খাজনার টাকার থলি। ৩১। বোলপাহাড়ী=একটি জায়গা ও রাস্তার নাম। ৩২। বইয়া=বসিয়া, প্রতীক্ষা করিয়া। ৩৩। তোড়া=টাকা ভরতি থলি। ৩৪। চাইকের= মৌমাছির চাকের।

পাঠান্তর :-- * '—মনেতে—' ॥

পতির ভালবাসা পাইলে জুড়ায় নারীর বুক।
পতির কাছে আদর পাইলে নারীর হয় রে সুখ ॥
আদর কইরা মাণিকতারারে বাসু গয়না পরাইল।+
বাসুর আদর পায়্যা মাণিক পরম সুখী হইল ॥+
দুইজনো হাস রঙ্গ হইল কতক্ষণ।
জামাত উল্লা বয়াতী কয় "ঘুম পাড়ো অখন ॥"

(১২)

বিশ মর্দ দুই কর্তা[১] চইলল ঘাটা মাইরা[২]।
গাছের মাথায় রোইদ তহন বেলা গেছে পইড়া ॥
বাসু কানুর হাতে দাও আর একখান পাটি[৩]।
যোয়ানেরা হাতে লইল ঢাল সড়কি আর লাঠি ॥
পলাশবাড়ী যাইয়া তারা বইসা যে জিরায় ॥
কানু কইল, "রাখাল রাজার দীঘি দেখা যায় ॥
ঐ যে দেখ মস্ত দীঘি ফটিকের মত জল।
ঐ জলে দুশ্‌মন কাইটা করমু আমরা তল ॥
কপালকের্‌মে[৪] কালুচোরা পায় নাই কোনো দিশা[৫]।
আইজ্‌কা তাগর[৬] জুম্বাবার[৭] কইরব না যে নিশা[৮] ॥"
নানান্ কথা কইয়া তারা হাসাহাসি কইরা।
দীঘির পাড়ে বইল[৯] গিয়া ভাঙ্গা পাটি পাইড়া ॥

১। বিশ মর্দ দুই কর্তা=কুড়ি জন যোয়ান ও বাসু কানু দুই সর্দার। ২। চইলল ঘাটা মাইরা=দ্রুত বেগে পথে চলিল। ৩। পাটি=মাদুর। ৪। কপালকের্‌মে=ভাগ্যক্রমে। ৫। দিশা=সন্ধান। ৬। তাগর=তাহাদের। ৭। জুম্বাবার=শুক্রবার জুম্মানামাজের দিন। ৮। কইরব না যে নিশা=মদ খাইয়া নেশা করিবে না। ৯। বইল=বসিল।

চিনিচম্পা কলা চিড়া সগলে খাইয়া লইল।
আজুইলে তুইলা দীঘির জল পেট ভইরা খাইল ॥
আবার আইসা বইল তারা খায় গুয়া-পান[১০]।
গরুর গাড়ির ঘ্যাড়্ঘ্যাড়ানি শুইন্‌ল পাইত্যা কান ॥

কানু কইল, "আইল মাল সামাল কর লাঠি।
কেউযানি পালাও না রে মন রাইখ খাঁটি ॥"
হুম্‌হুমিয়্যা আইল ট্যাকা মাথায় বান্ধা তোড়া।
আগে পাছে খোদ পওরা[১১] সোয়ার হয়্যা ঘোড়া॥
আচম্বিতে ঘোড়ার ঠ্যাঙ্গে পইড়্ল বাড়ি ধুপ্।
সোয়ারের মাথা উইড়া গেল জম্মের মত চুপ্ ॥
ছয় তোড়ার ছয় জন মইর্‌ল তোড়া গেল উইড়া।
আট জন মানুষ পইড়া রইল দীঘির পাশে মইরা ॥*

বাসু গেল তোড়ার সাথে কানু কোচের বাড়ী।
রাখাল রাজার দীঘির পাড়ে লাইগল মারামারি ॥
খবর পায়্যা কালুচোরা আইসা গেছে পাছে।
বাসু নাই্ তার মুখের গরাস[১২] কাইড়্যা নিয়া গেছে ॥
জন পঞ্চাশেক্ সাথীর সামনে কালু্ লজ্জা পাইল।
পাছে পাছে ধাইয়া কালু্ কানুরে ধরিল ॥
আর ধইর্‌ল জনাপাঁচেক যুয়ান মরদ কইষা।
কালুচোরা হুকুম কইরল দীঘির ঘাটে বইসা ॥

১০। গুয়াপান=সুপারি ও পান। ১১। খোদ পওরা—প্রধান পাহারা। ১২। গরাস—গ্রাস।

পাঠান্তর :—* তোড়ালা ছয়জোন রৈল ঘাটের পারে মৈরা ॥

"এই শালা কানুক্ বান্ধ নায়ের গুড়ায়[১৩] নিয়া।
আর শালাগোর বাইন্ধ্যা রাখ্‌বা পায়ে দড়ি দিয়া॥
পিছমোড়ায় বাইন্ধ্যা লও দো দো জনার হাত।
কাইল বিচার করমু আমি পোষাইলে[১৪] রাইত॥
অইন্ধকারে আইজকার মত নায়ের কর পাড়া[১৫]।
খিচুরী আর মুরগী পাকাও অব্‌সর আছ যারা॥"
খানাপিনা কইরা কালু সুখে নিদ্রা যায়।
কার নছিবে কিবান্ আছে কে কইবারে পায়॥

(১৩)

বাসু আইসা কানুর বাড়ী ট্যাকার তোড়া নামাইল।
'সই-মা-গো', কইলা তোড়া কানুর মায়রে দিল॥
কানুর মাও কয়, "বাবা, আমার কানুক্ ফালাইয়া।
ট্যাকার তোড়া নইয়া[১] কেনে আমার বাড়ীত্ আইলা॥"
বাসু কইল, "ভয় কর কেন. রইছে আমার দল।
তাগোর[২] সঙ্গে আইব কানু দেইখ্যা পাইবা বল॥"

এমুন সময় জন-চাইর-পাঁচ আইল দলের লোক।
কান্দামুখে কইল তারা কইলজার যত দুখ্॥
"বাসু ভাইরে, কি কমু[৩] আর কালুচোরা আইল।
আমাগরে জোন চাইর পাঁচ আর কানুক্ বাইন্ধ্যা নিল॥

১৩। নায়ের গুডা=নৌকায় পাটাতনের নীচে কাঠের খুঁটি বা আড়া। ১৪। পোষাইলে=পোহাইলে। ১৫। কর পাড়া=খোঁটা পুতিয়া বাঁধ।

১। নইয়া=লইয়া। ২। তাগোর=তাহাদের। ৩। কমু=কহিব।

নাও বাইন্ধ্যাছে খালের ঘাটে লোক যে সারি সারি[৪]।
বিয়ান বেলা[৫] কালুচোরা যাইব আপন বাড়ী ॥"

এই কথানা শুইনা বাসু আপন বাড়ী গেল।
যেমুন ঘইট্যাছে সগল মাণিকতারারে কহিল ॥
শেষে কইল, "আমি যামু কানুদাদার খোঁজে।+
একলা বাড়ী ফেইলা যামু মন নাই সে সোজে[৬] ॥+
এই না বিপদ কালে তুমি * একলা থাকো যুদি।"
মাণিক কইল, "ভাইব না তা আইছে পঞ্চ দিদি ॥"
এই কথা না শুইনা বাসু লোক জন লয়্যা।
খালের ঘাটে † গেল আইনতে কানুরে ফিরায়া ॥

আকাশ ভরা জোচ্না রাইত কালু নিদ্রা যায়।
দলের ডাকাইত সগল রইছে পাহারায় ॥
দেইখ্যা ত বাসুর দল আর নাই সে আগুয়াইল[৭]।+
ঝোপের আড়ে[৮] থাইক্যা তারা যুক্তি যে করিল ॥+
বাসু কইল, "কেমনে যাইমু হাতিয়ারের মুখে।
ঝোপের আড়ে বইসা থাকি সুযোগ পাবার ছলে ॥"
এইনা যুক্তি কইরা তারা রইল বসিয়া।+
মাণিকতারার পরথম কম্ম[৯] অ্যাহন শুন মন দিয়া ॥+

৪। লোক যে সারি সারি=সঙ্গে বহু লোক আছে। ৫। বিয়ান বেলা=প্রভাতে। ৬। সোজে=প্রবোধ মানে। ৭। আগুয়াইল=অগ্রসর হইল। ৮। আড়ে=আড়ালে। ৯। পরথম কম্ম=প্রথম কর্ম।

পাঠান্তর—* বাসু কৈল ভালা হব—'।
† কালুর নায়ে—' ॥

(১৪-১৫)

কানুর বিপদ বুইঝা মাণিক ভাবে মনে মনে।
"কেমুন কইরা ফিরায়্যা আনবাম্ কানুরে অখনে[১] ॥
আমার পতি খাইছে বহুত কানুর মায়ের নূন।+
কি কইরা সুজ্‌বাম্[২] আমি সেইনা নূনের ঋণ ॥+
কালুচোরার হাত থিকে যুদি কানুরে আনবার পারি।+
তা হইলে এইনা ঋণ কতক হইব জারি[৩] ॥+
সোয়ামী গেছে লোক লয়্যা এও ভাবনা ভারী।+
কালুচোরা মস্ত ডাকাত তার লোক জন সারি সারি ॥+
ডাঙ্গার বাইজ্‌লে[৪] বিপদ কি জানি কি হয়।+
এমুন কালে ঘরে বইসা থাকন্ নাইত যায় ॥+
ভাইব্যা চিন্ত্যা মাণিকতারার মুখে ফুটল হাসি।+
এই ফুল ত ঝরা নয় না হইছে রে বাসি ॥+

ঘরে আইসা মাণিকতারা পঞ্চরে সাজাইল।
নানান রঙ্গের জেহর[৫] আর শাড়ী পরাইল ॥
কান্ধের আইঞ্চলের তলায় লইল ধনুক তীর।
বাইছা লইল যুয়ান ডাকাইত যা আছে পতির ॥
ঘাটে যাইয়া রঙ্গীলা পানসীত্[৬] উইঠল সবাই মিল্যা।
বাঁয়ে রাইখা কানুর বাড়ী গেল খইড়া[৭] বুইলা ॥

১। অখনে=এখন। ২। সুজ্‌বাম্=পরিশোধ করিব। ৩। জারি—প্রকাশ, স্বীকার। ৪। ডাঙ্গার বাইজলে=দাঙ্গা বাধিলে। ৫। জেহর=গহনা। ৬। রঙ্গীলা পানসী—সুসজ্জিত ও রঙ্গীন প্রমোদ তরী। ৭। খইড়া=গ্রামের নাম—এখানে কালুচোরার বাড়ী ছিল।

সেইখানে যাইয়া পঞ্চু বাইয়ালী[৮] হইল।
সুর ধইরা মাণিকতারা গাহান ধরিল ॥
পঞ্চ নাচে ঝামুর ঝুমুর মাণিক করে গান।
রোশনাই কইরা চলে পান্‌সী নদীর ভাইটান[৯] ॥
সুমুখে কালুর বাড়ী বাড়ীত্‌ কালু নাই।
কালুর পোলা[১০] ডুলুচোরা ডাইক্যা কইল তাই ॥
"সোন্দর নৈকাতে চইড়া নাচ তোমরা কে।
ভালা চাইস ত কালুর ঘাটে পরিচয় দে ॥"

ডুলুর হুকুম পাইয়া তারা নৈকা ভিড়াইল।
"চরের উপর কাজী[১১] আইচে,"—মিথ্যা কথা কইল ॥
"কাজীর খুশী লাইগ্যা আমরা দারু[১২] খায়্যা নাচি।
এই সময়ে নাগর পাইলে বুকে ধইরা বাঁচি ॥
আপনের কাছে আইলাম আমরা কিছু দারু কর দান।
নৈকাতে উইঠা আইসা ঠাণ্ডা কর পরাণ ॥"

এইনা কথা শুইনা ডুলু উইঠা বইল[১৩] নায়।
গাহান কইরা মাণিকতারা বাড়ী বুইলা যায় ॥
বাড়ীতে আছিল পাতা নতুন একখান পাট।
সেইখানে বিছান পাইতা কইরা দিল ঠাট[১৪] ॥
পাটে বইসা ডুলুচোরা সুখে দারু খায়।+
কেরমে কেরমে বেহুস হয়্যা মাটিত্‌ পইড়া যায় ॥+
হাতে পায়ে দড়ি দিয়া ডুলুরে বাইন্ধ্যা থুইল।
কানুরে ফিরায়্যা দিলে ডুলুর আশা রইল ॥

৮। বাইয়ালী=নর্তকী। ৯। ভাইটান্‌=ভাটি দিকে। ১০। পোলা=পুত্র। ১১। কাজী=মুসলমান বিচারপতি। ১২। দারু=মদ্য। ১৩। বইল=বসিল। ১৪। ঠাট=আসর।

কানু যদি মরে আইজ খাইয়া কালুর হাতা[১৫]।
মাণিকতারার হাতে যাইব ডুলুচোরার মাথা ॥

(১৬)+

ডুই পওর রাইত চইলা যায় কালু নিদ্রায় অচেতন।
এমুন সময় লোকে আইসা কইল বিপদের কারণ ॥
"ডুলুরে বাইন্ধ্যা রাখ্ছে গোঞ্জের বাস্থ নাই।
কানুরে না ছাইড়্যা দিলে ডুলুর বাঁচন নাই ॥

এইনা কথা শুইনা কালু দিল এক ফাল[১]।
গোস্সায় জ্বইলা উইঠ্ল চক্ষু দুইডা লাল ॥
জিঙ্কার[২] মাইরা কালুচোরা সব্বার[৩] ডাইক্যা কয়।
"কে কোথায় আছিস তোরা গোঞ্জে যাইবার হয় ॥
কানু কোচের কাল্লা[৪] কাইটা বাঁশে বাইন্ধ্যা লও।
তড়াতড়ি চল সয়ালে ভালা যুদি চাও ॥
আইজ আমি দেইখ্যা লইমু
নাপ্তে বেটা কত জানে ফন্দি।
ঘরের আওরত্[৫] টাইন্যা আনমু চুলে ধইরা বান্ধি ॥"
এইনা বইলা কালুচোরা খুইলা দিল নাও।
ঝোপের আড়ে বইসা বাস্থর কাঁইপ্যা উইঠ্ল গাও ॥
মাঠ জঙ্গলা ভাইঙ্গ্যা বাস্থ খাল জল সাঁতুরি[৬]।
দৌড় পাইড়্যা আইল বাস্থ আপনার বাড়ী ॥

১৫। হাতা=প্রহার, আঘাত।

১। ফাল=লম্ফ। ২। জিঙ্কার মাইরা=হুঙ্কার করিয়া। ৩। সব্বার=সকলকে। ৪। কাল্লা=মাথা। ৫। আওরত=নারী। ৬। সাঁতুরি=সাঁতার দিয়া।

"কি কর রে মাণিকতারা, ঘরেতে বসিয়া।
কালুচোরা আইতাছে কানুর মাথা কাইট্যা লইয়া॥
আর না বাঁচমু রে মাণিক, কালু চোরার হাতে।
ঘর থিকে পলাইয়া যাও তুমি এইনা রাইতে॥"

মাণিকতারা হাইস্যা কইল, "আমি পলাইবাম্ নয়[৭]।
পলাইয়া যাও রে তুমি যুদি পায়্যা থাকো ভয়॥
তা না হইলে দুলুচোরার মাথা কাইট্যা লয়্যা।
গোঞ্জের ঘাটে রাইখ্যা আইস বাঁশেতে ঝুলায়্যা॥
যে কয়জন তোমার লোক ডাইকা আন গিয়া।
বাড়ীর পাছে বইসা থাকো সজাগ[৮] হইয়া॥"

যেইনা কথা সেইনা কাম দুলুর গেল মাথা।
ঘাটে আইসা কালুচোরা পাইল বড়ো ব্যথা॥
মার মার কইরা ডাকাইত পইড়্ল বাসু নাইয়ের বাড়ী।
গেরামের লোক পলাইল বাড়ী ঘর ছাড়ি॥
বাড়ীর সামনে মাণিকতারা একলা মাইয়া খাড়া।
পঞ্চ আছে পিছনে তার তীরের বোঝা ধইরা॥

রাইত আন্ধারি ডাকাইত পইড়ল কেউ কারে না দেখে।
কোথারতনে আইসে তীর কোথায় দাঁড়ায়্যা থাকে॥
এই দেখা যায় শাড়ীর আইঞ্চল এই দেখি আর নাই।
কোন দিরিরতন্[৯] কোন দিরি যায় মালুম নাই সে পাই॥

৭। পালাইবাম্ নয়=পালইব না। ৮। সজাগ=সতর্ক। ৯। দিরিরতন্ =দিক হইতে।

বড়ো বড়ো যুয়ান মর্দ তীরে পইড়া গেল।
কালুচোরার বুকে তীর ইপার ওপার[১০] হইল ॥
মরবার আগে কালুর সামনে পইড়ল বাসু নাই।
এক বাড়িতে ভাইঙ্গল ঠ্যাং যা করে গোসাঁই ॥

(১৭)+

ছয়ডা মাস ঘরে শুইয়া রইল বাসু নাই।
ওষুধ-বিষুধ ওঝা বদ্যি কতনা দাওয়াই ॥
ছয় মাস পরে বাসু নাই উইঠ্যা হইল খাড়া।
এক ঠ্যাং ভাইঙ্গ্যা রইল জন্মের মতন খোঁড়া ॥
দুই লাঠিত্ ভর করিয়া বাসু লাফায়্যা লাফায়্যা চলে।
মনের দুঃখে বাসু নাই কাউরে কিছু না বলে ॥
সোয়ামীরে মাণিকতারা খাওয়ায় যতন কইরা।
সববক্ষণ কাছে থাকে চলে হস্ত ধইরা ॥

কালু দুলু কানু গেছে বাসুর ভাঙ্গা পাও।
দেশে সদ্দার না আছিল না চলে ডাকাইতের নাও ॥
চোরাগরে নাই পেটে ভাত ঘরের চালে ছানি।
একলা চুরি কইর্‌তে যায়্যা পানিত্ খায় চুবানি[১] ॥
ভাইব্যা চিন্ত্যা চোরার দল আইল বাসুর বাড়ী।
খোঁড়া বাসুরে ধইরল তারা কইরা বেড়াবেড়ি[২] ॥
"উপায় একডা কও ছর্‌দার, কেম্‌নে আমরা বাঁচি।
বাল-বাচ্চা লয়্যা আমরা বড়ো দুঃখে আছি ॥

১০। ইপার ওপার = এক দিক হইতে প্রবেশ করিয়া অপর দিকে বাহির।

১। পানিত্ খায় চুবানি = ধরা পড়ে জলে ডুবিয়ে মারে। ২। বেড়াবেড়ি = পেড়াপীড়ি, অত্যাগ্রহে।

কালু নাই দুলু নাই কানু গেছে মইরা।
ভালা ভালা সরঙ্গা নাও[৩] ঘাটে রইছে পইড়া॥
ঝম্‌ঝমায়্যা লাটের ট্যাকা[৪] পন্থ দিয়া যায়।
ফ্যাল্‌ফ্যালায়া চাইয়া থাকি কি করমু উপায়॥
গাঙ্গে চলে সাধুর ডিঙ্গা পাল উড়াইয়া।
ডিঙ্গাভরা মালমাত্তা[৫] সারিগাহান গাইয়া॥
নাইরে আইজ কালু দুলু নাইরে কানু ভাই।
তোমার কাছে আইলাম আমরা
সদ্দার একজন চাই॥"
চোরাগোর কথা শুইনা তহন মাণিকতারা কয়।
"আমি ছর্‌দার হইতে পারি যুদি পছন্দ হয়॥"

মাণিকতারারে চিইন্যাছে তারা সেইনা বিষম রাইতে।
একলা মাইয়া মওরা[৬] নিল দুই কুড়ি ডাকাতে॥
মাণিকতারার পরস্তাবে চোরার দল রাজি হইল।
বুকের লৌ দিয়া মাণিকের হস্তে ফোঁটা দিল॥
মাণিকতারা হইল সগল ডাকাইতের ছর্‌দার।
বরম্‌পুত্রের উজান ভাডিত্‌ নাম হইল তাহার॥

(১৮) +

এক কুড়ি বচ্ছর পার হইল ডাকাইত মাণিকতারা।
এমুন ডাকাইত হইল সেইনা কেউ সামনে না হয় খাড়া[১]॥

৩। সরঙ্গা নাও=লম্বা ছিপ নৌকা। ৪। লাটের ট্যাকা=সরকারী সদর খাজনার টাকা। ৫। মালমাত্তা=মূল্যবান পণ্য। ৬। মওরা নিল=বাধা দিয়া কৃতকার্য হইল।

১। না হয় খাড়া=বিরুদ্ধতা করিতে সাহস করে না।

দেশের দেওয়ান[২] কাজী ডরায় মাণিকতারার নামে।
সাধুর ডিঙ্গা[৩] সেলামী[৪] দেয় ভাটি আর উজানে ॥
যেইনা ডিঙ্গা সেলামী দিতে তেরিমেরি[৫] করে।
মালমাত্তা লুট্যা নিয়া পানিত্ ডুবায়্যা মারে ॥
দেশবিদেশের জমিন্দার মাণিকতারার খাজনা দেয়।
জান বাঁচাবার লাইগা তাগোর[৬] হইল বিষম দায় ॥

ঘরে আইসা মাণিকতারা কোন কাম করে।
পরাণ ঢাইলা সেবা যতন করে সোয়ামীরে ॥
ভালা খাওন ভালা পিঁধন[৭] ভালা বিছান ঘরে।
সবব সুখে রাইখ্যাছে মাণিক আপন সোয়ামীরে ॥

কানু কোচার মইরা গেছে বউ পুইষ্যাছে হাঙ্গা[৮]।
কানুর মাও বুড়া হইছে মাজা তার ভাঙ্গা ॥
ঘরে বুড়ীর নাই কেউ নাই উপার্জনীয়া[৯]।
মাণিকতারা দেয় দবব যত লাগে আনিয়া ॥
এইনা মতে বিশ বচ্ছর পার হইয়া গেল।
বরম্ববধের পাপ আইসা হাজির হইল ॥

বৈশাখ মাসের গর্মি দিন বাওবাতাস নাই।
বিয়ালবেলা[১০] মাণিকতারা কইল বাসুর ঠাঁই ॥

২। দেওয়ান—শাসনকর্তা। ৩। সাধুর ডিঙ্গা=সওদাগরের পণ্য-বাহী বড়ো নৌকা। ৪। সেলামী=সম্মানসূচক খাজনা। ৫। তেরিমেরি =ওজর আপত্তি। ৬। তাগোর—তাহাদের। ৭। পিঁধন=পরিধানের বস্ত্রাদি। ৮। হাঙ্গা=সাঙ্গা, নিকা। ৯। উপার্জনীয়া=উপার্জনকারী। ১০। বিয়ালবেলা— অপরাহ্ণে।

"বহুত দূরে যাইবাম্ আইজ পইড়্যাছে বড় কাম।
পান্সী[11] রইছে ঘাটে বান্ধা যাইতে হইব উজান ॥"
বাসু কইল,"শুন মাণিক, পচ্চিমে মেঘ দেখা যায়।
বৈহাক মাইসা কালা মেঘ গাঙ্গে তুফান উঠায় ॥
আইজ না যাইও রে তুমি,আমার কাঁইপ্যা উইঠ্যাছে গাও।
বৈহাক মাইসা কালা মেঘ আশমানে ছুটে দেও[12] ॥"

মাণিকতারা কইল হাইস্যা "শুন পরাণপতি।
তুমি আমার ধরম করম তুমি আমার গতি ॥
তোমার কথা না শুইন্লে হইব আমার পাপ।
অনুমতি দেও রে আইজ আমাক্ কইরা মাফ[13] ॥
দলের লোক চইলা গেছে আগে উজাইয়া।
আমি না যাইলে তারা আইব ত ফিরিয়া ॥"
এইনা কথা বইলা মাণিক বাসুক্ খাইবার আইনা দিল।
সেইনা দিনে মাণিকতারা নানান্ দব্ব[14] রাইন্ধ্যাছিল ॥
ছামনে বইসা খাওয়াইল অতি যতন করিয়া।
বিছান পাইত্যা রাইখ্ল পতির শয়নের লাগিয়া ॥
হস্তে দিল ছাঁচি পান আর চন্নন-চুয়া।
বাইর হইল মাণিকতারা পন্নাম করিয়া ॥

সইন্ধ্যাকালে মেঘ উঠিল ছুইট্ল বিষম বাও।
গাছ বিরিক্ষ ভাইঙ্গা পইড়ল কত ডুইবল গাঙ্গে নাও ॥
বাসুর ঘর উইড়্যা গেল ভিডা হইল খালি।
কানুর মাও মইরা গেল মাথাত্ চাপা পইড়্যা চালি[15] ॥

১১। পানসী=মাণিকতারার নিজস্ব সুদৃশ্য নৌকা। ১২। দেও=দানব। ১৩। মাফ্=ক্ষমা। ১৪। দব্ব=দ্রব্য। ১৫। চালি=ঘরের চালা।

বাসু খোঁড়া বাঁচ্যা রইল দেওবিরিক্ষের তলে।
সারা রাইত বিষ্টি পইড়া ছাইড়্ল পরভাত কালে॥

একনা লোকে আইসা কইল খোঁড়া বাসুর কাছে।
"শিমইলতলাত্ একনা মাইয়া মইরা ভাইস্যা আইছে॥
কেউ কইছে মাণিকতারা কেউবান্ কইছে নয়।
তুমি যাইয়া দেইখ্যা চিন্‌বা হয় কি না হয়॥"

ছুইট্যা চলে লেংড়া বাসু উব্‌ধা হোচট্ খায়।
দুই লাঠিতে ভর কইরা শিমইলতলা যায়॥
আধা অঙ্গ ডেঙ্গায় কন্যার আধা অঙ্গ জলে।
শেষ ঘুম ঘুমাইছে কন্যা মুখে হাসি খেলে॥
রাঙ্গা সুরুজের রাঙ্গা রোইদ অঙ্গে পইড়াছে ঢালি।
গাঙ্গের সুতে[১৬] খেলা করে লয়্যা মাথার চুলি॥
সোনার বরণ অঙ্গ কন্যার ভিইজ্যা হইছে সাদা।
সাদা অঙ্গে লাইগ্যা রইছে চন্ননের মতন কাদা॥

বাসু ত চিনিল দেইখ্যা
এই সে মাণিকতারা।
দুই চৌক্ষে লাইম্যা আইল
আইজ শাওনীয়ার ধারা॥
গাঙ্গের পাড়ে শিমইল গাছ
গাছে নানান পক্ষী।
ঘাটের জলে পাক পইড়াছে
তারা রইছে সাক্ষী॥

১৬। সুতে—স্রোতে।

ঐনা গাছে কাছি বাইন্ধ্যা
বরাম্মনের নাও ডুবাইল।
ঐনা পাকে ডুবায়্যা নাও
বরম্ বধ[১৭] সে করিল॥
সেইনা শিমইল তলার ঘাটে
সেইনা নদীর পাকে।
মাণিকতারার মরা দেহ
ঘাটে তুইলা রাখে॥
কানু গেল সই-মা গেল
আইজ গেল মাণিকতারা।
চউক্ষে আন্ধাইর দেখে বাসু
হইয়া দিশা হারা॥

একমাস গেল বাসুর কান্দিয়া কান্দিয়া।
ভিডার উপর কুঁইড়া[১৮] বাইন্ধ্যা থাকে ত বসিয়া॥
এক না নিশুতি রাইতে বাসু খোন্তা লইল হাতে।
ভিডার মাটি কুইড়্যা[১৯] ফালায় কেউ নাই তার সাথে।
কুড়িতে কুড়িতে মাটি হাঁড়ি বাইর ত হইল।
চাইর গোটা হাঁড়ির মধ্যে কিছু না পাইল॥
এন্দুরে[২০] কইরাছে ছ্যাঁদা চারডা হাঁড়ির তল।
জেহরপাতি সোনার মওর গিয়াছে পাতাল॥

গোঞ্জের ঘাটে লেংড়া বাসু দিনে ভিক্ষা করে।
নিশুত রাইতে খোন্তা হাতে বাড়ীর মাটি কোড়ে॥

১৭। বরম্ বধ=ব্রহ্মহত্যা। ১৮। কুঁইড়া=কুঁড়ে ঘর। ১৯। কুইড়া =খুঁড়িয়া। ২০। এন্দুরে=ইঁদুরে।

প্রাচীন পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা

চতুর্থ খণ্ড

নেজাম ডাকাইত-পীরের কেরামতি

অজ্ঞাতনামা কবি বিরচিত

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক

নেজাম ডাকাইত-পীরের কেরামতি পালার

ভূমিকা

এই সম্পাদনায় 'নেজাম ডাকাইত-পীরের কেরামতি' পালার ছত্রসংখ্যা ৫৪২। ইহার মধ্যে ৪৩৪ ছত্র মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। আমার নূতন সংগ্রহ ১০৮ ছত্র। সেন মহাশয় প্রকাশিত ৪৩৪টি ছত্রের মধ্যে ৫৫টি ছত্রের সঙ্গে এই সম্পাদনার ছত্রের তাৎপর্যে পার্থক্য ঘটায় সেন মহাশয়ের পাঠ তৎতৎ স্থলেই পাদটীকায় প্রদত্ত হইল; শব্দের বানান, উচ্চারণ ভঙ্গী ও স্থান-বিপর্যয়ঘটিত পাঠান্তর উল্লেখ করা হইল না।

মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত 'নিজাম ডাকাতের পালা'র ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—

"পালা রচয়িতার নাম জানা যায় নাই; নিজাম ডাকাত চতুর্দশ শতাব্দীর লোক। সুতরাং তৎসম্বন্ধীয় পালা তাহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই রচিত হইবার কথা। কিন্তু বর্তমান পালাটিতে পরবর্তী গায়কদিগের অনেক যোজনা রহিয়াছে। * *। ইহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে ধর্মসম্বন্ধীয় কোনও উপাখ্যান পালাগানের বর্ণনীয় বিষয় হইলে তাহাতে অতিপ্রাকৃত ব্যাপারের আতিশয্য দৃষ্ট হয়। হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীরই ধর্মোপাখ্যান সম্বন্ধে একথা প্রযোজ্য; * *। মন্ত্রবলে অসাধ্যসাধন ও অতিমানুষিক ঘটনার সমাবেশ এই সমস্ত গানের বিশেষত্ব। * *। পালা গানটি মুসলমান রচিত হইলেও ইহার অনেক স্থলেই হিন্দুদিগের ধর্মোপাখ্যানের সঙ্গে ঐক্য দেখা যায়। * *।

"* *। এই পালাগানে দুইটি নরহত্যার দ্বারা নিজাম ডাকাত ধর্মজীবনের উচ্চস্তরে উঠিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে। সাধু উদ্দেশ্যে নরহত্যাও পুণ্যকার্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে, এই ধারণা হিন্দুদের গীতায়ও প্রমাণিত দৃষ্ট হয়। কিন্তু সুকোমল বাঙ্গালী হিন্দুর হৃদয়ে নরহত্যা কোনো উদ্দেশ্যেই ধর্মের সোপান বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। এইস্থানে বোধহয় হিন্দুসাধুদের সম্বন্ধীয় পালাগানের সঙ্গে নিজাম ডাকাতের পালার একটু বৈষম্য দৃষ্ট হয়।

"পালারম্ভে বন্দনা গীতিতে বড় পীরসাহেবের নাম পাওয়া যায়। এখনও চট্টগ্রামের অন্তর্গত রঞ্জন থানার এলাকাধীন নোয়াপাড়া গ্রামে কর্ণফুলীতীরে এই বড়ো পীরসাহেবের দরগা বিদ্যমান রহিয়াছে। * *। পালাগানোক্ত সেখ ফরিদও একজন প্রসিদ্ধ পীর। চট্টগ্রাম সহরের মাত্র পাঁচ মাইল দূরে নসিরাবাদ নামক স্থানে এখনও সুলতান বাজেদ বস্টামি নামক পীরের দরগা রহিয়াছে। এখানে একটি স্বচ্ছতোয়া প্রস্রবণকে লোকে 'সেখ ফরিদের চশমা' নাম দিয়াছে। * *। কাহারও কাহারও মতে চট্টগ্রামের নিজামপুর গ্রাম এই নিজামের নামের সহিত সংস্রব যুক্ত। * *।

"নিজামুদ্দিন আউলিয়া সম্বন্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মৌলবী সহিদুল্লাহ এম. এ., বি.এল. মহাশয় লিখিয়াছেন যে, নিজামুদ্দিন আউলিয়া ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি দিল্লীর অধিবাসী। কথিত আছে, সেখ ফরিদের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে নিজাম বায়ান্নটি নরহত্যা করেন এবং জব্বরকে মারিবার সময় তিনি বলিয়াছিলেন, 'যাহা বায়ান্ন তাহা তিপ্পান্ন'। তদবধি নিজাম আউলিয়ার এই উক্তি প্রবাদে পরিণত হইয়াছে। * *।

"বাঙ্গালা ১৩৩২ সালের ১৫ই ফাল্গুন তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার সি.আই.ই. মহাশয় এই নিজামুদ্দিন সম্বন্ধে ফার্সী সাহিত্য হইতে অনেক তথ্যের সন্ধান দিয়াছেন। 'তুজুকী জাহাঙ্গীরী'তে নিজামুদ্দিনের উদার মত সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। একদিন নিজামুদ্দিন যমুনাতীরে বহু হিন্দুকে 'হর হর' শব্দ উচ্চারণ করিতে শুনিয়া বলিয়াছিলেন, 'হর করমস্থ রহে দিনি ও কিলি গহে'—(অর্থাৎ, প্রত্যেক জাতিরই স্বধর্মে মুক্তির সহজ উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে)। ইহার উত্তরে নিজাম-শিষ্য আমির-খসরু নিম্নলিখিত ফার্সী শ্লোক রচনা করিয়া বলিয়াছেন,—

'মন্ কি বলা এ রস্থ্ কার্দাম্ বর্
শিমল্ আ কজ্ কুলহে।'

(অর্থাৎ—আমার গুরুর এই বক্র শিরোবন্ধটি আমার মুক্তির উপায়।) প্রবাদ আছে, সুলতান মহম্মদ তোগলকের নিষ্ঠুর অত্যাচারে ক্রুদ্ধ ও বিচলিত হইয়া নিজাম শাপ দিয়াছিলেন, তাহাতে তোগলকাবাদ মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছিল।"

মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত নেজাম ডাকাতের পালার ভূমিকায় এই পালা সম্পর্কে জ্ঞাতব্য প্রায় সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। আমার বাল্যকালে বৎসরে অন্তত একবার আমাদের বাড়ীতে মেহের ফকিরের মুখে এই পালাটি শুনিয়াছি। পরে দেখিয়াছি, পূর্ববঙ্গের প্রত্যেকটি জেলা, মধ্যবঙ্গের গড়াই নদীর তীরবর্তী অঞ্চল, উত্তরবঙ্গের পাবনা জেলা, রাজসাহী জেলার পূর্বাঞ্চল ও বগুড়া রংপুর জেলার পূর্বাঞ্চলে মুসলমান ফকির সম্প্রদায়ের মধ্যে এই পালাটি সুপ্রচলিত। অঞ্চল ভেদে এই পালার বিভিন্ন নাম হইলেও বন্দনা গানটি, কাহিনী ও নায়ক-নায়িকা

এক ; বর্ণনা ও ভাষায় অঞ্চল ভেদে কিছু পার্থক্য আছে। এই পালার রচয়িতার সন্ধান কেহ দিতে পারেন না। কোনো কোনো বন্দনা গানের ভণিতায় যে নামের উল্লেখ দেখা যায় উহা গায়কের নাম, মূল পালা রচয়িতা কবির নাম নহে। আমি নিরাপদ মনে করিয়া সেন মহাশয় সম্পাদিত ও প্রকাশিত বন্দনা গানটিই এখানে দিয়াছি।

এই ঘটনার প্রধান রঙ্গমঞ্চ 'দিঘার জঙ্গল' ত্রিপুরা জেলার পূর্বদক্ষিণে অবস্থিত। পরবর্তী ঘটনার স্থান যে কোথায় এবং তাহার নাম কি, সে সম্পর্কে কবি বিশেষ কিছু উল্লেখ করেন নাই, যেটুকু পাওয়া যায়, তাহা

'সেখ ফরিদর পিছে নেজাম করিল গমন ॥
দিঘার জঙ্গল হইতে ঘুরিয়া ফিরিয়া।
বেমান দরিয়ার পাড়ে করিল গমন ॥' অঃ ৬

এই 'বেমান দরিয়া' খুব সম্ভব কূলকিনারাহীন মেঘনা নদীর মোহনা। তাহার পর আউলিয়া ফকির সেখ ফরিদের 'কেরামতি' বলে সেই বেমান দরিয়া পার হইয়া তাঁহারা দুইজন 'দরিয়ার পরপারে বাজারের পিছে' যে 'হালুয়ানী বুড়ীর'র বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন, সেই বাজার যে কোথায় তাহা কেহই সঠিক বলিতে পারেন না। পালায় বর্ণিত বড়োপীরের দরগা যে কোথায়, তাহাও সঠিক নির্ণয় করা সম্ভব নহে। সেন মহাশয় লিখিয়াছেন চট্টগ্রাম জেলায় নোয়াপাড়া গ্রামে এই পালায় বর্ণিত বড়োপীরসাহেবের দরগা আছে। মৈমনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার দেলদুয়ার গ্রামে এক বড়োপীরসাহেবের বড়ো মসজিদ আছে। দেলদুয়ারের জমিদার বিখ্যাত গজনভী বংশ দাবি করেন, তাঁহাদের পীরসাহেবই এই পালার বড়োপীর। পাবনা জেলার সাহাজাদপুরে এক বড়োপীরের বিখ্যাত মসজিদ ও কবর

আছে। ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের অভিমত, নেজাম ডাকাতের পালায় বর্ণিত বড়োপীর তাঁহাদের অঞ্চলের লোক। এই প্রকার দাবি বহু জেলায় আমি শুনিয়াছি, এবং তাহার মধ্যে আমিও একজন দাবিদার। আমার জন্মস্থান ফরিদপুর জেলায় পাংসা গ্রামে বাজারের উত্তরে বড়োপীরসাহেব 'শাহজীর দরগা' আছে। আমার অন্নপ্রাশনে মায়ের কোলে উঠিয়া শাহজী সাহেবের দরগায় আশীর্বাদ আনিতে গিয়াছিলাম, বড়ো হইয়া প্রতিবৎসর স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষার পূর্বদিনে একটি মোমবাতি ও পাঁচ পয়সার সিরনি দিতাম। এখন এই পালায় সেন মহাশয়ের সম্পাদনায়ও উল্লেখ আছে "হজরত বড়-পীর 'শাহ' আছিল বড় পীর।" ইহাতে বুঝা যায় নেজামের শেষগুরু বড়োপীরের নাম ছিল 'শাহ'। অপর যত বড়োপীরের নাম জানা যায়, তাঁহাদের কাহারও নাম 'শাহ' নহে। পাংসার বড়ো পীরসাহেবের নামই 'শাহজী'। তাহার পর সেখ ফরিদের নামানু-সারে ফরিদপুরও হইতে পারে।

নেজাম ডাকাত কোন দেশের ও কোন কালের মানুষ তাহা সেন মহাশয়ের ভূমিকা পড়িয়া বুঝিবার উপায় নাই। তাঁহার ভূমিকায় উল্লিখিত অধ্যাপক সহিদুল্লাহ্ সাহেবের খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর দিল্লীওয়ালা নিজামুদ্দিন, অধ্যাপক যদুনাথ সরকার মহাশয়ের 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী'র (খ্রীঃ ১৬০৫—১৬২৭) নিজামুদ্দিন, দিল্লীর সুলতান মহম্মদ বিন্ তোগলকের সমসাময়িক (খ্রী ১৩২৫—১৩৫১) নিজা-মুদ্দিন, সেন মহাশয়ের নিজস্ব 'চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক' নিজামুদ্দিন ও এই পালার নায়ক নেজাম ডাকাত যাহাকে—

> 'জবানেতে পীর যখন নেজামরে আউলিয়া করিল।
> পাশে ছিল নেজাম ডাকাইত হাবা হইয়া গেল॥'

এক ব্যক্তি কিনা, তাহা সুধীসমাজের বিচার্য বিষয়।

মাননীয় সেন মহাশয় তাঁহার লিখিত ভূমিকায় লিখিয়াছেন,'তৎ-সম্বন্ধীয় পালা তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই রচিত হইবার কথা।' প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় ও কয়েকটি পালার ভূমিকায় আমি উল্লেখ করিয়াছি, ইহাই পূর্ববঙ্গের প্রাচীন পল্লিকবি-গণের ঐতিহ্য। এই কারণেই সত্যঘটনামূলক গাথাগুলির আলৌকিক ব্যাপার বাদ দিয়া বাস্তব বর্ণনায় কাল্পনিক ঘটনা বর্ণন করা কবির পক্ষে সম্ভব নহে। কারণ, তাঁহার রচিত গাথা তৎকালে যে জনসমাবেশে গান করা হইত, তাহার মধ্যে প্রত্যক্ষদর্শী ও ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোক থাকা সম্ভব ছিল। এরূপ অবস্থায় বড়ো পীরসাহেবের 'কেরামতি' ও 'জবানে' নেজাম ডাকাত 'হাবা' না হইয়া যদি অলৌকিক শক্তিমান নিজামুদ্দিন আউলিয়া হইয়া জন-সমাজে বিচরণ করিতেন, তবে কবি নিশ্চয়ই সে কথা বর্ণনা করিতেন। পূর্ববঙ্গের পল্লীভাষায় 'হাবা' শব্দের চারটি অর্থ হয়,—হাওয়া, অদৃশ্য, মূক-বধির, নির্বোধ। এই চারটি অর্থের যে কোন একটি গ্রহণ করিলে নেজাম ডাকাতকে নিজামুদ্দিন আউলিয়া করিয়া দিল্লী ঘুরাইয়া আনা সম্ভব হইবে না।

উত্তর বঙ্গের 'সিরাজ ডাকাত', পশ্চিমবঙ্গের 'রঘু ডাকাত', উত্তর মৈমনসিংহের 'ডাকাইত মাণিকতারা'র কথা সেইসব অঞ্চলের জন-সমাজে এখন বিস্মৃতপ্রায় ঘটনা। কিন্তু নেজাম ডাকাতের ডাকাতি ও নরহত্যার কথা এখনও চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা ও নোয়াখালি জেলার লোক ভুলিতে পারে নাই। এই কবির রচনায় দেখা যাইবে চন্দ্রাবতী দেবী রচিত 'দস্যু কেনারাম' পালার ছায়া পড়িয়াছে। এই দুইটি হেতু এবং আমি যখন চট্টাগ্রাম জেলায় পালা সংগ্রহের জন্য ঘুরিতে-ছিলাম তখন কয়েকজন বৃদ্ধের মুখে শুনিয়াছি, দিল্লীর বাদশাহ আওরঙ্গ্‌জেবের ভয়ে তাঁহার ভাই বাংলার সুবাদার নবাব সুজা যখন

চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় খুঁজিতে আসেন, তখন নেজাম ডাকাইত জীবিত ছিল। সেইজন্যই 'পরিবানু বেগমের পালা' রচয়িতা কবি নবাব সুজাকে সাবধান করিয়া বলিয়াছেন,—

'কেহ বলে দহিনামিক্যে ন যাইও আর।
ঢালার মুয়ত জাইন্য বাইঘ্যা লেজড়ি ঘুরার।
সেই পন্থে গেলি বাইঘ্যা খাইব ধরি ধরি রে।
সাইগরে ডুপাইলি পরীরে॥'

এই বাইঘ্যা—অর্থাৎ বাঘ-ই নেজাম ডাকাত। তাহা যদি হয়, তবে নেজাম খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের লোক হইবে।

নেজাম ডাকাতের ঘাঁটি যে কেবল দিঘার জঙ্গলেই ছিল, এমন নহে; তাহার বহু ঘাঁটির মধ্যে কয়েকটা ত্রিপুরা-আগরতলা রাজ্যেও ছিল। সেজন্য সম্ভবত আগরতলা রাজসরকারের পুরাতন নথিপত্রে নেজাম ডাকাতের সন্ধান মিলিতে পারে।

বাংলাদেশে মুসলমান-বিজয়ের ইতিহাসে ও ব্যাপক ভাবে হিন্দুদের ধর্মান্তরিতকরণ ব্যাপারে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন অনেক-গুলি পীর ও ফকিরের কৃতিত্বের কাহিনী আছে। বর্তমান কালে অভিজ্ঞ মুসলমান মৌলবি-মৌলানাদের মধ্যে অনেকের অভিমত, বাংলার 'আউল', 'বাউল', 'সাঁই', 'দরবেশ',—এই চারিটি ফকির সম্প্রদায়ের সাধন পদ্ধতি ও তত্ত্বজ্ঞান ইসলাম সম্মত নহে।

বাঙ্গালী হিন্দুসমাজে 'রসিক বৈষ্ণব' বলিয়া পরিচিত 'মাজবাড়ী', 'কান্তাধারী' 'অখিলচাঁদী', 'সেবাকমলিনী' ও ইহার শাখা-প্রশাখা 'কালাচাঁদী','পঞ্চায়তনী', 'গুরুদাসী' প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ বৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করেন না, বরং এইসব সম্প্রদায়ের সাধন পদ্ধতি ও তত্ত্বজ্ঞান সম্পূর্ণ বৈষ্ণবধর্ম বিরোধী বলা হয়।

মাজবাড়ী, কান্থাধারী, প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলির তত্ত্বাভিজ্ঞ গুরু-গোসাঁইগণ বলেন, তাঁহাদের সাধন-ভজন তত্ত্বকথা 'বেদ-শাস্ত্রের বাহিরে'। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের সাধনপদ্ধতি ও তত্ত্বজ্ঞান শাস্ত্রবহির্ভূত নহে। তবে উহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব গোস্বামীগ্রন্থে পাওয়া যাইবে না। পাওয়া যাইবে 'লতাতন্ত্র', 'চন্দ্রকেশ্বর তন্ত্র', 'পবনবিজয়-স্বরোদয়' এবং 'সহজযান' বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের 'আর্জুনেয় কক্ষপুট', 'সেকোদ্দেশ তন্ত্র', 'হেবজ্র তন্ত্র', 'ডাকার্ণব তন্ত্র', 'পরমাদ্ভুত তন্ত্ররাজ', 'গুহ্যবজ্র তন্ত্র', 'ডাকিনী জালসম্বর তন্ত্র' (ইহাছাড়া এই সম্পর্কে আরও বহু বৌদ্ধ তন্ত্র আছে, সেগুলি পড়িবার সুযোগ ও সময় আমি পাই নাই) প্রভৃতি গ্রন্থে। এই সাধনপদ্ধতি ও তত্ত্বকথা সহজীয়া চণ্ডীদাসের (রামী-চণ্ডীদাস) 'রাগাত্মিকা' পদে হেঁয়ালীছন্দে কিছু পাওয়া যায়।

এই রসিক বৈষ্ণব সাধক সম্প্রদায়গুলির সাধনপদ্ধতির মধ্যে 'লতাসাধন', 'চন্দ্রসাধন', ও 'স্বরসাধন' সকলেরই একপ্রকার, তত্ত্বকথার অধিকাংশও এক। মুসলমান ফকির আউল, বাউল, সাঁই, দরবেশ—এই চারিটি সম্প্রদায়ের সাধনপদ্ধতি ও তত্ত্বকথার সঙ্গে একমাত্র নাম ও মন্ত্র ছাড়া আর সব বিষয়ে হিন্দু রসিক বৈষ্ণব সাধক সম্প্রদায়গুলির সাদৃশ্য আছে। এই মতাবলম্বী অনেক হিন্দু সাধক 'বাউল' নামেও পরিচিত।

এই প্রবন্ধে যে গ্রন্থগুলির নাম উল্লেখ করা হইল, উহার মধ্যে চন্দ্রকেশ্বর তন্ত্র ও লতাতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য, সহজে যোগবিঘ্ন ক্ষুধা-তৃষ্ণা-শীত-গ্রীষ্ম-জরা-ব্যাধি—এই 'ষড়োর্মি' জয় করা। লতাতন্ত্রের আর একটি উদ্দেশ্য, 'নায়িকা সাধন' করিয়া তাহাকে বশীভূত রাখিবার যোগ্যতা 'অটল' সাধন। ইহাছাড়া আর সব গ্রন্থে বিবৃত সাধন পদ্ধতির প্রধান লক্ষ্য, অল্প আয়াসে অলৌকিক ক্ষমতা-বিভূতি অর্জনা

করা। হিন্দু সাধকসম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান, ভগবদ্‌ভক্তি বা মোক্ষ কামনা করেন, তাঁহারা অলৌকিক ক্ষমতা বা বিভূতিকে তাঁহাদের উদ্দেশ্যসাধনের পরিপন্থী বলিয়া উহা সর্বথা বর্জন করিয়া চলেন।

এই সম্পাদনার তৃতীয় অধ্যায়ে সেন মহাশয় সম্পাদিত পালার চতুর্থ অধ্যায়ের চারিটি ছত্র গ্রহণ করা হয় নাই। কারণ, নেজাম ডাকাতের নির্দিষ্ট ঘরবাড়ী ও স্ত্রীপুত্র ছিল, ইহা একমাত্র সেন মহাশয় প্রকাশিত পালা ছাড়া আর কোথাও পাই নাই বা শুনি নাই। বরং ইহার বিপরীত কথাই পাইয়াছি। সেজন্য ঐ চারিটি ছত্র পালার মধ্যে গ্রহণ না করিয়া পাদটীকায় দেওয়া হইল।

এই সম্পাদনার চতুর্থ অধ্যায়ে এবং সেন মহাশয়ের সম্পাদনার পঞ্চম অধ্যায়ে,—

'লালবাইর উপরে তার আসক হইল।
হাসিল করিতে কাম একিন করিল॥'

এই দুই ছত্রের পরে সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় আছে,—

'পিরিতর তিনটা আক্ষর মর্মে লাগে যার।
কিবা সরম কিবা ভরম জাতি কুল তার॥
পিরিতর ফল খাইলে উদর নাহি পুরে।
ধর্মে যে পাঠাইয়ে ফল সংসার মজাইবারে॥'

সেন মহাশয় 'আসক' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—'প্রেম'। আসক শব্দে প্রেম বুঝাইলে এই চারিটি ছত্রের সামঞ্জস্য হয়, কিন্তু পরবর্তী অধ্যায়ে জব্বর ও তাহার দোস্ত লালবাইয়ের মৃত দেহ কব্বর হইতে তুলিয়া—

"মনে মনে আশা করে 'আসকদার মিটাইব।
মরা মানুষ লইয়া মোরা আরজ মিটাইব ॥'
এইরূপ চিন্তি তারা কয়ব্বর কুঁড়িতে লাগিল।"

ব্যাপার দেখিয়া নেজাম ডাকাত "** ভাবিয়া আকুল"। কবি তাহার মুখে বলাইলেন,—

'এক কম একশত মানুষ কাডিয়াছি আমি।
এয়ারথুন অধিক আকাম কয়ব্বরে জালিমি ॥'

(সেন মহাশয়ের পাঠ : এয়ারথুন অ-অধিক কায ইহারার দেখি।) এরূপ অবস্থায় 'আসক' শব্দের অর্থ 'প্রেম' করিয়া পিরিতের প্রশস্তি রচনা করিলে কবির মর্যাদা ও প্রেম বা পিরিতের তাৎপর্য রক্ষিত হয় না। আমার মনে হয় কোনো অনভিজ্ঞ গায়ক ঐ চারিটি ছত্র পালার মধ্যে ঢুকাইয়া ফেলিয়াছেন। আমিও কয়েক-খানা খাতায় পালার ঐ জায়গায় ছত্র চারিটি দেখিয়াছি, তবে সব খাতায় নাই। মুসলমান পল্লীকবি রচিত অনেকগুলি পালায় 'আসক' শব্দটি লম্পটের লাম্পট্যে আসক্তি অর্থে ব্যবহার হইতে দেখা যাইবে। আসক শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য যে কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া এক একজনের মুখে এক এক প্রকার শুনিয়াছি। ইহাতে মনে হয়, ফার্সি শব্দ 'ফাজেল' (—অর্থাৎ সুপণ্ডিত) শব্দটি যেমন বাংলার কথ্যভাষায় 'ফাজিল' হইয়া মুল শব্দের অর্থবিভ্রাট ঘটাইয়াছে, সেইপ্রকার 'আসক' শব্দেরও প্রয়োগ-বিভ্রাট ঘটিয়াছে।

নেজাম ডাকাইতের পালা পূর্ববঙ্গে মুসলমান সমাজে সুপ্রচলিত জনপ্রিয় গান। জনসাধারণের বিশ্বাস, বৎসরে একবার বাড়ীতে এই পালাগান দিলে চোর-ডাকাতের ভয় থাকে না। এই পালাটি আমি ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে পাংসার ফকির মাতাম সাঁইজীর আশ্রম

নেজাম ডাকাইত-পীরের কেরামতি পালা

হইতে সংগ্রহ করি। পরে বিভিন্নস্থানে প্রাপ্ত খাতার সঙ্গে মিলাইয়া পালাটি সম্পাদন করিয়াছি। বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত খাতায় দেখিয়াছি, রচনার ভাষায় যথেষ্ট পার্থক্য আছে। সেজন্য দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সম্পাদিত পালার ৪৩৪টি ছত্রের ভাষা যথাসম্ভব রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

নবদ্বীপ
আগমেশ্বরীপাড়া রোড
আশ্বিন ১৩৭২

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক

নেজাম ডাকাইতের পালা

বা

পীরের কেরামতি

বন্দনা ঃ—

পরথমে পরণাম করি পরভু করতার[১]।
দোতীয়ে[২] পরণাম করি এই সিরজন যাহার॥
তিরতীয়ে পরণাম করি ভালা নুরনবী[৩]।
কিতাব কোরাণ মানম্[৪] পরভুর নিজ বাণী॥
যেইকালে আছিল পরম ধেয়ানে।
নুর মহম্মদের রূপ দেখিল নয়ানে॥
দেখিতে দেখিতে রূপ ইত্[৫] উপজিল।
মহব্বতের[৬] জন্য কামেল[৭] মহম্মদ সিরজিল॥
মহম্মদকে কইরল পয়দা রবিকুলের সাই[৮]।
তার শেষে কইরাছে পয়দা এই সব দুনিয়াই॥
যদি সে মহম্মদ নবী না হইত সিরজন।
না হইত আর্সকোর্স[৯] এ তিন ভুবন॥
আবদুল্লা আমিনা মানম, মানি তানার পদ।
যার গর্ভে পয়দা হইল দুনিয়ার মহম্মদ॥

১। পরভু করতা=প্রভুকর্তা। ২। দোতীয়ে=দ্বিতীয়ে। ৩। নুরনবী=জ্যোতির্ময় অবতার। ৪। মানম্=মানিব। ৫। ইত্=স্নেহ মমতা-হিত। ৬। মহব্বত=প্রেম। ৭। কামেল=মহাপুরুষ। ৮। রবিকুলের সাই—? ৯। আর্সকোর্স=ঈশ্বরের আসন।

পচ্চিমেতে মানি আমি মক্কা এন স্তান।
উর্‌দিশেতে মানি আমি মোমিন[১০] মোসলমান ॥
তার পচ্চিমে মানি আমি মদিনা সহর।
সেই জাগাতে আছে আমার রছুলের কয়ব্বর ॥
রছুলের বেটা আলামকুটী[১১] বিবি ফতেমা।
সক্কলে ডাকিত মা, আলী-এ ডাইকত না ॥
উত্তরেতে মানি আমি হিমন্ত কেদার।
যাহার হিমন্তে হিম সকল সংসার ॥
পূবদিগে মানি আমি পূবের যাত্রা ভানু।
বিন্দাবনে মানম আমি রাধার শোভা কানু ॥
দক্ষিণেতে মানি আমি ক্ষীরনদী সাইগর।
একূল ওকূল দুইকূল ভাইঙ্গ্যা মধ্যে বালুচর ॥
চাইর দিকে মানি আমি চাইর নিকামান।[১১ক]
হেটে মানি বসুমাতা উপরে আশমান ॥
রাউন্যা গেরামে মানি মাতা ইছামতী।
নোয়াপাড়া গেরামে মানি বড়ো পীরের পাতি[১২] ॥
ডাইন কূলে কুড়াল্যামুড়া বাঁকূলে ছিরমাই।
তার মধ্যাদি[১৩] চলি গেল্‌গৈ সত্যের কানাই ॥
ছোডো ছোডো দলা-মারি[১৪] বাঁধাই আছে চর।
শঙ্খ নদী উডি[১৫] বলে মোরে রৈক্ষা কর ॥

১০। মোমিন=ঈশ্বর বিশ্বাসী। ১১। আলামকুটি=পৃথিবীর পূজনীয়া। ১১ক। নিকামান=মুসলমান ধর্মে চারিটি সম্প্রদায়--হানিফি, সাহেবী হাম্বিলি ও মালিকি—ইহার এক এক ভাগ এক একটি 'নিকামান'। ১২। পাতি=দরগা, আস্তানা। ১৩। মধ্যাদি=মধ্যাদিয়া। দলা মারি=খণ্ড খণ্ড হইয়া। ১৫। উডি=উঠিয়া।

এই সব মাইন্যা আমি সীতার ঘাটে[১৬] যাই।
সীতাসন্তী মাওরে মানি রঘুনাথ গোঁসাই ॥
দুনিয়ার সার মানি বাপ আর মায়।
ভুবন দেইখ্যাছি আমি যারার কিরপায় ॥
মাও-বাপরে যেইজন কঠোর দিব গালি।
ভেহেস্তে[১৭] দেখাই তারে দোজখে দিব ঢালি ॥
আনলের চাদ্দর[১৮] দিব সেই না যাদুর গায়।
ছড়রফড়র করিব রে কইয়া হায় হায় ॥
আখেরেতে[১৯] বন্দি আমি উস্তাদের চরণ।
নেজাম ডাকাইতের কথা আইজ শুন সভাজন ॥

পালা আরম্ভ ঃ—

(১)

নেজাম ডাকাইত আছিল পূগের[১] পাহাড়ে।
ঘুরিত ফিরিত সদাই মানুষ কাড়িবারে[২] ॥
রাইতের পরভাতে উডি হস্তে দাও লইয়া*।
দিঘাড়[৩] জঙ্গলে ডাকাইত যাইত চলিয়া† ॥

১৬। সীতার ঘাট=সীতা নামে এক সতী সহমৃতা হইয়াছিলেন। কর্ণফূলি নদীর তীরে 'সীতার ঘাট'। ১৭। ভেহেস্ত=স্বর্গ। ১৮। আনলের চাদ্দর=আগুনের চাদর। ১৯। আখেরেতে=সর্বশেষে।

১। পূগের=পূর্বদিকের। ২। কাড়িবারে=কাটিবারে। ৩। দিঘাড় জঙ্গল=বনের নাম 'দিঘাড় জঙ্গল'।

পাঠান্তর :—*'—তলোয়ার হাতে লৈয়া।'

† '—যায়ন্ত চলিয়া।' (পূর্ববঙ্গে কোথাও 'যায়ন্ত' শ্রেণীর শব্দ প্রচলিত নাই। উহার প্রয়োগ উড়িয়া ভাষায় এবং অল্প কিছু পশ্চিমবঙ্গের (রাঢ় দেশে জন্ম) প্রাচীন কবিগণ লিখিত 'মঙ্গল কাব্য'র মধ্যে পাওয়া যায়।—সঃ।)

নিপোলী[৪] শরীল তার বরণ অতি কাল।
জোয়া ফুলর[৫] মতন চৌউখ সদাই থাকে লাল ॥
খাজুইর‍্যা[৬] মাথার চুল দাড়ি মুচ লাম্বা।
হাত পাও যেমুন তার জাৱৈল গাছের খাম্বা[৭] ॥
বাঘের মতন থাবা তার সিঙ্গের মতন গলা।
মৈষের মতন দিষ্টি বেটার হাত্তির মতন চলা[৮] ॥
দুনিয়ার মদ্দি আপনার জন কেউ নাই তার।+
কেবা মাও কেবা বাপ না জানি সমাচার ॥+
কনও কালে কনও নারী কবুল করে[৯] নাই তারে।+
কনে[১০] কইরব কবুল এমুন জঙ্গলার বাঘেরে ॥+
ঘর নাই বাড়ী নাই মুড়ার কুল্যা[১১] বাসা।+
কাছে পিডে মানুষ নাই নাই সে কনো আশা ॥+
ডাকাতি করি মানুষ কাড়ি যত ধন পায়।+
পাত্থর চাপা দিয়া ধন গড়ে লুকায় ॥+

দিঘার জঙ্গলের কথা কি কইব আর।
পূগমিক্যা[১২] আছে তার ওচল[১৩] পাহাড় ॥
পাইয়া বাঁশ[১৪] গল্লাক বেত[১৫] সেই পাহাড় ভরা।
বাঘ ভাল্লুক হাত্তি গয়াল[১৬] করে চলা ফিরা ॥

৪। নিপোলী=নিটোল। ৫। জোয়া ফুল=জবা ফুল। ৬। খাজুইর‍্যা=খেজুর গাছের মত। ৭। খাম্বা=ঘরের খুঁটি। ৮। চলা=চলন, গতি। ৯। কবুল করে নাই=বিবাহ করিতে স্বীকার করে নাই। ১০। কনে=কোন নারী। ১১। মুড়ার কুল্যা=ছোটো জংলা পাহাড়ের কোলে। ১২। পূবমিক্যা=পূর্বদিকে। ১৩। ওচল=উচল,উচ্চ। ১৪। পাইয়া বাঁশ=নলিবাঁশ। ১৫। গল্লাক বেত=এই বেতে লাঠি প্রস্তুত হয়। ১৬। গয়াল=মহিষের মত দেখিতে কিন্তু বন্য মহিষ নহে। (সেন মহাশয়ের মতে বন্য মহিষ।)

ছোডো ছোডো ছনের টিলা [১৭] পচ্চিমেতে তার।
দুই টিলার মদ্দি ঢালা[১৮] অতি চমৎকার ॥
সেই না ঢালার মুখে একডা বটগাছ আছিল।
তাহার কিনারে নেজাম বেঠক করিল ॥
পন্থের পথুয়া যখন সেই না পন্থে যায়।*
ডাকাইত ধইরা তার সববস্বি কাড়ি লয় ॥†
আপোসে না দিলে মাল কইরত গর্জন।
শেষ কাডালে [১৯] ধরি তার লইত গর্দান ॥
এইরূপে এই গতিকে আমি কহি সভাস্থলে।
বহুত মানুষ কাডা পইড়ল দিগার জঙ্গলে।
দেশের মানুষ না যায় দিগার পন্থ দিয়া।+
বৈদেশী যাইলে আর না আইসে ফিরিয়া ॥+
রুজিরুজগার কইর‍্যা নেজাম হইল উন্মাদ্।+
গেরামে রাইতে হানা দিয়া ঘটাইত পরমাদ[২০] ॥
রাইতে ঘোম না যায় লোকে নেজামের ডরে।+
সাঁজ সকালে হাটের লোক যায় ঘরে ফিরে ॥+
পাহাইড়্যা গাবর[২১] লোক না ডড়ায় দেইখ্যা বাঘ।+
নেজাম আইচে শুইনলে তাগর[২২] বুগে উডে[২৩] কাঁপ ॥+

১৭। ছনের টিলা=উলুখড়ের পাহাড়। ১৮। ঢালা—একদিক উচু অপর দিক নীচু বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড। ১৯। শেষ কাডালে—শেষকালে। ২০। পরমাদ=প্রমাদ। ২১। গাবর=অসভ্য জংলী। ২২। তাগর =তাহাদের। ২৩। বুগে উড়ে=বুকে উঠে।

পাঠান্তর :—* পথের পথুয়া যখন সেই রাস্তাদি যাইত।
† ডাকাইত আগুলি তারে টাকা কাড়ি লইত

যানার যত মরদানী গরীব গিরস্তের টাইন্যা।+
সগ্‌গল মরদানী খাইম্যা যাইত নেজমের নাম শুইন্যা॥+ক

(২)

সেখ-ফরিদ নামে ফকির আছিল একজন।
গহীন কাননে থাকি করিত খেয়ান॥
ইছিম[১] জপিত সদাই চউক্ষে নাই তান্[২] ঘুম।
আতাইক্যা[২ক] নেজামের কথা হইল মালুম॥
খেয়ানে বসিয়া ফকির জানিল সে রাইত।
এক-কম একশত মানুষ কাইট্যাছে ডাকাইত*॥
পরের দিন পরভাতে উডি ভাবিয়া চিন্তিয়া।
বির্দ্দবেশে[৩] ফকির চলিল সাজিয়া॥
ট্যাকা-পইসা বহুত লইল ভরি একডা ঝুলি।
হাঁডা দিল[৪] ভরা ঝুলি কান্ধর উয়র[৫] তুলি॥
লোহার একডা লাডি লইল ধীরে ধীরে গায়।
গুজা[৬] হয়্যা চলে বির্দ্দ মাডির দিগে[৭] চায়॥

১। ইছিম=ইষ্টমন্ত্র। ২। তান=তাঁহার। ২ক। আতাইক্যা=হঠাৎ। ৩। বির্দ্দ বেশে=বৃদ্ধের বেশ ধরিয়া। ৪। হাঁডা দিল=হাঁটা দিল। ৫। কান্ধর উয়র=স্কন্ধের উপর। ৬। গুজা=কুব্জ, কুঁজা। ৭। মাডির দিগে=মাটির দিকে।

ক : এই শেষ দুই ছত্রে কবি বোধ হয় তৎকালের শাসকবর্গকে কটাক্ষ করিয়াছেন।—সম্পাদক।

পাঠান্তর :—* এককম একশত মানুষ কাইট্যো সে ডাকাইত।
† '—নেজামিয়া—।'

এমনি কইরা ঢালার মুয়ে[৮] আইল যহন।
দূরে থাকি নেজাম মিয়াণ করিল গর্জন ॥
হস্তে খুলা তরোয়াল লাল দুই নয়ান ।*
বুড়ার কিনারে ডাকাইত হইল অগুয়ান ॥

নেজাম কইল,—'বুড়া, শুন দিয়া মন।
ট্যাকা যদি নাই সে দেও লইব গর্দান ॥"
বুড়া কয়, 'কত ট্যাকা চাও আমার কাছে।'
নেজাম কয়, 'একশ' ট্যাকা দিলে পরাণ বাঁচে ॥†

এই কথা না শুইনা ফকির ঝোলায় হাত দিল।
দুইশ ট্যাকা ঝোলার-থিক্যা[৮] বাইর করিল ॥††
দুইশ ট্যাকা লয়্যা ডাকাইত ঝুলার দিগে চায়।
পুরা রইয়ে[৯] ঝুলার মুখ দেখিবারে পায় ॥
মনে মনে ভাবি ডাকাইত কি কাম করিল।
'আরও পান্-শ' ট্যাকা চাই', কইয়া উডিল ॥
'জলদি যদি নাই সে দেও কাটিব তোমায়।'
এহা বলি নেজাম-মিয়া তরোয়াল ঘুরায় ॥

আরও পান্-শ' ট্যাকা ফকির গণিয়া গণিয়া।
নেজাম মিয়ার হস্তে দিল যত্তন করিয়া ॥
পান্-শ' ট্যাকা লই ডাকাইত ঠাহর করিয়া চায়
ঝোলার মুখ পুরা রইছে দেখিবারে পায় ॥

৮। থিক্যা=থেকে, হইতে। ৯। পুরা রইয়ে=পূর্ণ রহিয়াছে।

পাঠান্তর :—* হাতে খোলা তলোয়ার রক্তিম নয়ন।
† দুইশত টাকা দিলে তোমার পরাণ যদি বাঁচে।
†† দুইশত টাকা দিল তারে বাহির করিয়া।

মনে মনে ভাবে ডাকাইত, এডা মানুষ না হইব।
এত ট্যাকা দিয়া কেনে ঝোলা পুরা রইব ॥
মনে মনে ভাবি ডাকাইত মনে কইরল থির।
এ বেডা মানুষ না হয়. কন দরবেশ ফকির ॥
ফকির দরবেশের থাকে বহুত গোপ্ত ধন।+
মাডির তলে গাড়ি[১০] রাখে না জানে কন জন ॥+
এ বেডার যত ধন কান্ধের ঝোলায় রাখে।+
ট্যাকা বাইর করিলেও ঝোলা পুরা থাকে ॥ +
যত যত ফকির দরবেশ এক পইসা নাহ সে ছাড়ে[১১]।+
এ বেডা ফকির 'একশ' চাইলে দুইশ' বাইর করে ॥+
দেইখ্যা লইব এ বেডার কত ট্যাকা আছে।+
যাদুকরের ভেল্‌কি কিনা বুইঝ্যা লইব পাছে ॥+

নেজাম ডাকাইত বলে, 'শুন ওরে বুড়া।
আরও ট্যাকা দেও না-অইলে মাথা করব গুড়া ॥'
ফকির করিল কিবা শুন সভাজন।
ঝাড়িতে লাগিল ঝোলা করিয়া যত্তন ॥
ঝন্ ঝন্ ঝন্ আবাজ[১২] উডে কি কইব আর।
দেখিতে দেখিতে হইল ট্যাকার পাহাড় ॥
ট্যাকার পাহাড় হইল দেখিল নেজাম।
ফকির কইল তারে,—'তুমি কর এক কাম ॥
ঘরে তোমার মা জননী স্তিরী পুত্র্ আছে।
এই ট্যাকা লইয়া তুমি যাও তারার[১৩] কাছে ॥

১০। গাড়ি=পুতিয়া। ১১। ছাড়ে=ত্যাগ করে, ব্যয় করে।
১২। আবাজ=আওয়াজ। ১৩। তারার=তাহাদের।

রুজি[১৪] কইর‍্যাছ ট্যাকা বহুত মানুষ কাড়ি।
মাড়ি-দি[১৫] বানাইয়ে শরীল শেষে হইব মাড়ি॥
ডাকাইতি কইরাছ নেজাম, বলি তোমার স্তরে[১৬]।
এবেহুন্তে[১৭] ভালা হই থাইক আপন ঘরে॥'

এইনা কথা বইলা ফকির হই গেল রে চুপ
হেষ্টমুখী[১৮] রইল ডাকাইত হইল বেকুব॥
ঘরে নাই স্তিরী পুত্রু মাও গেছে মইরা।+
ভাই বেরাদার যত আছিল সগ্‌গল গেছে ছাইড়া॥+
কার্‌বান্[১৯] রুজি কেবান্ খাইব কোথায় বান্ ঘরবাড়ী।+
মানুষ মাইরা ট্যাকা-পইসা মাডিত্ রাইখ্যাছে গাড়ি॥+
মাডির ট্যাকা মাডিত্ রইছে এক পইসা নাই সে খায়।+
ছিড়া কানি[২০] গায়ত্ দিয়া শীতর কাল কাডায়॥+
কোথায় পাইব ভালা খাওন কামিজ কুর্তা শাল।+
হাডে বাজারে না যায় নেজাম দিনের ছিরগাল[২০ক]॥+

ফকির কইল,—'নেজাম, কথা কেনে না কও।+
এই ট্যাকা লই তুমি ঘরে চলি যাও॥+
আরও চাও আরও দিব কোনো চিন্তা নাই।+
এক জবান দিবা[২১] আইজ খোদায় নাম লই॥+

১৪। রুজি =উপার্জন। ১৫। মাড়ি-দি=মাটি দিয়া। ১৬। স্তরে=তরে. জন্য। ১৭। এবেহুন্তে=এই হইতে। ১৮। হেষ্টমুখী=অধোমুখে। ১৯। কারবান্=কাহার বা। ২০। ছিড়া কানি=ছিন্ন বস্ত্র খণ্ড। ২০ক। দিনের ছিরগাল=শৃগাল যেমন দিনে মানুষের মধ্যে আসে না সেই প্রকার। ২১। জবান দিবা=কথা দিবে, প্রতিজ্ঞা করিবে।

আর না করিবা তুমি এমন গুণার কাম[22] ।+
পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বা লই রসুলের নাম ॥+
স্তিরী পুত্র্ লই ঘরে সুখে বসি খাও ।+
আরও ট্যাকা দিব আমি যত তুমি চাও ॥'+
নেজাম কইল—'আমার স্তিরী পুত্র্ নাই ।+
জঙ্গলাতে বাসা আমার গেরামে নাইত যাই ॥'+

ফকির কইল আবার হাসিয়া হাসিয়া ।
'ফায়দা[23] কি পাও তবে মানুষ কাড়িয়া ॥
ট্যাকা পইসা লয়্যা তুমি কিবা কাম কর ।
বেহেস্তের[24] মাঝে কেনে বান্ধ গুনার ঘর ॥
মানুষ মারিয়া তুমি খোদার কাছে দাগী[25] ।
আখেরে[25] তোমার গুনায় কেউ না হইব ভাগী ॥
খোদার পয়দা বান্দা খোদার কাম করে ।+
ইব্লিশ[26] হইলা তুমি দুনিয়ার পরে ॥+
জীয়ন্তে না দেখিলা তুমি দুনিয়ার সুখ ।+
মউতে[28] পাইবা বড়ো দোজখের দুখ ॥+
আগুনের চাদ্দর দিব গায়েত্ জড়াইয়া ।+
এক শত তরোয়াল দিব গায়ে ত বিন্ধিয়া ॥+
চাইর দিগে দেখিবা তুমি ঘোর অইন্ধকার ।+
দোজখে পড়িয়া কেবল করবা হাহাকার ॥'+

২২। গুণার কাম=পাপ কর্ম।

২৩। ফায়দা=লাভ। ২৪। বেহেস্তের=স্বর্গের। ২৫। দাগী=চিহ্নিত অপরাধী। ২৬। আখেরে=অন্তিমকালে। ২৭। ইব্লিশ=শয়তানের অনুচর। ২৮। মউতে=মরণে।

ফকিরের কথা শুনি নেজাম কাঁইপা উড়িল ।*
দিগাড় জঙ্গলে যেন ভুইচাল[২৯] লাগিল ॥
আস্‌মান জবিনে[৩০] নেজাম চায় বারে বার ।
চাইর দিগে চাইয়া দেখে ঘোর অইন্ধকার ॥
ঠাডার[৩১] পড়িলে যেমন মানুষ থাকে খাড়া ।
থিয়াই[৩২] রইল নেজাম নাই লড়াচড়া ॥
তরোয়াল খান পড়ি গেল্‌গৈ হাতরথুন্[৩৩] খসি ।
মাথাত্ হাত-দি নেজাম ডাকাইত কান্‌তে[৩৪]
লাইগ্‌ল বসি ॥
কান্দিতে কান্দিতে নেজাম কি কাম করিল ।
ফকিরের পায়ের উপর আসিয়া পড়িল ॥

'বহুত মানুষ কাইডাছি আমি ট্যাকা পইসার লাগি ।
আইজ কেনে ট্যাকা লইতে পরাণ যায় রে ফাড়ি ॥
ট্যাকার লাগি মানুষ কাডি কইরাছি কত গুনা ।
এত ট্যাকা পাইলাম আমি আইজ পরাণ কেনে উনা[৩৫] ॥'

কান্দিতে লাগিল নেজাম চউক্ষে বয় পানি ।
সেখ ফরিদ ডাকাইতরে বুগত[৩৬] লইল টানি ॥
পুঁছাড়[৩৭] করিল তারে,—তুমি কান্দ কি কারণ ।
খুমি চাও ট্যাকা পইসা দিলাম বহুত ধন ॥'

২৯ । ভুইচাল = ভূমিকম্প । ৩০ । জবিনে = জমিনে । ৩১ । ঠাডার = বজ্র । ৩২ । থিয়াই = স্থির হইয়া । ৩৩ । হাতরথুন্ = হাত হইতে । ৩৪ । কান্‌তে = কাঁদিতে । ৩৫ । উনা = অপূর্ণ- খালি । ৩৬ । বুগত = বুকেতে । ৩৭ । পুছাড় = জিজ্ঞাসা ।

পাঠান্তর :—* থর থর করিয়া নেজাম কাঁপিয়া উঠিল ।

ডাকাইত কইল, 'ট্যাকা না লাগিব আর।
তোমার গোলাম হইতে একিন[৩৮] আমার॥
বুইঝা দেইখ্যাছি আমি দুনিয়ার ভিতর।+
ট্যাকা পইসায় সুখ নাই কেবল ফক্কিকার[৩৯]॥+
খোদারে না চিনি আমি চিইনাছি তোমারে।+
সঙ্গে করি লইবা ফকির, এই মিস্কিন্[৪০] বান্দারে॥' +

(৩)

সেখ ফরিদ নেজামেরে সঙ্গে করি লইল।
খাইলা ঝোলা নেজাম মিয়ার পিডত্[১] তুলি দিল॥
ভরমিতে ভরমিতে আরে তারা দুই জন।
গইন কাননে যাই দিলা দরশন॥*
চল্‌ভল্[২] হই নেজাম চাইরদিগে চায়।
ফকিরর মনে হইল পরখিতে তায়॥
বুদ্ধিমন্ত সেখ ফরিদ মনেতে ভাবিয়া।
পাহাড়ের পাত্থর দিল সোনা বানাইয়া॥

পিছে পিছে যায় নেজাম মাডির দিগে চায়।
কর্‌দা কর্‌দা[৩] সোনা পন্থে দেখিবারে পায়॥
নেজাম ভাবিল মনে, ভাগ্য বড়ো ছিল।
সোনাধর[৪] পাহাড় আইজ দরশন মিলিল॥

৩৮। একিন=বাসনা। ৩৯। ফক্কিকার=তাৎপর্যে শূন্য। ৪০। মিস্কিন=উদাসীন।

১। পিডত=পিঠের উপরে। ২। চল্‌ভল্=চঞ্চল। ৩। কর্‌দা কর্‌দা=গাদাগাদা। ৪। সোনাধর=সোনার উৎপত্তি স্থল।

পাঠান্তর :—* গহীন কাননে যাইয়া যায়া দিল দরশন।

কতেক সোনা তুলি নেজাম ঝোলায় সামাইল[৫]।
আস্তে আস্তে[৬] সেখ ফরিদ সগ্‌গল দেখিল ॥*
উল্‌টি ফিরি সেখ ফরিদ ঝোলার দিকে চায়।†
ঝোলা পুরা দেখিয়া রে করে হায় হায় ॥
সেখ ফরিদ কয়,—'নেজাম, কি দেখি ঝোলাত্‌।
খুইলা দেখাও ঝোলা আমার সাক্ষাত্‌ ॥'

কথা শুনি নেজাম ডাকাইত ঝোলা ত খুলিল।
পাহাড়ের পাথর সগ্‌গল ঝোলাতে দেখিল ॥
অবাক্কি হইল নেজাম জাহিরী[৭] দেখিয়া।+
মনে মনে ভাবে ফকিরর না যাইব ছাড়িয়া ॥+
পাথররে সোনা বানায় সোনারে পাথর।+
এমন ফকির নাই সে দেখি দুনিয়ার ভিতর ॥+
সেখ ভরিদ ডাকি কয়—'আরে সোনা কি করিলা'।
নেজাম উড়িয়া কয়,—'সোনা হইল শিলা' ॥

হাইসা হাইসা ফকির কয়,—'তুমি চইলা যাও ঘরে।
আমার সঙ্গে আইস তুমি কোন কামের তরে ॥'

ডাকাইত কইল,—'আমি তোমার সঙ্গে ফিরি।
মিছা দুনিয়াইর মাঝে লইব ফকিরী ॥'

৫। সামাইল=গোপনে ভরিল। ৬। আস্তে আস্তে—আড়ে আড়ে চোরা চাহনিতে। সেন মহাশয়ের মতে—'আগে আগে'। ৭। জাহিরী= যে অলৌকিক ক্ষমতা দেখাইয়া জনসাধারণকে মুগ্ধ বিস্মিত করা যায়।

পাঠান্তর :—* আস্তে আস্তে সেখ ফরিদের তাহা মালুম হইল।
+ '—সেখ ফরিদ নিরখিয়া চায়।

ফকির উডিয়া কয়,—'তোমার কায্য নয়।
ডাকাইতি ফকিরী দুইডা বহুত তফাত্ হয়॥
মানুষ মারিয়া তুমি কামাইছ বহুত ধন।
শেষ কাডালে[৮] ফকিরীতে কেনে দিলা মন॥
এইক্ষণেত ধনের লোভ তোমার দিলে আছে।
ফকিরীর কথা * কেনে কও আমার কাছে॥'

তা শুনি নেজাম ডাকাইত উডিল কান্দিয়া।
ফকিরর পায়র[৯] উপর পড়ে লোডাইয়া॥

কান্দিতে কান্দিতে তার চউক্ষে ঝরে পানি।
'ধনের লোভ আর না করিব জবান দিলাম[১০] আমি॥
তুমি যদি কিরপা নাই সে কর আজি মোরে।
তোমার সাক্ষাতে দেখ যাইব আমি মইরে॥'

এইনা কথা বুলি[১১] নেজাম কি কাম করিল।
পাথরর উপরে বুগ্[১২] কুডিতে লাগিল॥
চৌক্ষের জলে বুগের লউয়ে[১৩] পাথর যায় ভাসি।
সেখ ফরিদ নেজামরে বুগত লইল আসি॥

* *

৮। শেষ কাডালে=শেষ জীবনে। ৯। পায়র=চরণের। ১০। জবান দিলাম=প্রতিজ্ঞা করিয়া কথা দিলাম। ১১। বুলি=বলিয়া। ১২। বুগ=বুক। ১৩। লউয়ে=রক্তে।

পাঠান্তর :—* ফকিরীর ভান—'।

— মাননীয় দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় সম্পাদিত পালায় এই খানে নিম্নলিখিত চারিটি ছত্র আছে,—

"মাতা আছে পুত্র আছে আছে তোমার স্তিরি।
চাহি রৈয়ে তোমার মিক্যা কখন যাইবা ফিরি॥"

কান্দিতে কান্দিতে নেজাম কইতে লাগিল।+
'বহুত গুনা কইরা আইজ তোমারে পাইল॥+
কুসঙ্গে মইজা আমি পাই কত তাপ।
আখেরে ফকিরী দেও তুমি আমার বাপ॥'

নেজামের জবান শুনি ফকির কি কাম করিল।*
লোহার লাডি এক সেই জঙ্গলাত্ গাড়িল॥
নেজামের ডাকি বলে,—'শুন সমাচার।
হাউসের[১৪] লাডি এইডা আছিল আমার॥
তোমারে আজুকা[১৫] আমি জনাইয়া যাই।
লাডির আগার দিগে থাকিবা তুমি চাই[১৬]॥
এক মনে এক চিত্তে ইছিমডা[১৭] জপিয়া।
অনাহারে অনিদ্রায় থাকিবা চাহিয়া॥
বারো বচ্ছর গত হইলে ফাড়ি[১৮] লাডির মাথা।
দেখিবা যে অপরূপ বাহির হইব লতা॥
যে তারিখে এই লতা বাহির হয় দেখিবা।
সে তারিখে তুমি আমার দেখা যে পাইবা॥'

এই না কথা বুলি ফকির দোয়া ত ণ' করিয়া।
আপনার নিজ কাজে চলি গেল্‌গৈ হাবা হইয়া[১৯] ††॥

১৪। হাউসের=সখের। ১৫। আজুকা=অদ্য। ১৬। চাই=চাহিয়া। ১৭। ইছিমডা=ইষ্টমন্ত্রটা। ১৮। ফাড়ি=ফাটিয়া। ১৯। হাবা হইয়া=হাওয়া হইয়া, অদৃশ্য হইয়া।

নেজাম বলে—"তারার কথা না ভাবিব আর।
গুনার ভাগী না হইব তারা যে আমার॥

পাঠান্তর :—* তা শুনিয়া সেখ ফরিদ কি কাম করিল।
+ '—ভর্‌মনা—'। †† '—গিয়ন্ত চলিয়া।

নেজাম রইয়া গেল সেই না পাহাড়ীয়া বনে।+
রাইত দিন ইছিম জপে আপনার মনে ॥+
জঙ্গলার জঙ্গলী ফল কুড়াই আনি খায়।+
খোদার নাম ছাইড়া আন কথা নাই সে কয় ॥+
বাঘ ভাল্লুক ঘুরে সেই গহীন জঙ্গলে।+
নেজাদ ইছিম জপে আপনার মনে ॥+
ডাকাইতের ভয় ডর দেশ হইতে গেল।+
নেজামরে বাঘে খাইল দেশে সমাচার হইল[২০] ॥+

ছয় বচ্ছর গত হইল এইরূপে যখন।
জঙ্গলী রাজার* রাইজ্যে হইল অঘটন ॥

(৪)

জঙ্গলের রাজা ছিল পাহাড়ের সর্দ্দার।
সুখে ত করিত বাস জঙ্গলার মাঝার ॥
ধন দৌলত ট্যাকা পইসা বহুত আছিল।
তান ঘরে অপরূপ একনা মাইয়া[১] জনমিল ॥
মুখের গঠন কইন্যার পুন্নিমার শশী।
বচন কোকিলার বোল কানুর হাতের বাঁশি ॥
নিম্মলা শরীল তার মাজাখানি সরু।
সিনায়[২] কদলী পুষ্প যেন কল্পতরু ॥

২০। সমাচার হইল—লোকমুখে প্রচার হইল।
১। মাইয়া=মেয়ে। ২। সিনায়—বক্ষে।

পাঠান্তর :—* '—পাত্সার—'।

অপূর্ব সোন্দরী মাইয়া রূপে * অনুপাম।
লালবাই বুলি তার বাইছা রাইখাছে নাম ॥†
বারো বচ্ছর পার হইয়া মাইয়ার তের বচ্ছর পুরে।
কাঞ্চুলি আটিয়া ধরে কাল যইবনের ভরে ॥
শিশুতির[৩] খেলন কন্যার হই গেলগৈ শেষ।+
গিরের[৪] মাঝে থাকে কন্যা করে যইবনের বেশ ॥+

শুন শুন সভাজন শুন সমাচার।
কিবা অঘটন হইল রাইজ্যের মাঝার ॥
পাত্‌সার[৫] ছিল এক উজীর সুজন।
মহব্বত[৬] করিত তানে দোস্তের মতন ॥
জব্বার বলিয় সেই উজীরের বেটা।
এই মাইয়ার লাগিয়া রে ঘটাইল লেটা ॥
লম্পট আছিল জব্বার বড়ই দুশ্‌মন।
লালবাইরে চুরি করব ভাবে মনে মন ॥
উজীরের পুত্র বুলি রাজার আন্দরে[৭]।
মাঝে মাঝে জব্বার মিয়া আসন-যাওন করে ॥

লালবাইয়ের সাদী হইব বড়ো রাজার ঘরে।+
দিনক্ষেণ থির হইল কইন্যার হরিষ[৮] অন্তরে ॥+

৩। শিশুতির = বাল্যকালের। ৪। গিরের = গৃহের। ৫। পাত্‌সার = বাদ্‌শাহের। ৬। মহব্বত = ভালোবাসা ও বিশ্বাস। ৭। আন্দরে = অন্দর মহলে। ৮। হরিষ = আনন্দ।

---

* '—শুন—'।

† লালবাই কন্যা বুলি বাছি রাইখ্যো নাম।

এইনা কথা শুনি জব্বার কোন কাম করিল ।*
হাসিল করিতে কাম একিন[৯] করিল ॥

*   *   *

একদিন লালবাই আন্দরের ভিতরে ।
মিডা মিডা বুলি শিখায় শাইর পাখিডারে [১০] ॥
কেহ না আছিল তথায় কন্যা আছিল একেশ্বরী ।
জব্বার মিয়া সময় পাইয়া আইল তরাতরি ॥
আসকের[১১]এমুন গুণ কি কইব আর ।+
সরম ভরম নাই সে থাকে হৃদে হয় যার ॥+
লালবাই জানে জব্বার ভাইয়ের মতন ।+
ভাই হইয়া ভইনর না হইব দুশমন ॥ +
কাছেতে আসিয়া জব্বার কইন্যারে ধরিল ।†
আচানক[১২] কারখানা দেখি কন্যা কান্দিয়া উডিল ॥††
লোক জন ছুড়ি[১৩] আইল কি হইল হায় ।+
তারারে[১৪] দেখি জব্বর ছুডিয়া পলায় ॥+

৯। একিন=দৃঢ় ইচ্ছা। ১০। শাইর পাখিডারে—সারী পাখিটিকে। ১১। আসকের=কামের। ১২। আচানক=অসম্ভব, হঠাৎ। ১৩। ছুড়ি=ছুটিয়া। ১৪। তারারে=তাহাদের।

— মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সম্পাদিত পালায় এই স্থলে নীচের চারটি ছত্র আছে। ভূমিকায় বিশেষ দ্রষ্টব্য। ইতি—সম্পাদক।

"পিরিতির তিনটা আক্ষর মর্ম্মে লাগে যার ।
কিবা সরম কিবা ভরম জাতি কূল তার ॥
পিরিতর ফল খাইলে উদর নাই পুরে ।
ধর্ম্মে যে পাঠাইয়ে ফল সংসার মজাইবারে ॥"

পাঠান্তর :— * লালবাইর উপরে তর আসক হইল ।
† কাছেতে আসিয়া ধরে লালবাইর হাত ।
†† আচানক কারখানা দেখি মাইয়া দিল ডাক ॥

এক ফাল[১৫] দিয়া জব্বার ধাই[১৬] গেল পলাই।
মায় আসি দেখে বসি-কান্দে লালবাই॥
পুছাড় করিল মাও—'শুন আমার লালী।
সোনার শরীল কেনে আজি হইল কালি॥'

কান্দিয়া কইল লাল—'জব্বর দুশ্‌মন।
ধরিল আমার হস্ত না জানি কারণ॥'

পাত্‌সার কানে যখন এই কথা গেল।
অসময়ে উজিররে ডাকিয়া আনিল॥
পাত্‌সা কইল,—'উজীর, শুন তোমার বেটা।
ধরিয়া মাইয়ার হাত ঘটাইল লেটা॥
জল্‌দি করি জব্বাররে এইখানে আন।
আজুকা তাহার আমি কাটি দিব কান॥'

জ্বলিয়া উডিল উজীর উজালের[১৭] মত।
শীঘ্রগতি বাড়ী যাই হইল উপনীত॥
খানাপিনা খাই জব্বার মুখে দিছে পান।
এমুন সময় উজীর যাই ধরিল তার কান॥
পায়র জুতা খুলি লই মাথাত্‌ দিল বাড়ি।
জুতা খাই জব্বর মিয়া মাডিত্‌[১৮] গড়াগড়ি॥
রাজার হুকুমে গেল জব্বারের কান কাডা। *
উজীর বান্ধিয়া দিল তার গলাত্‌ ঝাঁডা[১৯]॥ †

১৫। ফাল=লম্ফ। ১৬। ধাই=ধাইয়া, দ্রুত। ১৭। উজাল=মশালের আগুন। ১৮। মাডিত্‌=মাটির উপরে। ১৯। ঝাঁডা=ঝাঁটা।

পাঠান্তর :—* নবাবের হুকুমে গেল তার কান ফাড়া।
† উজির বাঁধিয়া দিল তার গলায় ঝাঁড়া॥

অকমানী[২০] হই জব্বার পলাইয়া রইল *।
তাহার খবর আর কেহ না রাখিল ॥

(৫)

তারপর কি হইল শুন বিবরণ।
বীমারে[১] পড়িয়া লালী করিল শয়ন ॥
বেইজ্জতির কথা দেশে পর্‌চার হইল।+
সাদীর পরস্তাব[২] কথা ভাঙ্গিয়া সে গেল ॥+
রাইত দিন কান্দে কইন্যা না শুকায় চৌক্ষের পানি।+
সোনার শরীল ভাঙ্গি পইড়্‌ল যেমুন সোনালতাখানি ॥+
শুকাইতে লাগিল কইন্যা বাসি ফুলের মত।
অঝ্‌ঝরে নয়ান মায়ের ঝরে অবিরত ॥
সোনার পর্‌তিমা[৩] আর ভালা না হইল।
চৌক্ষের জল ছাড়ি লালী ভেস্তে চলি গেল ॥
উডিল কান্দনের রুল ছাইল আশ্‌মান।
বুগে কিল মারি হায় রে কান্দে বাপজান ॥
মায়ে কান্দে বুগকুড়ি[৪] মাথার চুল ফালায় ছিড়ি।
দাসী বান্দী কান্দন করে ঘরর কানাছ[৫] ধরি ॥
আড়া কান্দে পাড়া কান্দে মরার মুখ চাই[৬]
জঙ্গলী মুলুক কান্দে এই মাইয়ার লাই[৭] ॥

২০। অকমানী=হতমানী।

১। বীমার=রোগ, পীড়া। ২। পরস্তাব=প্রস্তাব। ৩। পরতিমা=প্রতিমা। ৪। বুগকুডি=বুক কুটিয়া। ৫। ঘরর কানাছ=ঘরের পিছন। ৬। চাই—চাহিয়া, দেখিয়া ৭। লাই—লাগিয়া!

পাঠান্তর :— * '—গেল।   + '—কোনাজ—'।

তারপর সভাজন শুন সে খবর।
ময়দানে মাইয়ারে নিয়া দিলত কয়ববর ॥
লম্পট জব্বর মিয়া করিল কেমন।
দোস্ত এক ডাকি আনি করে আলাপন[৮] ।*
ভাবিয়া চিন্তিয়া তারা কোন কাম করিল।
নিশি রাইতর কালে যাই কয়ববরে হাজির হইল ॥ **
মাইয়ার ছুরত[৯] ভাবি ভাবি জব্বার দুর্জন ।†
দুশ্‌মনি করিতে তার পাকল[১০] হইছে মন ॥
মনে মনে আশা করে আসকদার[১১] তুষিব।
মরা মাইয়া লই মনের †† আরজ[১২] মিটাইব ॥

এইরূপ চিন্তি তারা কয়ববর কুঁড়িতে লাগিল।
বনে থাকি নেজামের সগ্‌গল মালুম হইল[১৩] ॥†††
ইছিম জপিতে তার হই গেল্‌গৈ ভুল।
তড়াতড়ি উডিল নিজাম হইয়া আকুল ॥
সেখ ফরিদর লোহার লাডি সামনে আছিল গাড়া। +
সেইনা লাডি তুলি লই ডাকাইত ময়দানে দিল পাড়া[১৪] ॥ +

৮। আলাপন=আলাপ পরামর্শ। ৯। ছুরত=রূপ। ১০। পাকল=পাগল। ১১। আসকদার=কাম ইন্দ্রিয়। (সেন মহাশয়ের মতে 'আসক্তি'।) ১২। আরজ=কামনা। ১৩। মালুম হইল=জানিতে পারিল। ১৪। দিল পাড়া=পদক্ষেপকরিল, চলিল।

পাঠান্তর :— * দোস্ত এক ডাকিয়া লৈয়া চিন্তে মনে মন।
** রাতুয়া কবরের পাশে হাজির হইল ॥
† কত যে ভাবিল জব্বর না যায় বলন।
†† মরা মানুষ লৈয়া মোরা—' ॥
††† নেজাম ডাকাইতের তাহা মালুম হইল ॥

'এক কম একশত মানুষ কাড়িয়াছি আমি।
এয়ারথুন[১৫] অধিক আকাম কয়বরে জালিমি[১৬] ॥'*

এইনা কথা ভাবি নেজাম থির করি মন।
লোহার লাড়ি হাতত্ লই কয়ববরে করিল গমন ॥

দুশ্‌মনেরা কবর কুঁড়ি উডাইল মাইয়া।
বেকুব[১৭] হইল নেজাম সেই কাম দেখিয়া ॥ **
মাইয়ার কাফন[১৮] যখম দুশমনে খুলিল । ***
তাহা দেখি নেজাম ডাকাইত আপনা ভুলিল ॥
লোহার লাড়ি হাতত্ ছিল + আক্কল[১৯] গেল্‌গৈ ছাড়ি।
লাড়ি ঘুরাই দুইজনার মাথাত্ দিল বাড়ি ॥
নেজাম ডাকাইতর লাড়ি পড়িল যখন।++
মাথা ফাড়ি দুইজনর হইল মরণ ॥
ডাকাইত নেজাম জঙ্গলে ফিরি আগের জাগায়[২০] ।+++
লাডিডা গাড়িয়া তার আগার দিগে চায় ॥
হইল আচানক কাম কি কইব আর।+
লোহার লাড়ি কাষ্ঠের হইল দেখিতে চমৎকার ॥+

১৫। এয়ায়থুন=ইহা হইতে। ১৬। জালিম=বদ্‌মাশি। ১৭। বেকুব=বুদ্ধিহীন। ১৮। কাফন=মৃতের অঙ্গবস্ত্র। ১৯। আক্কল=বুদ্ধি বিবেচনা। ২০। জাগায়=জায়গায়।

পাঠান্তর :—* তার থুন অ-অধিক কার্য্য ইহারার দেখি ॥
** '—সেইখানে যাইয়া ॥
*** '—খুলিতরে ছিল।
+ '—নৈল—'।
++ লাড়ির বাড়ি দুইজনে খাইল যখন।
+++ নেজাম ফিরিয়া আসে আগের জাগায়।

সেইনা লাডির আগায় তাজা লতা বাইর হইল ।*
হেনকালে সেখ ফরিদ আসিয়া মিলিল ॥

নেজাম উডিয়া তানে জানাইল সেলাম ।
'মাফ কর ফকির সাহেব, আমি কইরাছি গুনাকাম[২১] ॥
এক কম একশত মানুষ কাডি আমি শেষে ।+
তোমার লাডি দিয়া দুইজন মারিলাম রোষে ॥**
মাফ কর ফকির সাহেব মাফ কর মোরে ।
ডাকাইত রইলাম আমি নসিবের ফেরে ॥ +

সেখ ফরিদ নেজামরে বুগে তুলি লইল ।
লইক্ষ লইক্ষ চুম্প[২২] তার কোপালেতে দিল ॥
ফকির কইল,—'নেজাম, তুমি মাইরাছ দুশ্‌মনে ।***
ছয় বচ্ছরের কাম তুমি কইর্‌লা এক দিনে ॥†
মাইয়া লোগের ইজ্জৎ যে দুশ্‌মন্ নষ্ট করে ।+
আমার লোহার লাডি পড়ুক তার মাথার উপরে ॥ +
এইরকম কাম কেহ কইর্‌তে পারে সার[২৩] ।††
আলোক রথে যাইব সেই ভেয়েস্তের মাঝার ॥

২১। গুনাকাম=পাপকর্ম। ২২। লইক্ষ লইক্ষ চুম্প=লক্ষ লক্ষ চুম্বন
২৩। সার=উচিত।

পাঠান্তর :— * লতার আগা বাহির হৈয়ে দেখিতে পাইল ।
** আরও দুইজন মানুষ আমি কাডিয়াছি রোষে
*** ফরিদ বলিস "তুমি মারি দুষমনেরে ।
† বার বছরের কাম কৈল্লা ছ বছরে ॥
†† এইরকম কাম যদি করিত পার সার ।

(৬)

তারপরে কি হইল শুন সভাজন।
সেখ ফরিদর পিছে নেজাম করিল গমন॥
দিঘাড় জঙ্গল হইতে ঘুরিয়া ফিরিয়া।
বেমান[১] দরিয়ার[২] পাড়ে উতরিল গিয়া॥
নেজাম ত মনে মনে ভাবিত[৩] হইল।*
মাথার থুন্[৪] সেখ ফরিদ টুপি খসাই লইল।।+
কেরামতি[৫] মাথার টুপি দরিয়ায় ভাসাইয়া।
খোদার ফজলে[৬] দুইজন পার হইল গিয়া॥

দরিয়ার পরপারে বাজারের পিছে।
মিডাই বেচিতে এক হালুয়ানী[৭] আছে॥
ছেন্নাই পিডা বেঁচে বুড়ী ছছি পিডা[৮] কত।
খালা বুলি[৯] তারে সবে ডাকে অবিরত॥
নেজামরে লই ফকির বুড়ীর বাড়ীত্ গেল।++
হালুয়ানী বুড়ী ফকিরর সেলাম জানাইল॥

১। বেমান=পরিমাণ হীন, অসীম। ২। দরিয়া=সাগর বা বড়ো নদী। ৩। ভাবিত=চিন্তিত। ৪। মাথার থুন=মস্তক হইতে। ৫। কেরামতি=অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন। (সেন মহাশয়ের মতে—'যাদুময়'।) ৬। খোদার ফজলে=খোদার অনুগ্রহে। ৭। হালুয়ানী=মিঠাই প্রস্তুতকারক হালাইকরের স্ত্রী। ৮। ছেন্নাই—ছছি পিডা=দুই প্রকার পিঠার নাম। ৯। খালা বুলি=মাসী বলিয়া।

পাঠান্তর :—* 'সেখ ফরিদ মনে মনে ভাবিতে লাগিল।
\+ তড়াতড়ি মাথারথুর টুপি ইসাই লইল॥
++ তারা দুইজন যাই তথায় উপনীত হৈল।

সেখ ফরিদ কইল কথা,—'খালা, শুন মন দিয়া।
আমার যে দোস্ত এইজন নাম নেজাম মিয়া ॥
তোমার বাড়ীত্ আমি এইজন রাইখ্যা যাইতাম চাই[১০] ।*
দুই ওয়াক্ত[১১] † খাইব ঘরে তোমার গরু চরাই ॥
ভালামতে কাম যদি কইরতে পারে সার।
মজুরি যে দিবা কিছু যা খুশি তোমার ॥'

এইনা কথা বলি ফকির লইল বিদায়।
নেজাম মিয়া উস্তাদর[১২] চরণে লুড়ায় ॥
ফকির কইল, 'তোমার নাই কিছু ভয়।
সময়মত আমার লাগত্[১৩] পাইবা নির্চয়[১৪] ॥'
নেজাম চাকুরি করে হালুয়ানীর ঘরে।
দুই বেলা গরু চরায় মাঠে মাঠে ফিরে ॥
কি এক ভাবনা ভাবে সদাই আনমনা।
পাড়াপড়শী ভাবে বুঝি পাকল[১৫] এই জনা ॥
মারিলেও না বোলায়[১৬] কিছু †† দিলে নাই রোষ।
কাম করে দশগুণ নাই কোনো হোঁস[১৭] ॥
গালাগালি বদ্‌কথা যে কতশত সয়।
জানপরাণে করে কাম যেই যাহা কয়।

১০। রাইখ্যা যাইতাম চাই=রাখিয়া যাইতে ইচ্ছা করি। ১১। ওয়াক্ত=বেলা। ১২। উস্তাদর=শক্তিমান গুরুর। ১৩। লাগত্=সঙ্গ। ১৪। নির্চয়=নিশ্চয়। ১৫। পাকল=পাগল। ১৬। না বোলায়=প্রতিবাদ করে না। ১৭। হোঁস=হুঁস্‌জ্ঞান।

পাঠান্তর :—* তোমার নিকটে তারে যাইতাম চাই।
† '—সিন্ধা—'। †† '—নাহি কাঁদে—'।

রাইতর বেলা ইছিম জপে ঘরর কুণায় বসি।+
মনে ভাবে কবে ফকির দেখা দিব আসি॥+

(৭)

হালুয়ানীর ঘরত্ এক পুত্র যে আছিল।
সোন্দর কুমার বুলি তার নাম যে রাখিল॥
অপূর্ব সোন্দর কুমার শুন সমাচার।
চান্দ সুরুজ যিনি রূপ দিয়াছে তাহার॥
খোদার মরজিত্[১] সেই হালুয়ানীর ঘরে।+
জন্মিয়া ভরমণ[২] করে দুনিয়ার উপরে॥+
খসমের[৩] মরণর পরে হালুয়ানী তারে।
বুগর লোঁ[৪] দিয়া পাইলাছে যত্তনকোরে॥
সোন্দর কুমার তার সদা দিল্ খোস্[৫]।
গরু চরানীয়া নেজাম হইল তার দোস্ত্॥

হজরত্ বড়ো পীর শাহ সায়েব আছিল বড়োপীর।
ধর্মমন্ত যোগ্যমন্ত দয়ামন্ত থির[৬]॥
সোন্দর কুমারর উপর বড়ো মহব্বত তান্[৭]।
আদর করিত্ত তারে বেটার সমান॥
হালুয়ানীর ঘরে পীর হামেসা[৮] আসিত।
সোন্দর কুমাররে পীর দেখিয়া যাইত॥
পিডা-বেচনীর পুত্রে বড়ো ভাগ্যিমান।
হালুয়ানীর ঘর হইল পীর ফকিরর থান॥

১। মরজিত্ = খেয়ালে, ইচ্ছায়। ২। ভরমণ = ভ্রমণ। ৩। খসমের = স্বামীর। ৪। বুগর লোঁ = বুকের রক্ত। ৫। দিল খোস্ = মন আনন্দে ভরা। ৬। থির = ধীর প্রকৃতি। ৭। মহব্বত তান্ = প্রীতি তাঁহার। ৮। হামেসা = প্রায়ই, যখন তখন।

(৮)

এক দুই বচ্ছর করি তিন বচ্ছর যায়।+
হালুয়ানীর ঘরত্ নেজাম গরু মইষ চরায়॥+
কথা নাই সে বলে নেজাম থাকে আপন মনে।+
কোথারথুন্ আইল কোথায় যাইব কেও নাই সে জানে॥+
তিন বচ্ছর পার হইল নেজামের হালুয়ানীর বাড়ী।+
সেখ ফরিদ গিয়াছে তারে তিন বচ্ছর ছাড়ি॥+
একদিন হালুয়ানী ঘরের ভিতরে।
গরু চরানিয়া বুলি ডাকে বারে বারে॥
নেজাম হাজির হইলে তার কাছে কয়।
'মাইনা তোমার কত লইবা কইবা নিচ্চয়[১] ॥'*

নেজাম কইল,—'মাও গো, ট্যাকা নাই সে চাই।
দুনিয়াদারিত্[২] আমার কনো আশা নাই॥
দিন দুনিয়ার নদীনালায় আছে থোরা[৩] পানি।†
সাইগরের লাগি আমার কান্দিছে পরাণি॥
এক খয়রাত[৪] যদি মাও গো, দেও সে আমারে।
বড়ো পীরসাহেব আইসেন তোমার দুয়ারে॥
বড়োপীর সাহেব হইচেন গুণীর পর্ধান[৫]।
তাহান্ জনাবে[৬] আমার শতেক সেলাম॥

১। নিচ্চয়=নিশ্চয়। ২। দুনিয়াদারিত্=সংসার সুখে। ৩। থোরা= অল্প। ৪। খয়রাত=দান। ৫। পর্ধান=প্রধান। ৬। তাহান্ জনাবে= সেই মাননীয়ের সমীপে।

পাঠান্তর :— * মুজুরি যে কত লৈবা বলহে নিরচয়॥
† দিলদরিয়ার মাঝে আছে থোরা পানি।

তান্ কাছে আমি কিছু গুণ-গেয়ান[৭] চাই।
তুমি যদি কিরপা কর তান্‌রে[৮] আমি পাই॥

শুনি নেজামের কথা হালুয়ানী কয়।
'কার বেটা কেবান্ তুমি দেও পরিচয়॥'

নেজাম কইল,—'আমি নেজাম ডাকাইত্।
দিঘার জঙ্গলে মানুষ কাইড্তাম দিন রাইত॥' *

এইনা কথা শুনি হালুয়ানী কাপড় ভিজাইল।
ঠাডার[৯] পইড়লে মানুষ যেমুন দাঁড়াই রইল॥
আতাইক্যা[১০] আঘাত তখন পাইল † হালুয়ানী।
কথা নাই সে আসে মুখে বুগে নাই তার পানি॥
তারপরে হালুয়ানী কাঁপে থর থর।
হইয়াছে তাহার যেন সান্নিপাতিক জ্বর॥

নেজাম করিল কিবা শুন বিবরণ।
হালুয়ানীর পায়র উপর পড়িল তখন॥
'তুমি আমার ধর্ম্মের মাও জন্ম হইতে বড়ো।
বহুত গুনা কইরাছি আমি মোরে রক্ষা কর॥'

এমুন সমে[১১] বড়োপীর বাইরে দিল ডাক।
হালুয়ানী সেলাম জানাই হইল সাক্ষাত॥

৭। গুণ গেয়ান=অলৌকিক ক্ষমতা ও জ্ঞান। ৮। তান্‌রে=তাঁহাকে। ৯। ঠাডার=বজ্র। ১০। আতাইক্যা=অতর্কিত, হঠাৎ। ১১। এমুন সমে=এমন সময়ে।

পাঠান্তর :—* দিগড়ে জঙ্গলে মানুষ কাইটি দিনরাইত॥
† '—হইল—'।

বড়োপীর সাহেব জিগায়[১২] 'সোন্দর কুমার কই।
তারে আইজ দেখিশুনি সওরে যাইয়ম্‌গৈ[১৩] ॥'

হালুয়ানী হাসি কয়,—'বিমার[১৪] হইছে ভারি।
কালুকা ফজরে[১৫] আইলে দেখাইতাম্ পারি ॥

পীর কয়,—'হালুয়ানী কইর না ছলনা।
বাধা কেনে দেও আইজ আমাকে বলনা ॥'

হালুয়ানী কয়,—'আগে এক খয়রাত[১৬] দেও মোরে।
ঘরের দুলালরে আমার দেখাইতাম পরে ॥'

পীর বলে,—'বেটী, তোমার কিবা আছে উনা[১৭]।
মিছা কথা কইয়া কেনে দিলে[১৮] দিলা গুনা[১৯] ॥'

হালুয়ানী কয়,—'আমার আর একপুত্র আছে।
আউলিয়া[২০] কর তারে তুমি আমার কাছে ॥'
পীর বলে,—'আউলিয়া করিব রে আনি।
দিলে যদি থাকে তার হজরতের[২১] বাণী ॥'
এইনা কথা শুনি বুড়ী নেজামরে দেখায়।*
ডাকাইত বলিয়া পীর করে হায় হায় ॥

১২। জিগায়=জিজ্ঞাসা করিলেন। ১৩। দেখিশুনি সওরে যাইয়মগৈ= দেখাসাক্ষাৎ করিয়া সহরে যাইব। ১৪। বিমার=রোগ, ব্যাধি। ১৫। কালুকা ফজরে=আগামী কাল প্রাতে। ১৬। খয়রাত=দান, বর। ১৭। উনা=অপূর্ণতা। ১৮। দিলে=হৃদয়ে। ১৯। গুনা=পাপ, দুঃখ। ২০। আউলিয়া=অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন ফকির, (ভূমিকায় দ্রষ্টব্য)। ২১। হজরতের=ঈশ্বরের।

পাঠান্তর :—* দুয়ার খুলি হালুয়ানী নেজামে দেখায়।

'নেজাম ডাকাইত এই দিঘাড় বনে থানা।+
মানুষ কাড়া ডাকাইত বলি দেশে দেশে জানা ॥+
সেইনা ডাকাইত তোমার ঘরে কেম্‌নে আইল।+
নেজাম ডাকাইত তোমার ঘরে কেম্‌নে থান[২২] পাইল' ॥+

হাত জোড় করি নেজাম ইছিম[২৩] জপিতে লাগিল।
বড়ো পীররে হালুয়ানী ডাকিয়া[২৪] কইল ॥
'ডাকাইত হইছে আজি ফকিরর পরধান[২৫]।
তার কথা কই আমি কর অবধান ॥
খোদার বান্দা মানুষ গুনাগার[২৬] না হয়।+
শয়তানে ভুলাই তারে দোজখে ফালায় ॥+
তুমিত দুনিয়ার পীর জানো শয়তানের খেলা।+
কেরামতি[২৭] দেখাই রক্ষা কর এই বেলা ॥'+

পীর বলে, 'শুইনাছি ফরিদর কাছে।
একশত এক মানুষ নেজাম কাড়িয়াছে ॥+
নেজাম ডাকাইতের কথা সব দেশে জানা। *
কেম্‌নে মাফ পাইব নেজাম এতকালের গুনা ॥'+

হালুয়ানী কয়,—'বাবাজান, জানিও নিচ্চয়।
সোন্দর কুমার হইতে আমার নেজাম অধিক হয় ॥
গুনা যার নাই তার সগলে দয়া করে।+
গুনাগাররে দয়া করে পীর আর ফকিরে ॥"+

২২। থান=স্থান, আশ্রয়। ২৩। ইছিম=ইষ্টমন্ত্র। ২৪। ডাকিয়া=জোর গলায়, দৃঢ়কণ্ঠে। ২৫। পরধান=প্রধান। ২৬। গুনাগার=পাপী। ২৭। কেরামতি=ক্ষমতা।

পাঠান্তর :— * '—সবার জানা আছে।

ভাবিতে লাগিল পীর খানিকক্ষণ ধরি।
ডাকাইতরে আউলিয়া কেমুন কইরা করি ॥
ভাবিতে ভাবিতে পীর জল্‌জলা[২৮] হইল।
'নেজামের বাপ আউলিয়া,'—বলি ফুগারি উডিল[২৯] ॥

হালুয়ানী কয়, 'বাপজান, পায়ত ধরি তর[৩০]।
নেজাম আউলিয়া—বুলি বল একবার ॥'

এই বাক্য বড়ো পীর যখন শুনিল।
'সাত গোরো[৩১] আউলিয়া,'—বুলি ফুগার করিল ॥

তা শুনি হালুয়ানী কান্দি কান্দি কয়।
'নেজাম আউলিয়া,—বুলি কইবা নিচ্চয় ॥'

সোন্দর কুমার আসি তখন ধরে পীরের হাত।
সেইসমে সেখ ফরিদর হইল সাক্ষাত্ ॥
তিন সুপারিশে পীর জল্‌জলা হইল।
'নেজামুদ্দিন আউলিয়া,'—বুলি গর্জিয়া উডিল ॥
জবানেতে[৩২] পীর যখন নেজামরে আউলিয়া করিল।
পাশে ছিল নেজাম ডাকাইত হাবা[৩৩] হই গেল ॥

সমাপ্ত

২৮। জল্‌জলা—অলৌকিক ভাবাবিষ্ট। সেন মহাশয়ের মতে—'চঞ্চল'। ২৯। ফুগারি উডিল—উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল। ৩০। তর=তোমার। ৩১। সাত গোরো=সাতগোষ্ঠী। ৩২। জবানেতে—মুখের কথায় স্বীকার করিয়া। (সেন মহাশয়ের মতে—'সত্য বাক্যে'।) ৩৩। হাবা=হাওয়া, অদৃশ্য, কানে কালা ও বোবা।

প্রাচীন পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা

চতুর্থ খণ্ড

মইষাল বন্ধু-সাঁজুতী কন্যার পালা

অজ্ঞাতনামা কবি বিরচিত

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক

মইষাল বন্ধু-সাঁজুতী কন্যার পালা

ভূমিকা

'মইষাল বন্ধু' পালা মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' দ্বিতীয় খণ্ডে দুই প্রস্থে প্রকাশ করিয়াছেন, এবং ঘটনার অংশ বিশেষের বর্ণনাও দুই প্রকার, অধিকন্তু তাঁহার দুইটি সংগ্রহই অসমাপ্ত ও সামঞ্জস্যহীন। এই সম্পাদনায় এক প্রস্থে সম্পূর্ণ পালা প্রকাশিত হইল।

এই সম্পাদনায় পালার ছত্র সংখ্যা ৮০৬। ইহার ৫৮০ ছত্র সেন মহাশয়ের সংগ্রহে পাওয়া যাইবে, ২০৬টি ছত্র নূতন। সেন মহাশয় সম্পাদিত উক্ত ৫৮০টি ছত্রের মধ্যে ৬৮টি ছত্রের সঙ্গে এই সম্পাদনার ছত্রের তাৎপর্যে পার্থক্য ঘটায় সেন মহাশয়ের পাঠ তৎতৎ স্থলেই পাদটীকায় দেওয়া হইল। আমার নূতন সংগ্রহ বুঝাইতে ছত্রের শেষে '+' চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে।

মাননীয় সেন মহাশয় সম্পাদিত পালার প্রথম প্রস্থে ঘটনা বর্ণনায় দেখা যায়, সাঁজুতীকে বিবাহ করিবার পূর্বে ডিঙ্গাধরের সঙ্গে মঘুয়ার পরিচয় ঘটে নাই। বিবাহের পর স্নানের ঘাটে সাঁজুতীকে দেখিয়া লম্পট মঘুয়া অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ডিঙ্গাধরের গৃহে অতিথি হইয়া বন্ধুত্ব স্থাপন করে, এবং 'আড়ং-এর দেশ উত্তর পাটন'-এ বাণিজ্যে প্রচুর লাভের প্রলোভন দেখায়। ইহার পরে সেন মহাশয়ের সম্পাদনার বর্ণনা—যাহা এই সম্পদনায় নাই, তাহা—

> 'এই সব শুনিয়া তবে সাধু ডিঙ্গাধর।
> বাণিজ্য করিতে যায় উত্তর নগর॥

সাজুতী কন্যার কাছে লইয়া বিদায়।
ছয় মাসের পথ সাধু ছয় দিনে যায়॥
নগর নাগরীয়া যত বড় বড় দেশ।
কত না ছাড়াইয়া চলে কহিতে সবিশেষ॥
সাম গুঞ্জরিয়া যায় রবি পাটে বসে।
উইড়্যাছে ডিঙ্গার পাল লীলুয়ারী বাতাসে॥
মনে বিষ মঘুয়া কয় মাঝি মাল্লা গণে।
আইজ রাইতের লাইগা ডিঙ্গা বান্ধ এইখানে
খেলায় খেলুনী পাশা রাত্রি নিশি পাইয়া।
মঘুয়ার নায়ে ডিঙ্গাধর পড়ে ঘুমাইয়া॥
তবেত দুষমণ মঘুয়া কোন কাম করে।
কাটিয়া ডিঙ্গার কাছি ভাষায় সায়রে॥
সাধু লইয়া মঘুয়ার ডিঙ্গা সুতে ভাইস্যা যায়।
ডিঙ্গাধরের মাঝিমাল্লা সুখে নিদ্রা যায়॥
ঠার পাইয়া মঘুয়ার যত মাঝিমাল্লাগণ।
উজান সুতে উড়ায় পাল পৃষ্ঠেতে পবন॥

*　　*　　*

একেলা আছয়ে ঘরে সাজুতী সুন্দরী।
দুই চার দাসী তার আছে পাটুয়ারী॥
বিয়ান বেলা বুন্ধা আইস্যা খবর জানায়।
সাধুত আইস্যাছে ঘাটে শব্দ শুনা যায়॥
এই কথা শুনিয়া তবে ডিঙ্গাধরের নারী।
কোমরে বান্ধিয়া পরে ময়ুরপঙ্খী শারী॥
হাতেতে পরে তার-বাজু করিয়া যতন।
চম্পাফুল দিয়া কন্যা বান্ধিল লুটন॥

লুটনে তুলিয়া দিল সোনার ভোমরা।
কপালে কাটিয়া দিল সুবর্ণের তারা॥
নাকেতে বেশর দিল কানে ঝুম্‌কাফুল।
কপালে সিন্দুর দিল পঙ্খী সমতুল॥
পায়ে দিল গোল খাড়ু পঞ্চম গুঞ্জরী।
এই মতে সাজন করে ডিঙ্গাধরের নারী॥
ডালা সাজাইল কন্যা ধান্য দুর্বা দিয়া।
বনদুর্গার আগ্ লইল আইঞ্চল বান্ধিয়া॥
ছয় মাস পরে সাধু ফিরা্যা আইল দেশে।
ডিঙ্গা অগিবারে কন্যা চলিল বিশেষে॥
আপন ঘাটের ডিঙ্গা দেইখ্যা খুসী হইল।
ডিঙ্গা আনিবারে কন্যা ত্বরিতে চলিল॥
অগিয়া পুছিয়া ডিঙ্গা তুইল্যা লইব ধন।
হাটু জলে লাইম্যা কন্যা কোন কাম করিল।
ঘলুইয়ে সিন্দুর ফোটা ধান্য দুর্বা দিল॥
স্বামীত ফিরিয়া আইছে বহুদিন পরে
ভরা বুক হাসি খুসী মুখে নাহি ধরে॥
তবেত দুষমণ মঘুয়া কোন কাম করে।
চিলে যেমত থাপা দিয়া কাটুনীর মাছ ধরে॥
হাতেতে ধরিয়া তুলে ডিঙ্গার উপরে।
ইঙ্গিত পাইয়া মাল্লা ডিঙ্গা দিল ছেড়ে॥
একে ত ভাটিয়াল পানি জোরে বয় হাওয়া।
পালেতে বান্ধিল বাতাস আশমানে ডাকে দেওয়া॥
দেখ দেখ না দেখ দেখ চলিল ভাসিয়া।
পারে থাইক্যা পারের লোক রহিল চাহিয়া॥

সাজুতী সুন্দরী কন্যা কান্দে থাপাইয়া মাথা।
রাক্ষসে হরিল যেমন জঙ্গলার সীতা ॥"

মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় পালাটির প্রথম প্রস্থ এইখানেই শেষ করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, 'পালাটি অসমাপ্ত রহিয়াছে।'

পালাটি দ্বিতীয় প্রস্থের সঙ্গে আমার নিজ সংগ্রহের অধিকাংশ মিল আছে। মধ্যে মধ্যে আমার সংগ্রহে বেশী ছত্র আছে, এবং ঘটনার পারম্পর্য রক্ষার জন্য সেন মহাশয়ের সম্পাদিত ছত্রগুলি স্থানে স্থানে পূর্বাপর হইয়া গিয়াছে।

সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় দ্বিতীয় প্রস্থের শেষের দিকে অসমাপ্ত ভাবে আছে,—

"কাঙ্গু রাজার বিচার কথা শুন দিয়া মন।
না জানি সুন্দর নারী দেখিতে কেমন ॥
আরদালী পেদালী দুই ত্বরিত পাঠাইয়া।
মইনার সহিতে আনে কন্যারে ধরিরা।
শূলের হুকুম হইল মইষালের উপরে।
এমন কালে সাজুতী কন্যা কোন কাম করে ॥

* * *

* * *

ভাই হইয়া দুষমণ হইল···।
মইনার কান্দনে কান্দে বনের পশু পক্ষী।"

এই আটটি ছত্রের সঙ্গে ঘটনায় আমার সংগ্রহের মিল আছে এবং ইহার পর আমার সংগ্রহে ঘটনার পরিসমাপ্তি ৩৬টি নূতন ছত্র আছে।

সেন মহাশয় সম্পাদিত পালাটিতে কোনো কোনো স্থলে ছত্রের

পরিবর্তে স্টার চিহ্ন থাকায় বুঝা যায়, ঐ সব জায়গায় আরও ছত্র আছে বলিয়া তিনিও সন্দেহ করিয়াছেন।

এই পালাটি আমি বহুবার শুনিয়াছি, পালাটি সঙ্গীতবহুল। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে হবিগঞ্জে পূর্ণ গায়েনের খাতা হইতে যে ভাবে পালাটি পাইয়াছি তাহাই এখানে দেওয়া হইল।

পূর্ববঙ্গে ''মইষাল বন্ধুর গান' বহু আছে। সেগুলি 'ছুটাগান', এই পালার গান নহে। এই পালাটির রচইতা কবির নাম পাওয়া যায় না। পালাটি বোধ হয় প্রাক্ মুসলিম যুগের কাহিনী অবলম্বনে রচিত।

যোগমেশ্বরী পাড়া রোড,
নবদ্বীপ
মাঘ ১৩৭৬

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক

মইষাল বন্ধু-সাঁজুতী কন্যার পালা

(১)

চলে নদী শিঙ্গাখালি সুতে[১] খরষাণ[২] ।
যার জলে আশ্বিন মাসে খাইছে বাঁকের[৩] ধান ॥
সুজন গিরস্থ[৪] তথায় বসত যে করে।
তার কথা সভাজন শুন সুবিস্তারে ॥
তের আড়া[৫] ভুইয়ের মধ্যে মইষে বায় হাল।
গোলাতে ভরিয়া তুলে ষরু[৬] ধান চাল ॥
এক পুত্তুর আছে তার পূন্নুমাসীর[৭] চান্দ্।
বাপ-মাও রাইখ্যাছে তার ডিঙ্গাধর নাম ॥

দশনা বচ্ছরের পুত্র হাইস্যা খেলায় পাড়া।
এমন কালে মরল মাও দুখুঃ হইল বাড়া[৮] ॥
একে একে তার ঘরের লক্ষ্মী গেল ছাড়ি।
আগুন লাইগা পুইড়া গেল তিন খণ্ড বাড়ী[৯] ॥
আরে ভাইরে বিধির কিবা কাম।*
কপাল যইখন ভাঙ্গে রে ভাই পাথরে[১০] হয় ঘাম[১১] ॥+

১। সুতে=স্রোতে। ২। খরষাণ=ক্ষুরধার, তীব্রবেগ। ৩। বাঁকের=নদীর বক্র স্থানের। ৪। গিরস্থ=কৃষক। ৫। আড়া=চার বা ছয় বিঘায় এক আড়া। ৬। ষরু=সরিষা প্রভৃতি শীতের ফসল। ৭। পূন্নু-মাসীর=পূর্ণিমার। ৮। বাড়া=বড়ো বেশী। ৯। তিনখণ্ড বাড়ী=প্রথম খণ্ডে গোশালা, দ্বিতায়খণ্ডে শয়ন গৃহ গোলা প্রভৃতি, তৃতীয় খণ্ডে রন্ধনশালা অন্দরমহল। ১০। পাথর=পাথর। ১১। ঘাম=ঘর্ম।

পাঠান্তর :— * আরে ভাইরে—'।

বাতানে মইষ মইল[১২] পালে মরল গাই।
বিপদ কালে রাখে তারে এমন বান্ধব নাই॥
আইশ্না পানিতে খাইল ক্ষেতের পাকা ধান।*
নদীর বাঁকের ধান খাইল স্রতে খরষাণ॥+
যেইনা দিগে ছাইয়া দেখে কিছু নাইত পায়।+
কেমন কইরা বাড়ীঘর গিরস্থী বাচায়॥+
গরু নাই মইষ নাই নাই বীজ ধান।+
দুঃখের দরদী নাই করিতে আসান[১৩]॥
কানাকড়ার সম্বল নাই ভাবে মনে মনে।
কি দিয়া বাইব হাল মাঠের জমিনে॥
পোষ মাসের পোষা শীত গায়ে বস্তর নাই।+
দেয়ানের তাগিদ্দার খাজনা তার চাই॥+
ঘরে যা আছিল সব বেইচ্যা খাজনা দিল।+
কলার পাত্ পাইতা দোয়ে[১৪]খুদের জাউ খাইল॥+

ভাবিয়া চিন্তিয়া সুজন ** কোন কাম করে।
গিষ্ঠেতে[১৫] বান্ধিয়া চিড়া যায় শিঙ্গাপুরে॥
শিঙ্গাপুরের বলরাম ধনী মহাজন।
ধনের লাগিয়া তার নাই অনাটন[১৬]॥

১২। মইল=মরিল। ১৩। আসান—সান্ত্বনা। ১৪। দোয়ে=দুইজনে। ১৫। গিষ্ঠেতে=পরিধান বস্ত্রের এক প্রান্তে। ১৬। অনাটন=অনটন, অভাব।

পাঠান্তর :—* আইশ্না পাণিতে তার খাইল বাকের ধান।
† '—বাঁকের—'॥
** '—সাধু—'।

ধারে সুদে কত লোক ট্যাকা লইয়া যায়।
সেই সুদে বলরাম সংসার চালায়॥
বারো মাসে তের পার্বণ মণ্ডলের রাজা।
আশ্বিন মাসে বলরাম করে দুর্গা পূজা॥
কাত্তিক মাসে কাত্তিক পূজা করে জাকাইয়া[১৭]।
আগণ মাসে লক্ষ্মীপূজা নয়া ধান দিয়া॥
তার বাড়ী গেল সুজন ধারের[১৮] লাগিয়া।+
কইতে লাগিল তারে কাতর হইয়া॥+

"দয়া যদি কর পর্‌ভু[১৯] কির্‌পা যদি কর।
গণিয়া দিবাম্ সুদ দেও কিছু ধার॥
সোনার জমিন পইড়া রইছে হাল গরু নাই।
পইড়্যাছে দুঃখের দিন কিছু ট্যাকা চাই॥"

একশ' ট্যাকা কর্জ কৈল কইরা লেখাপড়া।
বাড়ীতে ফিরিল সুজন হইয়া গোয়াড়া[২০]॥
আগুনে পুড়িয়া গেছে বান্ধে নয়া ঘর।
হালের মৈষ কিন্যা লইল হরিষ অন্তর॥
জমিনে বাইয়া হাল বুনন্ কর্‌ল ধান।
চৈত মাসে দিল সুজন জমিনে নিড়ান॥
বৈশাক জষ্টি দুই মাস গেল এই মতে।
আষাঢ় মাসে পাকা ধান লাগিল কাটিতে॥
কার ধান কেবান্ কাটে সুজন মৈল জ্বরে।
ক্ষেতের ধান ক্ষেতে রইল এইত প্রকারে॥

১৭। জাকাইয়া—জাঁক জমক্ করিয়া। ১৮। ধারের=কর্জের। ১৯। পর্‌ভু=প্রভু। ২০। গোয়াড়া=দৃঢ়সঙ্কল্প, (গোঁয়ার শব্দের অপভ্রংশ, সেন মহাশয়ের মতে—'প্রফুল্ল'।)

আশা কইরা করে কাম নৈরাশে ডুবায়।
কার ধান জমিন বাড়ী কুথায় রাইখা যায় ॥

(২)

কান্দে পুত্র ডিঙ্গাধর—“আগে মৈল মাও।
অয়রাণে[১] * ফেলিয়া বাপ কুথায় চইলা যাও ॥
তুমি ছাড়া এই সংসারে আর লক্ষ্য নাই।
না আছে গেরামে কেউ জ্ঞিয়াতি বন্ধু ভাই ॥”
কান্দে বালক ডিঙ্গাধর কইরা হায় হায়।
পাড়া পরতিবাসী আইসা ছাওয়ালে বুঝায় ॥
বাপ-মাও লয়্যা কেউ জন্ম ভইরা নাই ত থাকে।
ডিঙ্গাধর কান্দে “বিধি ফেলিলা বিপাকে ॥
জ্ঞিয়াতি নাই বন্ধু নাই মায়ের পেটের ভাই।
অকূলে ভাইসাছি অখন[২] কার বাড়ী যাই ॥”

হালের মইষ বেইচা বাপের শেষ কাম[৩] করে। +
তিন বচ্ছর ++ ডিঙ্গাধর কাটাইল ঘরে ॥
বাপে ত কইরাছে ঋণ পুত্র নাই সে জানে।
বলরাম আইসা বাড়ী জানায় এক দিনে ॥

১। অয়রাণে = অরণ্যে, নিরাশ্রয়ে। ২। অখন = এখন। ৩। শেষকাম = শ্রাদ্ধ।

পাঠান্তর :—* ‘হয়রাণে—’।
+ হালের না মইষ বেইচা শেষ কাম করে ॥
++ ‘তের বচ্ছর—’ ॥

"সুজন ধার্মিক বড়ো ছিল তোমার বাপ।
অকালে মরিয়া গেল পাইলাম বড়ো তাপ॥
একশ' ট্যাকা কর্জ করে বিপাকে পড়িয়া।"
পর্‌মাণ[৪] করিল কর্জ খত দেখাইয়া॥
"গাও-গেরামের লোক তার খতে সাক্ষী আছে।
দিবা কি না দিবা ট্যাকা" বলরাম পুছে॥

আশমান ভাঙ্গিয়া পড়ে ডিঙ্গাধরের শিরে।
দুই মাস সময় চায় মাহাজনের পায় ধরে॥ *
হায় ভালা—
কান্দে পুত্র ডিঙ্গাধর না দেইখা উপায়।
কিমতে বাপের দেনা † সুজন[৫] সে যায়॥
ধার রাইখা মইর‍্যাছে বাপ না হইব গতি।
ঋণের পাপেতে তার নরকে বসতি॥
গাছ হইয়া জন্মিলে ঋণ লতা হইয়া বেড়ে[৬]।
ঋণ পাপে মুক্তি নাই জন্ম-জন্মান্তরে॥
গরু হইয়া খাইট্যা সুজে মহাজনের ধার। **
ভাইব্যা চিন্ত্যা হইল কাইল[৭] পুত্র ডিঙ্গাধর॥ ††
বল্লার[৮] কামড়ে যেমুন মানুষ হয় ফানা[৯]।
সকল দুঃখের অধিক দুঃখ যার আছে দেনা॥

৪। পর্‌মাণ=প্রমাণ। ৫। সুজন=পরিশোধকরা। ৬। বেড়ে=বেষ্টন করে। ৭। কাইল=কাহিল, শীর্ণকায়। ৮। বল্লা=বোল্‌তা। ৯। ফানা=পাগল, অস্থির।

পাঠান্তর :—* সময় লইল দুইমাস বলরামের কাছে॥
† '—ডিঙ্গা—'॥
** গরু হইয়া খাটা মহাজনের ধার।
†† ঋণ পাপের মুক্তি নাই জন্ম জন্মান্তর॥

মাথার বিষ নাই বেথা দিনে দিনে বাড়ে।*
একপয়সা সুদ পাইলে কড়া নাই সে ছাড়ে ॥
অভাবে পড়িয়া বাপ বেইচ্যাছে ক্ষেত-খলা[১০]।
ঘর-বাড়ী ভাইঙ্গ্যা পড়্‌ছে নাই ছানি-পালা[১১] ॥
হালের মইষ বেইচ্যা আগে কইরাছে পিতৃকাম[১২]।
কি দেইখ্যা সুদের উসুল দিব বলরাম ॥
ভাইব্যা চিন্ত্যা ডিঙ্গাধর কোন কাম করে।
দুইপর বেলা উপনীত মাহাজনের দুয়ারে ॥
ছান নাই খাওয়া নাই বালক দিনের উপবাসী।
বলরামের ঘরে গেল বড়ো দুঃখ বাসি[১৩] ॥

বইসা আছে বলরাম বাড়ীর বাইর ময়ালে[১৪]।
পায়ে ধইরা ডিঙ্গাধর মাহাজনে বলে ॥
"সুজিতে[১৫] বাপের দেনা কইরাছি আমি মনে।
তুমি যদি কিরপা কইরা রাখো ছিচরণে ॥
বাপের সে ধার যত পুত্রের হয় দেনা।
আমি পুত্র সুজিয়া দিবাম্‌ তোমার পাওনা ॥" +

বলরাম কয় "আমি কইরাছি হিসাব।
কত ট্যাকা আইনাছ দেখি হিসাব কিতাব ॥

১০। খলা=খোলা, ধানের বীজতলা ও ধান মাড়াই করার জায়গা।
১১। ছানিপালা=ছাউনী ও খুঁটি। ১২। পিতৃকাম=পিতার শ্রাদ্ধ।
১৩। বাসি=মনে করিয়া। ১৪। বাইর ময়ালে=বাহির মহলে।
১৫। সুজিতে=পরিশোধ করিতে।

পাঠান্তর :— * জর মাথাবিষ নাই দিনে দিনে বাড়ে।
+ বলরাম কয় কাল কইরাছ—'।

তোমার কাছেতে বাপু নাই সে চাই সুদ। *
আসলে উসুল হইলে তোমার দেনা শোধ॥" +

খালি হাত দেখাইয়া কান্দে ডিঙ্গাধর।
"কড়ার ভিখারী আমি তোমার চাকর॥
আইসাছি তোমার কাছে বড়ো আশা করি।
বাপের ঋণ শোধ দিবাম্ করিয়া চাকুরি॥"
সাত পাঁচ ভাইবা তবে কয় বলরাম।
"চ্যাংড়া চাকরে এক আছে মোর কাম॥
আইজ থাইকা করবা তুমি মইষের রাখালী।
ছয় বচ্ছর খাইট্যা দিলে তবে হইব ফালি [১৬]॥"

বড়ো দুঃখে ডিঙ্গাধরের হাসি আইল মুখে।
আইজ থাইকা বাপের ঋণ সুজ্‌ব একে একে॥
নদীর পাড়ে বড়ো মাঠ মইষের বাথান। +
মইষ চড়ায় বাঁশি বাজায় আর গায় গান॥ +
সইন্ধ্যা বেলা ঘরে আইসা খায় ভাত পানি। +
পর্‌ভাতকালে মইষ লইয়া বাথানে মেলানি [১৭]॥ +
এইমতে ডিঙ্গাধরের পাঁচ বচ্ছর যায়। +
বিপাকে ফেইলাছে বিধি কি হইব উপায়॥ +

(৩)

ডিঙ্গাধর মইষালের কথা এইখানে থইয়া[১]।
সাজুতি কন্যার কথা শুন মন দিয়া॥

১৬। ফালি=পরিশোধ, খালাস। ১৭। মেলানি=গমন।
১। থইয়া=থুইয়া।

পাঠান্তর :—* '—নাহি চাই লাভ।

বলরামের এককন্যা যুবাবতী[২] ঘরে।
সেই কন্যার কথা কইবাম্ সভার গোচরে॥
দেখিতে শুনিতে কন্যা আশমানের তারা।
পুরীর মধ্যে জ্বলে কন্যা চান্দের পশরা[৩]॥
কাউয়া[৪] কালা কোকিল কালা
আর কালা দরিয়ার পানি।
তার থাইকা অধিক কালা
কন্যার কেশেরে বাখানি॥
কুঁদ্‌খুটি[৫] * সুন্দর কন্যার
চিরল দাঁতের হাসি।
কি কইবাম্ সেই কন্যার রূপ
আইশ্‌না[৬] চান্দ পূন্ন্‌মাসী[৭]॥†
একমাত্র সুন্দর কন্যা বলরামের ঘরে।
বিয়া দিতে বলরাম সদাই চিন্তা করে॥
মঙ্গলচণ্ডী পূজে মাও বিয়ার লাগিয়া।
হিরাজিরীর ফুলপাতা[৮] রাখিত তুলিয়া॥
বিয়া ত না হয় কন্যার বয়েস হইল বড়।+
বাপ-মাও ভাবে কন্যা রইল আইবড়॥+
হেন কালে হইল কিবা শুন দিয়া মন।
নদীর ঘাটে যায় কন্যা করিতে সিনান॥

২। যুবাবতী—যৌবন প্রাপ্তা। ৩। পশরা=আলো, সম্পদ। ৪। কাউয়া—কাক। ৫। কুঁদ্‌খুটি=কুন্দকলি। ৬। আইশ্‌না=আশ্বিন মাসের। ৭। পুন্ন্‌মাসী=পৌর্ণমাসী। ৮। হিরাজিরীর ফুল পাতা—সুবচনী পূজার মানত ফুল বিল্বপত্র।

পাঠান্তর :— * বাটীখুটী—'।
† কি কইবাম মুখের রূপ যেমন পুন্ন্‌মাসী॥

কাঙ্কেতে পিত্‌লা কলসী
আরে কন্যা সে একেলা ।*
জলের ঘাটে লামে[৯] কন্যা
সেই না দুইপর বেলা ॥†
আগল পাগল কালা মেঘ
আশমানে যায় উইড়ে ।
গাছের তলায় বাঁশি বাজায়
সেইনা নদীর পাড়ে ॥††
নদীর জলে পাগ্‌লা ঢেউ
পাড়ে মারে হানা ।
এই পন্থে না চলে পথিক
নাই লোকের আনাগনা ॥
সেই না দিনে বাঁশির সুরে
কন্যার মন আন্‌চান্‌ করে ।+
কাঙ্কের কলসী ভাইসা গেল
সেইনা নদীর ধারে[১০] ॥+

গলা জলে লাইমা কন্যা চাইর দিগে চায় ।
ঘরুয়া[১১] পিত্‌লা কলসী সুতে ভাইসা যায় ॥
ঢেউয়ের তালে ভাইস্যা কলসী যায় অনেক দূর ।
কেমনে ধরিব কলসী না জানে সাতুর[১২] ॥

৯। লামে=নামে। ১০। ধারে=ধারায়, স্রোতে। ১১। ঘরুয়া=গোল ঘড়া। ১২। সাতুর=সাঁতার।

পাঠান্তর :—* কাকেতে ঘরুয়া কলসী শিরে গন্ধ তেল ।
† একেলা চলিল কন্যা কেউ না সঙ্গে গেল ।
†† ছান করিবারে কন্যা গেল নদীর পারে ॥

চাইর দিকে চায় কন্যা কারে নাই ত দেখে ।+
কান্দিয়া ফেলিল কন্যা পড়িয়া বিপাকে ॥+
"একলা আইসা ছানের ঘাটে
আইজ পড়িলাম বিপাকে ।*
কাঙ্কের কলসী ভাইস্যা গেল
এই না নদীর স্নুতে ॥+
কে দিব আনিয়া কলসী
আমি কারে বা সুধাই ।
সুজন দরদী বন্ধু
আমার কেউ ত কাছে নাই ॥
বাপ মায়ে দিব ত গালি
আমার হইল অধিক বেলা ।
এক ত কইরাছি দোষ
আমি আইসাছি একেলা ॥
আর ত করলাম রে দোষ
আমার কলসী নিল স্নুতে ।
কি লয়্যা যাইবাম্ রে আমি
ঘরে খালি হাতে ॥++
আরে আশমানের দেবতা পওন [১৩]
তুমি উজান বওয়াও পানি ।

১৩। পওন=পবন।

পাঠান্তর :—* আসিয়া ছানের ঘাটে পড়িলাম বিপাকে।
+ কাঁকের কলসী মোর ভাস্যা গেল পাকে ॥
++ কি নিয়া যাইব ঘরে ফির‍্যা শুধু হাতে ॥

সুতের কলসী দয়া কইরা
ঘাটে দেও রে আনি ॥”

ডিঙ্গাধর বাজায় বাঁশি নদীর কূলে বইয়া[১৪] ।+
পিত্‌লা কলসী ভাইস্যা যায় সেই না নদী দিয়া ॥+
উজান ঘাটে কন্যা কান্দে তার কলসী ভাইসা যায় ।+
বিরিক্ষের তলায় বইসা মইষাল কলসী দেখতে পায় ॥+

“বাতাসে না শুন্‌ব কথা
কন্যা আমার কথা ধর ।
আমি আইনা দিবাম্ কলসী
কন্যা তুমি যাও ঘর ॥”

একেলা আছিল কন্যা হইল দুইজন ।
জলের ঘাটে হইল চাইর চক্ষুর মিলন ॥
আনিল সুতের কলসী তুলিয়া মইষালে ।
জলে ভইরা লইল কন্যা কলসী কাঙ্কালে ॥
লাজেতে হইল কন্যার রক্তজবা মুখ ।
পর্‌থম[১৫] যইবন কন্যার এই পরথম সুখ ॥
মনে মনে কয় কন্যা মন সাক্ষী করি ।
“বাপের মইষাল তুমি থাক বাপের বাড়ী ॥
নিতি নিতি দেখি আমি এমন দেখি নাই ।+
আইজ কেন তোমারে আমি এমন দেখতে পাই ॥+
তোমার বাঁশির গানে আমার মন হইল চুরি ।+
কাঙ্কের কলসী ভাইস্যা গেল কিবান্ আমি করি ॥+

১৪। বইয়া—বসিয়া। ১৫। পর্‌থম—প্রথম।

পন্থে চলিতে কন্যার মন থির[১৬] নাইত হয়।
পাচ সাত পাও যাইয়া ফিইর‍্যা ফিইর‍্যা চায়॥
তেমল্লায়[১৭]উইঠা কন্যা সিঞ্চা[১৮] কাপড় ছাড়ে।
মন হইছে উচাটন সেইনা বাঁশির সুরে॥
নিতি নিতি হইত দেখা এমন ত না হয়।
আইজ কেনে সুন্দর কন্যার জীবনে সংশয়॥
আষ্ট আঙ্গুল বাঁশের বাঁশি তার মধ্যে মধ্যে ছেঁদা[১৯]।
সেইনা বাঁশি শুইনা হইল কলঙ্কিনী রাধা॥*
সেই বাঁশি বাজাইয়া মইষাল আইজ বাথানে যায়।
আইজ কেনে সুন্দর কন্যা ফিইর‍্যা ফিইর‍্যা চায়॥
আর দিন ত বাইজ্যাছে বাঁশি কানে না লাগে এমন।
আইজ কেনে বাঁশির গানে কন্যার কাইড়্যা লয় মন॥ †
এই বাঁশি সেই বাঁশি নয় রে বাঁশি বাজে নয়া তানে।
বিনাথ[২০] মইষাল আইজ মারিল বাথানে॥

ঘরে বইসা শুনে কন্যা সেই না মোহন বাঁশি।+
ঘরতনে[২১] না হয় বাইর মন হয় রে উদাসী॥+
"মইষ রাখো মইষাল বন্ধু
তুমি ঐনা নদীর পাড়ে।
মইজাছে অবুলার মন
বন্ধু তোমার বাঁশির সুরে॥

১৬। থির=স্থির। ১৭। তেমল্লায়=দালানের তিনতলে অর্থাৎ নির্জনে। ১৮। সিঞ্চা=ভিজা। ১৯। ছেঁদা=ছিদ্র। ২০। বিনাথ=অনাথ, আর্ত, অসহায়। ২১। ঘরতনে=ঘর হইতে।

পাঠান্তর :— * নাম ধরিয়া বাজায় বাঁশী কলঙ্কিনী রাধা॥
† আজিকার বাঁশীতে কেন কাড়িয়া লয় মন॥

রোইদে কেনে পুড়্ছ রে বন্ধু
তুমি মেঘে কেনে ভিজ।
বিলে আছে পউদ্মের[২২] পাতা
আইনা মাথায় ধর॥
মাঠে আছে হিজল গাছ
জানি শীতল তার তলা।
সেইনা গাছের তলায় বইবা[২৩]
তুমি রোইদের দুইপর বেলা॥
সইন্ধ্যা বেলা বাড়ী আইসা
বন্ধু, খাইবা তুমি কি।
আমিত কুমারী কন্যা
বড়ো বাপের ঝি॥
কূল ভাইঙ্গা নদীর যেমন
মধ্যে পড়ে চড়া।
আমি রে অবুলা বন্ধু,
হইছি অন্তর পুড়া—
রে বন্ধু, হইছি অন্তর পুড়া॥
লাজ বাসি[২৪] মোর মনের কথা
আমি কইতে ত না পারি।
দেখাইতাম মনের দুখুঃ
বইক্ষ আমার চিড়ি—
রে বন্ধু, কথা কইতে ত না পারি॥
কইতে ত না পারি কথা

২২। পউদ্মের = পদ্মের। ২৩। বইবা = বসিবে। ২৪। লাজবাসি = লজ্জা পাই।

আমি বাপ মায়ের কাছে।

লীলুয়ারী[২৫] বাতাসে আমার

অন্তর পুইড়্যা গেছে—

রে বন্ধু, আমার অন্তর পুইড়্যা গেছে॥

জলের ঘাটে পর্‌থম দেখা

আমার ভাইসা যায় কলসী।

সেই দিনে কইর‍্যাছে পাগল

তোমার মোহন বাঁশি—

রে বন্ধু, আমার মন হইল উদাসী॥

ঘরের বাইর না হইরে বন্ধু

আমার কুলমানের ভয়।

কুলের কুমারী আমি

পরাণে কত সয়—

রে বন্ধু, আর বা কত সয়॥

মনেরে বুঝাইলাম কত

মন না মানে মানা।

এ ভরা যইবনের কলসী

দিনে দিনে উনা—

রে বন্ধু, না মানে সে মানা॥

পশু পঙ্খী নাই সে জানে

আরে না জানে পওন।

আমার মনের দুখুঃ কথা

না জানে কোনো জন—

রে বন্ধু, আমার নাই রে এমন জন॥

২৫। লীলুয়ারী—লীলা চঞ্চল।

পঙ্খী যদি হইতাম রে বন্ধু,
আমি যাইতাম রে উড়িয়া।
তোমার মুখ দেখ্‌তাম আমি
বিরিক্ষের ডালেতে বসিয়া—
বন্ধু, দেখ্‌তাম নয়ান ভরিয়া॥
ইচ্ছা হয় তোমার লাইগা
এইনা ছাইড়া কুল মান।
মুছাইয়া শীতল করি
তোমার মুখের ঘাম—
রে বন্ধু, ছাইড়া কুলমান॥
তুমি যথায় রইছ রে বন্ধু
আমি রইবাম্‌ তথা।
রোইদ বিষ্টি আইলে তোমার
মাথায় ধর্‌বাম্‌ পাতা—
রে বন্ধু, ভাবি তোমার দুঃখের কথা॥
আর কতকাল থাকবাম্‌ আমি
এমন মন ভাড়াইয়া[২৬]।
বাপ-মাও যুক্তি কইরা
মোরে দিব বিয়া—
রে বন্ধু, আমার কথা না শুনিয়া॥
বাপ মাও না জানে রে বন্ধু
আমার মনে যত বলে।
মন যদি পাগল হইল
আমার কি করিব কুলে—
রে বন্ধু, কাম নাই জাতি কুলে॥

২৬। ভাড়াইয়া=বঞ্চনা করিয়া।

এক ত শীতল রে পানি
আর হাওয়া শীতল জানি।
তার তনে অধিক শীতল
ডাবের মধ্যে পানি—
রে বন্ধু, শীতল বইলা জানি ॥
তারতনে অধিক শীতল
শুনি যইবনে পিরীতি।
তারতনে অধিক সে শীতল
মনের মতন পতি—
রে বন্ধু, পিরীত কইরা পতি ॥
গাঙ্গে উঠে খয়া-ঢেউ[২৭]
আশমান দেখি নীলা।
তার মধ্যে ফুটে ফুল
কালার মধ্যে ধলা—
রে বন্ধু, আমার হইল জ্বালা ॥
কার বা গলার মালা রে বন্ধু
কার বা মুখের হাসি।
ফুইটা রইছে চম্পা ফুল
না ঝরা না বাসি—
রে বন্ধু, আমার মন হইল উদাসী ॥
সেই না ফুল তুইলা বন্ধু
আমি গাইন্থ্যা দিতাম মালা।

২৭। খয়া ঢেউ=ছোটো ঢেউ যাহার মাথায় থাকে বীচিভঙ্গ।

পাঠান্তর :— * তা হইতে অধিক শীতল মনোবাঞ্ছার পতি
রে বন্ধু মনোবাঞ্ছার পতি ॥

ঘরের বাইর হইতে নারি
আমি যে অবুলা—
রে বন্ধু, তোমারে কেমনে পরাই মালা ॥”

(৪)

এই মতে সুন্দর কন্যা কান্দে সর্বক্ষণ।
বাথানে মইষালের কথা শুন সর্বজন ॥
আরে আশমানেতে ফুটে তারা
মেঘের ফাঁকে দেখি।
মৈযাল ভাবে এমনতর[১]
সেইনা কন্যার দুইডা আঁখি ॥
আশমানেতে কালা মেঘ
উইড়া উইড়া যায়।
নীলাম্বরী পইরা কন্যা
যেমন জলের ঘাটে যায় ॥
গাঙ্গের জলে * খইয়া ঢেউ[২]
উঠে লীলুয়ারী বাতাসে।[৩]
নদীর পাড়ে বইসা মৈষাল
ভাবে কন্যার চাঁচর কেশে ॥†

১। এমনতর=এই প্রকারই। ২। খইয়া ঢেউ=ছোটো ছোটো ঢেউ। ৩। লীলুয়ারী বাতাসে=মৃদুমন্দ পবন হিল্লোলে।

পাঠান্তর :— * ‘নদীতে উঠে—’।
† মৈষাল শুইয়া ভাবে কন্যার দীঘল লম্বা কেশ ॥

বিলে ফুটে পউদ্মের ফুল
চাইর দিকে তার পাতা।*
মৈষাল ভাবে কন্যার মুখ
যেমন পিউরী[৪] দিয়া গাঁথা॥
ভাইব্যা চিন্ত্যা হইল মৈষাল
পিরীতের পাগল।†
কার বা মইষ কেবান্ রাখে
মইষালের ঘটিল জঞ্জাল॥

এক দিনের কথা সবে শুন, দিয়া মন।
বাথানের মইষ গিয়া খাইল বাঁকের[৫] ধান॥
ধুপুরিয়া[৬] সংবাদ কয় জমিদারের আগে।
বাঁকের ধান খাইছে আইসা বলরামের মইষে॥
হাতে লাঠি পাইক আইল বলরামের বাড়ী।
ধইরা বাইন্ধ্যা লইয়া গেল দেয়ানের কাচারি॥
কাইন্দ্যা পন্থে যায় বলরাম না দেখে উপায়।
ঘরে কান্দে সাজুতী কন্যা আর তার মায়॥††
সুন্দর সাজুতী কান্দে আউলাইয়া কেশ।
আইজ হইতে বাপের আশা হইল বুঝি শেষ॥

৪। পিউরী=পাঁপ্‌ড়ি। ৫। বাঁকের=নদীর চরের। ৬। ধুপুরিয়া=দিবাভাগের পাহারাদার।

---

* জলের উপর পউদ্মের ফুল চারিদিকে পাতা।
† ভাবিয়া চিন্তিয়া মৈষাল হইল পাগল।
†† শীতল মন্দির ঘরে কান্দে সাজুতীর মায়॥

দরবারেতে * বলরাম হইল হাজির।
চাইর দিকে কুছামারা[৭] বড়ো বড়ো বীর ॥
পঞ্চ হাজার তঙ্কা তার হইল জরিমানা।+
না দিলে থাকিতে হইব দেয়ানী হাজতখানা ॥+
এক মাস মধ্যে ট্যাকা হাজির না করিলে।+
বাইর বন্দে[৮] লয়্যা তারে চড়াইব শূলে ॥+

এইমতে রইল বলাই বন্দীখানা ঘরে।
শুনিয়াত ডিঙ্গাধর কোন কাম করে ॥
জোড় হাতে খাড়া হইল জমিদারের আগে।
'প্রভু বধ কর যদি ধর্মের দোয়াই লাগে ॥
প্রভুরে ছাড়িয়া দেও মোরে আটক কর।
যত দোষ সব আমার প্রভুরে মোর ছাড়ো ॥' †

খবরিয়া[৯] কইল খবর জমিদারের কানে।+
'সুন্দর যইবতী কন্যা আছয়ে সন্ধানে ॥+
বলরামের কন্যা সেই পরম সুন্দরী।+
তারে লইয়া দেও তুমি বলরামে ছাড়ি ॥' +

শুইনা ত দেয়ানসাব কয় নিগম কথা[১০]। +
'পঞ্চ হাজার তঙ্কা দিবা না হইব অন্যথা ॥ +

৭। কুছামারা=মালকোচা করিয়া কাপড় পরা। ৮। বাইর বন্দে=দেওয়ান বাড়ীর বাইরে মাঠে, প্রকাশ্যে। ৯। খবরিয়া=সংবাদ দাতা, গুপ্তচর। ১০। নিগম কথা=গোপন কথা।

পাঠান্তর :—* 'দেউরী ঘরে—'।
† ছয় বছর খাইট্যা দিবাম্ তোমার গুণাগারি।'

তবে যদি তোমার কন্যা আইনা দেও মোরে। +
মাফ করবাম্ জরিমানা আর ছাড়্বাম্ তরে ॥ +
বাথানের মইষ আর মইষাল চাকর। +
জামিন থাকিব এথায় আমার হাজত ঘর ॥' +
বাথানের মইষ আর ডিঙ্গাধররে থইয়া[১১]।+
বলরাম খালাশ পাইল ছিরিদুগ্‌গা বলিয়া ॥
গিরে আইসা সব কথা জানায় সবারে। +
হাহাকার উঠিল সেই বলরামের ঘরে ॥ +

(৫)

বিলাই[১] বাইন্ধ্যা ভাত খায় আষাইঢ়্যা মণ্ডল।
মাউগের[২] পিন্ধনে ছিড়া কাপড়,
ভাইয়ে মারে চড়-চাপড়,
পুতে ডাকে লাউড়ের[৩] পাগল ॥
লেংটি পিন্ধ্যা থাকে শালা শুইবার পাটি নাই ঘরে।
রাইত-দিন শুইয়া বইয়া[৪] কেবল সুদের চিন্তা করে ॥
ট্যাকার কুমইর ব্যাটা লেকে করজ্ নিলে।
হিসাব কইরা সুদ লয় কড়া-ক্রান্তি তিলে ॥
এক তঙ্কার সুদ হয় যত বুড়ি কড়ি।
দিনে তুইলা গইনা লয় হিসাব ঠাওরি[৫] ॥
এক সইন্ধ্যা খাইলে আর এক সইন্ধ্যা নাই সে খায়।
পাতার মশাল জ্বাইলা রজনী গুয়ায় ॥

১১। থইয়া=থুইয়া।

১। বিলাই=বিড়াল। ২। মাউগের=স্ত্রীর। ৩। লাউড়ের=ক্ষেপা, গাঁজাখোর। ৪। বইয়া=বসিয়া। ৫। ঠাওরি=কষিয়া।

ভাইবা চিন্ত্যা বলরাম যায় আষাইঢ়্যার বাড়ী।
পাঁচ হাজার ট্যাকা করজ করে ইমান সাবুদ্[৬] করি॥
গুণাগারি[৭] দিয়া মইষ আনিল ছুটাইয়া।
জমিদার কিরূপা করি দিল সে ছাড়িয়া॥
ছয়মাস পরে সেইনা মইষাল ডিঙ্গাধর।
খালাস পায়্যা না আইল বলরামের ঘর॥
খালাস পায়্যা ডিঙ্গাধর কোন বা দেশে গেল। +
বলরাম মইষালের খোজ না করিল॥ +

এক মাস দুইমাস কইরা বচ্ছর চইলা যায়। +
ঘরে বইসা সাজুতী কন্যা কান্দিয়া ভাসায়॥ +
একেলা কান্দয়ে কন্যা মইষালের লাগিয়া।
"আহা রে পরাণের বন্ধু গেলারে ছাড়িয়া॥
বাপে নাইত বুঝে দুঃখ মায়ে নাইত জানে।
রইয়া রইয়া অন্তর পুড়ে তোষের[৮] আগুনে—
বন্ধু, কেউত না জানে॥
কি আর করবাম্ রে বন্ধু আমি অবুলা নারী।
নাকের নথ বেইচা দিতাম তোমার গুণাগারি—
বন্ধু, আমি কুলের নারী॥
এমন আগুন রে বন্ধু জলে নাই সে নিভে।
কান্দিয়া কাটিয়া আর কত দিন যাইবে—
বন্ধু, মনের আগুন নাইত নিভে॥

৬। ইমান সাবুদ=ধর্মসাক্ষী। ৭। গুণাগারি=জরিমানা। ৮। তোষের =তুষের।

যইবন আইসাছে দেহে জোয়ারের পানি ।*
ঘরের বাইর হইলে লোকে করে কানাকানি—
বন্ধু, আমি কথা শুনি ॥
আর কতকাল রইব বন্ধু পন্থের পানে চাইয়া ।+
আমার মরণ আইব গলায় কলসী বান্ধিয়া—
বন্ধু, তোমার লাগিয়া ॥"+
এইমত কাইন্দ্যা কন্যার দিন চইলা যায় ।+
চউক্ষের জলে ভাইসা কন্যার রজনী পোষায় ॥[৯] +
খাইতে না খায় কন্যা শুইতে না শুইয়ে ।
আইঞ্চল পাইতা পইড়া থাকে কন্যা খালি ভূঁয়ে ॥

(৬)

দারুণ্যা[১] আষাইঢ়্যা নদী পাগল হইয়া যায় ।
নদীর কূলে ডিঙ্গাধর কান্দিয়া বেড়ায় ॥
মাও নাই রে বাপ নাই রে নাই গর্ভসোদর[২] ভাই ।
ঘরেতে জ্বালিব বাতি এমন বান্ধব নাই ॥
সাতুরিয়া ডিঙ্গাধর নদী দেয় পারি ।
ডেরুয়া তুফানে[৩] তার শিরে লাগে বাড়ি[৪] ॥
বাড়ি খাইয়া ডিঙ্গাধর উভে হইল তল ।
এইখানে নদীর মধ্যে সাত চইড়[৫] জল ॥

৯ । পোষায়—পোহায়, অতিবাহিত করে ।

১ । দারুণ্যা=দারুণ, ভয়ঙ্কর । ২ । গর্ভসোদর=সহোদর । ৩ । ডেরুয়া তুফানে=অতিবড়ো ঢেউয়ে । ৪ । বাড়ি=আঘাত । ৫ । চইড়—নৌকা বাইবার বাঁশের লগা ।

পাঠান্তর :— * নারীর যৈবন যেমন জোয়ারের পানি ।

দৈবের নির্বন্ধ কথা শুন মন দিয়া।
পূবাইলা বেপারি[৬] যায় সাত ডিঙ্গা[৭] বাইয়া॥
তিন ডিঙ্গায় ধান-চাইল এক ডিঙ্গায় ষরু[৮]।
লবণ মরিচ আদা আর ডিঙ্গায় গুড়ু[৯]॥
বাইশ দাঁড় বাইয়া যায় সুর্মাই নদী দিয়া।
নজর[১০] কইরা ডিঙ্গাধরে লইল তুলিয়া॥
আছে কি না আছে জীউ[১১] নাকে নাই সুয়াস[১২]।
পূবাইলা বেপারি কয় আছে * জীবনের আশ॥
কত দিনে ডিঙ্গাধর পরিসুস্থ হইল।
পূবাইলা বেপারির স্থানে বচ্ছর গুয়াইল॥
বাপ হইল বেপারি পুত্র ডিঙ্গাধর।
বেপারি কয় "বাপু এই তোমার বাড়ীঘর॥
পুত ক্ষেত নাই আমার সাত ডিঙ্গা ছাড়া।
বাণিজ্যি করিয়া আমি হইছি অখন[১৩] বুড়া॥ †
ধন দৌলত ঘরে রইছে সগল তোমার। +
বুড়া হইছি অখন তুমি ছাওয়াল আমার॥" +

উত্তুইরা বাতাস লাইগা বেপারি গেল মইরে।
সাত ডিঙ্গা ধন তার পাইল ডিঙ্গাধরে॥
দেশে চলে ডিঙ্গাধর সুর্মাই নদী বাইয়া।
বারো দিনে হাজির হইল নিজের দেশে যাইয়া॥

৬। পূবাইলা বেপারি—পূর্বদেশীয় সদাগর। ৭। ডিঙ্গা=বণিকের বড়ো নৌকা। ৮। ষরু—সরিষা। ৯। গুড়ু=গুড়। ১০। নজর=লক্ষ। ১১। জীউ—জীবন। ১২। সুয়াস=শ্বাস। ১৩। অখন=এখন।

পাঠান্তর :—* '—নাই—'॥

† বাণিজ্যি করিয়া যাই দেশ বিদেশ খুড়া।

চৌখণ্ডী[১৪] করিয়া তবে শিঙ্গাখালীর পাড়ে।
বড়ো বড়ো ঘর বান্ধে দক্ষিণ দুয়ারে॥

তবে ডিঙ্গাধর সাধু[১৫] কোন কাম করিল।
সাজুতী কন্যার কথা মনেতে আছিল॥
দুই বচ্ছর গুয়াইল দেশ বিদেশ ঘুরি।
কেমনে কোথায় আছে সাজুতী সুন্দরী॥
হইছে কি না হইছে বিয়া আছে কি না আছে।
একদিন মইষালের কথা তার মনে কি পইড়াছে॥ *
ভাইবা চিন্ত্যা ডিঙ্গাধর কোন কাম করে।+
বারবাঙলার ঘর[১৬] বান্ধে সুর্মাই নদীর পাড়ে॥+
ঘরের পাশে হিজল গাছ সুর্মাই নদীর কূলে।+
ডিঙ্গাধর বাজায় বাঁশি সেই না বিরিক্ষের তলে॥+
এই পারে ত বাজে বাঁশি ঐ পারে শুনা যায়।+
ঐ পারেতে ঘাটে কন্যা আইসে তিন সইন্ধ্যায়॥+

(৭)

দুই না বচ্ছর পরে আবার বাজে বাঁশি।+
সাজুতী শুনিল সেই না জলের ঘাটে আসি॥+
সুতেতে ভাসায়্যা কলসী শুনে বাঁশির গান।
বাঁশির সুরে হইরা[১] নিল কন্যার মন পরাণ॥

১৪। চৌখণ্ডী=চারিটি মহলে বিভক্ত। ১৫। সাধু=ব্যবসায়ী বণিক।
১৬। বারবাঙ্গলার ঘর=প্রমোদ গৃহ।
১। হইরা=হরণ করিয়া।

পাঠান্তর :—* এক দিন তার কথা মনে কি পইরাছে॥

গলা জলে লাইমা[২] কন্যা চাইরদিগে চায়।
ঐ না পারে মইষালের বাঁশি শব্দে শুনা যায়॥
লীলুয়ারী বয়ারে[৩] বাঁশি বাজে ঘনে ঘন।
বাঁশির সুরে হইরা নিল সাজুতীর মন॥
ভরা না কলসীর জল জমিনে ঢালিয়া।
জলের ঘাটে যায় কন্যা কলসী লইয়া॥
ঘড়ুয়া কলসীর জল মিত্তিকায়[৪] শুষে।
কন্যার আঙ্খির জলে সেইনা বসুমাতা ভাসে॥
পন্থ নাই সে দেখে কন্যা নয়ানের জলে।
উইড়া কেন্ না আইসে ভমরা ঐনা ফুটা ফুলে॥

পরাণ কান্দে মইষাল বন্ধু রে।
বন্ধু, আরে সুর্‌মাই—সুরমাই নদীর পারে।
কোথায় থাইকা বাজাও বাঁশি
বন্ধু, না দেখি তোমারে,
পরাণ কান্দে মইষাল বন্ধু রে॥
কালা পাড়[৫] ধলা পাড়[৬] মধ্যে গাঙ্গের পানি।
কোথায় থাইকা বাজাও বাঁশি
না দেখি না শুনি,
পরাণ কান্দে মইষাল বন্ধু রে॥

২। লাইমা=নামিয়া। ৩। লীলুয়ারী বয়ারে=লীলা চঞ্চল দক্ষিনানিলে। ৪। মিত্তিকায়=মৃত্তিকায়। ৫। কালাপাড়=যে পাড়ে নদী ভাঙ্গে সে পাড় কালো দেখায়। ৬। ধলা পাড়=নদীর যে পাড়ে ভাঙ্গন নাই সেই দিক সাদা দেখায়।

গাঙ্গের পারে[৭] হিজল গাছ কইয়া বুঝাই তরে।
কোন্ জনা বাজাইছে বাঁশি
এইনা মধুর সুরে,
পরাণ কান্দে মইষাল বন্ধু রে॥
আগল পাগল কালা মেঘ আশমানেতে উড়ে।
কোন্ গইনে বাইজা বাঁশি
এমন মন উদাস করে,
পরাণ কান্দে মইষাল বন্ধুরে॥
নিতি নিতি জলের ঘাটে বাঁশির গান শুনি।
বাঁশির সুরে মন পাগ্‌লা
আমি হইলাম উন্মাদিনী,
পরাণ কান্দে মইষাল বন্ধুরে॥
কেওয়া ফুলের মধু খাইয়া উইড়া যাও ভমরা।
কোন্ জনা বাজাইছে বাঁশি
মোরে কইয়া যাও রে তোরা,
পরাণ কান্দে মইষাল বন্ধু রে॥
আইজ আসি কাইল আসি ফিইরা ফিইরা যাই।
যে জনা বাজাইছে বাঁশি
তারে দেখতে নাই ত পাই,
পরাণ কান্দে মইষাল বন্ধু রে॥
সাতার যদি জানতাম রে আমি দেখতাম বিচ্‌ড়াইয়া[৮]।
মনচোরা ভমরা বন্ধু
আনতাম তারে ধইরা,
পরাণ কান্দে মইষাল বন্ধু রে॥

৭। পারে— অপর তীরে। ৮। বিচ্‌রাইয়া=খুঁজিয়া।

ঐনা পারের থাইকা পঙ্খী আইলা তুমি উড়ি।+
যে জনা বাজাইছে বাঁশি
কও কেম্‌নে তারে ধরি,+
পরাণ কান্দে মইষাল বন্ধুরে ॥

গাঙ্গের পানি যাও রে বইয়া এইনা দুই পারে।+
আমারে কইয়া যাও
বাঁশি বাজে কেন সেই সুরে,+
পরাণ কান্দে মইষাল বন্ধুরে ॥

কইয়া দে রে তরা মোরে দে রে দেখাইয়া।+
আভাগী হারাইলাম আঙ্খি
কান্দিয়া কান্দিয়া,+
পরাণ কান্দে মইষাল বন্ধুরে ॥

সুজন চিইনা পিরীত করা বড়ো বিষম লেঠা।
ভালা ফুল তুলতে গেলে
অঙ্গে লাগে কাঁটা রে বন্ধু—
অঙ্গে লাগে কাঁটা।
পরাণ কান্দে মইষাল বন্ধুরে ॥

(৮)

ডিঙ্গাধর আইল দেশে শব্দে শুনা যায়।+
সাত ডিঙ্গা ধন আইনাছে লোকের মুখে কয় ॥+
বলরামের কানে গেল ডিঙ্গাধরের কথা।+
ভাইবা চিন্ত্যা বলরাম পায় মনে বেথা ॥+

মাও বুইঝা কন্যার মন কইল বলরামের কানে।+
ঘটক পাঠায় বলরাম ডিঙ্গাধরের থানে[1] ॥+
আইজ হইল আকাল কাইল ভাদ্দরমাস।+
আশ্বিনমাসে বিয়া নাই যাউক কাত্তিকমাস ॥+
আগণ মাসে শুভ কাম ভালা দিন দেখিয়া।+
বলরাম যুক্তি করে ডিঙ্গাধরের লইয়া ॥+

এইমতে সাজুতী কন্যার বিয়ার আয়োজন।
চাটিগাঁয়ের মঘুয়ার[2] কথা শুন সভাজন ॥
ষুলো[3] দাঁড়ে বাইয়া ডিঙ্গা মঘুয়া যায় দেশে ॥
ষুলো দাঁড়ের স্নন্দর পান্সী ঢেউয়ের উপর ভাসে ॥
ভাটি বাঁকে থাইক্যা মঘুয়া শুনে বাঁশির গান।
কার বাঁশিতে ভাইটাল নদী বহিল উজান ॥
ভিঙ্গাধরের ঘাটে মঘুয়া পান্সী ভিড়াইল।+
দুইজনা দেখাদেখি পরিচয় হইল ॥ +
মঘুয়া অতিথ হইল ডিঙ্গাধরের ঘরে।+
তিন দিন থাইকা মঘুয়া কয় ডিঙ্গাধরে ॥+
"আমার দেশে চল রে বন্ধু পাইত্যা বইবা[4] সোনা ॥ +
থাইতে পাইবা চিকনীর[5] ভাত মধু দোনা[6] দোনা ॥+
দুইজনায় বাইরিবাম মোরা বাণিজ্যি কারণে।+
এক না বচ্ছরে তুমি বড়ো হইবা ধনে ॥"+

মঘুয়ার কথায় তার মন ভিইজা[7] গেল।+
ডিঙ্গাধর মঘুয়ার সঙ্গে চাটিগা চলিল ॥+

১। থানে—স্থানে, গৃহে। ২। মঘুয়া—মঘজাতীয় বণিক। ৩। ষুলো—ষোল। ৪। পাইত্যা বইবা—পাতিয়া বসিবে। ৫। চিকনীর—চিকণ চাউলের। ৬। দোনা—বাঁশের চোঙা পাত্র বিশেষ। ৭। ভিইজা—ভিজিয়া।

কার বা বিয়া কেবান্ করে ধনে গেছে মন।+
কার বা কথা কে আর ভাবে যদি পায় ধন॥+
পইড়া রইল বাড়ীঘর শিঙ্গাখালীর কূলে।+
ভাইঙ্গ্যা পড়ল বারবাংলা সুরমাই নদীর জলে॥+

(৯)

"মইষাল বন্ধুরে, আমার কি দোষ পাইয়া।+
বৈদেশী হইলা বন্ধু আমারে ছাড়িয়া॥+
মইষাল বন্ধু রে॥+
কইতে না পারলাম মনের কথা
রইল কথা মনে।+
তোমার লাইগা আখির জল
ঝরে দুই নয়ানে॥+
কত না দিন গেল রে বন্ধু
তুমি হইলা দেশান্তরী।+
আর কত দিন সইব পরাণ
আমি অবুলা নারী॥+
ফুইট্যাছে আইজ বনের ফুল
কাইল যাইব ঝরি।+
আইসাছে জোয়ারের পানি
যাইব শুক্‌না করি॥+
আমি ত অবুলা বন্ধু
ঠেকলাম বিষম দায়।+
বাপ মাও সে দিব বিয়া
কি করবাম্ উপায়॥+

কার বা দিলাম মনের মালা
কে লইব ফুল।+
মনে মনে পিরীত কইরা
আমার সব হইল ভুল॥+
বাসি ফুলের মধু রে বন্ধু
ফুলের অন্তরে শুকায়।+
মধু শুকাইয়া গেলে
ভমরা ফিইরা নাই ত চায়॥+
আইজ রে কোইলা[1] তুমি
না গাইও গান।+
থাইমা গেছে বন্ধুর বাঁশি
আর নাই সে শুনবাম্॥+
আর না উঠিও চান্দা
ঐনা আশমানের গায়।+
বন্ধু আমার চইলা গেছে
ছাড়িয়া আমায়॥+
আমি রে অভাগী নারী
না পাইলাম কূল।+
বন্ধু আমার ছাইড়া গেল
বইক্ষে দিয়া শূল॥"+

এইমতে কান্দে কন্যা মনে দুঃখ পাইয়া।
বাপ মাও ভাইব্যা মরে কান্দে কিসের লাগিয়া॥
গাছের ডালে কোকিল ডাইকা রজনী পোষায়[2]।
মেজেতে শুইয়া কন্যা করে হায় হায়॥

১। কোইলা=কোকিলা। ২। পোষায়=পোহায়।

(১০)

তবে ডিঙ্গাধর সাধু হইয়া বড়ো ধনী।
পাঁচ বচ্ছর পরে আইল দেশের জন্মভূমি ॥
পাঁচ বচ্ছর কাইট্যা গেল দেশ-বিদেশে ঘুরি।
না জানে কেমতে আছে সাজুতী সুন্দরী ॥
কান্ধে লইল ভিক্ষার ঝুলা হাতে লইল লড়ি[১]।
গোপন বেশেতে চলে বলরামের বাড়ী ॥
বড়ো বড়ো ঘর খালি[২] ভাইঙ্গ্যা হইছে সারা[৩]।
বলরাম মইরা গেছে বাড়ী হইছে পড়া[৪] ॥
দেনার দায়ে জমা-জমিন সব চইলা গেছে।+
বাথানেতে মইষ নাই সব বেইচ্যা নিছে ॥+
মায়ে ঝিয়ে কাইন্দ্যা দিন রজনী গোয়ায়।
এরে দেইখ্যা ডিঙ্গাধর করে হায় হায় ॥

জিকির ছাড়িয়া[৫] ফকির খাড়াইল দুয়ারে।
একমুঠি চাইল নাই কি দিব ফকিরে ॥
চাইয়া থাকে সুন্দর কন্যা চউক্ষে পানি ঝরে।
ফকির হয়্যা কেমনে বিদায় করিব ফকিরে ॥
পিন্ধনের কাপড়ে কন্যার শত জোড়া তালি।
আগুনের ফুরুঙ্গি[৬] যেমন ছাইয়ে হইছে কালি ॥

১। লড়ি—ছোটো লাঠি। ২। খালি—লোকশূন্য। ৩। সারা= শেষ। ৪। পড়া—পতিত, জনশূন্য, অব্যবহার্য। ৫। জিকির ছাড়িয়া= মুসলমান ফকিরদের ধর্মীয় বুলি উচ্চকণ্ঠে বলিয়া। ৬। ফুরুঙ্গি=স্ফুলিঙ্গ, এখানে অর্থ হইবে—কয়লার আগুন।

এই দেইখ্যা ডিঙ্গাধরের কইল্জা[৭] যায় ফাইটে।
বারুদের আগুন যেমন জিক্‌কাইর মাইরা[৮] উঠে ॥
আর না চাইল ভিক্ষা দেইখ্যা চউক্ষের পানি।
সাজুতীর দুঃখ দেইখ্যা ফাটিল পরাণি ॥

দেইখ্যা শুইনা ডিঙ্গাধর আইল নিজ বাড়ী।*
বিয়া না কইর‍্যাছে আইজও সাজুতী সুন্দরী ॥
রসুয়া[৯] ঘটকে তবে দিল পাঠাইয়া।
ঘটক চলিল তবে মুখে রস লইয়া ॥
বিয়ার ঘটক আইল বলরামের বাড়ী।
মায়ে ত বসিতে দিল কাঠালের পিঁড়ি ॥
ঘটক কইল[১০] তবে "শুন কন্যার মাও।+
যুবাবতী কন্যা ঘরে বিয়া দিতে চাও। +
মনের যতেক কথা কও মোর কাছে।
দশ বিশ পাত্র মোর সন্ধানেতে আছে ॥
বিয়ার ঘটক আমি খবর লইয়া ফিরি।
আমারে কহিলে আমি ঘটাইতে পারি ॥
যুবাবতী হইল কন্যা রইছে তোমার ঘর।
এমন সুন্দর কন্যা নাই সে দেখি আর ॥"

কাইন্দ্যা কন্যার মাও কয় "অন্ধ হইছে আঁখি।†
চাইরদিক্ আন্ধাইর হইল চউক্ষে নাই সে দেখি ॥**

৭। কইল্জা=বুক। ৮। জিক্‌কাইর মাইরা=ভীষণ শব্দ করিয়া, চিৎকার করিয়া। ৯। রসুয়া=রসিক। ১০। কইল=কহিল।

পাঠান্তর :—* শুধা হাতে ডিঙ্গাধর আইল নিজবাড়ী।
† কান্দিয়া কন্যার মায়ে অন্ধ করছে আখি।
** চারিদিকে আন্ধাইর হইল চক্ষে নাহি দেখি ॥

পঞ্চ হাজার তঙ্কা করজ থইয়া [১১] সাধু মইরা যায়।
ধারে বরে[১২] বাইন্ধ্যাছে না দেখি উপায়॥
বাথানের মইষ যত আর জমিন বেচিয়া।*
শুইধ্যাছি অর্ধেক ধার সময় চাহিয়া॥
ছয়মাসের মধ্যে ধার দিতে নাই সে পারি।
আযাইড়্যা লইয়া যাইব ঘরবণ্ডি[১৩] বাড়ী॥
আষাইড়ার বেটা আছে বিয়া নাই ত হয়।+
এই না দেশে মাও বাপে কন্যা নাই সে দেয়॥+
ছেড়ারে করাইব বিয়া সাজুতী কন্যায়।
কন্যা পণ দিতে হইব এই ঋণের দায়॥
উরুম্বার[১৪] গুষ্ঠী সেই আযাইড়্যা মড়ল[১৫]।
কিনিতে আমার কুল হইয়াছে পাগল॥
মাইরা কাইটা এইনা কন্যা ভাসাইবাম্ জলে।†
আপনি ত ডুইব্যা মরবাম্ কলসী বাইন্ধ্যা গলে॥
ছয়মাস গুয়াইতে[১৬] সাত দিন আছে।
এয়ার[১৭] মধ্যে নাই সে জানি কপালে কি আছে॥"

শুইনা ত সগল কথা ঘটকেতে কয়।+
"না ভাবিবা তুমি মাও নাই তোমার ভয়॥+

১১। থইয়া—রাখিয়া। ১২। ধারে বরে=গ্রাম্যকথা ইহার অর্থ—বহুদেনার দায়ে। ১৩। ঘরবণ্ডি=গৃহাদি সমেত বাড়ীর জমি। ১৪। উরুম্বা=নিকৃষ্ট বংশ হীনাচার। ১৫। মড়ল—মণ্ডল। ১৬। গুয়াইতে=অতিক্রান্ত হইতে। ১৭। এয়ার মধ্যে—ইহার মধ্যে।

পাঠান্তর :—* বাথানের মইষ যত বান্ধা বন্ধক দিয়া।'—
† 'মারিয়া কাটিয়া কন্যা ভাসাইব জলে'॥

উরুন্মা না লইব কন্যা যাইব ভালা ঘরে।+
ধনীর ঘরে বিয়া হইব কাত্তিককুমার[১৮] বরে ॥+
বাড়ী ঘর বাইন্ধ্যা দিব শুইধা দিব ধার।
সাত দিন মধ্যে আইনা দিবাম্ সমাচার ॥"

(১১)

এথাতে কন্যার কথা শুন সর্বজন।
পিরীতের লাগিয়া কন্যার ঘইটাছে বিড়ম্বন ॥
বিয়া তার কথা নয় কথা সে পিরীতি।+
ডিঙ্গাধরে ছাইড়্যা বিয়া কন্যার নাই মতি ॥+
শুকাইয়া হইছে কন্যা কাষ্ঠের পরমাণ[১]।
রুক্ষ শুষ্ক হইছে কেশ শনের[২] সমান ॥
অঙ্গেতে না ধরে কন্যার অঙ্গের বসন।
ছয় মাস ছাইড়াছে কন্যা খাওন পিন্ধন ॥
কান্দিয়া কান্দিয়া কন্যার দিন চইলা যায়।+
বনে কান্দে পশুপঙ্খী ঘরে কান্দে মায় ॥+
বিয়া নাই সে হইত কন্যার তাইতে দুঃখ নাই।+
আর থানেতে[৩] হইব বিয়া কেমনে এড়াই ॥+
এক দিন দুই দিন তিন দিন গেল।
চাইর দিনের দিন তবে ঘটক আইল ॥

১৮। কাত্তিককুমার=কার্তিকের মত সুন্দর অবিবাহিত।

১। পরমাণ=প্রমাণ, মত। ২। শণের=শণপাটের। ৩। থানে=স্থানে, পাত্রে।

আষাইড়্যারে ডাইক্যা আইনা হিসাব করিয়া।*
সুদ আসল যত দিল কড়া ক্রান্তি দিয়া॥**
ধার শুইধা ছাড়াইল জমিন বাড়ী ঘর। +
বাতানের মইষ আইল বাতানের ভিতর॥ +
বিয়ার সম্বন্ধ কথা রসুয়া[৪] তুলিল।†
আর ছলে ডিঙ্গাধরের পরিচয় না দিল॥

তবে ত সাজুতী কন্যা ভাবে মনে মন।
বিয়ার দিনের আর নাই বিলম্বন॥
উরুম্বার ঘরতনে রক্ষা যে পাইয়া। +
এই ত সম্বন্ধ কন্যার মাও দিব বিয়া॥ +
ভাবিয়া চিন্তিয়া কন্যা থির কইল মনে। +
বিয়া না করিব সেই বাঁচিতে পরাণে॥ +
ঘটকে জানাইল কন্যা ছল যে করিয়া।
"এক সত্য আছে মোর শুন মন দিয়া॥
ঘর পাইলাম বাড়ী পাইলাম আর যত ধন।
পূর্ব কথা আছে মোর এক বিবরণ॥
বাপের মৈষাল ছিল থাকিত বাথানে।
কোন দেশে আছে তার না জানি সন্ধানে॥
ছয় না বচ্ছরের লাইগা লইছিল চাকুরি।
ছয় মাস খাইট্যা দিয়া হইল দেশান্তরী॥††

৪। রসুয়া—রসিক ঘটক।

পাঠান্তর :—* সুদে আর হালে গণ্যা তবে কড়াক্রান্তি করি
** আষাঢ়্যার ধার শুধ্যা বান্ধ্যা দিল বাড়ী॥
† সম্বন্ধের কথা তবে রসুয়া তুলিল।
†† '—দিয়া গেছে নিজ বাড়ী॥'

কোন দেশে বাড়ীঘর না জানি সন্ধান।
তাহারে * আনিয়া দিবা মইষের কারণ॥
আমি ত এক কন্যা মায়ের নাই সুদর[৫] ভাই। +
একলা ঘরে ফেইলা মাও কেমনে আমি যাই॥ +
মায়ে ঝিয়ে দুইজন আছি হারাদিশ[৬]।
নারী সে কেমনে পালবো বাথানের মইষ॥" †

রসুয়া এতেক শুইনা চলিল ধাইয়া।
বারতা[৭] জানাইল তবে ডিঙ্গাধরে গিয়া॥
কথা শুইনা ডিঙ্গাধর কোন কাম করে।
আপনি ঘটক সাইজা যায় কন্যার ঘরে॥
দীঘল কেশের ঝোটা †† শিরেতে বান্ধিল।
আড়াঙ্গি[৮] মাথায় দিয়া পন্থে মেলা দিল[৯]॥
কতক্ষণে উপনীত বলরামের বাড়ী।
রসুয়া ঘটকের কথা কয় দড়বড়ি[১০]॥
ডিঙ্গাধর কয় "আইলাম তোমার লাগিয়া।
পরতিজ্ঞা কইরাছ কন্যা এই কথা শুনিয়া॥
রসুয়া আমার ভাই ঘটকালি জানে।
আগেতে জানাইতে উচিত ছিল তোমার পণে॥

৫। সুদর=সহোদর। ৬। হারা দিশ=দিশে হারার মত।
৭। বারতা=সবকথা। ৮। আড়াঙ্গী=তালপাতার দণ্ডহীন ছাতা।
৯। মেলা দিল=যাত্রা করিল। ১০। দড়বড়ি=চোটেপাটে।

পাঠান্তর :—* 'তাহাদের—॥'
† 'নারী হইয়া কেমনে পালি বাথানের মহিষ॥'
†† '—জুঠী—।'

ঘর বাড়ী বাইন্ধ্যা দিলাম উচিত মত কথা।
আবাইঢ্যার ঋণ যত শুইধা দিলাম তথা॥
সম্বন্ধ কইরাছি থির বিয়ার লাগিয়া।
বিয়ার জামাই রইছে খাটেতে বসিয়া[১১]॥
কোথায় পাইবাম মৈষালরে কোন দেশে বা যাই।
কেমনে তারে আমি অখন খুইজা কোথায় পাই॥*
আইজ হইতে করবাম্ আমি মইষের রাখালি।
সম্বন্ধ করিয়া মোর রাখ্‌বা ঘটকালি॥"

†এই না বইলা ঘটক তার খুইলা ফালায় বেশ।
পইরা লইল কন্যার চিনা মইষাল বন্ধুর বেশ॥
হাতে ফলা[১২] মাথায় টুপ[১৩] কমরেতে বাঁশি।
কন্যার সম্মুখে আইসা দাণ্ডাইল হাসি॥†
তখন সাজুতী কন্যা নজর কইরা চায়।
মইষাল বন্ধুরে তার সামনে দেখা যায়॥
হাতে লয়্যা আড় বাঁশি বাঁশিতে মাইল টান[১৪]।
কতদিনে বাইজ্যা উঠ্‌ল পুরাণো বন্ধুর গান॥

* * *

১১। খাটেতে বসিয়া = অর্থাৎ প্রস্তুত হইয়া। ১২। ফলা = মহিষ তাড়ানো লাঠি। ১৩। টুপ = কৃষকদের মাথায় ব্যবহার্য বাঁশ ও পাতায় নির্মিত এক প্রকার টুপি। ১৪। মাইল টান = মারিল টান অর্থাৎ বাজাইতে আরম্ভ করিল।

পাঠান্তর :— * কিরূপে তাহারে বল খুঁজিয়া সে পাই॥
†—† দীর্ঘকেশ ছাড়ে আর ঘটকালীর বেশ।
হাতে ফলা মাথায় টুপ মইষাল বন্ধুর বেশ॥

* সভায় উঠল গণ্ডগোল রাত্রি বেশী নাই।
এক ছুলুম তামাক খাইয়া বিয়ার গীত গাই॥
ঢুল বাজে ডগর বাজে শানাই বাজে রইয়া।
ডিঙ্গাধরের সঙ্গে হইল সুন্দর কন্যার বিয়া॥ *

(১২)

চাডিগাইয়া[১] মঘুয়া[২] যায় পাঁচ ডিঙ্গা[৩] বাইয়া।
সুর্মাই নদী ছাইড়া বাইছে শিঙ্গাখালী দিয়া॥*
আরে ভালা—
লাল বৈডা[৪] নীল বইডা ঝামুর ঝুমুর করে।
বৈডার খিচুনিতে পানি তোলপাড় করে॥
† জালবায় বান্ধারে[৫] যত মাঝি জালুয়াগণ।
পুইছ[৬] করে মঘুয়া এই দেশের কিবা নাম॥ †

১। চাডিগাইয়া=চট্টগ্রামনিবাসী। ২। মঘুয়া=মঘ জাতীয় কোন বণিক। ৩। ডিঙ্গা=পণ্যবাহী বড়ো নৌকা বা জাহাজ। ৪। বৈডা=বৈঠা। ৫। বান্ধারে=মাছ ধরিবার জন্য বাঁধ। ৬। পুইছ=জিজ্ঞাসা

দ্রষ্টব্য :—*—* এই চারিটি ছত্র 'পূর্ববঙ্গগীতিকা' গ্রন্থে আছে, কোনো গায়েন বা বয়াতীব নিকটে দেখি নাই। সম্ভবত ছত্র চারিটি কবির রচনায় নাই; কোনো গায়েন আসরে পালা গাহিবার সময় নিজে রচনা করিয়া গাহিয়া ছিলেন। ইতি—সম্পাদক।

পাঠান্তর :—*'সেই ডিঙ্গা বাইয়া যায় সুর্মাই নদী দিয়া॥'
†—† 'জাল বায় বুন্ধারে মাঝি মাল্লাগণ।
পুইছ করিল এই দেশের কিবা নাম॥'

পূর্ববঙ্গগীতিকা গ্রন্থে 'বুন্ধারে' শব্দের অর্থ করা হইয়াছে—'বুন্ধা নামক ব্যক্তিকে অথবা বৃদ্ধকে।' 'বুন্ধারে' শব্দটি কোনো গায়েন বা বয়াতীর মুখে শুনি নাই। কেহ ইহার অর্থও বলিতে পারেন নাই। ইতি—সম্পাদক।

সাত বাঁক[৭] পানি বাইয়া ডিঙ্গাধরের ঘাট।
সেইনা ঘাটে বান্ধা আছে পাষাণের পাট[৮] ॥
পাটেতে সাজুতী কন্যা বইসা করে ছান।
স্বরূপ সুন্দর কন্যা পূন্নিমাসীর চান[৯] ॥
ভিজা নীলাম্বরী ফুইট্যা বাইর হয় রূপ।
ঘাটেতে বইসা কন্যা খোয়ায়[১০] পঞ্চ খুপ[১১] ॥
আইঞ্চলেতে ঘইষা তুলে পায়ের মেন্দি বাঁটা।
ঘাট আলো কইরাছে কন্যা যেমন চান্দের ছটা ॥+
সেইনা ঘাটে আইসে মঘুয়া পঞ্চ ডিঙ্গা বাইয়া।+
কন্যারে দেখিল মঘুয়া ডিঙ্গার ছাদেতে বসিয়া ॥ +
এরে[১২] দেইখ্যা মঘুয়া তবে হইল পাগল।
ভাটিগাঙ্গে থাইকা বেটা করিল নজর ॥
বেটা নজর কইরা চায়।—
কিমত সুন্দর কন্যা ঘাটে দেখা যায় ॥
পরীর সমান রূপ আউলা মাথার কেশ।
অঙ্গেতে শোভেছে কন্যার নীলাম্বরী বেশ ॥
মুখখানি দেখে কন্যার চান্দের মতন।
জলের ঘাটে বইসা কন্যা করয়ে মাঞ্জন ॥

ভিনদেশী নাইয়ারে দেইখা কন্যা কোন কাম করিল।
ঘড়ুয়া কলসী কন্যা কাঙ্খে তুইলা লইল ॥
বাড়ীর পানে যাইতে কন্যা পন্থে দিল মেলা।
পরম সুন্দর কন্যা চলিল একেলা ॥

৭। বাঁক=নদীর এক একটি বক্র গতিপথ এক একটি বাঁক ৮। পাট= সোপান। ৯। পূন্নিমাসীর চান=পূর্ণিমার চাঁদ। ১০। খোয়ায়=খসায়। ১১। পঞ্চ খুপ=পাঁচটি বেণীর খোঁপা। ১২। এরে=কন্যাকে।

জলের ঘাটেতে ডিঙ্গা কাছিবন্দী করি।
কিছুকাল রইল মঘুয়া আপনা পাসরি॥
খোজ কইরা জানিল বেটা সেইনা ডিঙ্গাধরের নারী[১৩]।+
সইন্ধ্যাবেলা যায় মঘুয়া ডিঙ্গাধরের বাড়ী॥
বইসা আছে ডিঙ্গাধর কামটঙ্গী ঘরে[১৪]।
অতিথ হইল মঘুয়া গিয়া তার পুরে॥
পুরাণা দোস্তি মঘুয়া ঝালাই কইরা[১৫] লয়।+
ছলেতে মিতালী পাইতা রজনী গোঙায়॥
বাণিজ্যির কথা কত বন্ধুরে কহিল।
বাণিজ্যি যাইবার লাইগা পরামিশ[১৬] দিল॥ +।
"আরঙ্গের দেশ[১৭] আছে উত্তর পাটনে[১৮]।
বিণিজ্যি কারণে বন্ধু চল যাইগা সেইখানে॥*
কিবা সে দেশের রীতি শুন দিয়া মন।
আমনে বদল করে সোনা মণে মণ॥
শুক্‌ন্যা মাছ কিইনা লয় সোনার ঘটি দিয়া।
জাম্বুরা[১৯] বদল করে হীরামণি দিয়া॥
পান আর সুপারী তারা না দেখে নয়নে।
ঝিনাইর[২০] মুক্তা দিয়া পাইলে তারা কিনে॥

১৩। নারী=স্ত্রী। ১৪। কামটঙ্গী ঘর=সুউচ্চ বিলাস ভবন। ১৫। ঝালাই কইরা=যাহা কিছু ভুল হইয়াছিল তাহা স্মরণ করাইয়া সুদৃঢ় করিয়া। ১৬। পরামিশ=পরামর্শ। ১৭। আরঙ্গের দেশ=যে দেশে বহুমেলা হয়। আরঙ্গ অর্থে মেলা। ১৮। উত্তর পাটন=সম্ভবত বর্তমান বগুড়া ও রংপুর জেলা। ১৯। জাম্বুরা=বাতাপী লেবু। ২০। ঝিনাই =ঝিনুক।

পাঠান্তর :—* 'বাণিজ্যি কারণে বন্ধু যাই সেইখানে॥'

কলা নারিকেল আদি মিষ্ট দ্রব্য যত।
সোনার পাতে কিইন্যা লয় মনে ধরে যত ॥
দরিয়ার পানিতে যত আছে হিরামণি।
জালেতে ঠেকাইয়া রাখে না বাছি না গুণি ॥
মর্দনাতে রান্ধে বাড়ে জনানা[২১] বায় হাল। +
হাট বাজার আরঙ্গে নারী ফিরে পালে পাল ॥ +
সেইনা দেশে যাইবাম্ বন্ধু বাণিজ্যি কারণে। +
তোমারে লইয়া যাইবাম না ভাবিবা মনে ॥ +
বাপে ত কামাইয়া[২২] আনলে নাতীয়ে বইসা খায়।
এক পুরুষে কামাইলে তিন পুরুষ যায় ॥
আগে ত যাইবাম্ বন্ধু চাডিগায়ের বাড়ী। +
সঙ্গে ত লইয়া যাইবা তোমার ঘরের নারী ॥ +
আমার যে বইন আছে মইনা তার নাম। +
তোমার নারী রাখ্‌ব মইনা করিয়া যতন ॥ +
একেলা ঘরের নারী রাখন না যায়। +
আমার বাড়ী রাখ্‌বা বন্ধু সগল আমার দায়[২৩] ॥" +

বন্ধুরে লাগাইয়া ঠাস্‌কি[২৪] মঘুয়া কোন কাম করিল।
বন্ধু আর বন্ধুর নারী লইয়া দেশেতে চলিল ॥

(১৩)

চাডিগায়ে গিয়া মঘুয়া ডিঙ্গা সাজাইল। +
ডিঙ্গাধরের দুই ডিঙ্গা ঘাটেত বান্ধিল ॥ +

২১। জনানা=জেনানা। ২২। কামাইয়া=উপার্জন করিয়া।
২৩। দায়=দায়িত্ব। ২৪। ঠাসকি=ধোঁকা।

বাণিজ্যি যাইবার লাইগা ভালা দিন সে দেখিল।+
ঘরে আছিল বইন মইনা তার কাছে গেল॥
"শুন শুন বইন ময়না কইয়া বুঝাই তরে।
বাণিজ্যেতে যাইবাম্ আমি উত্তর ময়ালে[১]॥
চন্দ্রমুখী কন্যা ঘরে তাহারে দেখিবা।
শাড়ীর আইঞ্চলে তারে ঢাইক্যা রাখিবা॥
চান্দ সূরুজ নাই সে দেখে না দেখে দুশ্‌মনে।
এম্‌নি কইরা ছাপাইয়া[২] রাখ্‌বা রাইত দিনে॥
দেশেতে ফির্‌বাম্ আমি ছয় মাস পরে।
দেশে আইসা বিয়া তরে দিবাম্ ভালা বরে॥
সোনায় গড়ায়্যা দিবাম গলাত্ হাছুলি।
উত্তম দেইখ্যা কিইন্যা দিবাম শাড়ী গঙ্গাজলি॥
নাকের নথ দিবাম্ তরে পায় গোল-খাড়ুয়া।
হাতেতে দিবাম্ তরে সোনার বাজুয়া॥"
মইনারে দেখায়্যা লোভ মঘুয়া কোন কাম করিল।
বন্ধুরে লইয়া ডিঙ্গা * জলে ভাসাইল॥
ষুলো[৩] দাঁড়ে মঘুয়ার ডিঙ্গা * বায় বাইছাগণে[৪]।
তের দাঁড়ে মইষালের ডিঙ্গা * চলে পাছ-বাড়ানে[৫]॥
উত্তর ময়ালে আছে গারো-কোকীর দেশ।
মানুষ ধইরা খায় তারা রাইক্ষসের বেশ॥
সেইনা দেশে যে জন যায় না আইসে ফিরিয়া।
বন্ধুরে পাঠাইব মঘুয়া ছলনা করিয়া॥

১। ময়ালে=মহলে, দেশে। ২। ছাপাইয়া=লুকাইয়া। ৩। ষুলো ষোল। ৪। বাইছাগণে=ডিঙ্গার বাহকগণে। ৫। পাছবাড়ানে=পিছনে।

পাঠান্তর :—* '—পানসি—'॥

ডিঙ্গাধরের পান্‌সি-ডিঙ্গা[৬] উজান বাইয়া যায়।+
আগে আগে মঘুয়ার পান্‌সি পন্থ সে দেখায়॥+
তের বাঁক পানি বাইয়া পান্‌সি পাইড়াতে[৭] পড়ে।
দুই নালে[৮] দুই দিগে উজান পানি ধরে॥
এক নালে কালাপানি ঢেউয়ে খরশাণ[৯]।
আর নালে দুধপানি[১০] বইছে উজান॥+
যেই নালে কালাপানি সেই নাল দেখাইয়া।+
ডিঙ্গাধরে মঘুয়া বন্ধু কয় বুঝাইয়া॥+
"এই নালে যাও বন্ধু ধরিয়া উজান।
বিশ বাঁক পানি যাইবা গুণে দিয়া টান॥+
এই নালে গিয়া পাইবা কামুনীর দেশ[১১]।
ধনরত্নের সীমা নাই নাই আদি শেষ॥
জনানা আইব সব বেচিতে কিনিতে।+
ঢাকি[১২] ভইরা সোনা আন্‌ব সদায়[১৩] করিতে॥+
দেখিতে সুন্দর তারা আশ্‌মানের হুরী।+
বিয়ার লাইগা তারা করে ধরাধরি॥+
এই নালে আমি যাইবাম্‌ ভারুই ময়ালে।
ছয় মাসের আড়ি[১৪] রইল আসিবার কালে॥

৬। পান্‌সি-ডিঙ্গা=যে ডিঙ্গায় সওদাগর থাকেন। ৭। পাইড়া=একাধিক নদীর একত্রমিলন স্থল। ৮। নাল=নালা, স্রোত। ৯। খরশাণ=তীব্র স্রোত। ১০। দুধপানি=সাদাজল। ১১। কামুনীর দেশ=সম্ভবত কামরূপ। ১২। ঢাকি=বেতের ঝুড়ি। ১৩। সদায়=কেনাকাটা। ১৪। আড়ি=নির্দিষ্টকাল।

আগে যদি আইস * তুমি কইয়া দেই তোমারে।
নালার মুখে বাইন্ধ্যা ডিঙ্গা বার চাইও মোরে[১৫] ॥†
আগে যদি আমি আই[১৬] পাইবা এইখানে।
মিইলা মিশ্যা দেশেতে যাইবাম্ দুইজনে ॥"

এইনা বইলা দুর্জন্যা[১৭] মঘুয়া কোন কাম করে। +
মারিবারে পরামিশ দিল বন্ধু ডিঙ্গাধরে ॥ +
এতেক দুর্গতি দেখ দৈবে ঘটাইল।
দুইজনে দুই নালা ধরিয়া চলিল ॥
শিবের জটা পিঙ্গল মেঘা আশমানেতে খেলে।
কুন্দিয়া[১৮] তোফান[১৯] আইসে দরিয়ার জলে ॥
পাড়পর্‌বত্ ভাইঙ্গ্যা ঢেউ ফল্‌কিয়া[২০] উঠিল।
কে জানে দুশ্‌মন মঘুয়া কইবা ভাইসা গেল ॥

গুণ টাইনা দশ বাঁক যাইয়া ডিঙ্গাধরের নাও। +
আর নাইত চলে ডিঙ্গা মাল্লার কান্ধে হইল ঘাও[২০] ॥ +
তের দাঁড়ীয়ে[২১] ডাক দিয়া কইল মইষালেরে।
"উজান ধরিতে দায় চল যাই ঘরে ॥
কাড়াল[২২] ভাঙ্গিয়া যায় পালের ছিড়ে দড়ি।
সাম্‌লায়্যা[২৩] রাখ্‌তে নাও আর নাইত পারি ॥"

১৫। বার চাইও মোরে=লক্ষ্য রাখিও আমার আগমন পথে। ১৬। আই=আসি। দুর্জন্যা=অতি দুর্জন। ১৮। কুদিয়া=গর্জন করিয়া। ১৯। তোফান=তুফান। ২০। ফল্‌কিয়া=লাফাইয়া, উত্তাল হইয়া। ২০। ঘাও=ক্ষত। ২১। দাঁড়িয়ে=দাঁড়ি মাল্লাগণ। ২২। কাড়াল=বড়ো হাল চালনার দণ্ড। ২৩। সামলায়্যা=সামাল করিয়া।

পাঠান্তর :— * '—আইও—'।
† 'নালার মুখে বাইন্ধ পানসী বার চাইও মোরে ॥'

তের বাইছার ডাক[২৪] মাইন্যা মইষাল কোন কাম করিল।
ছাড়িয়া বাণিজ্যির আশা দেশেতে চলিল॥
উজাইতে ছয় মাস ভাটিয়ালে তের দিনে।
পাইড়াতে বান্ধিল ডিঙ্গা মঘুয়ার কারণে॥+
একদিন দুইদিন কইরা মাস চইলা যায়।+
না দেখে মঘুয়ার নাও না আছে উপায়॥+
ডিঙ্গাধরের মাঝিমাল্লা পরামিশ দিল।+
ডিঙ্গা থুইলা মইষাল চাড়িগাঁও চলিল॥+
চাড়িগাঁয় আইল মৈষাল আর তিন দিনে।+
মঘুয়ার বাড়ীতে যায় কন্যার কারণে॥

তুফানে পড়িয়া মঘুয়ার নাও হইছে তল।
কোথায় গেল ডুইব্যা মঘুয়া বড়ো গাঙ্গের জল॥+
দেশে আইসা কয় কথা মাঝিমাল্লাগণ।+
দেশেতে রইট্যাছে কথা শুনে সর্বজন॥
এক বচ্ছর দুই বচ্ছর তিন বচ্ছর যায়।
মঘুয়ার লাইগা মইষাল পন্থ পানে চায়॥
বাঁচিয়া থাকিলে মঘুয়া আইত ফিরিয়া।
সাত পাঁচ ভাইবা মইষাল মইনারে করে বিয়া॥

(১৪)

আরে ভালা তিন বচ্ছর গত হইয়া চাইর বচ্ছর যায়।
চাইর বচ্ছর গত হইল পাঁচ বচ্ছর যায়॥
ছয় না বচ্ছরে মঘুয়া আইল নিজ বাড়ী।
শুক্না কাষ্ঠের লাক্ড়ি যেমন মুখে পাক্না[১] দাড়ি॥

২৪। ডাক—অনুরোধ। ১। পাক্না=কাঁচায় পাকায় মিশ্র।

বাড়ীতে * অবস্থা দেইখা মঘুয়া কোর্‌ধে জ্বলে।
ঘির্‌তের ছিড়া[২] পড়ে যেমন জ্বলন্ত অনলে॥
পাড়াপড়শীগণে মঘুয়া ডাইক্যা আনিল।
পাড়াপড়শী জানে মঘুয়া জলে ডুইবা মইল[৩]॥
কাঞ্চা চুল পাইকা গেছে কেউ আইসে দেখিতে।
ভূত বইলা মঘুয়ারে কেউ চায় খেদাইতে॥†
কেউ বলে রাখ্ রাখ্ কেউ বলে ধর।
সময় পাইয়া কেউ মারে চড়-চাপড়॥
নাকাল হইয়া মঘুয়া কোন কাম করে।
হাজির হইল গিয়া কাঙ্গুরাজার গোচরে। + } **
নালিস করিল মঘুয়া কাঙ্গু রাজার কাছে।
"তোমার দরবারে †† আমার এক নিবেদন আছে॥
শুন শুন রাজা আরে শুন দিয়া মন।
আগে ত হইয়া বন্ধু পরে হইল দুশ্‌মন॥
ঘর বাড়ী থইয়া[৪] যাই বাণিজ্যি কারণে।
বিয়া কইরা ঘরের নারী লইয়াছে দুশ্‌মনে॥
মইনা বইনেরে আমার কইরাছে সে বিয়া।
ঘর গিরস্থি করে দুশমন দুই নারী লইয়া॥

২। ঘিরতের ছিড়া=ঘৃতের ছিটা। ৩। মইল=মরিল। ৪। থইয়া=থুইয়া। ৫। ভরমিয়া=ভ্রমণ করিয়া।

পাঠান্তর :—* 'এতেক—।'
† 'ভূত বলিয়া কেউ চায় খেদাইতে।'
** 'নাকাল হইয়া যায় মঘুয়া কাঙ্গু রাজার কাছে।'
†† '—কাছে—'

উত্তুরীয়া নারী তার পরম সুন্দরী।+
জম্মিয়া ভর্‌মিয়া[৫] নাই সে দেখি এমন সুন্দর নারী ॥+
সোনার মত বরণ কন্যার চান্দের মত মুখ।+
সেই না কন্যা দেখ্‌লে রাজা পাইবা বড়ো সুখ ॥+
আমার বাড়ী হইতে দুশ্‌মন আমারে দিল খেদাড়িয়া।
আইলাম তোমার কাছে আমি বিচারের লাগিয়া ॥"

চাড়িগাইয়া কাঙ্গুরাজা শুন দিয়া মন।
বড়ই অধর্ম্মী রাজা রাজ্যের দুশমন ॥
সাত-শত সুন্দর নারী আছে তার ঘরে।
সুন্দর নারী পাইলে রাজা আরও বিয়া করে ॥
কাঙ্গুরাজার বিচার কথা শুন সভাজন।
মনে ভাবে* সুন্দর নারী দেখিতে কেমন ॥
শূলের হুকুম হইল মইষালের উপরে।
আরদালি পেদালি[৬] গেল তিনে[৭] আনিবারে ॥†

(১৫)

রাইত হইল অইন্ধকার আশমানে নাই তারা।+
পাইকে বেইড়্যাছে[১] বাড়ী চৌদিকে পহরা ॥+

৬। আরদালি পেদালী=সৈন্য সামন্ত। ৭। তিনে=তিনজনকে।
১। বেইড়াছে=ঘিরিয়া ফেলিয়াছে।

পাঠান্তর :—* '—না জানি—'
† 'আরদালী পেদালী দুই ত্বরিত পাঠাইয়া।
মইনার সহিতে আনে কন্যারে ধরিয়া ॥'

বিপদ গণিয়া মইনা কান্দিতে লাগিল।+
গর্ভসুদর ভাই এমন দুশমন হইল ॥*
ধরা দিল মইনা সেই উপায় না দেখি।+
মইনার কান্দনে কান্দে বনের পশু পক্ষী ॥

এমন কালে সাজুতী কন্যা কোন কাম করে।+
সুয়ামীরে ডাইকা আনল আপন গোচরে ॥+
এক পুত্র আছিল সেই সাজুতীর কুলে[২] ॥+
সোয়ামীরে পুত্র দিয়া কন্যা তারে বলে ॥+
"তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে বন্ধু, এই না শেষ দেখা।+
ঘাটে রইছে ডিঙ্গি নাও তুমি যাইবা একা ॥+
চাকরের বেশ ধইরা বন্ধু, পুত্র লয়্যা যাও।+
না ভাবিবা আমার কথা পুত্ররে বাঁচাও ॥+
তুমি যদি বাঁচো রে বন্ধু, আমার পুত্র যদি বাঁচে।+
বংশের বাতি থাইকা যাইব সব থাইক্‌ব পাছে ॥+
পরভাত হইয়া আইসে রে বন্ধু, আর না কর দেরী।+
নায়ে উইঠ্যা পলাও রে বন্ধু, তোমার দুই পায়ে ধরি ॥+
আমার কথা শুন রে বন্ধু আমার মাথা খাও। +
আমারে ছাইড়া বন্ধু, তুমি দেশে চইলা যাও ॥"+

আশমানে মিলায় রে তারা
পূবে সূরুজের ছটা।+
ডিঙ্গাধব ভাসায় রে নাও
হাতে লয়্যা বইডা[৩] ॥+

২। কুলে=কোলে। ৩। বইডা=বৈঠা।

পাঠান্তর :—* 'ভাই হইয়া দুষমণ হইল···(অসমাপ্ত)।'

চাকর দেইখ্যা রাজার পাইক
কিছু না কইল ।+
পুত্র লয়্যা মইষাল বন্ধু
দেশেতে চলিল ॥+
যেই না কালে ডিঙ্গাধর
ঘাটের নাও ছাইড়া যায় ।+
সেই না কালে কাষ্ঠের বাড়ীত্[৪]
কন্যা আগুন ধরায় ॥+
জ্বইল্যা উঠিল আগুন
কাষ্ঠের তেমওল্লা[৫] বাড়ী ।+
উইঠা যায় সুন্দর কন্যা
দোমওল্লা উপরি ॥+
আরে দোমওল্লায় উইঠা কন্যা
নদীর পানে চায় ।+
মইষাল বন্ধুর নাও কন্যা
দূরে দেখতে পায় ॥+
কাষ্ঠের বাড়ী কাষ্ঠের ঘর
আগুন জ্বলে ভালা ।+
দোমওল্লা ছাইড়া কন্যা
উঠে তেমওলা ॥+
ভালা বাতাস পায়্যা মইষাল
পাল তুইলা দিল ।+
তেমওলায় থাইকা কন্যা
চাইয়া রইল ॥+

৪। বাড়ীত্ = বাড়ীতে। ৫। তেমওল্লা = তেমহল্লা, ত্রিতল।

চউক্ষে নাই রে জল, কন্যার
মুখে নাই ভয় ভাব।+
মিরত্তিকার পরতিমা[৬] যেমন
পরাণের অভাব॥+
পাল পাইয়া ডিঙ্গি নাও
করে পঙ্খী উড়া[৭]।+
আগুনে বেড়িল কন্যা
তেমওল্লায় খাড়া[৮]॥

সমাপ্ত

৬। পরতিমা=প্রতিমা। ৭। পঙ্খী উড়া=পাখীর মত উড়িয়া চলিল।
৮। খাড়া=দণ্ডায়মান।

প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা

চতুর্থ খণ্ড

শান্তি কন্যার হাঁহিলা

অজ্ঞাতনামা কবি বিরচিত

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক

শান্তি কন্যার হাঁহলা পালার

ভূমিকা

'শান্তি কন্যার হাঁহলা' পালার ছত্র সংখ্যা ১৪৬, ইহার মধ্যে ১১৮টি ছত্র মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন ডিঃ লিট্ মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন। সেন মহাশয়ের সংগ্রহ ১১৮টি ছত্রের মধ্যে ২৫টি ছত্রের সঙ্গে এই সম্পাদনার তাৎপর্যে পার্থক্য ঘটায় সেন মহাশয়ের পাঠ তৎতৎস্থলেই পাদটীকায় প্রদত্ত হইল। শব্দের অগ্রপশ্চাৎ ঘটিত পাঠান্তর উল্লেখ করা হইল না। নূতন সংগ্রহ বুঝাইতে '+' চিহ্ন দেওয়া হইল।

'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা' প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় আমি উল্লেখ করিয়াছি, পূর্ববঙ্গের নিজস্ব পল্লীগীতের সুর 'ভাটিয়ালী', 'মুড়াই', 'সাইগরী' প্রভৃতি প্রায়ই নারীকণ্ঠে সম্ভব হয় না, সেইজন্য পূর্ববঙ্গে মহিলারা 'ভাওইয়া' ও 'হাঁহলা বা হাঁওলা' সুরের গান গাহিয়া থাকেন। বিবাহাদি উৎসবে 'হাঁওলা গান' গাহিবার প্রথা সুপ্রাচীন কাল হইতে পূর্ববঙ্গে প্রচলিত। এই কারণে কোনো করুণরসাত্মক ঘটনা অবলম্বন করিয়া হাঁওলা রচিত হয় না। এককালে পূর্ববঙ্গে বহু হাঁওলা প্রচলিত ছিল। সেগুলির প্রায় সবই ব্রজের রাধা-কৃষ্ণের মিলন লীলা, রুক্মিণী হরণ, রাম সীতার বিবাহ, হর-পার্বতীর বিবাহ প্রভৃতি পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত। চল্লিশবৎসর অনুসন্ধান করিয়াও 'শান্তি কন্যার হাঁওলা'র মত আমাদের সাধারণ ঘরের কথা লইয়া পূর্ণাঙ্গ হাঁওলা আমি আর একটিও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। 'নীলা' নাম দিয়া যে পালাটি সেন মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন উহা 'জয়ধর বানিয়া নারে দশরথের বাপ' (?) নামক

কোনো কবি নিজের রচনা বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করিলেও উহার অধিকাংশ রচনা 'শান্তি কন্যার হাঁওলা' হইতে গ্রহণ করিয়া ছন্দ-বিকৃতি ঘটাইয়াছেন। ফলে 'নীলার গান' হাঁওলা সুরে গাওয়া যায় না। সেন মহাশয় সম্পাদিত শান্তি পালার বহু ছত্রেও এই অসুবিধা আছে।

শান্তি কন্যার হাঁওলা রচয়িতার নাম পাওয়া যায় না। এই হাঁওলাটি বোধ হয় খুবই প্রাচীন। তাহার কারণ, পূর্ববঙ্গের উত্তরে মৈমনসিংহ জেলার গারো পাহাড় হইতে চট্টগ্রাম জেলার কক্স্-বাজার পর্যন্ত বাঙ্গালী সমাজের মহিলারা প্রাক্স্বাধীন যুগে হাঁওলাটির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, ফলে আঞ্চলিক উচ্চারণ ভঙ্গী ও সুর-বৈশিষ্ট্যের অনুকূলে গানের ছত্রে শব্দসজ্জা পরিবর্তন করা হইয়াছে, এবং কালপ্রভাবে অনেকগুলি প্রচলিত মুসলমানী শব্দ গানের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এই হাঁওলা গানটি যে প্রাক্মুসলিম যুগের রচনা তাহার আর একটি কারণ, অপরিচিত তরুণ নায়কের সঙ্গে বিবাহিতা সুন্দরী ষোড়শী নায়িকার নিজের সাধ্বীধর্ম ও মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এই প্রকার রসিকতাপূর্ণ কৌতুকালাপ বাংলা সাহিত্যে আর সম্ভব হয় নাই। এই পালার ভূমিকায় মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"** পালাটির বৈশিষ্ট্য, ক্ষুদ্রায়তনের মধ্যে কবির ভাব প্রকাশের অদ্ভুত ক্ষমতা ; সংক্ষিপ্ত কথোপকথনের আকারে কবি অতি কৌশলে বর্ণনার বিষয়ের সঙ্কেত করিয়াছেন। অতি শৈশবেই শান্তির যখন বিবাহ হয়, তখন স্বামীকে চিনিয়া লইবার ক্ষমতা তাহার হয় নাই, অতি অস্পষ্ট একটি স্মৃতি-মাত্র তাহার মনে রহিয়া গিয়াছিল। বহু বৎসরের অদর্শনের পর স্বামী তাহাকে ছলনার দ্বারা পরীক্ষা করিতে আসিয়াছেন। শান্তি তখন যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে।।

কিন্তু ছলনাকারী যে শান্তির স্বামী, কবি কোথাও একথা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। বলিলে হয় ত পালার সৌন্দর্যহানি হইত। শান্তিরও চরিত্রমাহাত্ম্য এরূপ উজ্জ্বল হইয়া উঠিত না। ছলনাশীল তরুণ যুবক ও রঙ্গপ্রিয় সাধ্বীর কথোপকথনের মধ্য দিয়া একদিকে যেমন শান্তির অটল চরিত্রমহিমা ও দৃপ্ততেজ প্রতিফলিত হইয়া উঠিয়াছে, অপরদিকে তেমনি তাহার নারীজনোচিত কমনীয় চরিত্র-মাধুর্য এবং রহস্যপ্রিয়তা প্রকাশ পাইয়াছে। যে ব্যক্তি শান্তিকে প্রলুব্ধ করিতে আসিয়াছিল, শান্তি তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াও একটা হাস্যোজ্জ্বল কৌতুকপ্রিয়তার দ্বারা তাহার বিফলতার কষ্ট ততটা বুঝিতে দেয় নাই। অন্যান্য সাধ্বী রমণীরা বঙ্গসাহিত্যে কখনই প্রলোভনকারীদের সঙ্গে রঙ্গরসের অবতারণা করেন নাই। এই পরিহাস অনাবিল ও পবিত্র, ইহা নির্মল ঝরনার জলের মত হৃদয়ের অতিমাত্র প্রফুল্লতার পরিচয় দিতেছে। অথচ তদ্দারা চরিত্র-মাহাত্ম্য অনুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয় নাই **।"

যে প্রকার সামাজিক ও মানসিক পরিবেশ থাকিলে এই প্রকার সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হয়, তাহা খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী হইতে এপর্যন্ত বাংলাদেশে আর দেখা দেয় নাই।

পূর্ববঙ্গে উপন্যাসাকারেও শান্তির কাহিনীর বহুল প্রচার ছিল। আমি এই হাঁওলাটি ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বিক্রমপুরের অন্তর্গত কণকসার গ্রামে 'কবিরাজ বাড়ী' হইতে লিখিয়া লইয়াছিলাম। হাঁওলাটি আমি বহু স্থানে শুনিয়াছি।

নবদ্বীপ
আগমেশ্বরীপাড়া রোড
আষাঢ় ১৩৫৪

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক

শান্তি কন্যার হাঁহলা

নায়িকা 'শান্তি', গুণধর বণিকের কন্যা। নায়ক 'সুন্দর', সদাগর বণিকের পুত্র। বাল্যকালে দু'জনের বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের অল্পদিন পরেই সদাগর সাগরপারের বাণিজ্যে পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। বেশ কয়েক বছর সদাগর পুত্র দেশে ফিরতে পারেন নি। যখন ফিরে এলেন, তখন উভয়েই যৌবনে পদার্পণ করেছেন।

দেশে ফিরে এসে সদাগর পুত্র সুন্দর শ্বশুরবাড়ী গেলেন না, বা আগমন সংবাদও জানালেন না, যুবতী স্ত্রী শান্তিকে পরীক্ষা করার জন্য এক বৎসর আত্মগোপন করে থাকলেন।

বাড়ীর নিকটে বড়ো পুষ্করিণী। শান্তি অনেক সময় একাই যায় পুষ্করিণীর ঘাটে স্নান করতে, বা জল আনতে। এই সুযোগে মাসে একবার সুন্দর ঘাটে এসে শান্তির সঙ্গে কথা বলেন। শান্তি কিন্তু সুন্দরকে চিনতে পারে না। সুন্দর তাঁর মনের আকুলতা জানান, শান্তি তার উত্তর দেয়।— তাঁদের প্রথম দেখা হল কার্তিক মাসে।

"একে তো কাত্তিক মাসে শান্তি,
হারে শান্তি, আমন ধানে ক্ষীর[১]।
শান্তি নারীর যইবন দেইখ্যা
আমার পরাণ হইছে অস্থির ॥"

"থির কর থির কর পরাণ রে
হারে তুমি শান্ত কর মন।
কাইল বিয়ালে[২] এই না ঘাটে
তোমারে দিব দরশন ॥

১। আমন ধানে ক্ষীর—আমন ধানে দুধের মত শাঁস হয়, তাহাকে ধানের ক্ষীর বলে। ২। বিয়ালে=বৈকালে।

ওঝা না হই জ্ঞিয়ানী[৩] না হই

হারে, আমি হইলাম গুনো বাইন্যার[৪] ঝি।

তোমার ধরের মদ্দি[৫] হইচে ব্যারাম

তার আমি করব কি ॥"

"জল ভর জল ভর শান্তি,

হারে শান্তি, জল ভরলো তুমি।

এই না ঘাটে যে ভর জল

ও তার চৌকিদার হইলাম আমি ॥"

"ধর্ম্মীত্[৬] রাজা কাইটাছেন দিঘী

হারে দিঘীত্[৭] শানে বান্ধা ঘাট।

শান্তি নারী ভইর্ব জল

ও তার কিসের চৌকিদার ॥"

"একমাস ভাড়াইলা লো শান্তি,

হারে শান্তি, আমার না পুরিল আশ্।

লব লঙ্ ছুরত্[৮] লয়্যা

আইজ আইল আগণ মাস ॥

এহিত আগণ মাসে লো শান্তি,

হারে শান্তি, উইঠাছে দুতীয়ার চান্[৯]।

দেখা দিয়া রাখো লো শান্তি,

এইনা বৈদেশীর[১০] পরাণ ॥"

৩। জ্ঞিয়ানী=শাস্ত্রজ্ঞানী কবিরাজ। ৪। গুণো বাইন্যা=গুণধর বেণের ডাক নাম। ৫। ধরের মদ্দি=দেহের মধ্যে। ৬। ধর্ম্মীত্= ধার্মিক। ৭। দিঘীত্=দিঘীতে। ৮। লব লঙ্ ছুরত্=নব রঙের সৌন্দর্য। ৯। দুতীয়ার চান্=শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়া তিথিরচাঁদ। ১০। বৈদেশীর=নবাগত অপরিচিতের।

"শাশুড়ীর সুহাইগ্যা[১১] শান্তি আমি
হারে আমি সোয়ামীর পরাণ।
বৈদেশীরে * দেখি আমি
বাপ ভাইয়ের সমান॥
ঘরে ফিইরা যাও রে সাধু[১২],
হারে সাধু ঘরে ফিইরা যাও।+
নয়া নবীল[১৩] বউ ঘরে আইনা
তুমি সুখে কাল কাটাও॥"+

"এহ[১৪] মাস ভাড়াইলা লো শান্তি,
হারে শান্তি, আমার না পুরিল আশ।
লব লঙ্ ছুরত্ ধইরা
কেমন আইল পোষ মাস॥
এহি ত পোষ মাস লো শান্তি,
হারে শান্তি, পোষা আন্ধিয়ারী[১৫]॥†
আইজ নিশি পরভাতের কালে
তোমার বাসরে[১৬] হইব চুরি॥" **

"থাক্ থাক্ রে সাধুর বেটা,
হারে সাধু, আর না কইবা কথা।+

১১। সুহাইগ্যা=সোহাগের, আদরের। ১২। সাধু=বণিক সদাগর। ১৩। নয়া নবীল=নূতন নবীন যুবতী। এহ=এই। ১৫। আন্ধিয়ারী =কুয়াশায় ঘোর অন্ধকার। ১৬। বাসরে=শুইবার ঘরে।

পাঠান্তর :—* ভিন্ন দেশের সাধু—।'।
† এহিত পূষ না হারে মাসে শান্তি পুষ অন্ধকারি।
** আজ রিশী প্রভাতের কালে তোমার বাসর করব চুরি॥

পরের নারী দেইখা তোমার
খারাপ হইছে রে মাথা ॥+
ঘরে ত জ্বালায়া রাখব
আমি সয়স্রেক[১৭] বাত্তি।
দোয়ারে ত বাইন্ধ্যা রাখব
আমার হাত্তি গজমোতি[১৮] ॥"*

"থাবায়ে[১৯] নিবাব লো শান্তি,
হারে শান্তি, তোমার সয়স্রেক বাত্তি।
দোয়ারে পাছড়ায়া[২০] মাইর্‌ব
তোমার হাত্তি গজমোতি ॥"

"পরণ বেশ পাটের শাড়ী
হারে সাধু, আমি কাঙ্কালে[২১] জড়াব ।†
খড়্‌গ হস্তে লয়্যা রে সাধু,
আমি আন্ধাইরা নিশি যে পুয়াব ॥ **
আন্ধাইরা নিশির কালে যদি
আমি চোরের লাগাল পাই।

১৭। সয়স্রেক=একসহস্র। ১৮। হাত্তি গজমোতি=গজমোতী নামক হাতী। ১৯। থাবায়া=হাতের থাবা দিয়া। ২০। পাছড়ায়া=ঠাসিয়া ধরিয়া। (সেন মহাশয়ের মতে—আছাড় মারিয়া)। ২১। কাঙ্কালে =কটিতটে, কোমরে।

পাঠান্তর :— * দরজায় বাঁধিয়া রাখপ তোমার হস্তী গজমতী ॥
† পরণ বেশ পাটের হারে শাড়ী আমি কঙ্কণে জড়াব।
** খড়্গহস্তে লয়্যা আমি আজ এও রিশী পোহাব ॥

চোরের শির কাইট্যা রে আমি
চণ্ডী দেবীরে বুঝাই[২২] ॥" *

"এহ মাস গেলো লো শান্তি,
হারে শান্তি, আমার না পুরিল আশ।
লব লঙ্‌ ছুরত্‌ লয়্যা লো শান্তি,
দেখ আইল মাঘ মাস ॥
এহি ত না মাঘ মাসে শান্তি
তুমি কাপড় পইরাছ খাটো[২৩] ॥
আমি আইন্যাছি পান-সুপারি
শান্তি, আইঞ্চল পাইত্যা রাখো ॥

"আইন্যা থাকো পান সুপারি
আমি উয়্যা[২৪] নাইত চাই।
তোমার ঘরে থাকে † জ্যেষ্ঠ বইন
তুমি দেওগা তানার[২৫] ঠাই ॥"

"কি বোল বলিলা শান্তি,
হারে শান্তি, আমার অন্তরে দিলা কালি।
জ্যেষ্ঠ বইন বইলা লো তুমি
আইজ আমারে দিলা গালি ॥"

২২। বুঝাই=প্রদান করিব। ২৩। খাটো=প্রয়োজন অপেক্ষা ছোটো
২৪। উয়্যা=উহা। ২৫। তানার=তাঁহার।

পাঠান্তর :—* কাটিয়া তাহার ছেররে আমি দেবীকে বুঝাই ॥
† তোমার ঘরে আছে—' ॥

"গাইল নয় গাইল নয় রে সাধু
দিলাম তোমার আকেল চেতাইয়া[২৬] ।+
আর না কইর এমুন কাম
ঘাটে পরের নারী চাইয়া[২৭] ॥"+

"এহ মাস ভাড়াইলা লো শান্তি,
হারে শান্তি, আমার না পুরিল আশ ।
লব লঙ্ ছুরত লয়্যা লো শান্তি,
আইজ আইল ফাগুন মাস ॥
এহিত ফাগুন মাসে লো শান্তি
দীঘ্যাল[২৮] থাকে নিশি ।*
তোমার বাড়ীত্ অতিথ্ গেলি[২৯]
তারে দিবার উচিত্ কি ?"

"খাট দিব পালঙ্ক দিব
আর দিব শিয়রের বালিশ ।
রেতের মশইর[৩০] দিব
আমার মাও বাপের আশীষ ॥+
চাইল দিব ডাইল দিব
তুমি রসুই কইরা খাইও ।
লেপ দিব নেওয়ালী[৩১] দিব
তুমি সুখে নিদ্রা যাইও ॥

২৬। আক্কেলে চেতাইয়া=কাণ্ডজ্ঞান উদয় করাইয়া। ২৭। চাইয়া=দেখিয়া। ২৮। দীঘ্যাল—দীর্ঘ। ২৯। গেলি=গেলে। ৩০। মশইর=মশারী। ৩১। নেওয়ালী=তোষক।

পাঠান্তর :— * দিঘ্যান বড় রিশি।

এই কয়েক চিজ[৩২] পইলে পরবাসী
খুশী হওন উচিত।
এয়ার বেশী যার লাইগ্‌ব সেইত
না হইব অতিথ্‌॥"+

"এহ মাস ভাড়াইলা লো শান্তি,
হারে শান্তি, আমার না পুরিল আশ।
লব লঙ্‌ ছুরত ধইরা লো শান্তি
আইল চৈত্তর মাস॥
এহিত চৈত্তর মাসে লো শান্তি,
খরার বড় তাও[৩৩]।
শান্তি নারীর যইবন দেইখ্যা
আমার পুড়্‌ছে সব্ব গাও[৩৪]॥"

"মাও তোমার দোচারিণী
বাপ তোমার হিজা[৩৫]।
পরের নারীর পিছুন লাইগ্যা
তোমার কপালে ঘট্‌ব সাজা॥+
শুন শুন ওরে সাধু,
একটুক্‌খানি রইয়া[৩৬]।+
শীতল নদীত্‌ দেওগা ঝাঁপ[৩৭]
পরাণ যাইব ঠাণ্ডা হইয়া॥"*

৩২। চিজ=বস্তু, দ্রব্য। ৩৩। তাও=তাপ। ৩৪। সব্বগাও=সর্বগাত্র। ৩৫। হিজা=নপুংসক। ৩৬। রইয়া=স্থির হইয়া। ৩৭। শীতল নদীত্‌ দেওগা ঝাঁপ—অর্থাৎ ঘরের গিয়া বিবাহ কর।

পাঠান্তর :—* দরিয়াতে দাও ঝাপরে শরীর যাক ঠাণ্ডা হৈয়া॥

"এহ মাস ভাড়াইলা লো শান্তি
হারে শান্তি, আমার না পুরিল আশ।
লব লঙ্ ছুরত্ লয়্যা লো শান্তি,
আইল বইশাখ মাস ॥
এহিত বইশাখ মাসে লো শান্তি
দুগ্ধে বান্ধে সর।
খাও না[৩৮] বিলাও না শান্তি,
এমুন যইবন তোমার ॥"*

"ক্ষেতের তরমুজ নয় রে সাধু
আমি কাইট্যা বিলাইব।
কোলের পোলা নয় রে আমি
এই না দুগ্ধ পিয়াইব[৩৯] ॥†
গাঙ্গে ত জুয়ার আইসা
গাঙ্গে ত ভাটায়।+
দেহের যইবন আইসা
দেহে ত মিলায় ॥"+
"এহ মাস ভাড়াইলা লো শান্তি,
হারে শান্তি, আমার না পুরিল আশ।
লব লঙ্ ছুরত্ লয়্যা লো শান্তি,
আইল জ্যৈষ্ঠ মাস ॥
এহি ত জ্যৈষ্ঠ মাসে লো শান্তি,
গাছে পাকে আম।

৩৮। খাওনা = ভোগ কর না। ৩৯। পিয়াইব=পান করাইব।

পাঠান্তর :— * খাও না বিলাও রে শান্তি তোমার যৈবন কাল ॥
† কোলের সন্তান নয়রে আমি এ স্তন পিলাব।

ভারায়[৪০] ভারায় আইনা দিব
আম কাঠাল জাম ॥”

“আন্‌ছাও আন্‌ছাও[৪১] আম কাঠাল
আমি উয়্যা[৪২] নাইত চাই।
ঘরে থাকে ছোটো বইন
তুমি ত্থাওগা তানার ঠাই ॥”

“কি বোল বলিলা শান্তি,
আমার অন্তরে দিলা কালি।
ছোটো বইন বইলা তুমি
আমারে দিলা গালি ॥”

“গাইল নয় গাইল নয় রে সাধু
তুমি গিরে[৪৩] ফিইরা যাও।+
সুন্দর কন্যা বিয়া কইরা
সুখে বইসা খাও ॥”+

“এহ মাস ভাড়াইলা লো শান্তি,
হারে শান্তি, আমার না পুরিল আশ।
নব লও ছুরত্‌ ধইরা
আইজ আইসে আষাঢ় মাস ॥
এহিত আষাঢ় মাসে লো শান্তি
গাঙ্গের পানি নুড়ায় ভাটি[৪৪] ।*

৪০। ভারায় ভারায়=ভারে ভারে। ৪১। আন্‌ছাও আন্‌ছাও=এনেছ এনেছ। ৪২। উয়্যা=উহা। ৪৩। গিরে=গৃহে। ৪৪। নুড়ায় ভাটি=ভাটির দিকে দৌড়ায়।

পাঠান্তর :— * এহি আষাঢ় হারে মাসে শান্তি গাঙে নুড়া ভাটি।

তোমার সাধু ডুইব্যা মইরাছে
ঐ না কাঞ্চনপুরের ভাটি ॥”

“আমার সাধু মর্ত যদি
হারে কাঞ্চনপুরের ভাটি।
আমার আওলাইত মাথার কেশ রে
ছিড়্‌ত গলার গজমোতি[৪৫] ॥
রাম লক্ষণ দুইডা শঙ্খ[৪৬]
আমার ভাইঙ্গা হইত চুর।
আস্তে আস্তে মৈলান[৪৭] হইত
আমার সিন্তার সিন্দুর ॥”*

“এহ মাস ভাড়াইলা লো শান্তি,
হারে শান্তি, আমার না পুরিল আশ।
লব লঙ্‌ ছুরত্‌ লয়্যা লো শান্তি,
আইল শাওন মাস ॥
এহিত শাওন মাসে লো শান্তি,
হইব ঘোলা হাটু পানি।
ঘাটে আইবার কালে তরে
ফিক্যা[৪৮] মাইর্‌ব শরবানি[৪৯] ॥”†

৪৫। গজমোতি=গজমোতির হার। ৪৬। রাম লক্ষণ দুইডা শঙ্খ=পূর্ববঙ্গে সধবার হাতের শাঁখাকে প্রাচীন কালে রাম লক্ষণ নাম দেওয়া হইত। ৪৭। মৈলান=মলিন ৪৮। ফিইক্যা=ছুঁড়িয়া। ৪৯। শরবানি=ঠেঙ্গা, ঠেঙ্গাড়ে ডাকাতদের ব্যবহার্য বাঁশের মুগুর বিশেষ।

পাঠান্তর :— * আস্ত আস্তে মৈলাম হৈত শিন্তার সিন্দূর।।
† এঘর হৈতে ওঘর যাইতে তোরে মারব শরবানি

"মাইরা যদি ফ্যালাও মোরে
ফেইলা দেও রে জলে।*
তউ ত[৫০] না যাইব রে সাধু,
আমি বিগানার মণ্ডলে[৫১] ॥
কোন দেশেরতন্[৫২] আইছ রে সাধু,
কোন দেশে বান্[৫৩] যাও।+
শরবানি মারিয়া বুঝি
ডাকাইতি কইরা খাও ॥" +

"এহ মাস ভাড়াইলা লো শান্তি,
হারে শান্তি, আমার না পুরিল আশ।
লব লঙ্ ছুরত্ ধইরা শান্তি
আইজ আইছে ভাদ্দর মাস ॥
এহি ত না ভাদ্দর মাসে শান্তি
দেখো গাঙ্গে ভরা পানি।
ষোল দাঁড়ের পান্সী দিব
তুমি খেলিবা বাইছানি[৫৪] ॥"

"ছাওগা ছাওগ্যা দাঁড়ের পান্সী
তোমার মা-বইনের আগে।+

৫০। তউ=তবু, তথাপি। ৫১। বিগানার মণ্ডলে=লম্পটের গৃহে, (সেন মহাশয়ের মতে অনাত্মীয়ের গৃহে)। ৫২। দেশেরতন=দেশ হইতে। ৫৩। বান্=বা। ৫৪। বাইছানি=নৌকায় বাইচ্।

পাঠান্তর :—* মারিয়ারে মারিয়ারে তুই ফেইলে দেওরে জলে।
+ ছাওগ্যা ছাও ষোল দাঁড়ের পানসী তোমার মাবুনীর আগে।

তোমার যে দরদের আছে
তার মন পাইবার লাইগে ॥*
আমার সোয়ামীর আছে সপ্তডিঙ্গা[৫৫]
ময়ূরপঙ্খী নাও[৫৬] ।+
বাপের দোয়ারে বন্ধা হাত্তি
আর কিবান্ তুমি চাও ॥"+

"এহ মাস ভাড়াইলা লো শান্তি,
হারে শান্তি, আমার না পুরিল আশ ।
নব লঙ্ ছুরত্ লয়্যা লো শান্তি,
দেখো আইল আশ্বিন মাস ॥
এহি ত আশ্বিন মাসে লো শান্তি
বচ্ছর ঘুইরা আইল ।+
তোমারে য়াচাই[৫৭] কইরা দেখা
আইজ আমার শেষ হইল ॥+
শিশুকালে হইছিল বিয়া
চিন কি না চিন ।+
ভালা কইরা দেইখ্যা কইবা
বুইঝা আপন মন ॥'+

এহিত আশ্বিন মাসে শান্তি
দুর্গা পূজা ঘরে ঘরে ।+

৫৫। সপ্তডিঙ্গা=সমুদ্রগামী সাতখানা বাণিজ্য পোত। ৫৬। ময়ূরপঙ্খী নাও=সুসজ্জিত প্রমোদ তরণী। ৫৭। যাচাই=পরীক্ষা।

পাঠান্তর :—* তোমার দরদের যে আছে সাধু আজ তারির মনে লাগে ॥
† এহিত আশ্বিন হারে মাসে দুর্গাপূজা করে ঘরে ঘরে।

আমি আইচি তোমার সাধু
আইজ চিন্যা লও আমারে ॥"

এই না কথা শুইনা শান্তি
আরে শান্তি হেট করে মাথা।
'চিনি চিনি' করে মন
শান্তি না কয় কোনো কথা ॥+
ভাইব্যা চিন্ত্যা শান্তি কন্যা
মুখ তুইলা চায়।+
ধর্ম সাক্ষী কইরা শান্তি
সাধুরে জিগায়[৫৮] ॥*
"কোন সহরে বাড়ী সাধু,
হারে সাধু, কোন সওরে ঘর।
কি নাম তোমার পিতা মাতার
আর কি নামডি তোমার ॥"

"বাহাটিয়া বাড়ী লো শান্তি
নদীর পাড়ে ঘর।†
মাও আমার কল্পতরু
বাপ বাইন্যা গণেশ্বর।††
পরথম আগণ মাসে শান্তি,
বিয়া কইরাছি তরে।

৫৮। জিগায় = জিজ্ঞাসা করিল।

পাঠান্তর :—* ধর্ম না বুঝিয়া আজ শান্তি পোছেন আরেক কথা।
† বাহাটিয়া বাড়ী আমার বাহাটিয়া ঘর।
†† বাপ আমার কল্পতরু মাও গণেশ্বর ॥

হাউস কইরা সুন্দর নাম
রাইখ্যাছে আমার তিল্যাম সদাগরে ॥”

“যদি আইসা থাকো আমার সাধু
হারে সাধু তুমি থাক রে ঐখানে।
বাড়ী যায়্যা শুইনা আসি
আমি মাও বাপের জবানে[৫৯] ॥”

“কি কর রে বির্দ্ধ মাও বাপ
কি কর বসিয়া।
কার বা খাইছ ট্যাকা কড়ি
কারছুন[৬০] দিছিলা বিয়া ?”

“বারো না বচ্ছর পরে লো শান্তি
আইজ তের না বচ্ছর পরে।
যইবনের ভারে লো শান্তি
আইজ জামাই কইছিস কারে ?”

“শিশুকালে দিছিলা বিয়া
জামাই না চিনি না জানি।+
ঘাটের পাড়ে খাড়ায়্যা রইছে
দেইখ্যা লওগা চিনি।” +

ভালা শাড়ী পইরা মাও
কাঙ্কে পিত্তলা কলসী।+
ডাইকা লইল সঙ্গে যত
পাড়ার পড়শী ॥+

৫৯। জবানে=মুখের কথায়। ৬০। কারছুন=কাহার সঙ্গে।

হাতে লইল খৈল খরসী মাথায় তৈল বাটি।
হেলিতে দুলিতে চলে সবাই জামাই চিনতি ॥
"চিইনাছি চিইনাছি লো শান্তি,
হারে শান্তি, এই না তর পতি।
আগুয়াইয়া লওগা[৬১] শান্তি
আইজ অপন গলার গজমোতি ॥
বাইর কর আলঙ্কারের ঝাপি
খোলো রে ঢাকুনি। *
মাথার কেশ বাইন্ধ্যা লওরে
লয়্যা আবের চিরুণখানি ॥" †

চিরুণে চিড়িয়া কেশ রে
শান্তি বাঁয়ে বান্ধিল খোপা।
খোপার উপর তুইলা পরল
গন্ধ আলোক চাঁপা ॥
সিন্থ্যাপাটি মোতির মালা
পর্‌ল গলায় হাসুলী।
তার বালা বাজুবন্ধ্
পরে পায়েতে পাশুলী ॥
সিন্থাতে সিন্দূর দিল শান্তি
দুই নয়ানে কাজল।
চরণে নূপুর লইল কোমরে ঘাগর ॥

৬১। আগুয়াইয়া লওগা = অগ্রসর হইয়া গ্রহণ কর।

পাঠান্তর :—* বাইর কর বেসরের ঝাপি শান্তি খোলরে ঢাকিনী
† দুই হস্তে বাহিয়া নাওলো আবের চিরুণ খানি ॥

বাইছা গুইছা লইল অঙ্গে আষ্ট আলঙ্কার। *
গলায় তুলিয়া লইল গজমোতির হার॥
সোয়ামীর আগে যায় রে শান্তি
হারে শান্তি ঠারে ত সুন্দরে।
"চল চল আমার সাধু
আমরা যাইগা বাসরঘরে॥"

সমাপ্ত।

পাঠান্তর :— * বাহু চাযা৷ নৈল হারে এনা জোড় তাড়।